শব্দে শব্দে
আল কুরআন
প্রথম খণ্ড
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শব্দে শব্দে আল কুরআন

প্রথম খণ্ড

সূরা আল ফাতিহা ও সূরা আল বাকারা

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

সম্পাদনায় : মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪
ISBN-978-984-416-033-0

আঃ প্রঃ ৩১৭

২য় প্রকাশ

রমযান	১৪৩৩
শ্রাবণ	১৪১৯
জুলাই	২০১২

বিনিময় ঃ ২৫০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 1st Volume by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 250.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

"আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?"–সূরা আল ক্বামার ঃ ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ (১) আল কুরআনুল কারীম—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন ; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মাজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এ সংকলনের দশম খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয়, তা হলো—মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়। আমাদের এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন।

বিনীত
—প্রকাশক

সংকলকের কথা

সর্ব শক্তিমান রাব্বুল আলামীনের লাখো কোটি শোকর, যিনি আমার মতো তাঁর এক নগণ্য বান্দাহর হাতে তাঁর চিরন্তন হিদায়াতের একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ বিশাল খিদমত নিয়ে তাঁর এ বান্দার জীবনকে মহিমান্বিত করেছেন। দরূদ ও সালাম সকল নবী-রাসূল ও মুসলিম উম্মাহর চিরন্তন নেতা, খাতামুন নাবিয়্যিন, শাফিউল মুযনাবীন ও আফদালুল বাশার হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর। আল্লাহ অশেষ রহমত বর্ষণ করুন তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরামের উপর। মহান আল্লাহর দরবারে এ বান্দাহর আকুল আবেদন এই যে, তিনি যেন তাঁর এ নগণ্য বান্দার খিদমতটুকুকে আখিরাতে তার নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহণ করেন।

আধুনিক প্রকাশনী বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অন্যতম। মূলত এ ধরনের তাফসীর সংকলনের উদ্যোক্তা এ প্রতিষ্ঠান। আমি শুধু তাদের উদ্যোগকে কাজে পরিণত করেছি। প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা ম্যানেজার জনাব আনোয়ার হুসাইন সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রকাশনা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট দীনী ভাইদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ফলে এ অনন্য তাফসীর সংকলনটি আলোর মুখ দেখেছে। আল্লাহ তাঁদের সকলের খিদমতের উত্তম বিনিময় দান করুন। কাজ শুরু করার পর থেকে সুদীর্ঘ দশটি বছর ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অতপর মহান আল্লাহর খাস মেহেরবানীতে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তি লগ্নে সেই মহান আল্লাহর শোকর পুনরায় আদায় করছি।

মু: হাবিবুর রহমান

সূচিপত্র

সূরা আল ফাতিহা

নামকরণ

'ফাতিহা' শব্দের অর্থ ভূমিকা, উপক্রমণিকা, মুখবন্ধ ইত্যাদি। যেহেতু কুরআন মাজীদ এ সূরার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে। তাই সূরাটির নাম, 'আল ফাতিহা' বা 'ফাতিহাতুল কিতাব' রাখা হয়েছে।

সূরাটির বেশ কিছু নাম রয়েছে, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হলো−(১) উম্মুল কুরআন, (২) আশ শাফিয়াহ, (৩) সাবয়ে মাসানী, (৪) হামদ, (৫) তালীমুল মাসয়ালাহ, (৬) মুনাজাত, (৭) কুরআনে আযীম।

নাযিলের সময়কাল

নবুওয়াতের একেবারে প্রথম দিকেই সূরাটি নাযিল হয়েছে। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে এটাই প্রথম নাযিল হয়েছে। এর পূর্বে বিক্ষিপ্ত কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে যেগুলো সূরা 'ইকরা' বা 'আলাক', সূরা মুয্যাম্মিল ও সূরা মুদ্দাসসির-এ সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

সূরা ফাতিহা মূলত একটি প্রার্থনা, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর সেসব বান্দাহদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যারা তাঁর কিতাব অধ্যয়ন করতে যাচ্ছে। কিতাবের প্রারম্ভে সূরাটি সংযুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য হলো−একথা বুঝানো যে, তোমরা যারা এ কিতাব অধ্যয়ন করতে যাচ্ছো, এ কিতাব থেকে তোমরা যদি উপকৃত হতে চাও তাহলে সর্বপ্রথম এ প্রার্থনা করো।

মানুষের জ্ঞান সীমিত। সে এ সীমিত জ্ঞান দ্বারা তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সবচেয়ে কল্যাণকর বিষয় এবং মহান আল্লাহর নিকট তার চাওয়ার বিষয় স্থির করতে সক্ষম নয়। তাই তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে মানুষকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে, আমার নিকট তোমাদের চাওয়ার বিষয় এ একটিই, যা চাওয়ার পদ্ধতি ও ভাষা তোমাদেরকে এ সূরাটিতে শিখিয়ে দেয়া হচ্ছে। আর এটিই তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ বয়ে আনবে। সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মানুষ যখন তার জন্য কল্যাণকর একমাত্র বিষয়টি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ তার সামনে রেখে দিয়ে তার প্রার্থনার জবাব দেন যে, তোমরা আমার নিকট যে প্রার্থনা করেছো, তা এ কুরআন মাজীদেই রয়েছে। এ কুরআন মাজীদকে তোমরা যদি তোমাদের দুনিয়ার জীবনে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করো, তাহলে এটা তোমাদের দুনিয়ার জীবনকে যেমন সুষমাময় করবে তেমনি তোমাদের আখেরাতের জীবনকেও করবে সুখময়। এর দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সূরা ফাতিহা মহান আল্লাহর নিকট বান্দাহর প্রার্থনা, আর পূর্ণাঙ্গ কুরআন মাজীদ তাঁর পক্ষ থেকে জবাব।

নামাযের প্রত্যেক রাকয়াতেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়। এর দ্বারা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানানো হয়। অতপর কুরআন মাজীদের যে কোনো অংশ থেকে পাঠ করা হয়, তার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাথে সাথেই প্রার্থনার জবাব পাওয়া যায়।

সূরা ফাতিহায় সাতটি আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম তিনটি আয়াত আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। চতুর্থ আয়াতটি আল্লাহ ও বান্দার সাথে সম্পর্কিত এবং শেষ তিনটি আয়াত বান্দাহর সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ এবং তাঁর বান্দাহর মধ্যে কথোপকথনের সূচনা হয়।

১. সূরা আল ফাতিহা[১]–মাক্কী

রুকূ' ১ আয়াত ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ[২]

দয়াময় পরম দয়ালু[৩] আল্লাহর নামে

① اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ② الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ③ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

১। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। ২। যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। ৩। যিনি বিচার দিনের মালিক।[৪]

④ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ⑤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

৪। আমরা শুধু আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য চাই। ৫। আমাদেরকে সহজ-সরল পথে পরিচালিত করুন।

بِسْمِ (ب+اسم)–নামে ; اللّٰهِ -আল্লাহর ; الرَّحْمٰنِ (ال+رحمن)–দয়াময় ; الرَّحِيْمِ (ال+رحيم)–পরম দয়ালু। ① اَلْحَمْدُ (ال+حمد)–সকল প্রশংসা; لِلّٰهِ–আল্লাহর জন্য। رَبِّ–পালনকর্তা ; الْعٰلَمِيْنَ (ال+عالم+ين) –বিশ্বজগত। ② الرَّحْمٰنِ (ال+رحمن)–দয়াবান ; الرَّحِيْمِ (ال+رحيم)–পরম দয়ালু। ③ مٰلِكِ–মালিক ; يَوْمِ –দিন; الدِّيْنِ (ال+دين)–বিচার। ④ اِيَّاكَ (ايا+ك)–শুধু আপনারই ; نَعْبُدُ–আমরা ইবাদাত করি ; وَ–এবং ; اِيَّاكَ (ايا+ك)–শুধু আপনারই নিকট ; نَسْتَعِيْنُ–আমরা সাহায্য চাই। ⑤ اِهْدِنَا (اهد+نا)–আমাদেরকে হেদায়াত করুন, পথ প্রদর্শন করুন; الصِّرَاطَ –পথ ; الْمُسْتَقِيْمَ (ال+مستقيم)–সহজ-সরল ;

১. সূরাটি 'আল ফাতিহা' নামে সর্বজন পরিচিত হলেও এর অনেকগুলো নাম রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো ঃ (ক) ফাতিহাতুল কিতাব, (খ) উম্মুল কুরআন, (গ) সাবউল মাসানী, (ঘ) শাফিয়াহ, (ঙ) তা'লীমুল মাসয়ালা, (চ) মুনাজাত, (ছ) উম্মুল কিতাব, (জ) ফাতিহাতুল কুরআন, (ঝ) হাম্‌দ, (ঞ) কুরআনে আযীম (ট) কুরআন মাজীদ। সূরা ফাতিহাকে তার বিষয়বস্তুর আলোকেই এ নামকরণ করা হয়েছে। যা দ্বারা কোনো বিষয়, কোনো গ্রন্থ বা কোনো কাজ শুরু করা হয় তাকে আরবী ভাষায় 'ফাতিহা' বলা হয় (বাংলায় ভূমিকা, মুখবন্ধ, সূচনা ইত্যাদি)। পূর্ণাংগ সূরা হিসেবে এটিই সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে।

২. বিসমিল্লাহর পারিভাষিক নাম 'তাসমিয়াহ' অর্থাৎ নামকরণ। আল্লাহ তায়ালার মূল নাম এবং গুণবাচক নামের এতে সমাবেশ ঘটেছে, তাই এর নাম 'তাসমিয়াহ' রাখা হয়েছে।

﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٧﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ○

৬। তাদের পথ যাদের আপনি পুরস্কৃত করেছেন। ৭। তাদের পথ নয় যাদের উপর আপনার গযব পড়েছে এবং যারা বিপথগামী হয়েছে।[৫]

⑥ صِرَاطَ–পথ; الَّذِيْنَ–তাদের, যাদের; اَنْعَمْتَ (انعم+ت)–আপনি পুরস্কৃত করেছেন; عَلَيْهِمْ (على+هم) তাদের বা যাদের উপর। ⑦ غَيْرِ –নয় (তাদের পথ), ব্যতীত; الْمَغْضُوْبِ (ال+مغضوب) –অভিশপ্ত ; عَلَيْهِمْ (على+هم)–যাদের উপর ; وَلَا (و+لا) –এবং নয় (তাদের পথ); الضَّالِّيْنَ (ال+ ضال+ين) –বিপথগামীগণ, পথভ্রষ্টরা।

প্রত্যেক বৈধ কাজে 'বিসমিল্লাহ' পড়া মুস্তাহাব এবং অবৈধ কাজে পড়া হারাম।

৩. الرحمن ও الرحيم। শব্দ দু'টি رحمة মূল শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। দুটো শব্দের অর্থই 'পরম দয়াময়'। ال সংযোগে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, 'পরম দয়াময়' বা 'একমাত্র দয়াময়'।

৪. বিষয়বস্তুর আলোকে সূরাটিকে তিনটি ভাগ করা যায়–

ক. প্রথম আয়াত থেকে চতুর্থ আয়াত পর্যন্ত এ চারটি আয়াত শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ এ কয়টি আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলী একমাত্র আল্লাহর।

খ. পঞ্চম আয়াতটি মানুষ তথা আল্লাহর বান্দাহর সাথে সংশ্লিষ্ট ; কারণ ইবাদাত ও প্রার্থনা করা একমাত্র বান্দারই বৈশিষ্ট্য।

গ. ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াতদ্বয় আল্লাহ ও বান্দাহ উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ বান্দাহ আল্লাহর কাছে যা চেয়েছে আল্লাহ তা দিয়েছেন। তাই আল্লাহ দাতা আর বান্দাহ গ্রহীতা।

৫. সূরা আল ফাতিহা কুরআন মাজীদের শুরুতে সংযোজিত হওয়ার জন্য এর নামকরণ ফাতিহা বা 'ভূমিকা' হলেও মূলত এটা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা।

মানুষের জ্ঞান নিতান্তই নগণ্য। তাই তাঁরা মহামহিম আল্লাহর কাছে চাইবার মত বিষয় নির্ধারণে সক্ষম হবে না, এটা আল্লাহ জানেন। তাই দয়াময় আল্লাহ মানুষের জন্য একমাত্র প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় যা আল্লাহর নিকট চাইতে হবে তা এ সূরার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, এমনকি সেই প্রার্থনা বা চাওয়ার ভাষা কি হবে তাও বলে দিয়েছেন। আর মানুষের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়টি হলো "সিরাতুল মুস্তাকীমে (সৎ পথে) হিদায়াত"।

অতপর আল্লাহ বান্দাহর চাওয়ার উত্তরে পূর্ণাংগ 'কুরআন মাজীদ' পেশ করে বলেছেন–

الٓمٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ ـ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থ ঃ আলিফ-লাম-মীম। এটা সেই কিতাব যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই ; (তোমাদের) মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত, (যা তোমরা সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আমার শেখানো ভাষায় আমার কাছে চেয়েছো)।

বিসমিল্লাহ ও সূরা আল ফাতিহার শিক্ষণীয় বিষয়

১. প্রত্যেক ভাল কাজের শুরুতে আমাদেরকে বিসমিল্লাহ পাঠ করতে হবে। মন্দ কাজে বিসমিল্লাহ পাঠ করা হারাম।

২. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণজনক বিষয়গুলো আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। তবে সবচেয়ে মূল্যবান ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যা সদা-সর্বদা চাইতে হবে, তাহলো 'হিদায়াত' তথা পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার জ্ঞান, যোগ্যতা, পথ ও পন্থা, শক্তি ও সাহস এবং ধৈর্য ও নিষ্ঠা।

প্রতিদিন 'সালাত' তথা নামাযের প্রতিটি রাক্‌য়াতে সূরা ফাতিহা পাঠের বাধ্য বাধকতার মাধ্যমে আমরা এ শিক্ষাই পেয়ে থাকি।

৩. পার্থিব জীবনেও কারো কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে তা চাইতে হবে শালীন ভাষায়। প্রথমে দাতার মধ্যকার বিদ্যমান গুণাবলীর প্রশংসাসূচক কথা বলতে হবে। অতপর তাঁর কাছে প্রার্থীত বিষয় পেশ করতে হবে।

নামকরণ

সূরাটির নাম 'বাকারা' এজন্য রাখা হয়েছে যে, এতে 'বাকারা' (গাভী) সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা উল্লেখিত আছে। কুরআন মাজীদের প্রায় প্রতিটি সূরাতেই অনেক সংখ্যক বিষয় আলোচিত হয়েছে। সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে সূরার শিরোনাম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর নির্দেশে সূরাগুলোর বিষয় ভিত্তিক শিরোনামের পরিবর্তে শুধুমাত্র পরিচিতির স্বার্থে বা চিহ্ন স্বরূপ নামকরণ করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—এটা সেই সূরা যাতে 'বাকারা' তথা গাভীর উল্লেখ আছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার অধিকাংশই মহানবী (স)-এর মাদানী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে। কিছু অংশ পরবর্তীকালে নাযিল হয়েছে। সূরার শেষের দিকের কিছু আয়াত হিজরতের পূর্বে মক্কায় নাযিল হয়েছে। বিষয়বস্তুর মিল থাকার কারণেই বিভিন্ন পর্যায়ে নাযিলকৃত অংশসমূহকে একই সূরার অধীনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

নাযিলের উপলক্ষ

এ সূরাটির তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য নাযিলের সময়কালীন সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার।

এক ঃ হিজরতের পূর্বে কুরআন মাজীদের নাযিলকৃত আয়াতসমূহে সম্বোধন করা হয়েছিল মুশরিক তথা মূর্তিপূজারীদেরকে এবং সেই আলোকেই আলোচনা অব্যাহত ছিল। কিন্তু হিজরত পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানদেরকে ইয়াহুদীদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ইয়াহুদীরা হযরত মূসা (আ) কর্তৃক প্রচারিত ইসলাম থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছিল। তারা তাওরাতের শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে নিজেদের মনগড়া নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেই চলছিল। তাদের মধ্যে সর্ব স্তরেই নানাবিধ বিকৃতি এসে গিয়েছিল। তাদের সমাজ নেতা, ধর্মীয় নেতা, আম জনসাধারণ কেউই এ বিকৃতি থেকে নিরাপদ ছিলো না। যেহেতু সকল নবীর প্রচারিত জীবনব্যবস্থাই ছিল ইসলাম, সেহেতু মূসা (আ)-এর অনুসারী হিসেবে তারাও প্রথমত মুসলিম ছিল ; কিন্তু পরবর্তীতে নিজেদের মুসলিম না বলে ইয়াহুদী বলা শুরু করেছিল।

অতপর রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় হিজরত করে আল্লাহর নির্দেশে ইয়াহুদীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন তারা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল।

সূরার প্রথম দিকের ১৫/১৬ রুকূ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ইয়াহুদীদের সমালোচনা ও তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতের বিষয়ই আলোচিত হয়েছে।

দুই ঃ হিজরতের পূর্বে দীনী তাবলীগ এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের ব্যক্তি পর্যায়ের শিক্ষা এবং চারিত্রিক সংশোধনের পর্যায় পর্যন্তই ইসলাম সীমাবদ্ধ ছিল ; কিন্তু হিজরতের পর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন, আর্থ-সামাজিক নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ক আয়াতও অবতীর্ণ হচ্ছিল। এ সূরার শেষ দিকের ২৩টি রুকূ'তে এ সম্পর্কিত আলোচনাই অধিক রয়েছে।

তিন ঃ মক্কার কাফিরদের আয়ত্তাধীন এলাকাতেই ইসলাম-এর সূচনা হয়েছিল ; যারা মুসলমান হচ্ছিল তারা নির্বিবাদে কাফিরদের অমানুসিক অত্যাচার-নির্যাতন সয়ে যাচ্ছিল কোনো প্রকার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার সুযোগও তাদের ছিল না, আর আল্লাহর নির্দেশও ছিল না। কিন্তু যখনই মদীনায় হিজরত করে মুসলমানগণ একটি ঐক্যজোটে পরিণত হলো, একটি রাষ্ট্রের রূপরেখা সুস্পষ্টরূপে দেখা দিল, মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো, তখনই কাফিরদের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে নির্মূল করার চেষ্টাও জোরদার হতে লাগল। এ বিশাল শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব ছিলো না, যদি না আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে এ সূরার নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিতেন ঃ

(ক) পূর্ণ শক্তি ও উদ্যম প্রয়োগে নিজেদের জীবনব্যবস্থার নিয়ম-নীতিকে প্রচার করে যতো বেশী সম্ভব লোককে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

(খ) বিরুদ্ধ কাফির শক্তির ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা সম্পর্কে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে তাকে পরিত্যাজ্য প্রমাণ করা।

(গ) নিরাশ্রয়, দরিদ্র ও প্রবাসী হওয়ায় মুসলমানগণ যে নিরাপত্তাহীন ও সংকটজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল তাতে ধৈর্য, ত্যাগ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা।

(ঘ) ক্রমাগ্রসরমান এ দীনী দাওয়াতকে থামিয়ে দেয়া বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিরোধীদের শক্তি, জনবল, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতির প্রতি কোনো প্রকার তোয়াক্কা না করে তাদের মোকাবিলা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা।

(ঙ) মুসলমানদের মনে এতটুকু শক্তি-সাহসের সঞ্চার করে দেয়া যে, যদি পৌত্তলিক আরবগণ এ সত্য দীন তথা ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ না করে, তাহলে তাদের জাহেলিয়াতের বিপর্যয়কর জীবনব্যবস্থাকে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

চার ঃ দাওয়াতে ইসলামীর এ মাদানী পর্যায়েই মুনাফিক শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটতে লাগলো। অবশ্য মক্কাতেও মুনাফিকদের একটি শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। এ শ্রেণীর মুনাফিকরা ইসলামকে সত্য ও কল্যাণময় জীবন বিধান হিসেবে মানতো।

ইসলামের সত্যতা তারা মুখে ঘোষণাও করতো ; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে সমাজচ্যুত হতে তারা রাজী ছিল না।

মদীনাতে মুনাফিকদের এ শ্রেণী তো ছিলই, অধিকন্তু সেখানে আরো চার শ্রেণীর মুনাফিকের প্রকাশ ঘটেছিল ঃ

(১) একদল আসলেই কাফির ও ইসলামের দুশমন ছিল ; কিন্তু ইসলামের ক্ষতি করার মতলব নিয়ে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

(২) দ্বিতীয় একদল মুনাফিক ইসলামী সমাজের অভ্যন্তরে মুসলমান পরিবেষ্টিত ছিল। তারা মুসলমান পরিচয়ে এবং ভেতরে ভেতরে কাফিরদের সাথে সম্পর্ক রাখার মধ্যে নিজেদের কল্যাণ মনে করতো।

(৩) তৃতীয় একদল ছিল যারা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিসন্দেহ ছিল না। তাদের গোত্র বা বংশের লোকদের সাথে তারা প্রকাশ্যে মুসলমান হয়েছিল।

(৪) চতুর্থ আর একদল মুনাফিক ইসলাম যে সত্য ও সনাতন জীবনব্যবস্থা তা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল এবং প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণও করেছিল ; কিন্তু জাহেলী সমাজের বল্গাহীন জীবন আচার ত্যাগ করে ইসলামী বিধি-বিধান পালন এবং বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য পালনকে নিজেদের জন্য বোঝা মনে করে তা পালন করতে চাইতো না।

এ শ্রেণীর মুনাফিকদের প্রকাশ লগ্নেই সূরা আল বাকারা নাযিল হয়েছিল। তাই সূরার বিভিন্ন আয়াতে মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁয়ালা সংক্ষিপ্ত ইংগিত করেছেন।

২. সূরা আল বাকারা–মাদানী

রুকূ' ৪০ | আয়াত ২৮৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① الٓمّٓ ② ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

১. আলিফ-লাম-মীম।[১] ২. এ (আল কুরআন) সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই ; মুত্তাকীদের জন্য এটা হিদায়াত।[২]

③ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

৩. (মুত্তাকী তারা) যারা বিশ্বাস রাখে গায়েব[৩] বা অদৃশ্যে এবং নামায প্রতিষ্ঠা[৪] করে ; আর আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[৫]

① الٓمّٓ –এ বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর অর্থ একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। ② ذٰلِكَ –এ (আল-কুরআন) ; الْكِتٰبُ (ال+كتاب)–সেই কিতাব ; لَا –নেই ; رَيْبَ –কোনো সন্দেহ-সংশয় ; فِيْهِ (فى+ه) –এতে, বা যাতে ; هُدًى –হিদায়াত ; لِلْمُتَّقِيْنَ (ل+ال+متقى+ن)–মুত্তাকীদের জন্য। ③ الَّذِيْنَ (الذى+ين)–যারা ; يُؤْمِنُوْنَ (يؤمن+ون) –ঈমান রাখে; بِالْغَيْبِ (ب+ال+غيب) –অদৃশ্যে ; وَ –এবং ; يُقِيْمُوْنَ (يقيم+ون) –প্রতিষ্ঠা করে, কায়েম করে ; الصَّلٰوةَ (ال+صلوة)–নামায ; وَ –এবং ; مِمَّا (من+ما) –তা থেকে; رَزَقْنٰهُمْ (رزق+نا+هم)–আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি ; يُنْفِقُوْنَ (ينفق+ون) –তারা ব্যয় করে।

১. الم -(আলিফ-লাম-মীম) এ ধরনের বিচ্ছিন্ন হরফ কুরআন মাজীদের বেশ কয়েকটি সূরার শুরুতে আছে। এগুলোর সঠিক তাৎপর্য একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। তবে মুফাস্সিরগণের অনেকে এগুলোর বিভিন্ন অর্থ পেশ করেছেন। আমরা এগুলোর অর্থ নিয়ে সময় খরচ না করে শুধুমাত্র এ বিশ্বাসই পোষণ করবো যে, এগুলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। কেননা এগুলোর অর্থ জানার উপর কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ নির্ভরশীল নয়।

২. هدى -এর অর্থ হিদায়াত তথা সঠিক পথ ; সঠিক দিকনির্দেশনা। কিন্তু এ কিতাব থেকে হিদায়াত পেতে হলে মানুষকে 'মুত্তাকী' হতে হবে। অর্থাৎ তাদেরকে মন্দ থেকে বেঁচে থাকতে ও ভালকে গ্রহণে আগ্রহী হতে হবে। কুরআন মাজীদ থেকে হিদায়াত লাভের জন্য এটা প্রথম পূর্বশর্ত।

৩. الغيب -'গায়েব' শব্দের অর্থ প্রকৃতপক্ষে যা শুধু দেখা যায় না তা-ই নয়, বরং যা আমরা চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও স্পর্শ অনুভূতি দ্বারা বুঝতে পারি না তাও। এর

④ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ

৪. আর যারা ঈমান আনে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও ;[৬]

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ④ أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۙ وَأُولٰٓئِكَ

আর যারা আখিরাতের প্রতিও দৃঢ় ঈমান রাখে।[৭] ৫. তারাই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত হিদায়াতের উপর রয়েছে ; এবং তারাই

④ وَ –আর ; الَّذِيْنَ (الذى+ن)–যারা ; يُؤْمِنُوْنَ (يؤمن+ون) –বিশ্বাস রাখে ; بِمَآ (ب+ما)–যা ; أُنْزِلَ –নাযিল করা হয়েছে ; إِلَيْكَ (الى+ك) –আপনার প্রতি ; وَ –এবং ; مَآ –যা ; أُنْزِلَ –নাযিল করা হয়েছে ; مِنْ –থেকে, হতে ; قَبْلِكَ (قبل+ك) –আপনার পূর্বে; وَ –এবং ; بِالْاٰخِرَةِ (ب+ال+اخرة) –আখিরাতের প্রতিও ; هُمْ –তারা; يُوْقِنُوْنَ (يوقن+ون)–দৃঢ় ঈমান রাখে। ⑤ أُولٰٓئِكَ–তারাই; عَلٰى –উপর (রয়েছে); هُدًى–হিদায়াতের; مِنْ–থেকে, হতে; رَبِّهِمْ (رب+هم)–তাদের পালনকর্তা; وَ –এবং ; أُولٰٓئِكَ –তারাই ;

দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব, ফিরিশতা, ওহী, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির কথাই বুঝানো হয়েছে। এটা কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের জন্য পূর্বশর্ত।

৪. الصلوة -কায়েম দ্বারা শুধুমাত্র নিজে নিজে নামায আদায় করার কথা বলা হয়নি; বরং সমাজের সকল মুসলমানকে নিয়ে জামায়াতে নামায আদায় করার কথা বলা হয়েছে। আর তখনই ইসলামী সমাজ গঠনে সালাতের ভূমিকা বাস্তবে প্রতিফলিত হবে। এটাও কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের জন্য পূর্বশর্ত।

৫. ينفقون -অর্থাৎ তারা সৎপথে সম্পদ ব্যয় করে। এর অর্থ মানুষ যেন কৃপণ না হয়। তার অর্জিত সম্পদে অন্য মানুষের যে অধিকার রয়েছে তা যেন সে প্রদান করে। এটা কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের জন্য চতুর্থ শর্ত।

৬. من قبلك -কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করতে হলে কুরআনের পূর্বে ওহীর মাধ্যমে যেসব আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে সেগুলোতে বিশ্বাস রাখতে হবে। পৃথিবীতে মানুষের প্রথম পদক্ষেপের সাথে সাথেই ওহীর নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা ছিল তা যেন মানুষ অস্বীকার করতে না পারে। কারণ পূর্বে যদি কোনো ওহী নাযিলের মাধ্যমে মানুষকে হিদায়াত দানের প্রয়োজনীয়তা না থাকতো তাহলে বর্তমানে তার প্রয়োজনীয়তা থাকবে কেন ?

চরম বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে মানুষ উপরোক্ত প্রশ্ন করতেই পারে। আর তাই কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের জন্য পূর্ববর্তী কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন করা পঞ্চম শর্ত।

هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ

প্রকৃত সফলকাম। ৬. নিশ্চয় যারা কাফির[৮] হয়ে গিয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় দেখান

اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ

বা না দেখান তাদের জন্য (উভয়ই) সমান। তারা ঈমান আনবে না। ৭. আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের অন্তরের উপর[৯] ও তাদের কানের উপর

هُمْ –যারা ; الْمُفْلِحُوْنَ (ال+مفلح+ون) –প্রকৃত সফলকাম। ৬ اِنَّ –নিশ্চয় ; الَّذِيْنَ –যারা ; كَفَرُوْا –কাফির হয়ে গিয়েছে, কুফরী করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে, সত্য গোপন করেছে ; سَوَآءٌ –সমান ; عَلَيْهِمْ (على+هم) –তাদের জন্য ; ءَاَنْذَرْتَهُمْ (ءانذرت+هم)–হয় আপনি তাদের ভয় দেখান; اَمْ -অথবা ; لَمْ تُنْذِرْهُمْ (لم تنذر+هم) –তাদেরকে ভয় না দেখান ; لَا يُؤْمِنُوْنَ –তারা ঈমান আনবে না। ৭ خَتَمَ –মোহর মেরে দিয়েছেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; عَلٰى –উপর ; قُلُوْبِهِمْ (قلوب+هم) –তাদের অন্তরের; وَ –ও, এবং; عَلٰى –উপর; سَمْعِهِمْ (سمع+هم)–তাদের কানের; শ্রবণ শক্তির

৭. بالاخرة -আখিরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারটি ব্যাপক ভিত্তিক। বেশ কয়েকটি বিশ্বাসের সমন্বয়েই 'আখিরাতের উপর বিশ্বাস' গঠিত ঃ

ক. মানুষ এ পৃথিবীতে দায়িত্বহীন নয় ; বরং সে তার সমস্ত কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

খ. এ বিশ্বব্যবস্থাপনা স্থায়ী নয় ; তা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, সেদিন সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জ্ঞাত।

গ. অতপর আল্লাহ এক নতুন জগত তৈরি করবেন। সেখানে আদি মানব থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষ পৃথিবীতে আসবে সকলকে নিজ কর্মের হিসেব দিতে হবে এবং প্রত্যেককে তার কর্মের পুরোপুরি বিনিময় প্রদান করা হবে।

ঘ. আল্লাহর বিচারে সেদিন যে ব্যক্তি ভালো বলে প্রমাণিত হবে সে চিরসুখের স্থান 'জান্নাত' লাভ করবে। অপরপক্ষে আল্লাহর বিচারে যে ব্যক্তি মন্দ বলে প্রমাণিত হবে, সে চির দুঃখময় স্থান 'জাহান্নামে' নিক্ষিপ্ত হবে।

ঙ. পার্থিব জীবনের সচ্ছলতা বা দারিদ্রতা সফলতার মাপকাঠি নয় ; বরং সে ব্যক্তিই সফল, যে আল্লাহর বিচারে সফল ; আর সে ব্যক্তিই ব্যর্থ, যে সেই মহাবিচারের দিন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

উপরে 'আখিরাত' সম্পর্কিত যে বিশ্বাসগুলো উল্লেখিত হয়েছে তার সবগুলোর

وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ز وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

এবং তাদের চোখের উপর রয়েছে পর্দা ; আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

وَ –এবং ; عَلٰٓى –উপর (রয়েছে); اَبْصَارِهِمْ –তাদের চোখের; غِشَاوَةٌ –পর্দা ; وَ –আর, এবং; لَهُمْ (ل+هم) –তাদের জন্য রয়েছে; عَذَابٌ –আযাব ; عَظِيْمٌ –কঠিন।

বিশ্বাস-ই হলো 'আখিরাতে বিশ্বাস'। এগুলোতে বিশ্বাসী না হলে কুরআন মাজীদ থেকে হিদায়াত পাওয়া যাবে না। তাই হিদায়াত লাভের জন্য এটা ষষ্ঠ শর্ত।

৮. كـفـروا –এখানে 'কাফারা' শব্দের অর্থ–উপরে উল্লেখিত ছয়টি শর্ত যা কুরআন মাজীদ থেকে হিদায়াত লাভ করতে পারার জন্য পূর্বশর্ত করে দেয়া হয়েছে সেসবগুলোকে অথবা তার কোনোটিকে মানতে অস্বীকার করেছে এবং শর্তগুলোকে পুরো করেনি, তাদের আখিরাতের ভয় দেখানো আর না দেখানো সমান কথা।

৯. 'আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন'—এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়নি যে, আল্লাহ মোহর মেরে দেয়ার কারণেই তারা ঈমান আনতে পারেনি। বরং এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা যখন উপরোক্ত ছয়টি মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করেছে এবং কুরআনের দেখানো পথের বিপরীত পথে চলতে পসন্দ করেছে, তখন আল্লাহ তায়ালাও তাদের অন্তর এবং কানের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন।

প্রথম রুকূর (১-৭ আয়াতের) শিক্ষা

১. সূরা ফাতেহার মাধ্যমে মানুষের প্রার্থনার জবাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত মানুষের হিদায়াতের জন্য সন্দেহ-সংশয়হীন আসমানী কিতাব কুরআন মাজীদ।

২. কুরআন মাজীদ থেকে হিদায়াত লাভ করার পূর্বশর্ত–

ক. মুত্তাকী তথা তাকওয়ার গুণ অর্জন করা। অর্থাৎ কুরআন যা মানতে বলে তা মানা এবং কুরআন যা ছাড়তে বলে তা ছাড়ার জন্য প্রস্তুত থাকা।

খ. গায়েবে বা অদৃশ্যে বিশ্বাস রাখতে হবে।

গ. সালাত তথা নামায প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ঘ. আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে তাঁরই পথে ব্যয় করতে হবে।

ঙ. পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত সকল আসমানী কিতাবে ঈমান রাখতে হবে।

চ. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আখিরাত সম্পর্কে যা বলেছেন তা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করতে হবে।

৩. প্রকৃত সফলতা আমাদের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হিদায়াতের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

৪. উল্লেখিত বিষয়গুলো অস্বীকার করলে বা কাজে পরিণত করতে না চাইলে আখিরাতে কঠিন আযাব ভোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১৩

৮ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮. আর এমন কতক লোকও[১০] আছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা মু'মিনদের দলে নয়।

৯ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৯. তারা আল্লাহ ও যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিতে চায়, অথচ তারা নিজেদের ছাড়া অপর কাউকে ধোঁকা দেয় না ; কিন্তু তাদের কোনো চেতনা নেই।[১১]

৮ وَ –আর ; مِنَ –মধ্যে, থেকে ; النَّاسِ –মানুষের; مَنْ –যে, যারা ; يَّقُوْلُ –বলে ; اٰمَنَّا –আমরা ঈমান এনেছি; بِاللّٰهِ (ب+الله)–আল্লাহর উপর; وَ –এবং; بِالْيَوْمِ (ب+ال+يوم)–দিনের উপর ; الْاٰخِرِ (ال+اخر)–আখিরাত ; وَ –অথচ, কিন্তু ; مَا –নয়; هُمْ –তারা; بِمُؤْمِنِيْنَ (ب+مؤمن+ين)–মু'মিনদের দলে। ৯ يُخٰدِعُوْنَ (يخادع+ون) –তারা ধোঁকা দিতে চায়; اللّٰهَ –আল্লাহকে ; وَ –এবং, ও ; الَّذِيْنَ –যারা ; اٰمَنُوْا –ঈমান এনেছে ; وَ –অথচ ; مَا يَخْدَعُوْنَ (ما+يخدع+ون)–তারা ধোঁকা দেয় না ; اِلَّا –ছাড়া, ব্যতীত ; اَنْفُسَهُمْ (انفس+هم)–নিজেদের ; وَ –কিন্তু ; مَا يَشْعُرُوْنَ (ما+يشعرون) –তাদের কোনো চেতনা নেই।

১০. এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। তারা মুসলমানদের সাথে মুসলিম পরিচয়ে সম্পর্ক রাখতে চাইতো, আবার কাফিরদের সাথে কাফিরের পরিচয়ে সম্পর্ক অটুট রাখতে চাইতো ; তখন আল্লাহ তাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিলেন। সর্বকালে ও সর্বযুগে এ চরিত্রের মানুষ ছিল, আছে ও থাকবে।

১১. তাদের চেতনা না থাকার অর্থ হলো–তারা ধারণা করেছে যে, তাদের এ মুনাফিকী তাদের জন্য সুফল বয়ে আনবে। তাদের এ ধারণা যথার্থ নয়। কেননা তাদের মুনাফিকী এ জগতেও তাদের জন্য ক্ষতি বয়ে আনবে। কারণ, মুনাফিক ব্যক্তি সব মানুষকে চিরদিন ধোঁকায় ফেলে রাখতে পারে না, হয়ত সব মানুষকে কিছু সময়ের জন্য ধোঁকা দিতে পারে, আবার কিছু লোককে সব সময়ের জন্য ধোঁকায় ফেলতে পারে। অবশেষে সমাজে তার কোনো বিশ্বস্ততা থাকে না। আর আখিরাতে তো ঈমানের মৌখিক দাবির কোনো মূল্যই নেই, যদি জাগতিক কাজকর্ম ঈমানের বিপরীত হয়।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ ⑩

১০. তাদের অন্তরে একটি রোগ[১২] আছে, তারপর আল্লাহ সে রোগকে বাড়িয়ে দিয়েছেন ;[১৩] আর তাদের জন্য কষ্টদায়ক আযাব রয়েছে ;

بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ⑪ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ

কেননা তারা মিথ্যা বলতো। ১১. আর যখন তাদের বলা হয়, পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না ;

قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ⑫ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝

তখন তারা বলে, 'আমরা তো শুধুমাত্র সংশোধনকারী।'

১২. সাবধান ! নিশ্চয় তারা ফাসাদকারী ; কিন্তু তারা বুঝছে না।

⑬ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۭ

১৩. আর যখন তাদেরকে বলা হলো, লোকেরা যেরূপ ঈমান এনেছে তোমরাও সেরূপ ঈমান আন।[১৪] তারা (তখন) বললো, 'আমরা কি নির্বোধেরা যেরূপ ঈমান এনেছে সেরূপ ঈমান আনবো।[১৫]

⑩ فِيْ -তে, মধ্যে; قُلُوْبِهِمْ (قلوب+هم)-তাদের অন্তরে আছে; مَرَضٌ -রোগ ; فَزَادَهُمْ -তারপর বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের ; اللّٰهُ -আল্লাহ; مَرَضًا -সেই রোগকে; وَ -আর ; لَهُمْ (ل+هم)-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ -আযাব ; اَلِيْمٌ -কষ্টদায়ক, নির্মম; بِمَا (ب+ما)-কেননা, (যার জন্য); كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ (كانوا+يكذبون) -তারা মিথ্যা বলতো। ⑪ وَ -আর; اِذَا -যখন; قِيْلَ -বলা হতো; لَهُمْ (ل+هم) -তাদেরকে ; لَاتُفْسِدُوْا (لا+تفسدوا) -তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করো না; فِي -মধ্যে ; الْاَرْضِ (ال+ارض) -পৃথিবীতে; قَالُوْٓا -তারা বলে ; اِنَّمَا (ان+ما) -শুধুমাত্র ; نَحْنُ -আমরা ; مُصْلِحُوْنَ (مصلح+ون); -সংশোধনকারী। ⑫ اَلَآ -সাবধান ! اِنَّهُمْ (ان+هم)-নিশ্চয় তারা; هُمُ -তারাই ; الْمُفْسِدُوْنَ (ال+مفسد+ون) -ফাসাদকারী ; وَلٰكِنْ (و+لكن)-কিন্তু; لَايَشْعُرُوْنَ (لا+يشعرون)-তারা বুঝছে না। ⑬ وَ-আর; اِذَا -যখন; قِيْلَ -বলা হলো; لَهُمْ (ل+هم)-তাদেরকে; اٰمِنُوْا-তোমরা ঈমান আনো; كَمَآ -যেমন, যেরূপ; اٰمَنَ -ঈমান এনেছে; النَّاسُ (ال+ناس) -লোকেরা; قَالُوْٓا -তারা বললো; اَنُؤْمِنُ (ا+نؤمن)-আমরা কি ঈমান আনবো? كَمَآ -যেরূপ; اٰمَنَ -ঈমান এনেছে; السُّفَهَآءُ (ال+سفهاء) -বোকা বা নির্বোধ লোকজন ;

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ج

সাবধান ! তারাই নিশ্চিত নির্বোধ ; কিন্তু তারা তা জানেই না। ১৪. আর যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় (তখন) বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'।

وَإِذَا خَلَوْا إِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ لا قَالُوْٓا إِنَّا مَعَكُمْ لا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ○

আর যখন তারা নিরিবিলিতে তাদের শয়তানদের[১৬] সাথে মিলিত হয় (তখন) বলে, অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে আছি, আমরা তো শুধু ঠাট্টাকারী।

أَلَآ –সাবধান ! إِنَّهُمْ (ان+هم) –নিশ্চিত তারা ; هُمْ –তারাই ; السُّفَهَآءُ (ال+سفهاء) –বোকা, নির্বোধ; وَلٰكِنْ –কিন্তু; لَا يَعْلَمُوْنَ (لا+يعلمون) –তারা তা জানে না ⑭ وَ –আর; إِذَا –যখন; لَقُوْا –তারা মিলিত হয়; الَّذِيْنَ –যারা; اٰمَنُوْا –ঈমান এনেছে; قَالُوْٓا –তারা বলে; اٰمَنَّا –আমরা ঈমান এনেছি; وَ –আর; إِذَا –যখন; خَلَوْا –নিরিবিলিতে, একান্তে (মিলিত হয়) ; إِلٰى –সাথে, সঙ্গে ; شَيٰطِيْنِهِمْ (شيطين+هم) –তাদের শয়তানদের; قَالُوْٓا –তারা বলে ; إِنَّا –অবশ্যই আমরা; مَعَكُمْ (مع+كم) –তোমাদের সাথে ; إِنَّمَا –শুধুমাত্র ; نَحْنُ –আমরা ; مُسْتَهْزِءُوْنَ (مستهزء+ون) –ঠাট্টাকারী।

১২. এখানে 'রোগ' দ্বারা 'মুনাফিকী' তথা কপটতার রোগ বুঝানো হয়েছে।

১৩. 'আল্লাহ সে রোগকে বাড়িয়ে দিয়েছেন'-এর অর্থ তিনি মুনাফিক বা কপট ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না ; বরং তাকে তার 'নিফাকী' তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার অবকাশ দেন। ফলে তার মুনাফিকীর বোঝা ভারী হতে থাকে তথা তার রোগ বৃদ্ধি হতে থাকে।

১৪. এর অর্থ তোমাদের গোত্রের অন্যান্য লোক যেভাবে সত্যনিষ্ঠা সহকারে ঈমান এনেছে, তোমরাও সেরূপ নিষ্ঠা সহকারে ঈমান আনো।

১৫. মুনাফিকদের মতে, যারা নিষ্ঠাবান মু'মিন তারা বোকা, তা নাহলে ইসলাম গ্রহণ করে তারা নিজেদেরকে এমন বিপদাপদের মুখে ফেলতো না। তাদের মতে, শুধুমাত্র সত্য দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত দেশবাসীর শত্রুতার মুখোমুখি হওয়া নিতান্তই বোকামী ছাড়া কিছু নয়। তারা মনে করতো, হক ও বাতিলের সংগ্রামে নিজেদেরকে জড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং বুদ্ধিমান সে, যে নিজের বৈষয়িক লাভ-ক্ষতি চিন্তা করে কাজ করে।

১৬. 'শয়তান' দ্বারা এখানে অবাধ্য, একগুঁয়ে, হতাশ বুঝানো হয়েছে। মানুষ ও জ্বিন উভয়ের ক্ষেত্রেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কুরআন মাজীদে এ শব্দ দ্বারা অধিকাংশ

﴿١٥﴾ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

১৫. আল্লাহও তাদের সাথে ঠাট্টা করছেন এবং তাদেরকে তাদের সীমালংঘনে বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে অবকাশ দিচ্ছেন।[১৭]

﴿١٦﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ

১৬. এরাই হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে;[১৮] অতএব এদের এ ব্যবসা লাভজনক হয়নি,

وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٧﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا

আর তারা হিদায়াতপ্রাপ্তও নয়। ১৭. তাদের দৃষ্টান্ত যেমন কোনো ব্যক্তি আগুন জ্বালাল;

(১৫) اَللّٰهُ –আল্লাহ ; يَسْتَهْزِئُ –ঠাট্টা করেন بِهِمْ (ب+هم)–তাদের সাথে; وَ –এবং ; يَمُدُّهُمْ (يمد+هم) –অবকাশ,ঢিল দিচ্ছেন তাদেরকে ; فِيْ –তে, মধ্যে ; طُغْيَانِهِمْ (طغيان+هم) –তাদের সীমালংঘনে ; يَعْمَهُوْنَ (يعمه+ون)–তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। (১৬) اُولٰٓئِكَ –এরাই তারা ; الَّذِيْنَ –যারা ; اشْتَرَوُا –ক্রয় করেছে ; الضَّلٰلَةَ (ال+ضللة) –গোমরাহী ; بِالْهُدٰى (ب+ال+هدى) –হিদায়াতের বিনিময়ে ; فَمَا رَبِحَتْ (ف+ما+ربحت) –অতএব লাভজনক হয়নি ; تِّجَارَتُهُمْ (تجارت+هم) –তাদের ব্যবসা ; وَ –আর ; مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ (ما+كانوا+ مهتد+ين) –তারা হিদায়াতপ্রাপ্তও নয়।(১৭) مَثَلُهُمْ (مثل+هم) –তাদের দৃষ্টান্ত ; كَمَثَلِ (ك+مثل) –তার মত, যে রূপ দৃষ্টান্ত ; الَّذِى –যে ; اسْتَوْقَدَ –জ্বালালো ; نَارًا –আগুন ;

ক্ষেত্রে জ্বিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষকেও এ বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। বক্তব্যের পূর্বাপর পাঠের মাধ্যমে সহজেই বোঝা যায়, কোথায় জ্বিন শয়তান ও কোথায় মানব শয়তান বুঝানো হয়েছে। এখানে তৎকালীন আরবের বড় বড় নেতা, তথা গোত্রপতিদেরকে বুঝানো হয়েছে। যারা সে সময় ইসলাম বিরোধিতায় অগ্রগামী ছিল।

১৭. আল্লাহর ঠাট্টার ধরন এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে তাদের সীমালংঘনে ঢিল দিয়ে দিয়ে তাদের অপরাধের পাল্লা ভারী করছেন, যাতে তাকে ধরা হলে যেন তার কোনো অজুহাত না চলে।

১৮. 'হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয়'-এর মধ্যে 'ক্রয় করা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ কোনো বস্তু মূল্য প্রদান করে ক্রয় করে, মূল্যটা বস্তুর 'বিনিময়ে' হয়ে থাকে এবং বস্তুটাই তার কাছে প্রাধান্য পেয়ে যায়।

فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ۝

অতপর তা যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করলো, আল্লাহ তাদের আলো নিয়ে গেলেন এবং তাদের ফেলে রাখলেন ঘোর অন্ধকারে, ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না।[১৯]

⑱ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ⑲ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ

১৮. (তারা) বধির, বোবা, অন্ধ ;[২০] সুতরাং তারা ফিরবে না। ১৯. অথবা ফলে আকাশ থেকে মুষলধারে বর্ষণ মুখর ঘন মেঘমালা, যাতে আছে ঘোর অন্ধকার,

وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ

বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুত চমক ; তারা বজ্রপাতে মৃত্যুর ভয়ে তাদের কানে তাদের আঙ্গুলগুলো ঢুকিয়ে দেয়,[২১]

فَلَمَّا (ف+لَمَّا)–অতএব যখন ; أَضَاءَتْ–তা আলোকিত করলো ; مَاحَوْلَهُ (ما+حول+ه)–এর চতুর্দিক ; ذَهَبَ–নিয়ে গেলেন ; اللَّهُ–আল্লাহ ; بِنُورِهِمْ (ب+نور+هم)–তাদের আলো ; وَ–এবং ; تَرَكَهُمْ (ترك+هم)–তাদের ফেলে রাখলেন ; فِي–তে, মধ্যে ; ظُلُمٰتٍ–ঘোর অন্ধকারে ; لَا يُبْصِرُونَ (لا+يبصر+ون)–তারা কিছুই দেখতে পায় না। ⑱ صُمٌّ–বধির ; بُكْمٌ–বোবা ; عُمْيٌ–অন্ধ ; فَهُمْ (ف+هم)–সুতরাং তারা; لَا يَرْجِعُونَ (لا+يرجعون)–তারা ফিরবে না। ⑲ أَوْ–অথবা ; كَصَيِّبٍ (ك+صيب)–যেমন মুষলধারে বর্ষণমুখর ঘন মেঘমালা ; مِنَ–থেকে ; السَّمَاءِ–আকাশ; فِيهِ–যাতে, তাতে ; ظُلُمٰتٌ–ঘোর অন্ধকার ; وَ–এবং ; رَعْدٌ–বজ্রের গর্জন ; وَ–ও ; بَرْقٌ–বিদ্যুত (চমক) ; يَجْعَلُونَ (يجعل+ون)–তারা ঢুকিয়ে দেয় ; أَصَابِعَهُمْ (اصابع+هم)–তাদের আঙ্গুলগুলো ; فِي–তে, মধ্যে ; آذَانِهِمْ (اذان+هم)–তাদের কানে ; مِنَ–থেকে, হতে ; الصَّوَاعِقِ (ال+صواعق)–বজ্রপাতে ; حَذَرَ–ভয়ে ; الْمَوْتِ–মৃত্যুর।

১৯. এর অর্থ–আল্লাহর এক বান্দাহ যখন হিদায়াতের আলো জ্বালিয়ে হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা এবং হিদায়াত ও গোমরাহী সবই সুস্পষ্ট করে দিলেন, তখন এ মুনাফিকরা যারা নফসের পূজায় অন্ধ হয়ে রয়েছে তারা কিছুই দেখতে পেলো না। 'আল্লাহ তাদের (চোখের) আলো নিয়ে গেলেন' দ্বারা কেউ যেন এ ভুল না বোঝে যে, মুনাফিকদের অন্ধকারে বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ানোর দায়িত্ব তাদের উপর নয় ; আল্লাহ এমন লোকেরই দৃষ্টির আলো নিয়ে যান, যারা হক-এর আলোকোজ্জ্বল চেহারা দেখতে রাজী নয়। মুনাফিকরা নিজেরাই যখন হক-এর আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্ধকারে

وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ⑳ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ

আল্লাহ কাফিরদের পরিবেষ্টনকারী। ২০. বিদ্যুত চমক যেন তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়ে যায় ;

كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ

যখনই তা আলোকময় করে তাদের জন্য, তারা তাতে পথ চলতে থাকে; আর যখন অন্ধকারময় করে তোলে (তখন) তারা থমকে দাঁড়িয়ে যায় ;[২২] আর যদি আল্লাহ চাইতেন

وَاللّٰهُ –আর আল্লাহ ; مُحِيْطٌ –পরিবেষ্টনকারী ; بِالْكٰفِرِيْنَ (ب+ال+كفر+ين) –কাফিরদেরকে। ⑳ يَكَادُ –উপক্রম হয় ; الْبَرْقُ (ال+برق) –বিদ্যুত চমক; يَخْطَفُ –কেড়ে নিয়ে যায় ; اَبْصَارَهُمْ (ابصار+هم) –তাদের দৃষ্টিশক্তি; كُلَّمَا –যখনই; اَضَاءَ –আলোকময় করে; لَهُمْ –তাদের জন্য ; مَشَوْا –তারা পথ চলে; فِيْهِ –তাতে; وَ –আর ; اِذَا –যখন ; اَظْلَمَ –অন্ধকারময় করে তোলে ; عَلَيْهِمْ (على+هم) –তাদের উপর ; قَامُوْا –তারা দাঁড়িয়ে যায় ; وَ –আর ; لَوْ –যদি; شَاءَ –চাইতেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ;

বিভ্রান্তিতে থাকতে চাইলো, তখন আল্লাহও তাদেরকে সেদিকে চলার সুযোগ করে দিলেন।

২০. অর্থাৎ তারা হক কথা শোনার ক্ষেত্রে বধির; হক কথা বলার ক্ষেত্রে বোবা এবং হক দেখার ব্যাপারে অন্ধ।

২১. কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে তারা সাময়িকভাবে নিজেদেরকে এমন ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত রাখতে পারে যে তারা ধ্বংস থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। বস্তুত এভাবে তারা কখনো রেহাই পাবে না। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ সর্বদিক দিয়ে তাদেরকে ঘিরে রেখেছেন।

২২. পূর্বের স্তবকে 'বধির, বোবা ও অন্ধ' শব্দত্রয় দ্বারা মুনাফিকদের এমন অংশের উদাহরণ দেয়া হয়েছে যারা আন্তরিকভাবে ইসলাম বিদ্বেষী, কোনো স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমান হয়ে গেছে। এখানে প্রদত্ত উদাহরণ দ্বারা এমন সব মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা সন্দেহ সিদ্ধান্তহীনতা এবং ঈমানী দুর্বলতায় পতিত। এরা ইসলামের সত্যতার কথা মুখে উচ্চারণ করতো, কিন্তু এমন দৃঢ়তা তাদের মধ্যে ছিল না যে, তার জন্য বিপদ-মসীবতের মুকাবিলা করতে পারে।

এ উদাহরণে 'বৃষ্টি' দ্বারা 'ইসলাম'কে বুঝানো হয়েছে যা মানুষের জন্য রহমত হিসেবে এসেছে। আর 'অন্ধকার, বজ্র-গর্জন ও বিদ্যুত চমক' দ্বারা সেসব বিপদ-

لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

তাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অবশ্যই লোপ করে দিতে পারতেন;[২৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

لَذَهَبَ (ل+ذهب)-অবশ্যই নিয়ে যেতে পারতেন ; بِسَمْعِهِمْ (ب+سمع+هم)-তাদের শ্রবণশক্তি ; وَ-ও ; أَبْصَارِهِمْ (ابصار+هم)-তাদের দৃষ্টিশক্তি ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عَلٰى-উপর ; كُلِّ-সর্ব, প্রত্যেক ; شَيْءٍ-বিষয়, জিনিস, বস্তু ; قَدِيْرٌ-সর্বশক্তিমান

মসীবতকে বুঝানো হয়েছে, যা ইসলামকে কায়েম করার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিরোধী (জাহেলী) শক্তির পক্ষ থেকে আসতে থাকে।

উদাহরণের শেষ পর্যায়ে এমন মুনাফিকদের অবস্থা বুঝানো হয়েছে যে, যখনই পরিস্থিতি শান্ত থাকে তখন তারা ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক রাখে, আর যখন অবস্থার অবনতি ঘটে তথা পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠে, অথবা আন্দোলনের কর্মসূচী তাদের খেয়াল-খুশীর বিপরীত হয় তখন তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

২৩. এর অর্থ-যেমনিভাবে মুনাফিকদের প্রথম দলের সত্যকে শোনার শক্তি, দেখার শক্তি ও বলার শক্তি আল্লাহ তায়ালা কেড়ে নিয়েছেন তেমনিভাবে সত্যকে জানা-বুঝার ক্ষেত্রে মুনাফিকদের এ দলকেও সম্পূর্ণভাবে বধির, বোবা ও অন্ধ করে দিতে পারতেন ; কিন্তু আল্লাহর নীতি এমন নয় যে, কেউ ইসলামকে একটি পর্যায় পর্যন্ত জানতে ও মানতে চায়, আর আল্লাহ তাকে সে পর্যায় বা সীমা পর্যন্ত জানতে ও মানতে দেবেন না। আর তাই যে সীমা পর্যন্ত তারা ইসলামকে জানতে, বুঝতে ও মানতে চায়, তাদের নিকট ততটুকু ক্ষমতা-ই আল্লাহ রেখে দেন।

দ্বিতীয় রুকূ' (৮-২০)-এর শিক্ষা

১. মুনাফিকদের যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা উপরোক্ত আয়াতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে, আমাদের চরিত্র ও কর্মের সাথে তা মিলিয়ে দেখতে হবে ; যদি কোনো নিফাকের বৈশিষ্ট্য আমাদের চরিত্রে ও কর্মে থেকে থাকে, তাহলে তা দূর করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

২. ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যদি রাসূলুল্লাহ (স) এবং সাহাবায়ে কিরামের আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, তাহলে তখনকার মতো বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হবে এবং মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হতে হবে। আর তা যদি না হয়, বুঝতে হবে কোথাও ভ্রান্তি রয়েছে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-৯

㉑ يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

২১. হে মানুষ ![২৪] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদাত করো যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও ;

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ㉒ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً

আশা করা যায় তোমরা মুত্তাকী হবে।[২৫] ২২. (তিনি সেই সত্তা) যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করে দিয়েছেন বিছানা এবং আকাশকে করে দিয়েছেন ছাদ ;

㉑ يَاَيُّهَا - (يا+اى+ها)-হে ; النَّاسُ -(ال+ناس)-মানুষ ; اعْبُدُوْا -তোমরা; ইবাদাত করো ; رَبَّكُمْ -(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; الَّذِيْ -যিনি ; خَلَقَكُمْ -তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; وَ-এবং ; الَّذِيْنَ -যারা ; مِنْ -থেকে; قَبْلِكُمْ (قبل+) -(كم-তোমাদের পূর্বে ছিল ; لَعَلَّكُمْ -(لعل+كم) আশা করা যায় তোমরা ; تَتَّقُوْنَ -(تتق+ون)-তোমরা মুত্তাকী হবে। ㉒ الَّذِيْ -যিনি ; جَعَلَ -করে দিয়েছেন ; لَكُمْ -(ل+كم)-তোমাদের জন্য ; الْاَرْضَ -(ال+ارض)-যমীনকে ; فِرَاشًا -বিছানা ; وَّ -আর; السَّمَاءَ -(ال+سماء)-আকাশকে ; بِنَاءً -ছাদ ;

২৪. 'হে মানুষ' কথা দ্বারা যদিও আমভাবে সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে ; কিন্তু এখানে বিশেষভাবে তৎকালীন আরবের মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, পরবর্তী আয়াতসমূহে যেরূপ দলীল-প্রমাণ চাওয়া হয়েছে তা-ই প্রমাণ করে যে, 'মানুষ' দ্বারা সম্বোধন তৎকালীন মুশরিকদেরকেই করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদের দাওয়াত যদিও সমস্ত মানুষের জন্য ; কিন্তু এ দাওয়াত থেকে উপকার লাভ করা বা না করা তাদের নিজেদের ইচ্ছা-আগ্রহের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তায়ালা সেই অনুসারেই মানুষকে কুরআনের দাওয়াত থেকে উপকার লাভ করার সামর্থ্য দান করেন। ইতিপূর্বের আলোচনায় এটা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, কোন্ ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোক এ কিতাব থেকে উপকার লাভে সমর্থ হবে ; আর কোন্ ধরনের লোক হবে অসমর্থ। অতপর সমস্ত মানব প্রজাতির প্রতি সেই মূল কথাটি পেশ করা হচ্ছে, যার দিকে ডাকার জন্যই কুরআনের আগমন।

২৫. 'আশা করা যায় তোমরা মুত্তাকী হবে'-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা

وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا

আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর তা দ্বারা তোমাদের রিযিক হিসেবে **ফল-মূল** উৎপাদন করেছেন ; সুতরাং তোমরা জেনেশুনে কাউকে

لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا

আল্লাহর সমকক্ষ[২৬] দাঁড় করিও না। ২৩. আর যদি তোমরা সন্দেহের মধ্যে পড়ে যাও তাতে যা আমি নাযিল করেছি

عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আমার বান্দাহর উপর, তাহলে তোমরা নিয়ে এসো এর অনুরূপ একটি সূরা ; এবং ডেকে আনো তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে আল্লাহকে ছাড়া,

وَ–আর ; اَنْزَلَ –নাযিল করেছেন (বর্ষণ করেছেন) ; مِنَ– থেকে, হতে ; السَّمَآءِ (ال+سماء) –আকাশ ; مَآءً –পানি ; فَاَخْرَجَ (ف+اخرج)–অতপর উৎপাদন করেছেন; উদ্‌গত করেছেন ; مِنَ –হতে ; الثَّمَرٰتِ (ال+ثمرت) –ফল-মূল ; بِهٖ (ب+ه)–তা দ্বারা ; رِزْقًا –রিযিক হিসেবে ; لَكُمْ (ل+كم)–তোমাদের জন্য ; فَلَا تَجْعَلُوْا (ف+لا+تجعلوا)–সুতরাং তোমরা দাঁড় করিও না ; لِلّٰهِ –আল্লাহর ; اَنْدَادًا –সমকক্ষ ; وَ –অথচ ; اَنْتُمْ –তোমরা ; تَعْلَمُوْنَ –জান। ㉓ وَ –আর ; اِنْ –যদি ; كُنْتُمْ –তোমরা হও ; فِيْ –মধ্যে ; رَيْبٍ –সন্দেহ ; مِّمَّا (من+ما)–তাতে ; نَزَّلْنَا (نزل+نا)–যা আমি নাযিল করেছি ; عَلٰى –উপর ; عَبْدِنَا (عبد+نا)–আমার বান্দাহর ; فَاْتُوْا (ف+اتوا) –তাহলে নিয়ে এসো ; بِسُوْرَةٍ (ب+سورة)–একটি সূরা ; مِّنْ –হতে, থেকে ; مِّثْلِهٖ (مثل+ه)–এর অনুরূপ ; وَادْعُوْا (و+ادعوا) –এবং ডেকে আনো ; شُهَدَآءَكُمْ (شهداء+كم)–তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে, সহযোগীদেরকে ; مِّنْ دُوْنِ (من+دون) –ছাড়া, ব্যতীত ; اللّٰهِ –আল্লাহ ;

পৃথিবীতে ভ্রান্ত মত ও ভ্রান্ত পথ থেকে বেঁচে থাকবে ; আর আখিরাতে আল্লাহর কঠিন আযাব থেকেও বেঁচে যাবে।

২৬. অর্থাৎ তোমরাই একথা স্বীকার করো এবং বলো যে, আল্লাহ ছাড়া এসব কাজ আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, তাহলে তোমাদের ইবাদাত-বন্দেগী তো তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ; দ্বিতীয় আর কে তাঁর সমকক্ষ হতে পারে যে, তোমরা তার ইবাদাত করবে ?

অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করানোর অর্থ এই যে, ইবাদাত-বন্দেগীর কোনো

إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٤﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ

যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।[২৭] ২৪. আর যদি তোমরা তা করতে না পারো এবং কখনো তা করতে সক্ষম হবে না, তাহলে ভয় করো সেই আগুনকে,

الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ

যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর,[২৮] যা তৈরি করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য। ২৫. আর সুসংবাদ দিন-

(ف+ان) فَاِنْ ﴿২৪﴾ -যদি ; كُنْتُمْ -তোমরা হও ; صٰدِقِيْنَ (صادق+ين) -সত্যবাদী। اِنْ -আর যদি ; لَمْ تَفْعَلُوْا (لم+تفعلوا) -তোমরা তা করতে না পারো ; وَ -এবং ; لَنْ تَفْعَلُوْا (لن+تفعلوا) -তোমরা কখনো করতে সক্ষম হবে না ; فَاتَّقُوْا (ف+اتقوا) -তাহলে ভয় করো ; النَّارَ (ال+نار) -আগুনকে ; الَّتِيْ -যে, যার ; وَقُوْدُهَا (وقود+ها) -তার ইন্ধন ; النَّاسُ (ال+ناس) -মানুষ; وَ -এবং ; الْحِجَارَةُ (ال+حجارة) -পাথর সমূহ; أُعِدَّتْ -তৈরি করা হয়েছে ; لِلْكٰفِرِيْنَ (ل+ال+كافر+ين) -কাফিরদের জন্য। وَ ﴿২৫﴾ -আর ; بَشِّرِ -সুসংবাদ দিন ; الَّذِيْنَ -যারা ;

প্রকার প্রকৃতি বা প্রক্রিয়া আল্লাহ ছাড়া অপর কারো জন্য নির্দিষ্ট করা। সামনের আয়াতসমূহ থেকে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে যে, ইবাদাতের কোন্ কোন্ ক্ষেত্র আল্লাহর, শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হতে হবে, যে ক্ষেত্রে অন্যদেরকে শরীক করা 'শিরক', যার উৎখাতের জন্যই কুরআন মাজীদ নাযিল করা হয়েছে।

২৭. ইতিপূর্বেও মক্কায় এ ব্যাপারে কয়েকবারই চ্যালেঞ্জ তথা প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে, এ কুরআনকে তোমরা যদি মানুষের রচিত মনে করো, তাহলে এর মতো কোনো বাক্য রচনা করে দেখাও। অতপর মদীনায় এসে পুনরায় একই ঘোষণা দেয়া হচ্ছে [দ্রষ্টব্য ঃ (১) সূরা ইউনুস-৩৮ আয়াত ; (২) সূরা হূদ-১৩; (৩) সূরা বনী ইসরাঈল-৮৮, (৪) সূরা তূর-৩৩, ৩৪]।

২৮. 'পাথর' দ্বারা এখানে পাথর খোদাই মূর্তি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শুধু তোমরাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে না। তোমাদের সাথে তোমাদের পূজনীয় পাথরের দেব-দেবীরাও জাহান্নামের ইন্ধন হবে। পাথরের দেব-দেবীগুলোকে জাহান্নামে ফেলার দ্বারা সেগুলোকে আযাব দেয়া উদ্দেশ্য নয় ; বরং কাফিরদের আযাবকে তীব্র করা উদ্দেশ্য। কেননা তারা যখন দেখবে যে, তারা যেগুলোকে দেবতা হিসেবে পূজা করতো সেগুলোও জাহান্নামের ইন্ধন হয়েছে, তখন তাদের কৃতকর্মের অনুশোচনায় তারা তাদের আযাবের তীব্রতা অধিক অনুভব করবে।

أٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ

যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ ;

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ

যখনই তাদেরকে তা থেকে কোনো ফল খেতে দেয়া হবে খাদ্য হিসেবে, তারা বলবে, এটা তো ইতিপূর্বেও আমাদেরকে খেতে দেয়া হয়েছিল।

وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

আর দেয়াও হবে সে সবের সাদৃশ্যপূর্ণ[২৯] এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ;[৩০] আর তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল।

اٰمَنُوْا–ঈমান এনেছে; وَ–এবং; عَمِلُوْا–কাজ করেছে ; الصّٰلِحٰتِ–নেক (কাজসমূহ); اَنَّ–অবশ্যই ; لَهُمْ (ل+هم)–তাদের জন্য ; جَنّٰتٍ–জান্নাত ; تَجْرِيْ–প্রবাহিত হচ্ছে; مِنْ-থেকে ; تَحْتِهَا (تحت+ها)–তার পাদদেশে ; الْاَنْهٰرُ (ال+انهر)–নহর সমূহ ; كُلَّمَا–যখনই ; رُزِقُوْا–খেতে দেয়া হবে; مِنْهَا (من+ها)–তা থেকে; مِنْ ثَمَرَةٍ (من+ثمرة)–কোনো ফল ; رِزْقًا–খাদ্য হিসেবে ; قَالُوْا–তারা বলবে ; هٰذَا–এটা ; الَّذِيْ–যা; رُزِقْنَا–খেতে দেয়া হয়েছিল; مِنْ قَبْلُ (من+قبل)–ইতিপূর্বে ; وَ–আর; اُتُوْا بِهٖ (اتوا+به)–দেয়াও হতো; مُتَشَابِهًا–সাদৃশ্যপূর্ণ; وَ–এবং; لَهُمْ (ل+هم)–তাদের জন্য; فِيْهَآ–সেখানে (থাকবে); اَزْوَاجٌ–স্ত্রীগণ; مُطَهَّرَةٌ–পবিত্র; وَهُمْ (و+هم)–আর তারা; فِيْهَا (فى+ها)–সেখানে (থাকবে) ; خٰلِدُوْنَ (خلد+ون) –অনন্তকাল।

২৯. এখানে বুঝানো হচ্ছে যে, জান্নাতবাসীদেরকে যেসব ফল-ফলাদি খেতে দেয়া হবে সেগুলো তাদের পরিচিত ফল-ফলাদির আকার-আকৃতি সম্পন্নই হবে, তবে সেগুলোর স্বাদ এতো অধিক হবে যা পৃথিবীতে অনুমান করা সম্ভব নয়। বাহ্যিকভাবে দেখতে সেগুলো পৃথিবীতে সচরাচর প্রাপ্ত আম, আনার, জাম্বুরা ইত্যাদির মতই হবে ; কিন্তু স্বাদের দিক থেকে পৃথিবীর ফলের সাথে সেগুলোর কোনো তুলনাই হবে না।

৩০. আরবী ভাষায় زوج শব্দ দ্বারা 'জোড়া' বুঝানো হয়ে থাকে, এর বহুবচন ازواج –যা কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে। এ শব্দ দ্বারা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই বুঝানো হয়ে থাকে। স্বামীর জন্য স্ত্রী زوج আবার স্ত্রীর জন্যও স্বামী زوج।

(২৬) إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ

২৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ লজ্জাবোধ করেন না উদাহরণ দিতে মশার বা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কিছুর,[৩১]

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ

সুতরাং যারা ঈমান এনেছে, তারা তো জানেই যে, নিশ্চয় এটা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত সত্য ; কিন্তু যারা

كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا

কুফরী করেছে তারা বলে, 'এ উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছেন ?' এর দ্বারা আল্লাহ্ অনেককে বিপথগামী করেন ;

(২৬) اِنَّ –নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; لَايَسْتَحْيٖ (لا+يستحى)–লজ্জাবোধ করেন না; اَنْ يَّضْرِبَ (ان+يضرب) –উদাহরণ দিতে ; مَثَلًا مَّا (مثل+ما)–মত, বা ; بَعُوْضَةً –মশার ; فَمَا فَوْقَهَا (فما+فوق+ها)–তার চেয়েও ক্ষুদ্রতর কিছু দ্বারা ; فَاَمَّا –সুতরাং; الَّذِيْنَ–যারা ; اٰمَنُوْا –ঈমান এনেছে ; فَيَعْلَمُوْنَ (ف+يعلم+ون)–তারা তো জানেই; اَنَّهُ (ان+ه)–নিশ্চয় এটা; الْحَقُّ (ال+حق)–সত্য; مِنْ–হতে, থেকে; رَبِّهِمْ –তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ; وَاَمَّا –তবে, পক্ষান্তরে ; الَّذِيْنَ –যারা; كَفَرُوْا –কুফরী করেছে ; فَيَقُوْلُوْنَ (ف+يقول+ون)–তারা বলে ; مَاذَآ (ما+ذا)–কি (বিষয়); اَرَادَ–বুঝাতে চেয়েছেন (ইচ্ছা করেছেন); اللّٰهُ–আল্লাহ; بِهٰذَا–এর দ্বারা; مَثَلًا –উদাহরণ; يُضِلُّ –বিপথগামী করেন; بِهٖ–এর দ্বারা; كَثِيْرًا–অনেককে;

আখিরাতে 'যাওজ' বা জোড়ার সঙ্গে 'পবিত্র' কথাটি যোগ করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, পৃথিবীতে যে পুরুষ সৎ হবে অথচ তার স্ত্রী অসৎ হবে, আখিরাতে তাদের পূর্বের দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল থাকবে না। এ ধরনের সৎ পুরুষদের অন্য কোনো সৎ সঙ্গিনী দেয়া হবে। এমনিভাবে পৃথিবীর কোনো সৎ মহিলা, যার স্বামী অসৎ তাদের সম্পর্কও আখিরাতে অটুট থাকবে না ; বরং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সৎ মহিলাটি সৎ সঙ্গী-ই আখিরাতে পাবে।

৩১. এখানে কাফিরদের একটি আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের আপত্তি উল্লেখ করা হয়নি। কারণ জবাবের মধ্যেই তাদের আপত্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে মশা-মাছি ও পোকা-মাকড়ের উপমা দেয়া হয়েছে। এর ওপরই বিরোধীদের আপত্তি ছিল যে, এটা কেমন আল্লাহর কালাম, যাতে

وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۶﴾ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ

আর অনেককে এর দ্বারা সঠিক পথ দেখান;[৩২] তবে ফাসিকদের ছাড়া তিনি কাউকে এ (উপমা) দ্বারা বিপথগামী করেন না।[৩৩] ২৭. (ফাসিকতো তারাই) যারা ভঙ্গ করে

عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ

দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি,[৩৪] এবং যে সম্পর্ক আল্লাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেছেন, তারা তা ছিন্ন করে[৩৫]

وَّ–আর ; يَهْدِىْ –তিনি সঠিক পথ দেখান ; بِهٖ–(ب+ه)- এর দ্বারা ; كَثِيْرًا –অনেককে; وَ–তবে; مَا يُضِلُّ–তিনি বিপথগামী করেন না কাউকে ; بِهٖۤ- এর দ্বারা; اِلَّا–ব্যতীত, ছাড়া ; الْفٰسِقِيْنَ–(ال+فسق+ين)–ফাসিকদের। ২৭ الَّذِيْنَ –যারা; يَنْقُضُوْنَ–(ينقض+ون) ভঙ্গ করে; عَهْدَ –কৃত প্রতিশ্রুতি ; اللّٰهِ –আল্লাহর সাথে; مِنْ ; بَعْدِ –পরে ; مِيْثَاقِهٖ – (ميثاق+ه) তার দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার ; وَ–এবং ; يَقْطَعُوْنَ–(يقطع+ون)–তারা ছিন্ন করে; مَاۤ–যা; اَمَرَ–আদেশ করেছেন; اللّٰهُ –আল্লাহ; بِهٖۤ–(ب+ه) যে সম্পর্কে ; اَنْ يُّوْصَلَ –(أن+يوصل) –অক্ষুণ্ণ রাখতে ;

এ ধরনের নিতান্ত নগণ্য বিষয়ের উপমা উদাহরণ দেয়া হয়েছে। তাদের কথা ছিল, এটা যদি আল্লাহর কালাম হতো তাহলে এ ধরনের বাজে জিনিসের উদাহরণ এর মধ্যে দেয়া হতো না।

৩২. এখানে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর বাণী বুঝতে চায় না, আল্লাহর বাণীর মূল অর্থ জানতে চায় না, তাদের দৃষ্টি শব্দের বাহ্যিকতায় আটকে থাকে। তারা তার উল্টো অর্থ করে সত্য থেকে অনেক দূরে চলে যায়।

অপরপক্ষে, যিনি আল্লাহর বাণীর মূল অর্থ জানতে আগ্রহী এবং এ সম্পর্কে সঠিক দূরদৃষ্টির অধিকারী, তিনিই আল্লাহর বাণীর যথার্থ মর্ম বুঝতে পারেন এবং তার অন্তরও সাক্ষ্য দেয় যে, এ ধরনের জ্ঞানময় বাণী একমাত্র আল্লাহরই হতে পারে।

৩৩. 'ফাসিক' বলা হয় নাফরমান, পাপিষ্ঠ আল্লাহর আনুগত্যের সীমা অতিক্রমকারীকে।

৩৪. 'আহ্‌দ' বলা হয় এমন ফরমান বা নির্দেশকে যা বাদশাহ তাঁর কর্মচারী বা প্রজা সাধারণের প্রতি জারী করেন ; এ নির্দেশ কার্যকরী করা তাদের উপর বাধ্যতামূলক। এখানেও 'আহ্‌দ' সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

'আল্লাহর আহ্‌দ' দ্বারা তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ বুঝানো হচ্ছে যার পরিপ্রেক্ষিতে মানবজাতি একমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও আনুগত্য মেনে নিতে নির্দেশিত।

وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ

আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় ;[৩৬] তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত। ২৮. তোমরা কিভাবে কুফরী করছো[৩৭]

بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ

আল্লাহর সাথে ! অথচ তোমরা ছিলে মৃত, অতপর তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন, আবার তিনিই তোমাদের মৃত্যু দিবেন, পুনরায় তিনিই তোমাদের জীবিত করবেন, তারপর তার দিকেই

وَ –আর ; يُفْسِدُوْنَ –(يفسد + ون) তারা ফাসাদ সৃষ্টি করে ; فِى الْاَرْضِ (فى+ال+ارض) পৃথিবীতে ; اُولٰٓئِكَ –তারা; هُمُ –তারাই ; الْخٰسِرُوْنَ –(ال+خسر+ون) প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত। ㉘ كَيْفَ –কিভাবে, কিরূপে ; تَكْفُرُوْنَ –(تكفر+ون) তোমরা কুফরী করছো ; بِاللّٰهِ –(ب+الله) আল্লাহর সাথে ; وَ –অথচ ; كُنْتُمْ –তোমরা ছিলে ; اَمْوَاتًا –মৃত ; فَاَحْيَاكُمْ – (ف+احيا+كم) অতপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দিয়েছেন; ثُمَّ –আবার ; يُمِيْتُكُمْ –(يميت+كم) তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন ; ثُمَّ –পুনরায় ; يُحْيِيْكُمْ –(يحيى+كم) তোমাদেরকে জীবিত করবেন ; ثُمَّ –আবার, তারপর ; اِلَيْهِ –(الى+ه) তাঁর দিকে ;

'দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া' দ্বারা আদম (আ)-এর সৃষ্টি লগ্নে সকল মানবাত্মা থেকে যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। সূরা আরাফের ১৭২নং আয়াতে তার বিবরণ রয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ মানব সমাজে যেসব সম্পর্ক-সম্বন্ধ ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনে কামিয়াবীর পূর্বশর্ত এবং যাকে অটুট রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, এসব লোক উক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে।

৩৬. এ তিনটি বাক্যে 'ফিস্‌ক' এবং 'ফাসিক'-এর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহর মধ্যকার সম্পর্ক এবং মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক থাকা আল্লাহর নির্দেশ ; এ সম্পর্ক ছিন্ন করা বা পরিবর্তন করার অনিবার্য ফল হলো, 'ফাসাদ' বা বিপর্যয়। আর যে বা যারাই এ ফাসাদকে প্রতিষ্ঠা করে তারাই 'ফাসিক'।

৩৭. 'কিভাবে কুফরী করছো' বাক্যাংশে 'কুফর' শব্দটি এখানে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে যাদেরকে সম্বোধন করে কথাটি বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলো না, তারা শুধু আল্লাহর সাথে 'শরীক' করতো। অবশ্য 'কিয়ামত' সম্পর্কে তারা হয়ত অবিশ্বাসী ছিল, অথবা কিয়ামতকে তারা জ্ঞান-বুদ্ধি বহির্ভূত মনে করতো। এ ধরনের মানুষকে সম্বোধন করেই উল্লেখিত উক্তিটি করা হয়েছে। এর দ্বারা জানা যায় যে, কুরআন মাজীদে 'কুফর' শব্দটি ব্যাপক অর্থে

تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى

তোমরা ফিরে যাবে। ২৯. তিনি (এমন) যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে সবকিছু ; অতপর মনযোগ দিয়েছেন[৩৮]

إِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾

আকাশের প্রতি এবং তাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করলেন, আর তিনি প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ।

تُرْجَعُوْنَ -(ترجع+ون) তোমরা ফিরে যাবে। ㉙ هُوَ -তিনি (এমন) ; الَّذِيْ -যিনি ; خَلَقَ -সৃষ্টি করেছেন; لَكُمْ -(ل+كم) তোমাদের জন্য ; مَّا -যা ; فِي الْأَرْضِ -(فى+ال+ارض) পৃথিবীতে ; جَمِيْعًا -সবকিছু ; ثُمَّ -অতপর ; اسْتَوٰى -মনোযোগ দিয়েছেন; إِلَى -প্রতি, দিকে ; السَّمَاءِ -আকাশের ; فَسَوّٰىهُنَّ -(ف+سوّى+هنّ) এবং সেগুলোকে বিন্যস্ত করেছেন ; سَبْعَ -সাত ; سَمٰوٰتٍ -আসমানে ; وَ -আর ; هُوَ -তিনি ; بِكُلِّ -(ب+كل) প্রত্যেকটি সম্পর্কে ; شَيْءٍ -বস্তু ; عَلِيْمٌ -সুবিজ্ঞ।

ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহকে সরাসরি অস্বীকার করা যেমন 'কুফরী' তেমনি আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী, যেমন-একত্ববাদ, কুদরত ও জ্ঞান-এর অস্বীকার করাও কুফরী।

৩৮. استوى শব্দের অর্থ 'সোজা হয়ে দাঁড়ানো'। শব্দটির সাথে الى যুক্ত হয়ে 'মনোযোগ দেয়া' অর্থ হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ যমীন সৃষ্টি করেছেন ; তারপর সৃষ্টি করেছেন 'আকাশমণ্ডলী'। অতপর সাতটি আকাশকে সুবিন্যস্ত করেছেন। খালি চোখে নীল আকাশের যতটুকু আমরা দেখি, অথবা শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে যতটুকু দেখা সম্ভব হয়, এর মধ্যে কোনো খুঁত বা এর বিন্যাসে কোনো গরমিল আমাদের চোখে পড়ে না। সূরা মুল্‌ক-এর ৩ ও ৪নং আয়াতে আল্লাহ এটাই বলেছেন।

৩য় রুকূ' (২১-২৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ যেহেতু মানুষের একমাত্র স্রষ্টা, সুতরাং মানুষকে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে হবে।

২. আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে তাদের জীবন-যাপনের যাবতীয় উপায়-উপকরণের ব্যবস্থাও করেছেন। অতএব আর কোনো শক্তিকেই আল্লাহর সাথে শরীক করা বা সমকক্ষ মানা যাবে না।

৩. কুরআন মাজীদ যে, আল্লাহর কিতাব এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি।

৪. জাহান্নামে শুধুমাত্র কাফির-মুশরিকরা একাই যাবে না ; বরং তাদের পূজ্য পাথর-মূর্তিগুলোকেও জাহান্নামের আগুনে জ্বালানো হবে।

৫. যারা (সত্যিকার অর্থে) ঈমানদার ও নেককার তাদের জন্য আখিরাতে থাকবে অফুরন্ত শান্তির আবাস জান্নাত।

৬. কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করতে হবে তার আদেশ-নিষেধগুলো নিজেদের জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে মেনে চলার উদ্দেশ্য নিয়ে, তার মধ্যে খুঁত খুঁজে বের করার জন্য নয়। কেননা এর মধ্যে কোনো খুঁত বের করার সাধ্য কারো নেই। যারা এ ধরনের অপচেষ্টা করবে তারা নিসন্দেহে বিপথগামী।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-১০

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ ⑳

৩০. আর (স্মরণ কর)[৩৯] তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন,[৪০] আমি অবশ্যই পৃথিবীতে (আমার) একজন প্রতিনিধি[৪১] নিযুক্ত করতে যাচ্ছি ;

⑳ وَ –আর ; اِذْ –যখন ; قَالَ –বললেন ; رَبُّكَ –(رب+ك)–তোমার প্রতিপালক; لِلْمَلَٰٓئِكَةِ –(ل+ال+ملائكة)–ফেরেশতাদেরকে; اِنِّىْ –(ان+ى)–আমি অবশ্যই; جَاعِلٌ –নিযুক্ত করতে যাচ্ছি ; فِى –তে; الْاَرْضِ –(ال+ارض)–পৃথিবী ; خَلِيْفَةً –একজন প্রতিনিধি;

৩৯. পূর্বোক্ত রুকূ'তে মানব জাতিকে আল্লাহর ইবাদাত করার আহ্বান জানানোর ভিত্তি ছিল এই যে, মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি, তারা যেখানে জীবনযাপন করে সেই পৃথিবীও তাঁরই পরিকল্পনার ফসল। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদাত করা তাদের জন্য সংগত নয়। অত্র রুকূ'তে সেই একই দাওয়াত ভিন্ন আঙ্গিকে পেশ করা হচ্ছে যে, তোমাদেরকে আল্লাহ পৃথিবীতে খলীফা নিয়োগ করেছেন। 'খলীফা' বা প্রতিনিধি হওয়ার কারণে তোমাদের দায়িত্ব শুধু এতটুকুই নয় যে, তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে ; বরং তাঁর পক্ষ থেকে যেসব হিদায়াত তথা দিকনির্দেশনা আসবে সেগুলোও বাস্তবায়িত করবে।

উপরের আলোচনায় মানুষের সৃষ্টির মূল তত্ত্ব এবং পৃথিবীতে তাদের মর্যাদা যথার্থভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সে সঙ্গে মানব প্রজাতির ইতিহাসের সেই অধ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে যা জানার কোনো সূত্রই মানুষের নিকট নেই।

মহান আল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত এ ইতিহাস তার চেয়ে অধিক মূল্যবান যা মানুষ মাটির গহ্বর থেকে মানুষের হাড্ডি সংগ্রহ করে তার সঙ্গে নিজের ধারণা-অনুমান যুক্ত করে জানার প্রচেষ্টা করে।

৪০. ملئكة শব্দটি ملك শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় এর শাব্দিক অর্থ সংবাদ বাহক। এর পারিভাষিক অর্থ 'ফেরেশতা'। ফেরেশতা কোনো নিরাকার শক্তি নয় ; বরং তা আকার-আকৃতি সম্পন্ন সত্তা যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। এর দ্বারা এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে ফেরেশতাদের উপর নির্ভরশীল। কেননা আল্লাহ কোনো কিছু করার ইচ্ছা করলে 'হও' বললেই তা হয়ে যায়।

قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

তারা বললো, আপনি কি সেখানে (এমন কাউকে) সৃষ্টি করছেন যে সেখানে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে ;[৪২] অথচ আমরা তাসবীহ পাঠ করছি–

بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

আপনার প্রশংসাসহ এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি ;[৪৩] তিনি বললেন, 'অবশ্যই আমি জানি যা তোমরা জানো না।'[৪৪]

قَالُوْا –তারা বললো ; اَتَجْعَلُ –(ا+تجعل)– আপনি কি সৃষ্টি করছেন ? فِيْهَا –(فى+ها) সেখানে ; مَنْ –যে ; يُفْسِدُ –অশান্তি ঘটাবে ; فِيْهَا –সেখানে ; وَ –এবং; يَسْفِكُ –রক্তপাত করবে ; اَلدِّمَآءَ –(ال+دماء) রক্ত; وَ –অথচ ; نَحْنُ –আমরা ; نُسَبِّحُ – তাসবীহ পাঠ করছি ; بِحَمْدِكَ –(ب+حمد+ك)–আপনার প্রশংসাসহ; وَ –এবং; نُقَدِّسُ –পবিত্রতা ঘোষণা করছি ; لَكَ –আপনার; قَالَ –তিনি বললেন; اِنِّىْ –(ان+ى)– অবশ্যই আমি; اَعْلَمُ –জানি; مَا –যা; لَاتَعْلَمُوْنَ –(لا+تعلم+ون)–তোমরা জানো না।

৪১. 'খলীফা' তথা প্রতিনিধি তাকেই বলে, যে কারো অধীনে থেকে তারই প্রদত্ত দায়িত্ব পালন এবং তাঁরই ইচ্ছা পূরণে নায়েব হিসেবে কাজ করে।

৪২. ফেরেশতাদের যে বক্তব্য এখানে উল্লেখিত হয়েছে এটা তাদের ভিন্নমত পোষণের বহিঃপ্রকাশ নয়। এটা ছিল আল্লাহর দরবারে তাদের জিজ্ঞাসা। ফেরেশতাদের সেই শক্তি কোথায় যে, আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর ভিন্নমত পোষণ করে ?

ফেরেশতাগণ 'খলীফা' শব্দ দ্বারা একথা বুঝতে পেরেছিল যে, 'খলীফা' নামে যে সৃষ্টিকে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠাতে চাচ্ছেন, তাদেরকে অবশ্যই কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'এখতিয়ার' তথা স্বাধীন কর্তৃত্ব দেয়া হবে ; কিন্তু তারা এটা বুঝতে সক্ষম হচ্ছিল না যে, আল্লাহর রাজত্বে সীমিত ক্ষেত্রে হলেও স্বাধীন ইচ্ছা সম্পন্ন সৃষ্টির আবির্ভাব কিভাবে সম্ভব হতে পারে। 'ইচ্ছার স্বাধীনতা' যা একমাত্র মহান আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য তার থেকে নিতান্ত নগণ্য অংশও যদি কোনো সৃষ্টির নিকট হস্তান্তর করে দেয়া হয়, তাহলে রাজত্বের যে অংশেই এটা করা হবে সেখানকার পরিচালনার ব্যবস্থা কিভাবে বিশৃংখলা থেকে রক্ষা পাবে–এটাই তারা বুঝতে চেয়েছিল।

৪৩. ফেরেশতাদের একথার উদ্দেশ্য এই ছিলো না যে, আমরা খিলাফতের উপযুক্ত, খিলাফত আমাদেরকে দেয়া হোক। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, 'আপনার হুকুম তো পুরোপুরিই তামিল হচ্ছে, আপনার ইচ্ছা অনুসারে সারা জাহান পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে ; তৎসঙ্গে আপনার প্রশংসা স্তুতিগান ও পবিত্রতা বর্ণনা তো আমরাই

﴿٣١﴾ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ

৩১. অতপর তিনি শেখালেন আদমকে সবকিছুর নাম,[৪৫] তারপর তিনি সেগুলো পেশ করলেন ফেরেশতাদের সামনে, আর বললেন, 'আমাকে বলে দাও–

بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ

এসবের নাম, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।' ৩২. তারা বললো, আপনি পবিত্র, আমাদের কোনো জ্ঞান নেই–

اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٣﴾ قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ

যা আপনি আমাদের শিখিয়েছেন তাছাড়া[৪৬], নিশ্চয়ই আপনি পরম জ্ঞানী পরম প্রজ্ঞাময়। ৩৩. তিনি বললেন, 'হে আদম তুমি এসবের নাম তাদেরকে জানিয়ে দাও;

(৩১) وَ–অতপর ; عَلَّمَ–তিনি শেখালেন ; اٰدَمَ–আদমকে ; الْاَسْمَآءَ–(ال+اسماء) নামসমূহ ; كُلَّهَا–(كل+ها) সবকিছুর ; ثُمَّ–তারপর ; عَرَضَهُمْ–(عرض+هم) তিনি পেশ করলেন সেসব ; عَلَى–সামনে ; الْمَلٰٓئِكَةِ–(ال+ملئكة) ফেরেশতাদের ; فَقَالَ–(ف+قال) আর বললেন; اَنْۢبِـُٔوْنِىْ–(انبئو+نى) তোমরা আমাকে বলো ; بِاَسْمَآءِ–(ب+اسماء) নামসমূহ ; هٰٓؤُلَآءِ–এসবের ; اِنْ–যদি ; كُنْتُمْ–তোমরা হও ; صٰدِقِيْنَ–(صدق+ين) সত্যবাদী। (৩২) قَالُوْا–তারা বললো ; سُبْحٰنَكَ–(سبحن+ك) আপনি পবিত্র ; لَا–নেই ; عِلْمَ–কোনো জ্ঞান ; لَنَآ–আমাদের ; اِلَّا–তাছাড়া, ব্যতীত ; مَا–যা ; عَلَّمْتَنَا–(علمت+نا) আপনি শিখিয়েছেন আমাদের ; اِنَّكَ–(ان+ك) নিশ্চয় আপনি; اَنْتَ–আপনি; الْعَلِيْمُ–(ال+عليم) পরম জ্ঞানী; الْحَكِيْمُ–(ال+حكيم) পরম প্রজ্ঞাময়। (৩৩) قَالَ–তিনি বললেন ; يٰٓاٰدَمُ–হে আদম ; اَنْۢبِئْهُمْ–(انبأ+هم) তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও ; بِاَسْمَآئِهِمْ–(ب+اسماء+هم) এসবের নামসমূহ;

আঞ্জাম দিচ্ছি। অতপর কোন্ কাজ অসম্পূর্ণ আছে যা আঞ্জাম দেয়ার জন্য একজন খলীফা তথা প্রতিনিধির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ; আমরা এর যৌক্তিকতা বুঝতে পারছি না।

৪৪. এটা ফেরেশতাদের দ্বিতীয় সন্দেহের জবাব। অর্থাৎ 'পৃথিবীতে খলীফা প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা আমিই জানি, এ সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই। তোমরা যেসব বিষয় উল্লেখ করেছ তা যথেষ্ট নয়। বরং তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পৃথিবীতে এমন একটি প্রজাতি সৃষ্টির সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যাদেরকে সীমিত ক্ষেত্রে কিছু কিছু ইচ্ছার স্বাধীনতা দেয়া হবে।

فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ

তারপর যখন সে তাদেরকে সেসবের নাম জানিয়ে দিলো,[৪৭] তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি নিশ্চিতভাবে জানি—

غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ○

আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় গোপন বিষয় ; আরও জানি যা তোমরা প্রকাশ করো এবং যা তোমরা গোপন রাখো'।

فَلَمَّآ—(ف+لما)— তারপর যখন ; اَنْۢبَاَهُمْ—(انبأ+هم)— সে জানিয়ে দিল ; بِاَسْمَآئِهِمْ—(ب+اسماء+هم)—সে সবের নামসমূহ; قَالَ —তিনি বললেন; اَلَمْ اَقُلْ—(أ+لم+اقل)— আমি কি বলিনি যে, لَّكُمْ—(ل+كم) তোমাদেরকে; اِنِّىْٓ—(ان+ى) নিশ্চয় আমি; اَعْلَمُ —আমি জানি غَيْبَ —গোপন, অদৃশ্য ; السَّمٰوٰتِ—(ال+سموت) আসমানসমূহ ; الْاَرْضِ —(ال+ارض) পৃথিবী ; যমীন ; وَ —আরও ; اَعْلَمُ— আমি জানি ; وَ— ও ; مَا —যা ; تُبْدُوْنَ— (تبد+ون) তোমরা প্রকাশ করো ; وَ —এবং ; مَا —যা ; كُنْتُمْ —তোমরা ; تَكْتُمُوْنَ —গোপন রাখো।

৪৫. মানুষের 'জ্ঞান'-এর চিত্র হলো, 'নাম'-এর মাধ্যমে বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান নিজের মন-মানসে ধারণ করে রাখে। আর তাই মানুষের সমস্ত জ্ঞান-ই বস্তু এবং তার নাম-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। আদমকে সকল বস্তুর নাম শেখানোর অর্থ সকল বস্তুর জ্ঞান তার মন-মানসে ঢুকিয়ে দেয়া।

৪৬. ফেরেশতাদের এ কথায় স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় যে, তাদের জ্ঞান সে পর্যন্তই সীমিত যে বিষয়ের দায়িত্বে সে নিয়োজিত। যেমন—বাতাসের পরিচালনায় যে ফেরেশতা নিয়োজিত তাকে বাতাস সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে ; কিন্তু পানি সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞানই নেই। একই অবস্থা অন্যান্য শ্রেণীর ফেরেশতাদেরও। অপরপক্ষে, মানুষকে সর্ব বিষয়ের জ্ঞানই দেয়া হয়েছে, যদিও তা একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়ে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মানুষ থেকে অধিক জ্ঞান রাখলেও মানুষকে যেসব কিছুর জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা ফেরেশতাদেরকে দেয়া হয়নি।

৪৭. আদম (আ) সবকিছুর নাম জানিয়ে দিলেন ; আর এ জানিয়ে দেয়াটা হলো ফেরেশতাদের প্রথম সন্দেহের জবাব। ব্যাপারটি এরূপ যে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন, আমি আদমকে শুধুমাত্র ইচ্ছার স্বাধীনতাই দিচ্ছি না, তাকে সে সম্পর্কে জ্ঞানও দিচ্ছি। তাকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কে তোমাদের যে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে তা তো উক্ত বিষয়ের একটি দিক মাত্র ; এর দ্বিতীয় দিকে

۝٣٤ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ

আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, 'তোমরা সিজদা করো আদমকে', তখন ইবলীস ছাড়া ;[৪৮] সবাই[৪৯] সিজদা করলো। সে (আদেশ) অমান্য করলো ও অহংকার করলো

وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ ۝٣٥ وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا

এবং সে কাফিরদের শামিল হয়ে গেল।[৫০] ৩৫. আর আমি বললাম, 'হে আদম ! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখানে খাও–

(৩৪) وَ –আর ; إِذْ –যখন ; قُلْنَا –আমি বললাম ; لِلْمَلَٰٓئِكَةِ–(ل+ال+ملئكة) ফেরেশতাদেরকে; اسْجُدُوا–তোমরা সিজদা করো; لِآدَمَ–(ل+ادم) আদমকে; فَسَجَدُوٓا –(ف+سجدوا) তখন তারা সিজদা করলো, إِلَّآ –ব্যতীত ; إِبْلِيسَ –ইবলীস; أَبَىٰ –সে অমান্য করলো ; وَ –এবং; اسْتَكْبَرَ –অহংকার করলো; وَ –আর; كَانَ –হয়ে গেল ; مِنَ –থেকে, হতে ; الْكَٰفِرِينَ–(ال+كفر+ين) কাফিরদের। (৩৫) وَ –আর ; قُلْنَا –আমি বললাম ; يَٰٓـَٔادَمُ –(يا+ادم) হে আদম ; اسْكُنْ –বসবাস করো; أَنتَ–তুমি; وَ–ও; زَوْجُكَ–(زوج+ك) তোমার স্ত্রী ; الْجَنَّةَ–(ال+جنة) জান্নাতে; وَ –এবং; كُلَا –উভয়ে খাও ; مِنْهَا–(من+ها) সেখান থেকে;

কল্যাণও রয়েছে। আর এ কল্যাণের দিকটি 'ফাসাদ' তথা অকল্যাণ-অশান্তির দিক থেকে অধিকতর মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ।

৪৮. 'ইবলীস'-এর শাব্দিক অর্থ 'চরম নিরাশ', 'হতাশ'। পরিভাষাগতভাবে সেই জ্বিনকে ইবলীস বলা হয়, যে আদম (আ)-কে সিজদা করতে তথা বনী আদমের অনুগত হতে অস্বীকার করেছিল। তার অপর নাম 'শয়তান'। প্রকৃতপক্ষে 'শয়তান' বা 'ইবলীস' শুধুমাত্র কোনো অশরীরী শক্তির নাম নয় ; বরং সে-ও মানুষের মত অস্তিত্বশীল সৃষ্টি। কুরআন মাজীদে তার পরিচয় এভাবে দেয়া হয়েছে যে, সে জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা সৃষ্ট একটি প্রজাতি। সে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।

৪৯. অর্থাৎ পৃথিবী এবং এর সংশ্লিষ্ট যেসব ফেরেশতা ছিল তাদের সবাইকে মানুষের অনুগত ও বশীভূত হয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ আদেশ করেছেন। কেননা মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে 'খলীফা' তথা প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আর এজন্য ফেরেশতাদের প্রতি এ নির্দেশ জারী করা হয়েছে যে, সঠিক হোক বা ভুল হোক যে কোনো কাজেই মানুষ আমার দেয়া ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করতে চায়, এবং আমি আমার ইচ্ছাধীন তাদেরকে যে কাজ করার সুযোগ-সামর্থ দান করি, তোমাদের মধ্যে যারাই সেই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট তারাই তাদের আওতার মধ্যে থেকে সেই কাজের সহযোগিতা করবে।

رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّٰلِمِينَ ○

যেভাবে যেখান থেকে চাও তৃপ্তি সহকারে ; কিন্তু এ গাছের নিকটেও যেও না,[৫১] তাহলে তোমরা যালেমদের মধ্যে[৫২] শামিল হয়ে যাবে।

رَغَدًا–তৃপ্তি সহকারে ; حَيْثُ–যেখানে ; شِئْتُمَا–যেভাবে চাও ; وَ–কিন্তু; لَاتَقْرَبَا–(لا+تقربا) নিকটেও যেও না ; هٰذِهِ–এ ; الشَّجَرَةَ–(ال+شجرة) গাছের ; فَتَكُونَا–(ف+تكونا)–তাহলে তোমরা হয়ে যাবে; مِنَ–মধ্যে শামিল; الظّٰلِمِيْنَ–(ال+ظلم+ين) যালিমদের।

সম্ভবত এখানে 'সিজদা' শব্দ দ্বারা 'বশীভূত হওয়া'-কেই বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, এ 'অনুগত ও বশীভূত' হওয়ার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে 'সিজদা' করার আদেশ দেয়া হয়েছিল ; আর এটাই অধিকতর সঠিক মনে হয়।

৫০. এ শব্দসমূহের দ্বারা মনে হয় যে, সম্ভবত ইবলীস একাই আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করেনি ; তার সাথে জ্বিনদের একটি দলই আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিল। ইবলীসের নাম এজন্যই ছড়িয়ে পড়েছে যে, সে তাদের নেতা ছিল এবং এ বিদ্রোহে অগ্রগামী ছিল ; তবে এ আয়াতের অন্য অর্থও হতে পারে যে, "সে কাফিরদের দলভুক্ত ছিল"। এ অর্থের আলোকে বোঝা যায় যে, জ্বিনদের একটি দল প্রথম থেকেই বিদ্রোহী ও অকৃতজ্ঞ ছিল, আর ইবলীসের সম্পর্ক তাদের সাথেই ছিল। কুরআন মাজীদে 'শাইয়াতীন' শব্দ দ্বারা সাধারণত সেসব জ্বিন এবং তাদের বংশধরদের বুঝানো হয়েছে। যেখানে 'শাইয়াতীন' শব্দ দ্বারা 'মানুষ' বুঝানোর জন্য ইংগীতসূচক কোনো শব্দ না থাকে, সেখানেই এ শব্দ দ্বারা 'জ্বিন' বুঝানো হয়েছে।

৫১. গাছটির নিকটে না যাওয়ার নির্দেশ দানের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বে আদম ও হাওয়া (আ)-কে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে জান্নাতে রাখা হয়েছিল ; যাতে তাদের প্রবণতার পরীক্ষা হয়ে যায় এবং এও জানা যায় যে, শয়তানের প্ররোচনার মোকাবিলায় তারা কতটুকু আল্লাহর নির্দেশ পালনে দৃঢ় থাকতে পারেন।

এ পরীক্ষার জন্য একটি গাছকে বাছাই করে নেয়া হলো এবং নির্দেশ দেয়া হলো যে, এই গাছের নিকটেও যেও না এবং নির্দেশ অমান্য করার পরিণামও জানিয়ে দেয়া হলো। নির্দেশ অমান্য করলে আমার দৃষ্টিতে তোমরা 'যালিম' হিসেবে চিহ্নিত হবে। এখানে গাছের নাম ও বৈশিষ্ট্য এজন্য উল্লেখিত হয়নি যে, মূল উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে তা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। আর এ পরীক্ষার স্থান হিসেবে জান্নাতকে বাছাই

৩৬ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا

৩৬. অতপর শয়তান সেখান থেকে উভয়কে নীতিচ্যুত করলো এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকেও বের করে দিল। আর আমি বললাম, 'নেমে যাও তোমরা,

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلٰى حِينٍ ○

তোমরা একে অপরের শত্রু ;[৫৩] এবং তোমাদের জন্য রইল পৃথিবীতে অবস্থান ও জীবিকা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

৩৬ فَأَزَلَّهُمَا -(ف+ازل+هما) অতপর নীতিচ্যুত করলো উভয়কে ; الشَّيْطٰنُ -(ال+شيطن) শয়তান ; عَنْهَا -(عن+ها) সেখান থেকে ; فَأَخْرَجَهُمَا -(ف+اخرج+هما) এবং বের করে দিল উভয়কে ; مِمَّا - (من+ما) সেখান থেকে ; كَانَا -ছিল ; فِيهِ -যেখানে ; وَ -আর ; قُلْنَا -আমি বললাম ; اهْبِطُوا -নেমে যাও তোমরা ; بَعْضُكُمْ (بعض+كم) তোমাদের একে ; لِبَعْضٍ -(ل+بعض) অপরের (জন্য) ; عَدُوٌّ -শত্রু ; وَ -এবং ; لَكُمْ -(ل+كم) তোমাদের জন্য ; فِي -তে ; الْأَرْضِ -পৃথিবীতে ; مُسْتَقَرٌّ -অবস্থান ; وَ -ও ; مَتَاعٌ -জীবিকা ; إِلٰى -পর্যন্ত ; حِينٍ -সময়।

করার উদ্দেশ্য হলো, মানুষের অন্তরে এ মাহাত্ম্য জাগ্রত করা যে, মনুষ্যত্বের মর্যাদার প্রেক্ষিতে জান্নাতই তোমাদের অবস্থানস্থল হিসেবে উপযোগী।

৫২. 'যুলুম' মূলত 'হক' তথা অধিকার বিনষ্ট করাকে বলা হয়। যে আল্লাহর নাফরমানী করে, সে মূলত তিনটি বড় বড় হককে ধ্বংস করে ঃ

প্রথমত, 'আল্লাহর হক' ; কেননা আল্লাহ তাআলা সবকিছুর স্রষ্টা। এটা তাঁর অধিকার যে, তাঁর আদেশ-নিষেধ মানুষ মেনে চলবে।

দ্বিতীয়ত, সেইসব জিনিসের হক, যেগুলোকে আল্লাহ তাআলার নাফরমানীর কাজে সে ব্যবহার করেছে। কেননা তার উপর সেসব জিনিসের এ হক ছিল যে, সেগুলোকে স্রষ্টার মর্জি মোতাবেক সে ব্যবহার করবে।

তৃতীয়ত, তার নিজ সত্তার হক ; কেননা তার উপর তার নিজ সত্তার এ হক ছিল যে, সে তার সত্তাকে আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে রেখে ধ্বংস থেকে রক্ষা করবে। এজন্যই কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে গুনাহকে 'যুলুম' এবং গুনাহগার তথা পাপীকে 'যালিম' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৫৩. অর্থাৎ মানুষের শত্রু শয়তান এবং শয়তানের শত্রু মানুষ। শয়তানের শত্রু মানুষ হওয়ার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট। কিন্তু মানুষের শত্রু যে শয়তান তার কারণ হলো,

﴿٣٧﴾ فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنۡ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيۡهِ ‌ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ

৩৭. অতপর আদম তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু বাণী শিখে নিলো।[৫৪] তারপর তিনি ক্ষমাপরবশ হলেন তার প্রতি, নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।[৫৫]

﴿٣٨﴾ قُلۡنَا اهۡبِطُوۡا مِنۡهَا جَمِيۡعًا ۚ فَاِمَّا يَاۡتِيَنَّكُمۡ مِّنِّىۡ هُدًى فَمَنۡ تَبِعَ هُدَاىَ

৩৮. আমি বললাম, তোমরা সকলে নেমে যাও এখান থেকে,[৫৬] অতপর আমার পক্ষ থেকে যখন তোমাদের কাছে কোনো হিদায়াত আসবে তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে

(৩৭) فَتَلَقّٰى-(ف+تلقى) অতপর শিখে নিল ; اٰدَمُ-আদম ; مِنْ -নিকট থেকে; رَبِّهٖ-(رب+ه) তার প্রতিপালকের ; كَلِمٰتٍ -কিছু বাণী ; فَتَابَ-(ف+تاب) তারপর তিনি ক্ষমা পরবশ হলেন, তওবা কবুল করলেন ; عَلَيْهِ-(على+ه) তার প্রতি ; اِنَّهٗ-(ان+ه) নিশ্চয় তিনি ; هُوَ - তিনি ; التَّوَّابُ-(ال+تواب) পরম ক্ষমাশীল, তওবা কবুলকারী ; الرَّحِيْمُ-(ال+رحيم) অসীম দয়ালু। (৩৮) قُلْنَا -আমি বললাম ; اهْبِطُوْا -নেমে যাও তোমরা ; مِنْهَا-(من+ها) এখান থেকে; جَمِيْعًا -সকলে; فَاِمَّا-(ف+اما) অতপর যখন ; يَاْتِيَنَّكُمْ-(ياتين+كم) আসবে তোমাদের কাছে ; مِنِّىْ-(من+ى) আমার পক্ষ থেকে ; هُدًى -কোনো হিদায়াত; فَمَنْ-(ف+من) তখন যারা; تَبِعَ -অনুসরণ করবে ; هُدَاىَ -আমার হিদায়াত ;

মানুষের মনুষ্যত্বতো শয়তানের শত্রুতারই দাবি করে ; কিন্তু বাস্তবে মানুষ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তাকে বন্ধু বানিয়ে নেয়।

৫৪. অর্থাৎ আদম (আ) যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং আল্লাহর আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলেন, আর তাঁর অন্তরে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে নিজের ভুল মাফ করিয়ে নিতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি ভাষা খুঁজে পেলেন না যদ্বারা তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন। অতপর আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে প্রার্থনার ভাষা শিখিয়ে দিলেন।

'তাওবা' অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। বান্দাহর দিক থেকে তাওবা অর্থ নাফরমানী থেকে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা। আর আল্লাহর দিক থেকে 'তাওবা' অর্থ আপন অনুতপ্ত বান্দাহর দিকে দয়াপরবশ হয়ে ফিরে চাওয়া।

৫৫. পাপের পরিণামে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী এবং মানুষকে তা যে কোনো অবস্থাতেই ভোগ করতে হবে, এটা মানুষের স্বকল্পিত ভ্রষ্টকারী মতবাদের একটি। কেননা যে ব্যক্তি একবার পাপ-পঙ্কিল জীবনে প্রবেশ করে এ মতবাদ তাকে চিরদিনের জন্য নিরাশ করে

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা দুঃখিতও হবে না। ৩৯. আর যারা সত্য অস্বীকার করে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করে

بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

আমার নিদর্শনগুলোকে,[৫৭] তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী ; সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল।[৫৮]

فَلَا–(ف+لا) নেই; خَوْفٌ–(خوف) কোনো ভয়; عَلَيْهِمْ–(على+ هم)–তাদের (উপর); وَلَا هُمْ–(و+لا+هم) আর না তারা; يَحْزَنُونَ–হবে দুঃখিত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ৩৯ وَالَّذِينَ–(و+الذين) আর যারা; كَفَرُوا–সত্য অস্বীকার করে; وَ–এবং ; كَذَّبُوا–মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ; بِآيَاتِنَا–(ب+ايت+ نا)–আমার নিদর্শনগুলোকে ; أُولَٰئِكَ–তারাই হবে ; أَصْحَابُ–অধিবাসী ; النَّارِ–(ال+نار)–জাহান্নামের ; هُمْ–তারা; فِيهَا–(فى+ها) সেখানে থাকবে ; خَالِدُونَ–অনন্তকাল।

দেয়। কুরআন মাজীদ এর বিপরীত মতাদর্শ পেশ করে। কুরআন মাজীদের মতে নেক কাজের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তিদান আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। নেক কাজের যে পুরস্কার তোমরা পাও, তা তোমার কাজের স্বাভাবিক ফল নয় ; বরং তা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, তিনি তা দান করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। তেমনিভাবে যে পাপের শাস্তি তোমরা পাও, তা পাপের স্বাভাবিক ফল নয় যে, অবশ্যম্ভাবী হিসেবে তা আপতিত হয়েছে ; বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে, চাইলে তিনি শাস্তি দিতে পারেন, আর চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

৫৬. ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামের তাওবা কবুল করেছেন। এর অর্থ এটাই যে, আল্লাহর নির্দেশ পালনে তাঁর যে ত্রুটি হয়েছিল তা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছে। এ বিচ্যুতির কোনো চিহ্ন আদম (আ)-এর পরিচ্ছদে তো নেই, তাঁর বংশধরদের পোশাকেও নেই।

অতপর এখানে জান্নাত থেকে নেমে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে একথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, তাওবা কবুল করে নেয়ার অর্থ এই নয় যে, আদম ও হাওয়া (আ)-কে জান্নাতে রেখে দেয়া হবে। তাদেরকে তো সৃষ্টিই করা হয়েছে পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণের জন্য। তাদের আসল অবস্থানস্থল তো জান্নাত ছিলো না; আর সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দানও তাদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ছিলো না। পৃথিবীতে প্রেরণ করাই তাদেরকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বে শুধুমাত্র পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই জান্নাতে রাখা হয়েছিল।

৫৭. 'আয়া-ত' (آيَات) শব্দটি 'আয়াত' (آيَة) শব্দের বহুবচন। এর মূল অর্থ সেসব চিহ্ন বা নিদর্শন যা কোনো কিছুর প্রতি দিকনির্দেশনা দেয় তথা পথপ্রদর্শন করে। কুরআন মাজীদে শব্দটি চারটি বিভিন্ন অর্থে এসেছে। কোথাও শুধুমাত্র 'চিহ্ন বা নিদর্শন' বুঝানোর জন্য এসেছে। আবার কোথাও বিশ্বজগতের বিভিন্ন বস্তুকে বুঝানোর জন্য এসেছে। কেননা আল্লাহর কুদরতের নমুনা বিশ্বজগতের যাবতীয় বস্তুতে প্রকাশমান। আবার কোথাও নবী (আ)-দের মু'জিযাসমূহকেও 'আয়াত' হিসেবে অভিহিত করেছে। কেননা নবীদের মু'জিযাসমূহও আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। আবার কুরআন মাজীদের বাক্যসমূহকেও 'আয়াত' বলা হয়েছে। কারণ এ বাক্যসমূহ শুধু সত্যের প্রতি পথ প্রদর্শনই করে না, বরং এগুলোর মাধ্যমে এ কিতাবের রচয়িতার পরিচয়ও সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

৫৮. এটা মানব বংশধরদের প্রতি সৃষ্টির সূচনা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর স্থায়ী ফরমান, যা তৃতীয় রুকূ'তে 'আহ্‌দ' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষ পৃথিবীতে নিজের চলার পথ-পন্থা নিজেই বেছে নেবে না, বরং আল্লাহর বান্দাহ ও খলীফা হওয়ার প্রেক্ষিতে সেই পথ-পন্থা অনুসরণ করাই তার দায়িত্ব, যে পথ-পন্থা তার প্রতিপালক তার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

চতুর্থ রুকূ' (আয়াত ৩০-৩৯)-এর শিক্ষা

১. মানুষকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে তাঁর 'খলীফা' বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। প্রতিনিধি যেমনিভাবে নিয়োগকর্তার নির্দেশের ব্যতিক্রম কোনো পথে চলতে পারে না, তেমনিভাবে মানুষও আল্লাহর নির্দেশিত পথ ছাড়া অন্য পথে চলতে পারে না।

২. মানব সৃষ্টির সূচনালগ্নের যেসব ইতিহাস কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, যার ভিত্তি হলো ওহী, তা-ই একমাত্র এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য। এ সম্পর্কে মানুষের গবেষণা-অনুমানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য আংশিক সঠিকও হতে পারে, আবার সম্পূর্ণটাই ভিত্তিহীনও হতে পারে।

৩. মানব ও জ্বিন ছাড়াও আল্লাহ তাআলার অপর এক সৃষ্টি হলো 'মালাইকা' বা ফেরেশতাকুল। তারা সদা-সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ পালনে তৎপর। তবে দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান এ বিশাল জগত পরিচালনায় আল্লাহ তাদের উপর নির্ভরশীল নন।

৪. মানুষকে ফেরেশতাদের মতো শুধুমাত্র তাসবীহ পাঠের জন্যই সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর নির্দেশিত সীমার মধ্যে থেকে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

৫. আল্লাহ মানুষকে সীমিত ইচ্ছাশক্তির অংশ প্রদান করেছেন। এতটুকু ক্ষমতা প্রদান করা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন ছিল।

৬. আদম (আ)-কে সকল বস্তুর নাম শিখিয়ে দেয়ার অর্থ সকল বস্তুর জ্ঞান তাঁর মন-মানসে ঢুকিয়ে দেয়া। আর এ জ্ঞান ফেরেশতাদেরকে দেয়া হয়নি।

৭. মানুষ সৃষ্টির সেরা ; মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। এর জন্য নিরাশ হওয়া অথবা হঠকারী মনোভাব পোষণ করা মানবিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

৮. প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনে ক্রটি-বিচ্যুতি হলে তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এবং সঠিকভাবে এ দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

৯. শয়তান মানুষের চিরশত্রু ; বিপরীতপক্ষে মানুষও শয়তানের চিরশত্রু। সুতরাং শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কখনো তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

১০. শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বের কথা ভুলে গেলে 'যালিম' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

১১. আল্লাহ প্রদত্ত 'রিযিক' খেয়ে, তাঁর দেয়া উপায়-উপাদান ব্যবহার করে, তাঁরই দেয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগিয়ে তার নাফরমানী করাই বড় 'যুলুম'।

১২. ইবাদাতের প্রতিদান হিসেবে জান্নাত প্রদান এবং পাপের প্রতিদান হিসেবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে আল্লাহ তাআলা বাধ্য নন। তিনি যাকে ইচ্ছা জান্নাত দান করতে পারেন ; আর যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারেন। তবে তিনি নিজ ইচ্ছাকে ইনসাফের ভিত্তিতে প্রয়োগ করেন।

১৩. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দিয়েই আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে পৃথিবীতে নেমে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য পরবর্তী মানব বংশকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না।

১৪. বিশ্বজগতের সর্বত্রই আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কুদরতের বহু নিদর্শন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রকাশিত মু'জিযাও সেই নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজীদ আল্লাহর কুদরতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

১৫. মানুষ যেহেতু আল্লাহর প্রতিনিধি, তাই তার এ অধিকার নেই যে, পৃথিবীতে সে তার চলার পথ নিজেই বেছে নেবে ; সে আল্লাহর নির্দেশিত পথেই চলতে বাধ্য।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা -৭

৪০ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا

৪০. হে বনী ইসরাঈল![৫৯] তোমরা স্মরণ করো আমার নিয়ামতকে যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি এবং পূর্ণ করো

৪০ يٰبَنِىْٓ-(يا+بنى) হে বনী (বংশধর) ; اِسْرَآءِيْلَ-ইসরাঈল ; اذْكُرُوْا -তোমরা স্মরণ করো ; نِعْمَتِىَ-(نعمت+ى) আমার নিয়ামতকে ; الَّتِىْٓ-যা ; اَنْعَمْتُ-আমি দান করেছি ; عَلَيْكُمْ-তোমাদেরকে ; وَ-এবং ; اَوْفُوْا - তোমরা পূর্ণ করো ;

৫৯. 'ইসরাঈল' শব্দের অর্থ 'আবদুল্লাহ' তথা আল্লাহর বান্দা। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর উপাধি ছিল 'ইসরাঈল'। এ উপাধি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে দেয়া হয়েছিল। তাঁর বংশধরকে 'বনী ইসরাঈল' বলা হয়। মদীনা তাইয়্যেবা এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে ব্যাপকভাবে ইয়াহুদী বসবাস ছিল বিধায় এখান থেকে চতুর্দশ রুকূ' পর্যন্ত তাদেরকে সম্বোধন করে ক্রমাগত বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। অবশ্য মাঝে মাঝে খৃষ্টান, প্রতিমা পূজারী মুশরিক এবং ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করেও বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এ অংশ পাঠকালে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সামনে থাকা প্রয়োজন ঃ

প্রথমতঃ এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে, অতীতের নবী-রাসূলদের উম্মতের মধ্যে কিছু কিছু লোক এখনো রয়েছে যাদের মধ্যে কল্যাণকর উপাদান রয়েছে, তাদেরকে মুহাম্মদ (স)-এর আনীত দীনের দাওয়াত দেয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ এর দ্বারা আম ইয়াহুদী জনগোষ্ঠীর সামনে দলীল পেশ করা এবং তাদের চারিত্রিক অবস্থা প্রকাশ করে দেয়া উদ্দেশ্য। এ দলীল পেশ করার উপকারিতা এই হয়েছে যে, একদিকে তাদের মধ্যকার কল্যাণকামী ও সৎলোকদের চক্ষু খুলে গেছে। অপরদিকে মদীনার আম জনতা, বিশেষ করে আরবের মুশরিকদের উপর ইয়াহুদীদের দীনী ও চারিত্রিক যে প্রভাব পড়েছিল তার সমাপ্তি ঘটেছে। তাছাড়া নিজেদের অবস্থা দেখতে পেয়ে তারা ইসলামের মোকাবিলায় সাহসহীন হয়ে পড়েছে।

তৃতীয়তঃ ইতিপূর্বেকার চার রুকূ'তে মানব প্রজাতিকে উদ্দেশ্য করে সাধারণভাবে যে দাওয়াত পেশ করা হয়েছে, তার ধারাবাহিকতায় অতীতের একটি বিশেষ জাতির উদাহরণ পেশ করে বলা হচ্ছে যে, যে জাতি আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তাদের পরিণাম কেমন হয়।

بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَإِيَّـٰىَ فَٱرْهَبُونِ ﴿٤١﴾ وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ

আমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করবো। আর তোমরা শুধু তাতে আমাকেই ভয় করো। ৪১. আর তোমরা ঈমান আনো আমি নাযিল করেছি তাতে,

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى

তা সত্যায়নকারী যা তোমাদের কাছে আছে তার। আর তোমরা-ই তার প্রতি প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না ; আর বিক্রয় করো না আমার আয়াতসমূহ

ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّـٰىَ فَٱتَّقُونِ ﴿٤٢﴾ وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ

নগণ্য মূল্যের বিনিময়ে,[৬০] আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো। ৪২. অতপর তোমরা সত্যকে বাতিলের সাথে মিশিয়ে দিও না এবং গোপন করো না সত্যকে।

بِعَهْدِىٓ (ب+عهد+ى)- আমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ; أُوفِ -আমিও পূর্ণ করবো ; بِعَهْدِكُمْ (ب+عهد+كم)- আমার সঙ্গে কৃত তোমাদের অঙ্গীকার ; وَ -আর; إِيَّـٰىَ (ايا+ى)- শুধু আমাকেই ; فَٱرْهَبُونِ (ف+ارهبون)-অতপর ভয় করো আমাকে। (৪১) وَ -আর ; ءَامِنُوا۟ -তোমরা ঈমান আনো ; بِمَآ (ب+ما)- তাতে, যা ; أَنزَلْتُ -আমি নাযিল করেছি ; مُصَدِّقًا -তা সত্যায়নকারী ; لِّمَا (ل+ما)- তার জন্য যা ; مَعَكُمْ (مع+كم)- তোমাদের সাথে আছে ; وَ -আর ; لَا تَكُونُوٓا۟ -তোমরা হয়ো না ; أَوَّلَ -প্রথম ; كَافِرٍ -অস্বীকারকারী ; بِهِۦ (ب+ه)- তার প্রতি ; وَ -আর ; لَا تَشْتَرُوا۟ -বিক্রয় করো না ; بِـَٔايَـٰتِى (ب+ايات+ى)- আমার আয়াতসমূহ ; ثَمَنًا -মূল্যের, বিনিময়ে; قَلِيلًا -নগণ্য, সামান্য, স্বল্প ; وَ -আর ; إِيَّـٰىَ (ايا+ى)- শুধু আমাকেই; فَٱتَّقُونِ (ف+اتقون)-অতপর ভয় করো আমাকেই। (৪২) وَ -আর ; لَا تَلْبِسُوا۟ (لا+تلبسوا) তোমরা মিশিয়ে দিও না ; ٱلْحَقَّ (ال+حق)- সত্যকে ; بِٱلْبَـٰطِلِ (ب+ال+باطل) বাতিলের সাথে ; وَ -এবং ; تَكْتُمُوا۟ -গোপন করো না ; ٱلْحَقَّ -সত্যকে ;

চতুর্থতঃ এর দ্বারা মুহাম্মদ (স)-এর অনুসারীদেরকেও এ প্রশিক্ষণ দেয়া উদ্দেশ্য যে, তারা যেন সেই অধঃপতনের গর্ত থেকে বেঁচে থাকে যাতে পতিত হয়েছে অতীত নবীদের উম্মতগণ।

৬০, 'নগণ্য মূল্য' অর্থ 'পার্থিব লাভ' যার জন্য এসব লোক আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম ও সত্য পথকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِينَ ○

অথচ তোমরা জান।[৬১] ৪৩. আর তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো,[৬২] আর রুকূ' করো রুকূ'কারীদের সাথে।

وَ-অথচ; اَنْتُمْ-তোমরা; تَعْلَمُوْنَ-জানো (তোমরা।) ﴿٤٣﴾ وَ-আর; اَقِيْمُوْا-তোমরা কায়েম করো ; الصَّلٰوةَ-(ال+صلوة) সালাত, নামায; وَ-এবং ; اٰتُوا-প্রদান করো; الزَّكٰوةَ-(ال+زكوة)-যাকাত ; وَ-আর ; ارْكَعُوْا-তোমরা রুকূ' করো; مَعَ-সাথে, সঙ্গে ; الرّٰكِعِيْنَ-(ال+ركعين)-রুকূ'কারীদের।

৬১. জেনেশুনে হক তথা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি বুঝার জন্য এ কথাটি সামনে থাকা প্রয়োজন যে, অশিক্ষিত আরববাসীদের মোকাবিলায় ইয়াহুদীরা যথেষ্ট শিক্ষিত ছিল। এজন্য আরববাসীদের উপর ইয়াহুদীদের জ্ঞানগত বেশ প্রভাব পড়েছিল। উপরন্তু ইয়াহুদী আলেম তথা শিক্ষিত ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও তার বাহ্যিক প্রকাশ আরববাসীদের হীনমন্যতাবোধকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এমনি অবস্থায় যখন নবী মুহাম্মদ (স) মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন অশিক্ষিত আরববাসীরা আহলে কিতাব ইয়াহুদীদের নিকট জিজ্ঞেস করতো, 'আপনারা তো একজন নবীর অনুসারী এবং একটি কিতাবের অনুসরণ করেন। বলুন তো আমাদের মধ্যে এ ব্যক্তি যে নবুওয়াতের দাবি নিয়ে এসেছে তার সম্পর্কে ও তাঁর শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি ? এ প্রশ্নের উত্তরে তাদের জন্য একথা বলা মুশকিল ছিল যে, মুহাম্মদ (স)-এর দাওয়াত অসত্য ; কিন্তু নির্দ্ধিধায় এ দাওয়াত সত্য বলতেও প্রস্তুত তারা ছিলো না। তাই তারা এতদুভয়ের মাঝামাঝি পন্থা অনুসরণ করলো। এ সম্পর্কে যারাই প্রশ্ন করতো তারা তাদের অন্তরে নবী (স) এবং তাঁর মিশনের বিরুদ্ধে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করে দিতে তৎপর হলো। তারা মুহাম্মদ (স)-এর উপর কোনো দোষারোপ করে দিতে সচেষ্ট হলো, তাঁর দাওয়াতকে কুয়াশাচ্ছন্ন করার চেষ্টা করলো ; যাতে মানুষের অন্তরে এ ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়ে যায়। তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ইশারা করেই কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করছেন, 'সত্যের উপর অসত্যের আবরণ বিস্তার করো না ; নিজেদের মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা এবং দুষ্ট সন্দেহ-সংশয় ও মতপার্থক্য দ্বারা সত্যকে দাবিয়ে দিতে ও গোপন করতে চেষ্টা করো না ; হক ও বাতিলকে মিশ্রিত করে মানুষকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করো না'।

৬২. 'সালাত' এবং 'যাকাত' সর্বকালেই দীন ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ছিল। সকল নবীর মতই বনী ইসরাঈলের নবীদেরও এ ব্যাপারে কঠোর তাকীদ ছিল। কিন্তু ইয়াহুদীরা এ ব্যাপারে একেবারে গাফেল হয়ে পড়েছিল। 'সালাত' জামায়াতের সাথে আদায় করার বিষয়টা একেবারেই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। জাতির অধিকাংশ

﴿٤٤﴾ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰبَ ۚ

৪৪. তোমরা কি মানুষকে নেক কাজের আদেশ দিচ্ছো আর নিজেদের ভুলে যাচ্ছো ! অথচ তোমরা 'কিতাব' পাঠ করো ;

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٥﴾ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى

তোমরা কি জ্ঞান-বুদ্ধি রাখো না ? ৪৫. আর তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে,[৬৩] অবশ্য তা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তাদের ব্যতীত

الْخٰشِعِينَ ﴿٤٦﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلٰقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رٰجِعُونَ ۝

যারা বিনয়াবনত। ৪৬. যারা বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে নিশ্চিতভাবে নিজেদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত হতে হবে এবং অবশ্যই তারা তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী।[৬৪]

৪৪ أَتَأْمُرُونَ –(ا+تامر+ون) তোমরা কি আদেশ দিচ্ছো ? النَّاسَ –(ال+ناس) মানুষকে ; بِالْبِرِّ –(ب+ال+بر) নেক কাজের ; وَ –আর ; تَنْسَوْنَ –ভুলে যাচ্ছো; أَنْفُسَكُمْ –(انفس+كم) নিজেদেরকে ; وَ –অথচ; أَنْتُمْ –তোমরা; تَتْلُونَ –পাঠ করো; الْكِتٰبَ –(ال+كتب) কিতাব ; أَفَلَا تَعْقِلُونَ –(ا+ف+لا+تعقل + ون) তোমরা কি জ্ঞান-বুদ্ধি রাখো না। ৪৫ وَ –আর ; اسْتَعِينُوا –তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো; بِالصَّبْرِ –(ب+ال+صبر) ধৈর্যের সাথে ; وَ –ও ; الصَّلٰوةِ –(ال+صلوة) –সালাতের; وَ –আর ; إِنَّهَا –(ان+ها) নিশ্চয় তা ; لَكَبِيرَةٌ –(ل+كبيرة) অবশ্যই কঠিন ; إِلَّا –কিন্তু, ব্যতীত; عَلَى الْخٰشِعِينَ –(على+ال+ خشعين)–যারা বিনয়াবনত। ৪৬ الَّذِينَ –যারা ; يَظُنُّونَ –(يظن+ون) বিশ্বাস করে যে ; أَنَّهُمْ –নিশ্চিতভাবে তাদের; مُلٰقُوا –সাক্ষাত হবে; رَبِّهِمْ –(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের; وَ –এবং; أَنَّهُمْ –অবশ্যই তারা; إِلَيْهِ –(الى+ه) তাঁরই দিকে ; رٰجِعُونَ –প্রত্যাবর্তনকারী।

লোক ব্যক্তিগতভাবে সালাত আদায় করাও ছেড়ে দিয়েছিল। আর 'যাকাত' দেয়ার পরিবর্তে তারা সুদ খাওয়া শুরু করেছিল।

৬৩. অর্থাৎ সৎপথে চলতে যদি তোমাদের কঠিন মনে হয় তাহলে এর চিকিৎসা হলো ধৈর্য এবং সালাত। এ দুটো থেকেই তোমাদের শক্তি অর্জিত হবে যাতে সৎপথে চলাটা তোমাদের জন্য সহজ হয়।

'সবর' (ধৈর্য)-এর আভিধানিক অর্থ–প্রতিরোধ করা ও বাধা দেয়া। এর তাৎপর্য হলো ইচ্ছার দৃঢ়তা এবং প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণশক্তি যার সাহায্যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির

চাহিদা ও বাহ্যিক বিপদ-মসীবতের মোকাবিলায় সৎপথে দৃঢ় থেকে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার ইরশাদের অর্থ হলো 'সবর'-এর মতো চারিত্রিক গুণ তোমরা নিজেদের অন্তরে লালন করো এবং একে বাইরের শক্তি যোগানোর জন্য 'সালাতের' অনুশীলন করো।

৬৪. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত না হয় এবং আখিরাতে যার বিশ্বাস নেই, তার জন্য 'সালাত' তথা নামাযের যথার্থ অনুশীলন এমন মসীবত, যা সে কখনো মেনে নিতে পারে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার নিকট আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছে এবং এ উপলব্ধি যার রয়েছে যে, মৃত্যুর পর তাকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে তার জন্য নামায আদায় করা নয়, বরং নামায পরিত্যাগ করাই মসীবত মনে হবে।

৫ম রুকূ' (৪০-৪৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১। সদা-সর্বদা আল্লাহর দেয়া নিয়ামতসমূহের কথা অন্তরে জাগরুক রাখতে হবে। তাহলে দীনের পথে চলা সহজ হয়ে যাবে।

২। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকটই দীনের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। বিশেষ করে যেসব মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলী পরিলক্ষিত হবে তাদেরকেই দীনী দাওয়াতের জন্য বাছাই করতে হবে।

৩। দীনের পথে চললে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার প্রতিদান দিবেন–এ বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থাকতে হবে।

৪। দীনী দাওয়াতের কাজে 'সবর' এবং 'সালাত'-এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

৫। পার্থিব লাভের বিনিময়ে দীনকে পরিত্যাগ করা যাবে না। সর্বদা দীনকেই প্রাধান্য দিতে হবে ; এতে পার্থিব যতো বড় ক্ষতিই হোক না কেন।

৬। 'সালাত' ও 'যাকাত' সর্বকালীন ও সার্বজনীন বিধান। কোনো অবস্থাতেই এ বিধান দুটোর অন্যথা করা যাবে না। যে সমাজে এ দুটো বিধান যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে সে সমাজে অবশ্যই শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হবে।

৭। সালাত ও যাকাত আদায় করতে হবে সম্মিলিতভাবেই। ব্যক্তিগতভাবে আদায় করলে তা যথার্থভাবে আদায় হয়েছে বলা যাবে না ; আর তা থেকে যে পার্থিব কল্যাণ পাওয়ার কথা তা পাওয়া যাবে না।

৮। সৎকাজ নিজেরা করতে হবে এবং অন্যকেও সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। নিজে না করে অন্যকে করতে বললে তাতে কোনো সুফল আসবে না।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-১৩

يٰبَنِىٓ اِسۡرَآءِيۡلَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتِىَ الَّتِىۡٓ اَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَاَنِّىۡ فَضَّلۡتُكُمۡ ﴿٤٧﴾

৪৭. হে বনী ইসরাঈল ! তোমরা স্মরণ করো আমার নিয়ামত যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি এবং আমিই তোমাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলাম

عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٤٨﴾ وَاتَّقُوۡا يَوۡمًا لَّا تَجۡزِىۡ نَفۡسٌ عَنۡ نَّفۡسٍ شَيۡـًٔا وَّلَا يُقۡبَلُ

বিশ্বজগতের উপর।[৬৫] ৪৮. আর তোমরা ভয় করো সেই দিনের যেদিন কেউ কারো কিছুমাত্র উপকারে আসবে না এবং গৃহীত হবে না

مِنۡهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٌ وَّلَا هُمۡ يُنۡصَرُوۡنَ ﴿٤٩﴾ وَاِذۡ نَجَّيۡنٰكُمۡ

তার পক্ষে কোনো সুপারিশ ; আর তার থেকে কোনো ক্ষতিপূরণও গৃহীত হবে না ; আর না তারা হবে সাহায্যপ্রাপ্ত।[৬৬] ৪৯. আর (স্মরণ করো)[৬৭] যখন মুক্তি দিয়েছিলাম তোমাদেরকে

(৪৭) يٰبَنِىٓ -(يا+بنى) হে বনী ; اِسۡرَآءِيۡلَ -ইসরাঈল ; اذۡكُرُوۡا -তোমরা স্মরণ করো; نِعۡمَتِىَ -আমার নিয়ামত; الَّتِىۡٓ -যা; اَنۡعَمۡتُ -আমি দান করেছি; عَلَيۡكُمۡ -(على+كم) তোমাদেরকে ; وَ -এবং ; اَنِّىۡ -(ان+ى) আমিই ; فَضَّلۡتُكُمۡ -(فضلت+كم) উচ্চ মর্যাদা দান করেছি ; عَلَى -উপর ; الۡعٰلَمِيۡنَ -(ال+علمين) বিশ্বজগতের। (৪৮) وَ -আর ; اتَّقُوۡا -ভয় করো ; يَوۡمًا -সেই দিনের ; لَّا تَجۡزِىۡ -(لا+تجزى) (যেদিন) উপকারে আসবে না ; نَفۡسٌ -কেউ (কোনো ব্যক্তি) ; عَنۡ -থেকে; نَّفۡسٍ -কারো (কোনো ব্যক্তির) ; شَيۡـًٔا -কিছুমাত্র ; وَّ -এবং ; لَا يُقۡبَلُ -(لا+يقبل) গৃহীত হবে না, কবুল করা হবে না ; مِنۡهَا -তার পক্ষে ; شَفَاعَةٌ -কোনো সুপারিশ ; وَّ -আর ; لَا يُؤۡخَذُ -গ্রহণ করা হবে না ; مِنۡهَا -তার থেকে ; عَدۡلٌ -কোনো ক্ষতিপূরণ, বিনিময়; وَّ -আর ; لَا هُمۡ -(لا+هم) না তারা ; يُنۡصَرُوۡنَ -(ينصر+ون) সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (৪৯) وَ -আর (স্মরণ করো) ; اِذۡ -যখন ; نَجَّيۡنٰكُمۡ -(نجينا+كم) -আমি তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম ;

৬৫. কথাটির অর্থ এই নয় যে, চিরদিনের জন্য তোমাদেরকে সারা বিশ্বের জাতিসমূহের উপর মর্যাদাবান করেছিলাম, বরং এর অর্থ এই যে, একটি সময় এমন

مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ

ফেরাউন বংশ হতে,[৬৮] যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতো, তারা যবেহ করতো তোমাদের পুত্রদেরকে এবং

وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٤٩﴾ وَاِذْ فَرَقْنَا

জীবিত রাখতো তোমাদের নারীদেরকে ; আর তাতে ছিল তোমাদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা[৬৯] তোমাদের প্রতিপালকের-পক্ষ হতে। ৫০. আর (স্মরণ করো) যখন আমি দ্বিখণ্ডিত করেছিলাম।

مِنْ – থেকে ; اٰلِ فِرْعَوْنَ – (ال+فرعون) ফেরাউন বংশ বা সম্প্রদায় ; يَسُوْمُوْنَكُمْ – (يسومون+كم) তোমাদেরকে শাস্তি দিতো ; سُوْٓءَ – কঠোর ; الْعَذَابِ – (ال+عذاب) শাস্তি ; يُذَبِّحُوْنَ – (يذبح+ون) তারা যবেহ করতো ; اَبْنَآءَكُمْ – (ابناء+كم) তোমাদের পুত্রদেরকে ; وَ – এবং ; يَسْتَحْيُوْنَ – তারা জীবিত রাখতো ; نِسَآءَكُمْ – (نساء+كم) তোমাদের নারীদেরকে ; وَ – আর ; فِيْ ذٰلِكُمْ – (فى+ذلكم) তাতে ছিল তোমাদের জন্য ; بَلَآءٌ – এক পরীক্ষা ; مِّنْ – পক্ষ হতে ; رَّبِّكُمْ – (رب+كم) তোমাদের প্রতিপালকের ; عَظِيْمٌ – কঠিন। ⑤⓪ وَ – আর (স্মরণ করো) ; اِذْ – যখন ; فَرَقْنَا – (فرق+نا) আমি দ্বিখণ্ডিত বা বিভক্ত করেছিলাম ;

ছিল যে, তোমরাই সেই জাতি ছিলে যাদের নিকট আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলমে হক বর্তমান ছিল এবং সেজন্য তোমাদেরকে জাতিসমূহের নেতা বানিয়ে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা জাতিসমূহকে আল্লাহর রাস্তায় আহ্বান করতে এবং তাদেরকে সে পথে পরিচালনা করতে পারো।

৬৬. বনী ইসরাঈলের বিগড়ে যাবার একটি বড় কারণ এই ছিল যে, আখিরাত সম্পর্কে ওদের বিশ্বাসে ফাটল ধরেছিল। তারা এক অর্বাচীন ধারণায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, "আমরা বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন নবীদের বংশধর, বড় বড় অলী, নেককার ব্যক্তি ও বুযর্গ ব্যক্তিত্বের সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের ক্ষমা পাওয়ার জন্য তাঁদের সাথে সম্পর্ক থাকাই যথেষ্ট।" এমনি ধরনের অলীক বিশ্বাস তাদেরকে সত্য দীন থেকে গাফিল ও পাপ-পঙ্কিলতায় নিমগ্ন করে দিয়েছিল। আর এজন্য তাদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার সাথে সাথে তাদের ভুল ধারণারও অপনোদন করা হয়েছে।

৬৭. এখান থেকে পরবর্তী কয়েক রুকূ' পর্যন্ত ক্রমাগত যেসব ঘটনাবলীর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, সেগুলো বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ অংশ, যা তাদের জাতির শিশু-কিশোররাও জানে। এজন্য ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পরিবর্তে এক একটি ঘটনার প্রতি সংক্ষিপ্ত ইশারা করা হয়েছে। এ ঐতিহাসিক বর্ণনায় এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, একদিকে তোমাদের প্রতি কৃত আল্লাহর

بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنٰكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ○

তোমাদের জন্য সাগরকে, অতপর নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম তোমাদেরকে, আর ডুবিয়ে দিয়েছিলাম ফেরাউন বংশকে, আর তোমরা তা দেখছিলে।

﴿٥١﴾ وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوسٰى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ

৫১. আর আমি যখন মূসার সাথে চল্লিশ রাতের অঙ্গীকার করেছিলাম,[৭০] অতপর তোমরা তার অনুপস্থিতিতে গো-বৎসকে গ্রহণ করেছিলে (উপাস্যরূপে) ;[৭১]

بِكُمْ-(ب+كم)-তোমাদের জন্য; الْبَحْرَ-(ال+بحر) সাগরকে; فَأَنْجَيْنٰكُمْ-(ف+انجينا+كم) অতপর তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম; وَ-আর ; أَغْرَقْنَا-(اغرق+نا) আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম ; آلَ فِرْعَوْنَ-(ال+فرعون) ফেরাউন বংশকে ; وَ-এবং; أَنْتُمْ-তোমরা ; تَنْظُرُونَ-(تنظر+ون)-দেখছিলে। ﴿٥١﴾ وَ-আর; إِذْ-যখন; وٰعَدْنَا-আমি অঙ্গীকার করেছিলাম ; مُوسٰى-মূসার সাথে ; أَرْبَعِينَ-চল্লিশ; لَيْلَةً-রাতের ; ثُمَّ-অতপর; اتَّخَذْتُمُ-তোমরা গ্রহণ করেছিলে; الْعِجْلَ-(ال+عجل) গো-বৎস ; مِنْ بَعْدِهِ-(من+بعد+ه) তার অনুপস্থিতিতে ;

অফুরন্ত দয়া-অনুগ্রহ, অপরদিকে তোমাদের প্রতি ইহসানের বিনিময়ে তোমাদের অকৃতজ্ঞতা বদ আমলসমূহ, যা তোমরা করেই যাচ্ছ।

৬৮. 'আলে ফেরাউন' দ্বারা 'ফেরাউন বংশ' বা সম্প্রদায় বুঝানো হয়েছে। এতে ফেরাউনের খানদানের লোকেরা এবং তৎকালীন মিসরের ক্ষমতাসীন শ্রেণী সকলেই শামিল রয়েছে।

৬৯. 'কঠিন পরীক্ষা' এদিক থেকে যে, এ চুল্লী থেকে হয়ত তোমরা খাঁটি সোনা হয়ে বের হবে, নচেৎ খাদ হয়ে পড়ে থাকবে। এত বড় বিপদ হতে এরূপ বিস্ময়করভাবে মুক্তিলাভের পরও তোমরা আল্লাহর শোকরকারী বান্দাহ হবে কিনা তা যাঁচাই করাই হচ্ছে এ পরীক্ষার লক্ষ্য।

৭০. মিসরের ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে বনী ইসরাঈল যখন সিনাই উপদ্বীপে পৌঁছলো, তখন মূসা (আ)-কে আল্লাহ তাআলা চল্লিশ রাত-দিনের জন্য 'তূর' পাহাড়ে ডেকে পাঠান, যাতে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত জাতির জন্য শরয়ী বিধি-বিধান ও কর্মজীবনের জন্য হিদায়াত দান করা যায়।

৭১. গাভী এবং ষাঁড়ের পূজা বনী ইসরাঈলের সহযোগী বিভিন্ন জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। মিসর এবং কেনানে এ পূজা-পার্বণের ব্যাপক প্রচলন ছিল। হযরত ইউসুফ (আ)-এর পরবর্তী সময়ে বনী ইসরাঈল যখন অধঃপতিত হতে হতে কিবতীদের দাসে পরিণত হলো, তখন তারা কিবতী (কপ্টিক) মনিবদের বহু

وَأَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾

মূলত তোমরা ছিলে যালেম। ৫২. তারপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো

﴿٥٣﴾ وَإِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ قَالَ

৫৩. আর (স্মরণ করো) যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান[৭২] দিয়েছিলাম যাতে তোমরা সৎপথ পেয়ে যাও। ৫৪. আর (স্মরণ করো) যখন বললো

مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ

মূসা তার জাতির লোকদেরকে, হে আমার জাতির লোকেরা ! নিশ্চয় তোমরা গো-বৎসকে গ্রহণ করে যুলুম করেছ নিজেদের প্রতি

فَتُوْبُوْٓا إِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا أَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ

সুতরাং তোমরা তাওবা করো তোমাদের স্রষ্টার নিকট এবং হত্যা করো নিজেদেরকে;[৭৩] তোমাদের এটা করাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের স্রষ্টার নিকট ; তারপর তিনি তাওবা কবুল করলেন

وَ –আর; أَنْتُمْ –তোমরা ছিলে; ظٰلِمُوْنَ –(ظالم+ون) যালেম। ৫২ ثُمَّ –অতপর; عَفَوْنَا –আমি ক্ষমা করে দিয়েছি; عَنْكُمْ –(عن+كم) তোমাদেরকে; مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ –(من+بعد+ذلك) তারপরও; لَعَلَّكُمْ –(لعل+كم) যাতে তোমরা; تَشْكُرُوْنَ –কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো ; ৫৩ وَ –আর; إِذْ –যখন ; اٰتَيْنَا –আমি দিয়েছি ; مُوْسٰى –মূসাকে; الْكِتٰبَ –(ال+كتاب) কিতাব ; وَ –এবং ; الْفُرْقَانَ –(ال+فرقان) ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী মানদণ্ড); لَعَلَّكُمْ –(لعل+كم) যাতে তোমরা; تَهْتَدُوْنَ –(تهتد+ون) তোমরা সৎপথ পেয়ে যাবে। ৫৪ وَ –আর; إِذْ –যখন; قَالَ –বললো; مُوْسٰى –মূসা; لِقَوْمِهٖ –(ل+قوم+ه) তার জাতির লোকদেরকে; يٰقَوْمِ –(يا+قوم) হে আমার জাতির লোকেরা ; إِنَّكُمْ –(ان+كم) নিশ্চয় তোমরা; ظَلَمْتُمْ –যুলুম করেছ; أَنْفُسَكُمْ –(انفس+كم) নিজেদের প্রতি; بِاتِّخَاذِكُمُ –(ب+اتخاذ+كم) তোমাদের গ্রহণ করার মাধ্যমে; الْعِجْلَ –(ال+عجل) গো-বৎস; فَتُوْبُوْٓا –(ف+توبوا) সুতরাং তোমরা তাওবা করো; إِلٰى –নিকট; بَارِئِكُمْ –(بارء+كم) তোমাদের স্রষ্টা; فَاقْتُلُوْٓا –(ف+اقتلوا) অতএব তোমরা হত্যা করো; أَنْفُسَكُمْ –(انفس+كم) তোমাদের নিজেদেরকে; ذٰلِكُمْ –তোমাদের এটা; خَيْرٌ –কল্যাণকর, উত্তম; لَّكُمْ –(ل+كم) তোমাদের জন্য; عِنْدَ –নিকট; بَارِئِكُمْ –(بارء+كم) –তোমাদের স্রষ্টার; فَتَابَ –(ف+تاب) –তারপর তিনি তাওবা কবুল করলেন;

عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ

তোমাদের,নিসন্দেহে তিনি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। ৫৫. আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা ! আমরা কখনো ঈমান আনবো না তোমার প্রতি।

حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم

যতক্ষণ না প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখতে পাবো। অতপর তোমাদেরকে বজ্রপাত স্পর্শ করলো, আর তোমরা তা দেখছিলে। ৫৬. অতপর আমি তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম–

مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ

তোমাদের মৃত্যুর পর ; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[৭৪] ৫৭. আর আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দিয়েছিলাম[৭৫] এবং নাযিল করেছিলাম তোমাদের প্রতি 'মান্না'

عَلَيْكُمْ–তোমাদের ; اِنَّهٗ–(ان+ه) নিশ্চয় তিনি; هُوَ–তিনিই ; التَّوَّابُ–(ال+تواب) পরম ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী; الرَّحِيْمُ–(ال+رحيم) পরম দয়ালু। ﴿৫৫﴾ وَ–আর; اِذْ–যখন; قُلْتُمْ–তোমরা বললে ; يٰمُوْسٰى–(يا+موسى) হে মূসা! لَنْ نُّؤْمِنَ–(لن+نؤمن) আমরা কখনো ঈমান আনবো না ; لَكَ–(ل+ك) তোমার প্রতি; حَتّٰى–যতক্ষণ না ; نَرَى–আমরা দেখতে পাই ; اللّٰهَ–আল্লাহ্কে ; جَهْرَةً–প্রকাশ্যে; فَاَخَذَتْكُمُ–(ف+اخذت+كم) অতপর স্পর্শ করলো তোমাদেরকে ; الصّٰعِقَةُ–(ال+صعقة) বজ্রপাত ; وَ–আর; اَنْتُمْ–তোমরা ; تَنْظُرُوْنَ–(تنظر+ون) দেখছিলে। ﴿৫৬﴾ ثُمَّ–অতপর ; بَعَثْنٰكُمْ–(بعثنا+كم) আমি তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম ; مِّنْۢ بَعْدِ–পরে; مَوْتِكُمْ–(موت+كم) তোমাদের মৃত্যুর; لَعَلَّكُمْ–(لعل+كم) যাতে তোমরা; تَشْكُرُوْنَ–কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। ﴿৫৭﴾ وَ–আর ; ظَلَّلْنَا–আমি ছায়া দিয়েছি ; عَلَيْكُمُ–তোমাদের উপর ; الْغَمَامَ–(ال+غمام) মেঘমালার; وَ–এবং ; اَنْزَلْنَا–আমি নাযিল করেছি; عَلَيْكُمُ–তোমাদের প্রতি; الْمَنَّ–(ال+منّ)–'মান্না' (ধনিয়ার দানার মতো ক্ষুদ্রাকৃতির এক প্রকার আসমানী খাদ্য) ;

বদ অভ্যাসের মধ্য থেকে বাছুর পূজার এ অভ্যাসটিও রপ্ত করেছিল। বাছুর পূজার এ ঘটনাটি বাইবেলের নির্গমন পুস্তকের ৩২ অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৭২. فرقان (ফুরকান)-এর অর্থ এমন বস্তু যা দ্বারা 'হক' ও 'বাতিল'-এর মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করা যায়। অর্থাৎ দীন-এর এমন মানদণ্ড (আসমানী কিতাব) যদ্দ্বারা মানুষ সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।

وَالسَّلْوٰى ۖ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ

'সালওয়া',[৭৬] তোমরা সেসব পবিত্র বস্তু থেকে খাও, যে রিযিক আমি তোমাদের দিয়েছি। আর তারা আমার প্রতি যুলুম করেনি ; বরং তাদের নিজেদের প্রতিই

وَ–এবং ; السَّلْوٰى–(ال+سلوى) 'সালওয়া' (কোয়েল পাখির মতো এক প্রকার ছোট পাখি) ; كُلُوْا–তোমরা খাও; مِنْ–থেকে ; طَيِّبٰتِ–পবিত্র বস্তু ; مَا رَزَقْنٰكُمْ–(ما+ رزقنا+كم) যে রিযিক আমি তোমাদের দিয়েছি ; وَ–আর ; مَا ظَلَمُوْنَا–(ما+ظلموا+ نا) তারা যুলুম করেনি আমার প্রতি ; وَلٰكِنْ–বরং ; كَانُوْٓا–তারা ছিল ; اَنْفُسَهُمْ–(انفس+هم) তাদের নিজেদের প্রতি ;

৭৩. অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সেসব আপনজনদের হত্যা করো যারা গো-বৎসকে নিজেদের পূজ্য বানিয়ে নিয়েছিলো।

৭৪. এখানে যে ঘটনার প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, মূসা (আ) যখন চল্লিশ দিন-রাতের জন্য তূর পর্বতে তাশরীফ নিলেন তখন তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল যে, বনী ইসরাঈল থেকে ৭০জন বাছাই করা ব্যক্তিকে দর্শক হিসেবে তাঁর সাথে নিয়ে যেতে হবে। অতপর যখন মূসা (আ)-কে কিতাব ও ফুরকান দেয়া হলে তিনি সেগুলো উক্ত ব্যক্তিদের সামনে পেশ করলেন। কুরআন মাজীদের ভাষ্য অনুযায়ী তখন এসব লোকের মধ্য থেকে কতেক দুষ্ট লোক বললো, "আমরা শুধুমাত্র তোমার কথায় কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে, আল্লাহর সাথে তোমার বাক্যালাপ হয়েছে"-তাদের একথার পর তাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছে এবং তাদেরকে আযাব দেয়া হয়েছে।

৭৫. অর্থাৎ সিনাই উপদ্বীপে প্রখর রোদ থেকে বাঁচার জন্য তোমাদের কোনো আশ্রয়স্থল ছিলো না, আমি মেঘমালার ছায়াদান করে তোমাদের ছায়ার ব্যবস্থা করেছি। এখানে স্মরণীয় যে, মিসর থেকে প্রস্থানকালে বনী ইসরাঈলের সংখ্যা ছিল এক লাখের মত। আর সিনাই উপদ্বীপে ঘর-বাড়ী তো দূরের কথা, মাথা গোজার মতো তাঁবুও তাদের সাথে ছিলো না। সে সময় আল্লাহ তাআলা যদি দীর্ঘকাল পর্যন্ত আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন না রাখতেন, তাহলে এ জাতি প্রখর রোদে ধ্বংস হয়ে যেতো।

৭৬. 'মান্না' ও 'সালওয়া' ছিল সেই কুদরতী খাদ্য যা মুহাজেরী জীবনের সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছর ক্রমাগত বনী ইসরাঈলদেরকে সরবরাহ করা হয়েছিল। 'মান্না' ধনিয়ার বীজের মতো এক প্রকার দানাদার বস্তু ছিল। কুয়াশার মতো এগুলো বর্ষিত হতো এবং যমীনে পড়ে জমে যেতো। আর 'সালওয়া' ছিল কোয়েল পাখির মতো ছোট এক প্রকার পাখি। আল্লাহর অপার দয়ায় এগুলোর এতবেশী সমাগম ছিল যে, বিপুল জনসংখ্যার একটি জাতি দীর্ঘকাল শুধুমাত্র এ খাদ্যের উপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করেছে। তাদের কাউকে কোনোদিন অনাহারের কষ্ট ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু অধুনা

يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ

যুলুম করেছে। ৫৮. আর (স্মরণ করো) যখন আমি বললাম, 'তোমরা প্রবেশ করো এই জনপদে[৭৭] এবং সেখান থেকে খাও যেভাবে চাও

رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ

তৃপ্তি সহকারে, এবং নতশিরে প্রবেশ করো দরজা দিয়ে এবং বলো 'আমাদের ক্ষমা করো'-[৭৮] আমি ক্ষমা করবো তোমাদের অপরাধসমূহ ; আর বেশী বেশী দানও করবো

يَظْلِمُونَ –যুলুম করেছে। (৫৮) وَ –আর ; إِذْ –যখন ; قُلْنَا –আমি বললাম ; ادْخُلُوا –তোমরা প্রবেশ করো ; هَٰذِهِ –এই ; الْقَرْيَةَ –জনপদে ; فَكُلُوا –অতপর খাও; مِنْهَا –(من+ها) সেখান থেকে ; حَيْثُ – যা, যেভাবে ; شِئْتُمْ –তোমরা চাও ; رَغَدًا –তৃপ্তি সহকারে ; وَ –এবং ; ادْخُلُوا –প্রবেশ করো ; الْبَابَ –দরজা দিয়ে ; سُجَّدًا –নতশিরে ; وَ –এবং ; قُولُوا –তোমরা বলো ; حِطَّةٌ –আমাদের ক্ষমা করো; نَغْفِرْ –আমি ক্ষমা করবো ; لَكُمْ –তোমাদের ; خَطَايَاكُمْ –(خطايا+كم) তোমাদের অপরাধ ; وَ –আর ; سَنَزِيدُ –আমি বেশী বেশী দান করবো ;

কোনো উন্নত দেশেও যদি কয়েক লক্ষ মুহাজির হঠাৎ এসে পড়ে, তাহলে তাদের খাদ্যের সংস্থান করা কঠিন হয়ে যায়।

৭৭. 'কারইয়াতুন' দ্বারা কোন্ জনপদকে বুঝানো হয়েছে তা অনুসন্ধান করেও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। তবে যে ঘটনা পরম্পরায় এ জনপদের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বুঝা যায় যে, বনী ইসরাঈল তখনো সিনাই উপদ্বীপেই অবস্থান করছিল। আর এ জনপদটিও উপদ্বীপেরই কোনো নগর হয়ে থাকবে। এটা হতে পারে যে, তা 'সিত্তীম' নামক নগরী 'ইয়ারিহো'-এর ঠিক বিপরীত পার্শ্বে জর্দান নদীর পূর্ব তীরেই গড়ে উঠেছিল। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে বনী ইসরাঈল এ নগরটি মূসা (আ)-এর জীবনের শেষ দিকে জয় করে নিয়েছিল। সেখানে তারা ব্যাপক ব্যভিচার করে। যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভয়াবহ মহামারী দিয়ে শায়েস্তা করেন। এতে ২৪ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে।-(দ্রঃ বাইবেল, গণনা পুস্তক, অধ্যায় ২৫, শ্লোক ১-৮)

৭৮. বনী ইসরাঈলের লোকদের প্রতি এই নির্দেশ ছিল যে, জনপদে প্রবেশ করার সময় তোমরা অত্যাচারী বিজয়ীর ন্যায় প্রবেশ করবে না ; বরং আল্লাহভীরু ও বিনয়াবনত অবস্থায় প্রবেশ করবে। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) এমনি অবস্থায়ই মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন। হিত্তাতুন-এর দুটি অর্থ হতে পারে-(১) আল্লাহর কাছে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে প্রবেশ করা। (২)

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٩﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ

সৎকর্মশীলদের। ৫৯. অতপর যারা ছিল অত্যাচারী তারা তাদেরকে বলা 'কথাকে' বদলে দিয়েছে ভিন্ন কথা দ্বারা,[৭৯]

فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝

তারপর আমি আকাশ থেকে আযাব নাযিল করেছি তাদের উপর যারা যুলুম করেছে; কেননা তারা দুষ্কর্ম করেছিল।

الْمُحْسِنِيْنَ –(ال+محسن+ين) সৎকর্মশীলদের। ৫৯ فَبَدَّلَ –অতপর বদলে দিয়েছে; الَّذِيْنَ –যারা ; ظَلَمُوْا –যুলুম করেছে ; قَوْلًا –কথাকে ; غَيْرَ –ভিন্ন, পৃথক ; الَّذِيْ –যা ; قِيْلَ –বলা হয়েছে ; لَهُمْ –তাদেরকে ; فَاَنْزَلْنَا –(ف+انزلنا) তারপর আমি নাযিল করেছি ; عَلَى –উপর ; الَّذِيْنَ –যারা ; ظَلَمُوْا –যুলুম করেছে ; رِجْزًا –আযাব; مِّنَ –থেকে ; السَّمَاءِ –(ال+سماء) আকাশ ; بِمَا –যা, যাকিছু ; كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ –(كانوا+يفسق+ون) তারা দুষ্কর্ম করেছিল।

লুটতরাজ ও গণহত্যার পরিবর্তে জনপদের লোকদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে করতে প্রবেশ করা।

৭৯. বনী ইসরাঈলকে উক্ত নগরীতে 'হিত্তাতুন' বলতে বলতে প্রবেশ করার আদেশ দেয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যকার দুষ্ট লোকেরা তার পরিবর্তে 'হিনতাতুন' বলতে থাকে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়। এ পরিবর্তন দ্বারা শুধু শব্দের পরিবর্তন হয়েছে এমন নয়, অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে গেছে। 'হিত্তাতুন' অর্থ তাওবা করে পাপ বর্জন করা ; আর 'হিনতাতুন' অর্থ গম। এ ধরনের পরিবর্তন শব্দগত হোক কিংবা অর্থগত–কুরআন, হাদীস বা আল্লাহর অন্য কোনো বিধানে হোক তা সর্বসম্মতভাবে হারাম। কেননা এটা এক ধরনের 'তাহরীফ' বা শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতি।

৬ষ্ঠ রুকূ' (আয়াত ৪৭–৫৯)–এর শিক্ষা

১। বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতরাজি বর্ষণ এবং বারংবার তাদের আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপনের পরিবর্তে বিপরীতমুখী হঠকারী কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা থেকে বেঁচে থাকা। কারণ আল্লাহর বিধান চিরন্তন। বনী ইসরাঈল যেভাবে আল্লাহর বিধানের বরখেলাফ কার্যকলাপের কারণে পৃথিবীতে শাস্তিপ্রাপ্ত হচ্ছে তেমনি মুসলিম জাতিও যদি তাদের মতো আচরণ করে তাহলে তাদের বেলায়ও একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

২। আমাদেরকে বিচার দিবসের কথা স্মরণ রেখেই জীবন পরিচালনা করতে হবে। কারণ, সেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো জন্য কোনো

সুপারিশও কেউ করতে পারবে না। আর ধন-সম্পদ দিয়েও ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হবে না ; আর না পাওয়া যাবে কাউকে সাহায্যকারী হিসেবে।

৩। বনী ইসরাঈলের গো-বৎস পূজার ঘটনা এবং তার পরিণতিতে তাওবা স্বরূপ নিজেদের মধ্যকার গো-বৎস পূজারীদের হত্যার নির্দেশ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মুসলিম সমাজে মুসলিম নামধারী এবং মুসলিম পরিচয়দানকারী অথচ প্রকাশ্যে শিরক-এ লিপ্ত ব্যক্তিদের পরিণতিও হবে ভয়াবহ।

৪। শিরক–এর প্রতিরোধ করা মুসলিম জাতির উপর সম্মিলিতভাবে ফরয। কারণ 'শিরক' হলো সবচেয়ে বড় যুলুম।

৫। 'তাওহীদ'-এর মাহাত্ম্য এবং শিরক–এর কদর্যতা এতে ফুঠে উঠেছে। শিরক এমনি কদর্য তথা মন্দ কাজ যে, মানুষের বাম হাত যদি শিরক করে, তার ডান হাতের উপর ফরয হলো বাম হাতকে কেটে ফেলা।

৬। বনী ইসরাঈলের মুরতাদ তথা শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, সর্বযুগে এ ধরনের পরিস্থিতিতে এটাই করণীয় এবং এটাই নির্ধারিত পন্থা। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী, বদর যুদ্ধে বন্দীদের ব্যাপারে হযরত উমর (রা) এ পরামর্শই দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তাআলাও তাঁর পরামর্শের যথার্থতা অনুমোদন করেছেন।

৭। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীতে 'তাহরীফ' তথা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুকূলে বিকৃতি সাধন জঘন্য অপরাধ। এটা বিরাট যুলুমও বটে। এ ধরনের অপকর্মের শাস্তি পার্থিব জীবনেও হয়ে থাকে। আর পরকালের শাস্তি তো বাকীই থাকে। সুতরাং এ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-২

۝ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ

৬০. আর (স্মরণ করো) মূসা যখন তার জাতির জন্য পানি প্রার্থনা করেছিল, তখন আমি বললাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো ; অতএব তা থেকে প্রবাহিত হলো

مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا

বারোটি ঝরণা ;[৮০] তাদের প্রত্যেক দলই নিজ নিজ পানি পান করার স্থান জেনে নিলো। (নির্দেশ দেয়া হলো) তোমরা খাও

وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○

এবং পান করো আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে এবং বিপর্যয়কারী রূপে পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টি করো না।

৬০ وَ–আর ; اِذْ–যখন ; اسْتَسْقٰى–পানি প্রার্থনা করেছিলো ; مُوسٰى–মূসা ; لِقَوْمِهِ (ل+قوم+ه)–তাঁর জাতির জন্য ; فَقُلْنَا (ف+قلنا)–অতএব আমি বললাম ; اضْرِبْ–আঘাত করো ; بِعَصَاكَ–(ب+عصا+ك)–তোমার লাঠি দ্বারা ; الْحَجَرَ–(ال+حجر)–পাথরে; فَانْفَجَرَتْ–তা থেকে প্রবাহিত হলো; مِنْهُ–তা থেকে اثْنَتَا عَشْرَةَ–(اثنتا+عشرة) বারটি ; عَيْنًا–ঝরণা ; قَدْ عَلِمَ–(قد+علم) জেনে নিলো ; كُلُّ–প্রত্যেক; أُنَاسٍ–দল, গোত্র, লোক সমষ্টি ; مَشْرَبَهُمْ–(مشرب+هم)–তাদের পানি পানের স্থান; كُلُوا–তোমরা খাও ; وَ–এবং ; اشْرَبُوا–পান করো ; مِنْ–থেকে ; رِزْقِ–রিযিক; اللّٰهِ–আল্লাহ প্রদত্ত ; وَ–আর ; لَا تَعْثَوْا–তোমরা গোলযোগ সৃষ্টি করো না; فِى الْاَرْضِ–(فى+ال+ارض) পৃথিবীতে ; مُفْسِدِيْنَ–বিপর্যয়কারীরূপে।

৮০. মূসা (আ) যে পাথরের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করেছিলেন তা এখনো মিসরের সিনাই উপদ্বীপে বর্তমান রয়েছে। পর্যটকগণ এখনো তা দেখতে যান এবং বারোটি ঝরণার ফাটল চিহ্ন এখানো দেখতে পাওয়া যায়। বারোটি ঝরণা উদ্ভবের কারণ এই ছিল যে, বনী ইসরাঈলের বারোটি গোত্র ছিল। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক গোত্রের জন্য একটি করে ঝরণা প্রবাহিত করেন, যাতে তারা পানি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়।

(৬১) وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ

৬১. আর যখন তোমরা বললে, "হে মূসা ! আমরা ধৈর্য রাখতে পারছি না একই প্রকার খাদ্যে। সুতরাং আপনি প্রার্থনা করুন আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য,

يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا

তিনি যেন আমাদের জন্য তা থেকে ব্যবস্থা করেন যমীনে উৎপন্নজাত সবজি, কাঁকুড়, গম, মসুর ডাল

وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ۚ

এবং পেঁয়াজ (ইত্যাদি)। তিনি বললেন, তোমরা কি পরিবর্তন করতে চাও উত্তম বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তুকে।[৮১]

اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ

তোমরা কোনো নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে যা তোমরা চেয়েছো ; আর তাদের উপর আরোপিত হলো লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা।

(৬১) وَ –আর; اِذْ –যখন; قُلْتُمْ –তোমরা বললে; يٰمُوْسٰى –হে মূসা! لَنْ نَّصْبِرَ –আমরা মোটেই ধৈর্য ধরতে পারছি না ; عَلٰى طَعَامٍ –(على+طعام) খাদ্যে ; وَّاحِدٍ –একই প্রকার ; فَادْعُ –(ف+ادع)–সুতরাং আপনি প্রার্থনা করুন; لَنَا –আমাদের জন্য; رَبَّكَ –(رب+ك) আপনার প্রতিপালকের কাছে; يُخْرِجْ –তিনি যেন উৎপন্ন বা নির্গত করেন; لَنَا –আমাদের জন্য; مِمَّا –(مِن+ما) তা থেকে, যা; تُنْبِتُ –উৎপন্ন করে; الْاَرْضُ –(ال+ارض) যমীন; مِنْ –থেকে ; بَقْلِهَا –(بقل+ها) তার সবজি ; وَ –এবং ; قِثَّائِهَا –(قثاء+ها) তার কাঁকুড়; وَ –এবং ; فُوْمِهَا –(فوم+ها) তার গম ; وَ –এবং; عَدَسِهَا –(عدس+ها) তার মসুর ডাল; وَ –এবং; بَصَلِهَا –(بصل+ه) তার পেঁয়াজ; قَالَ –তিনি বললেন; اَتَسْتَبْدِلُوْنَ –(ا+تستبدل+ون)–তোমরা কি পরিবর্তন করতে চাও ; الَّذِىْ –যা ; هُوَ –তা; اَدْنٰى –নিকৃষ্টতর ; بِالَّذِىْ –(ب+الذى) পরিবর্তে; هُوَ –তা; خَيْرٌ –উৎকৃষ্টতর; اِهْبِطُوْا –তোমরা উপনীত হও, অবতরণ করো; مِصْرًا –কোনো নগরীতে; فَاِنَّ –তাহলেই; لَكُمْ –(ل+كم)–তোমাদের জন্য; مَا –যা; سَاَلْتُمْ –তোমরা চেয়েছো; وَ –আর; ضُرِبَتْ –আরোপিত হলো; عَلَيْهِمُ –(على+هم)– তাদের উপর; الذِّلَّةُ –(ال+ذلة) লাঞ্ছনা; وَ –ও ; الْمَسْكَنَةُ –(ال+مسكنة)– দরিদ্রতা;

وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

আর তারা ঘুরতে থাকলো আল্লাহর গযবে পতিত হয়ে। এটা এজন্য যে, তারা কুফরী করতো আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে[৮২]

وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

এবং হত্যা করতো নবীদেরকে অন্যায়ভাবে।[৮৩] এ ছিল তারই ফল যে, তারা নাফরমানী করেছিল এবং করেছিল সীমালংঘন।

وَ–আর ; بَآءُوْ–তারা ঘুরতে থাকলো ; بِغَضَبٍ–(ب+غضب)–গযবে পতিত হয়ে; مِّنَ اللّٰهِ–(من+الله)–আল্লাহর পক্ষ থেকে ; ذٰلِكَ–এটা ; بِاَنَّهُمْ–(ب+ان+هم)–এজন্য যে, তারা; كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ–(كانوا+يكفر+ون) কুফরী করতো ; بِاٰيٰتِ–(ب+ايات) আয়াতসমূহের সাথে ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; وَ–এবং ; يَقْتُلُوْنَ–(يقتل+ون)–তারা হত্যা করতো ; النَّبِيّٖنَ–(ال+نبى+ين) নবীদেরকে ; بِغَيْرِ الْحَقِّ–(ب+غير+ال+حق) অন্যায়ভাবে ; ذٰلِكَ–এ ছিল ; بِمَا–তারই ফল; عَصَوْا–তারা নাফরমানী করেছিল; وَ–এবং ; كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ–(كانوا+يعتد+ون) তারা করেছিল সীমালংঘন।

৮১. এর অর্থ এই নয় যে, বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত 'মান্না' ও 'সালওয়া' ত্যাগ করে তোমরা এমন বস্তু পেতে চাও যার জন্য কৃষিকাজ করতে হবে। বরং এর অর্থ হলো, যে মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে তোমাদেরকে মরুভূমি ভ্রমণ করানো হচ্ছে, তার পরিবর্তে তোমাদের রসনা তৃপ্তিই তোমাদের কাছে প্রিয় হয়ে গেল যে, সে উদ্দেশ্যকে ত্যাগ করার জন্যও তোমরা প্রস্তুত হয়েছো এবং দিন কতকের জন্যও সেগুলো থেকে বঞ্চিত থাকাটা সহ্য করতে পারছো না।

৮২. আল্লাহর আয়াতের কুফরী করার কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানের মধ্যে যেসব বিধি-বিধান নিজের খেয়াল-খুশীর বিপরীত সেগুলো মানতে সরাসরি অস্বীকার করা। দ্বিতীয়তঃ কোনো একটি বিধানকে আল্লাহ প্রদত্ত জেনেও গর্ব-অহংকার করে তার বিপরীত কাজ করা এবং আল্লাহর নির্দেশের কোনো পরওয়া না করা। তৃতীয়তঃ আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ ভালোভাবে জানা এবং বোঝার পরও প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে তাকে পরিবর্তন করা।

৮৩. বনী ইসরাঈল নিজেদের অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ নিজেদের ইতিহাসে উল্লেখ করেছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় ঃ

(১) 'যাকারিয়া নবীকে হায়কলে সুলায়মানীতে প্রস্তরাঘাত করার ঘটনা।–(দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ২৪, শ্লোক ২১)

(২) ইয়ারমিয়া নবীকে প্রহার, কারারুদ্ধ ও রশি দিয়ে বেঁধে কর্দমাক্ত কূয়ায় ঝুলিয়ে রাখার ঘটনা (ইয়ারমিয়াহ, অধ্যায় ১৫, শ্লোক ১০ ; অধ্যায় ১৮, শ্লোক ২০-২৩ ; অধ্যায় ২০, শ্লোক ১-১৮ ; অধ্যায় ৩৬-৪০।

(৩) ইয়াহ্ইয়া (ইউহান্না) এর পবিত্র মাথা কেটে তদানিন্তন বাদশাহের প্রেয়সীর আবদার অনুসারে বরতনে করে তার সামনে পেশ করার ঘটনা (মার্ক, অধ্যায় ৬ শ্লোক ১৭-২৯)'

বলা বাহুল্য, যে জাতি ফাসিক ও দুশ্চরিত্র লোকদের নেতৃত্বের আসনে বসায় এবং জাতির সৎ ও উন্নত চরিত্রের লোকদের কারাগারে আবদ্ধ রাখে, আল্লাহ্ তাদের উপর লানত বর্ষণ না করলে আর কাদের ওপর লানত বর্ষণ করবেন ?

৭ম রুকূ' (আয়াত ৬০-৬১)-এর শিক্ষা

১। উল্লেখিত আয়াতে মূসা (আ)-এর পানির জন্য প্রার্থনা এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বারোটি ঝরণা প্রবাহিত হওয়া দ্বারা বোঝা গেল যে, ইসতিসকা তথা বৃষ্টির প্রার্থনা করার মূল হলো ইসতিসকার নামায। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ উদ্দেশ্যে ঈদগাহে তাশরীফ নেয়া এবং সেখানে নামায, খুতবা ও দোয়া করার কথা প্রমাণিত।

২। বনী ইসরাঈলের ওপর আল্লাহর গযব পতিত হওয়ার কারণ ছিল, তারা আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করেছে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। বর্তমান যুগে নবী-রাসূল নেই ; নবী-রাসূলের দায়িত্ব বর্তেছে নবীদের ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারী ওলামায়ে কেরাম, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ও ইসলামপন্থীদের ওপর; যারা দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয় রয়েছেন। নবীদের সাথে যেরূপ আচরণ করে বনী ইসরাঈল আল্লাহর গযবে পতিত হয়েছে, নবীদের ওয়ারিসদের সাথে সেরূপ আচরণ করে আল্লাহর গযব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে এমনটি ভাববার অবকাশ নেই। জাতির সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের সঙ্গে অসদাচরণ করলে বনী ইসরাঈলের মতো পরিণাম ভোগ করতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ' -৮
পারা হিসেবে রুকূ' -৮
আয়াত সংখ্যা-১০

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ ﴿٦٢﴾

৬২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে যারা ইয়াহুদী হয়েছে এবং নাসারা ও সাবিঈন, (এদের মধ্যে) যারা ঈমান এনেছে–

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, আর করেছে সৎকাজ, তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান। আর নেই কোনো ভয়

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ

তাদের এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[৮৪] ৬৩. আর যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুলে ধরেছিলাম তোমাদের উপর 'তূর'-কে

৬২ إِنَّ –নিশ্চয় ; الَّذِينَ –যারা ; آمَنُوا –ঈমান এনেছে ; وَ –এবং ; الَّذِينَ –যারা; هَادُوا –ইয়াহুদী হয়েছে ; وَ –এবং ; النَّصَارَىٰ –(ال+نصرى) নাসারা ; وَ –ও; الصَّابِئِينَ –(ال+صبئين) সাবিঈন ; مَنْ –যে, যারা ; آمَنَ –ঈমান এনেছে ; بِاللَّهِ –আল্লাহর উপর ; وَ –এবং ; الْيَوْمِ –(ال+يوم) দিনের ; الْآخِرِ –(ال+اخر) শেষ, আখেরাত ; وَ –আর ; عَمِلَ –কাজ করেছে ; صَالِحًا –সৎ ; فَلَهُمْ –(ف+ل+هم) তাদের জন্য রয়েছে ; أَجْرُهُمْ –(اجر+هم) তাদের প্রতিদান ; عِنْدَ –নিকট ; رَبِّهِمْ –তাদের প্রতিপালকের ; وَ –আর ; لَا خَوْفٌ –নেই কোনো ভয় ; عَلَيْهِمْ –(على+هم) তাদের জন্য ; وَ –এবং ; لَا هُمْ يَحْزَنُونَ –(لا+هم+يحزن+ ون) তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। ৬৩ وَ –আর; إِذْ –যখন; أَخَذْنَا –আমি নিয়েছিলাম, গ্রহণ করেছিলাম; مِيثَاقَكُمْ –(ميثاق+كم) তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার ; وَ –এবং ; رَفَعْنَا –তুলে ধরেছিলাম ; فَوْقَكُمُ –তোমাদের উপর ; الطُّورَ –(ال+طور) তূর পাহাড় ;

৮৪. বর্ণনার ধারাবাহিকতায় এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এখানে ঈমান এবং সৎকাজের বিবরণ পেশ করা উদ্দেশ্য নয় যে, মানুষ কোন্ কোন্ কথা মেনে চললে এবং কোন্ কোন্ আমল করলে আল্লাহর নিকট তার প্রতিদান পাবে। এসব আলোচনা সংশ্লিষ্ট

خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ⑥③ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ

(এই বলে)[৮৫] তোমাদের যা আমি দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরো এবং এতে যাকিছু রয়েছে মনে রেখো; তাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে। ৬৪. অতপর তোমরা ফিরে গেছো

مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

তা সত্ত্বেও। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের উপর যদি না থাকতো, অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে।[৮৬]

خُذُوْا –তোমরা ধরো, গ্রহণ করো ; مَآ –যা ; اٰتَيْنٰكُمْ –(اتينا+كم) আমি তোমাদের দিয়েছি ; بِقُوَّةٍ –দৃঢ়ভাবে, শক্ত করে ; وَّ –এবং ; اذْكُرُوْا –মনে রেখো, স্মরণ করো; مَا فِيْهِ –(ما+فى+ه) এতে যা কিছু রয়েছে ; لَعَلَّكُمْ –(لعل+كم) যাতে তোমরা; تَتَّقُوْنَ –(تتق+ ون) মুত্তাকী হতে পারো। ⑥④ ثُمَّ –অতপর ; تَوَلَّيْتُمْ –তোমরা ফিরে গেছো; مِنْۢ بَعْدِ –(من+بعد) তা সত্ত্বেও, অতপর ; ذٰلِكَ –এই; فَلَوْلَا –(ف+لو+لا) অতএব যদি না থাকতো ; فَضْلُ –অনুগ্রহ ; اللّٰهِ –আল্লাহর ; عَلَيْكُمْ –(على+كم) তোমাদের উপর ; وَ –ও ; رَحْمَتُهٗ –তাঁর দয়া ; لَكُنْتُمْ –তোমরা অবশ্যই হতে ; مِنَ –অন্তর্ভুক্ত ; الْخٰسِرِيْنَ –(ال+خسرين) ক্ষতিগ্রস্তদের।

স্থানে করা হবে। এখানে শুধু ইয়াহুদীদের বাতিল বিশ্বাসকে খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। তারা নিজ জাতিকেই নাজাতের ইজারাদার মনে করে। তারা এ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত যে, "তাদের জাতির সাথে আল্লাহর বিশেষ আত্মীয়তা রয়েছে, যা অন্য কোনো জাতির সাথে নেই। সুতরাং ইয়াহুদী জাতির সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে, তার বিশ্বাস ও কর্ম যা-ই হোক না কেন, তার জন্য 'নাজাত' নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। আর বাকী মানুষ যারা ইয়াহুদী জাতির বাইরে রয়েছে তারা শুধুমাত্র জাহান্নামের ইন্ধন হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছে।" তাদের এ ভুল ধারণার অপনোদনকল্পে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর নিকট মূল জিনিস তোমাদের এ দলাদলি নয় ; বরং সেখানে শুধুমাত্র ঈমান এবং সৎকাজই গ্রহণযোগ্য। যে কেউ ঈমান ও সৎকাজ নিয়ে তার প্রতিপালকের দরবারে হাযির হবে সে-ই নাজাত পাবে। আল্লাহ মানুষের ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে ফায়সালা করবেন, তোমাদের জাতিবাচক নামের ভিত্তিতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

৮৫. এ ঘটনাকে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সে সময় ইয়াহুদী সমাজে ঘটনাটি বহুল প্রচারিত ও সর্বজনবিদিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া কঠিন। সাধারণভাবে এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, পাহাড়ের পাদদেশে তাদের থেকে অঙ্গীকার নেয়ার সময় এমনি এক ভীতি-বিহ্বল ও ভাব-গম্ভীর পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করা

⑥ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا

৬৫. তোমরা অবশ্যই জানতে তোমাদের মধ্যে যারা সীমা অতিক্রম করেছিল শনিবারের বিধানের।[৮৭] আমি তাদের বলেছিলাম, 'তোরা হয়ে যা

قِرَدَةً خَاسِئِينَ ⑥ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً

লাঞ্ছিত বানর।[৮৮] ৬৬. অতপর আমি এটাকে করে দিয়েছি উদাহরণ তাদের সমকালীন ও পরবর্তীদের জন্য এবং উপদেশ[৮৯]

৬৫ وَ –আর ; لَقَدْ عَلِمْتُمْ –(ل+قد+علمتم) অবশ্যই তোমরা জানতে ; الَّذِينَ –তাদেরকে যারা ; اعْتَدَوْا –সীমা অতিক্রম করেছিল ; مِنكُمْ –(من+كم) তোমাদের মধ্যে ; فِي – ব্যাপারে ; السَّبْتِ –(ال+سبت) শনিবারের, সাব্‌ত দিবসের (বিধান); فَقُلْنَا –(ف+قلنا) আমি বলেছিলাম ; لَهُمْ –(ل+هم) তাদেরকে ; كُونُوا –তোরা হয়ে যা ; قِرَدَةً –বানর ; خَاسِئِينَ –লাঞ্ছিত। ৬৬ فَجَعَلْنَاهَا –(ف+جعلنا+ها) অতপর আমি এটাকে করেছি ; نَكَالًا –উদাহরণ ; لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا –তাদের সমকালীন লোকদের জন্য ; وَ –ও ; مَا خَلْفَهَا –(ما+خلف+ها) তাদের পরবর্তীদের জন্য ; وَ –এবং ; مَوْعِظَةً –উপদেশ ;

হয়েছিল যে, তাদের মনে হচ্ছিল পাহাড়টি তাদের উপর ধ্বসে পড়বে। এ ধরনের কিছু সূরা আরাফের ১৭১নং আয়াতে ফুটে উঠেছে।–(সূরা আরাফের উক্ত আয়াতের সংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য)। অথবা হতে পারে আল্লাহর মহাশক্তির প্রদর্শনীস্বরূপ গোটা পাহাড়ই সমূলে তাদের উপর তুলে ধরা হয়েছিল।

৮৬. আল্লাহর রহমত পৃথিবীতে সাধারণভাবে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, কাফির-মুশরিক নির্বিশেষে সবার জন্য ব্যাপক। তারই প্রভাব হলো পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শারীরিক সুস্থতা। তবে তাঁর রহমতের বিকাশ বিশেষভাবে ঘটবে আখিরাতে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে যেসব ইয়াহূদী বর্তমান ছিল তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের জাতির পূর্বপুরুষদের উপর অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য পৃথিবীতে যেসব আযাবের শিকার হতে হয়েছে, তোমরা মুহাম্মদ (স)-এর উপর ঈমান না এনে সেরূপ আযাবের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর পৃথিবীতে তা আসেনি। এটা একান্তই আল্লাহর রহমত। পরবর্তী আয়াতের পূর্ববর্তী ইয়াহূদীদের অঙ্গীকার ভঙ্গের স্বরূপ এবং তার ফলে তাদের উপর আপতিত আযাব সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে।

৮৭. 'সাব্‌ত' শব্দের অর্থ 'সপ্তাহের সপ্তম দিন'। বনী ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দেয়া হয়েছিল, সপ্তাহের সপ্তম দিন শনিবার তারা আরাম ও ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট

لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾ وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ۖ

আল্লাহভীরুদের জন্য। ৬৭. আর যখন মূসা বললো নিজ জাতিকে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করার আদেশ দিচ্ছেন ;

قَالُوْٓا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

তারা বললো, তুমি কি আমাদের সঙ্গে উপহাস করছো ? সে বললো, আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।[৯০]

لِلْمُتَّقِيْنَ-(ل+ال+متقين) আল্লাহভীরুদের জন্য ; وَ-আর ; اِذْ-যখন ; قَالَ-বললো ; مُوْسٰى-মূসা (আ) ; لِقَوْمِهٖ-(ل+قوم+ه) নিজ জাতিকে ; اِنَّ-নিশ্চয়; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَأْمُرُكُمْ-(يامر+كم) তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন ; اَنْ تَذْبَحُوْا-(ان+تذبحوا)-তোমরা যবেহ করো; بَقَرَةً-একটি গাভী; قَالُوْٓا-তারা বললো; اَتَتَّخِذُنَا-(ا+تتخذ+نا)-তুমি কি আমাদের সঙ্গে করছো; هُزُوًا-উপহাস ; قَالَ-তিনি বললেন; اَعُوْذُ-আমি আশ্রয় চাই; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর নিকট; اَنْ اَكُوْنَ-আমার অন্তর্ভুক্ত হওয়া ; مِنَ-থেকে ; الْجٰهِلِيْنَ-(ال+جهل+ين) মূর্খদের।

রাখবে। এদিন তারা কোনো পার্থিব কাজকর্মে লিপ্ত হবে না, এমনকি খাদ্য পাকানোর কাজকর্ম নিজেরাও করবে না এবং সেবক-সেবিকাদের দ্বারাও করাবে না। এ ব্যাপারে এতো কড়াকড়ি ছিল যে, এ পবিত্র দিনের নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব ছিল।-(দ্রষ্টব্য যাত্রাপুস্তক, অধ্যায় ৩১, শ্লোক ১২-১৭)। কিন্তু যখন বনী ইসরাঈলের চারিত্রিক ও দীনী ব্যাপারে অধঃপতন শুরু হলো তখন তারা প্রকাশ্যে এ পবিত্র দীনের মর্যাদাহানি করতে থাকলো, এমনকি তাদের নগরগুলোতে প্রকাশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে লাগলো।

৮৮. এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সূরা আরাফের ২১ রুকূ'তে আসছে। তাদের বানরে রূপান্তরিত হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তাদের এ পরিবর্তন শারীরিকভাবেই হয়েছিল। আবার কারো মতে তাদের শারীরিক আকার-আকৃতি পূর্বের মতই ছিল, তবে আচার-আচরণ তথা স্বভাব-প্রকৃতি বানরের মতো হয়ে গিয়েছিল। কুরআন মাজীদের ভাষ্য অনুযায়ী বোঝা যায় যে, তাদের এ পরিবর্তন চারিত্রিক নয়, বরং শারীরিকই ছিল।

৮৯. এ ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত-(ক) অবাধ্য শ্রেণী, (খ) অনুগত শ্রেণী। অবাধ্যদের জন্য ঘটনাটি ছিল অবাধ্যতা থেকে তাওবা করা তথা ফিরে আসার উপকরণ। আর এজন্যই একে 'নাকাল' তথা শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অনুগতদের জন্য এটা ছিল আনুগত্যে অটল থাকার জন্য উপদেশ। এজন্য এটাকে 'মাওইযাহ্' তথা উপদেশপ্রদ ঘটনা বলা হয়েছে।

(৬৮) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ

৬৮. তারা বললো, তুমি প্রার্থনা করো আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট, তিনি যেন সুস্পষ্ট বর্ণনা দেন আমাদের তা কি ! সে বললো, তিনি বলছেন যে, তা হবে এমন গাভী যা বৃদ্ধও নয়

وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (৬৮) قَالُوا ادْعُ لَنَا

এবং অল্প বয়সেরও নয় ; এ দুয়ের মধ্যবয়সী । সুতরাং যা তোমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে তা পালন করো।'[৯১] ৬৯. তারা বললো, তুমি প্রার্থনা করো আমাদের জন্য

رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ

তোমার প্রতিপালকের নিকট, তিনি যেন স্পষ্ট করে দেন, তার রং কিরূপ ! তিনি (মূসা) বললেন, তিনি বলছেন যে, নিশ্চয় তা হবে হলদে বর্ণের গাভী

(৬৮) قَالُوا-তারা বললো; ادْعُ-তুমি প্রার্থনা করো; لَنَا-আমাদের জন্য ; رَبَّكَ-(رب+ك) তোমার প্রতিপালকের নিকট ; يُبَيِّنْ-তিনি সুস্পষ্ট বর্ণনা দেন ; لَنَا-আমাদের জন্য; مَا هِيَ-(ما+هى) তা কি ; قَالَ-সে বললো; اِنَّهُ-নিশ্চয় তিনি; يَقُوْلُ-বলছেন ; اِنَّهَا بَقَرَةٌ-(ان+ها+بقرة)- তা একটি গাভী ; لَا فَارِضٌ-(لا+فارض)- যা বৃদ্ধও নয় ; وَلَا بِكْرٌ-(و+لا+بكر) এবং অল্প বয়সেরও নয় ; عَوَانٌ-মধ্যবয়সী; بَيْنَ ذٰلِكَ-(بين+ذلك) এ দুয়ের; فَافْعَلُوْا-(ف+افعلوا) সুতরাং তোমরা পালন করো; مَا-যা ; تُؤْمَرُوْنَ-তোমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে। (৬৯) قَالُوْا-তারা বললো; ادْعُ-তুমি প্রার্থনা করো ; لَنَا-আমাদের জন্য ; رَبَّكَ-(رب+ك)-তোমার প্রতিপালকের নিকট; يُبَيِّنْ-তিনি স্পষ্ট করে দেন; لَنَا-আমাদের জন্য; مَا-কেমন; لَوْنُهَا-(لون+ها) তার বর্ণ ; قَالَ-সে বললো; اِنَّهُ-(ان+ه) নিশ্চয় তিনি; يَقُوْلُ-বলছেন; اِنَّهَا بَقَرَةٌ-(ان+ها+بقرة) নিশ্চয় তা একটি গাভী; صَفْرَاءُ-হলদে বর্ণের;

৯০. এখানে উল্লেখিত ঘটনা সংক্ষেপে এই যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ; কিন্তু হত্যাকারীকে শনাক্ত করা যাচ্ছিলো না। তাই তারা মূসা (আ)-এর নিকট এর সমাধান কামনা করে।

৯১. গাভী কুরবানীর আদেশ দেয়ার পর বনী ইসরাঈল যদি যে কোনো ধরনের একটি গরু কুরবানী করতো তাহলেই আল্লাহর নির্দেশ পালিত হতো। আল্লাহ তাআলা তাদের মানসিকতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, তাই তাঁর জবাব তাদের সংশয় দূরীকরণে যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ তাআলা এ সঙ্গে একথাও বলে দিলেন, এখন তোমরা বিনা

فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ

উজ্জ্বল তার রং, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে।[৯২] ৭০. তারা বললো, তুমি প্রার্থনা করো আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট, যেন তিনি পরিষ্কার করে আমাদের বলেন, তা কোনটি ?

إِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُوْلُ

কেননা গাভীটি সম্পর্কে আমরা সন্দেহে পড়ে গেছি। নিশ্চয় আল্লাহ যদি চান অবশ্যই আমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবো। ৭১. সে বললো, তিনি বলছেন যে,

إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ

তা এমন গাভী যা জমিচাষে এবং শস্য ক্ষেতে পানিসেচে ব্যবহার করা হয়নি, সুস্থ, নাই কোনো খুঁত

فَاقِعٌ উজ্জ্বল; لَوْنُهَا–তার বর্ণ; تَسُرُّ–মুগ্ধ করে; النّٰظِرِيْنَ–(ال+ناظر+ين)–দর্শকদের। ﴿٧٠﴾ قَالُوْا–তারা বললো; ادْعُ–তুমি প্রার্থনা করো; لَنَا–আমাদের জন্য; رَبَّكَ–(رب+ك) তোমার প্রতিপালকের নিকট; يُبَيِّنْ –তিনি পরিষ্কার করে বলেন ; لَنَا–আমাদের জন্য; مَا هِيَ–(مَا+هِى)–তা কেমন; اِنَّ–নিশ্চয়; الْبَقَرَ–(ال+بقر)–গাভীটি; تَشٰبَهَ –সন্দেহপূর্ণ হয়েছে; عَلَيْنَا–আমাদের নিকট ; وَ–আর ; اِنَّا–অবশ্যই আমরা; اِنْ –যদি ; شَاءَ –চান ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; لَمُهْتَدُوْنَ –(ل+مهتد+ون)–হিদায়াত প্রাপ্ত হবো। ﴿٧١﴾ قَالَ –সে বললো ; اِنَّهُ–নিশ্চয় তিনি ; يَقُوْلُ–বলছেন; اِنَّهَا–(ان+ها) নিশ্চয় তা; بَقَرَةٌ–গাভী; لَاذَلُوْلٌ–যা কোনো কাজে নিযুক্ত হয়নি, হেয় নয়; تُثِيْرُ الْاَرْضَ–জমি চাষে; وَ–এবং; لَا تَسْقِى–সেচ দেয়া হয়নি; الْحَرْثَ–(ال+حرث)–শস্য ক্ষেত; مُسَلَّمَةٌ –সুস্থ ; لَاشِيَةَ–না খুঁত, দাগ, চিহ্ন, কলংক, ত্রুটি ;

বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করো। এ ধরনের প্রশ্ন করে দীন পালন করা থেকে বিরত থাকার অপচেষ্টা করো না ; আর নিজেদের জন্য সহজকে কঠিন করো না।

৯২. সাধারণত উজ্জ্বল হলদে-লাল মিশ্রিত বর্ণের গাভীই সকলের পসন্দনীয়। 'ফাকেউন' শব্দ দ্বারা এ বর্ণের গভীরতাকে বুঝানো হয়েছে। গাভীর বয়স বলে দেয়ার পর আর কোনো প্রশ্ন থাকার কথা নয়, তবুও তারা গাভীর রং সম্পর্কে প্রশ্ন করে বসলো। এ ধরনের প্রশ্ন করে তারা তাদের দীন ও শরীয়তকে কঠিন করে ফেললো। আল্লাহ তাআলা তাদের এ প্রশ্নের উত্তরও যথার্থভাবে দিলেন।

فِيْهَا ۖ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُوْنَ ۝

তাতে। তারা বললো, এখন তুমি সুস্পষ্ট তথ্য[৯৩] নিয়ে এসেছো। অতপর তারা তা যবেহ করলো, যদিও তারা তা করতে ইচ্ছুক ছিলো না।[৯৪]

فِيْهَا – (فى+ها) তাতে ; قَالُوْا –তারা বললো ; الْـٰٔنَ–এখন ; جِئْتَ –তুমি নিয়ে এসেছো; بِالْحَقِّ (ب+ال+حق)-সুস্পষ্ট তথ্য; فَذَبَحُوْهَا –(ف+ذبحوا+ها)–অতপর তারা যবেহ করলো তা ; وَ –যদিও; مَا كَادُوْا –(ما+كادوا) মনে হচ্ছিল না ; يَفْعَلُوْنَ –(يفعل+ون) তারা তা করবে।

৯৩. প্রকাশ হওয়ার দিক থেকে যা একেবারে সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন, আলোচ্য আয়াতে তাকে 'হাক্ক' বলা হয়েছে। 'হাক্ক' শব্দ দ্বারা এ অর্থই বুঝানো হয়েছে।

৯৪. যেহেতু মিসর ও তার আশপাশের গো-পূজারী জাতিসমূহ থেকে বনীইসরাঈলকে গাভীর শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার ছোঁয়াচে রোগ পেয়ে বসেছিল ; এ কারণেই তারা মিসর থেকে বের হওয়ার পরপরই গো-বৎসকে তাদের পূজ্য বানিয়ে নিয়েছিল। আর তাই আল্লাহ তাআলা গাভী কুরবানীর নির্দেশ দিয়ে দিলেন। এটা ছিল একটি কঠিন পরীক্ষা। ঈমান এখন পর্যন্ত তাদের দৃঢ় হয়নি ; তাই তারা এ নির্দেশ এড়িয়ে চলে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করতে শুরু করে। তারা যতোই প্রশ্ন করতে থাকে আল্লাহ তা'আলার জবাবে সেই সোনালী রংয়ের বিশেষ গাভীই সামনে এসে পড়ে যাকে সে সময় পূজা করা হতো। যেন আল্লাহ তাআলা ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন যে, ঐ গাভীটিই কুরবানী করো। বাইবেলেও এ ঘটনার প্রতি ইংগীত রয়েছে।–(দ্রষ্টব্য গণনা পুস্তক, অধ্যায় ১৯, শ্লোক ১-১০)

৮ম রুকূ' (আয়াত ৬২-৭১)-এর শিক্ষা

১। আল্লাহর দরবারে কোনো ব্যক্তি বিশেষের মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও কর্মে পূর্ণ আনুগত্য করবে তা-ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য এবং তার আমল পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় ; পূর্বে সে যেমনই থাকুক না কেন। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়ার পর 'পূর্ণ আনুগত্য' মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি প্রকাশ করে মুসলমান হওয়াতেই সীমাবদ্ধ। এর অর্থ হলো–যে মুসলমান হবে, সে-ই পরকালে নাজাতের অধিকারী হবে। তার পূর্বকালের গর্হিত আচরণও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন।

২। তূর পাহাড়কে বনী ইসরাঈলের মাথার উপর উঠিয়ে দেখানো দ্বারা আল্লাহর কুদরত-এর প্রকাশ ঘটানো উদ্দেশ্য, যাতে তারা একথাকে স্মরণ রাখে যে, যে আল্লাহর সাথে তারা চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে তিনি কোনো দুর্বল ও পরাধীন সত্তা নন, তাঁর সঙ্গে কৃত ওয়াদা যথাযথ পালন করলে যেমন দুনিয়া ও আখিরাতে অপরিমিত পুরস্কার রয়েছে, তেমনি তার বরখেলাফ করলে তাঁর গযবেরও সীমা নেই। তূর পাহাড়কে তাদের মাথার উপর যেমন লটকিয়ে রাখতে পারেন, তেমনি পাহাড় দিয়ে তাদেরকে পিষেও ফেলতে পারেন। কুরআন মাজীদেও এ ঘটনার উল্লেখ করার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে তা থেকে শিক্ষালাভ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-১১

﴿٧٢﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

৭২. আর যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে দোষারোপ করছিলে। আর যা তোমরা গোপন করছিলে তার প্রকাশক হলেন আল্লাহ।

﴿٧٣﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ

৭৩. অতপর আমি বললাম, তোমরা তার একটি অংশ দিয়ে মৃতকে আঘাত করো। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁর নিদর্শনাবলী তোমাদের প্রদর্শন করেন,

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ

যাতে তোমরা বুঝতে সক্ষম হও।[৯৫] ৭৪. অতপর তা সত্ত্বেও তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেলো। তা পাথরের মত হয়ে গেলো

(৭২) وَ–আর ; اِذْ–যখন ; قَتَلْتُمْ – তোমরা হত্যা করলে ; نَفْسًا–এক ব্যক্তিকে ; فَادّٰرَءْتُمْ (ف+ادرء تم) পরে তোমরা পরস্পরকে দোষারোপ করলে ; فِيهَا–সে সম্পর্কে ; وَ–আর ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; مُخْرِجٌ–প্রকাশক, উদ্ঘাটক ; مَا–যা ; كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ–তোমরা গোপন করছিলে। (৭৩) فَقُلْنَا–অতপর আমি বললাম ; اضْرِبُوهُ (اضربوا+ه)–তোমরা তাকে (মৃতকে) আঘাত করো; بِبَعْضِهَا (ب+بعض+ها)–তার (গাভীর) কোনো অংশ দিয়ে ; كَذٰلِكَ–এভাবে; يُحْيِ–জীবিত করেন; اللّٰهُ–আল্লাহ; الْمَوْتٰى (ال+موتى)–মৃতকে ; وَ–এবং ; يُرِيكُمْ (يرى+كم)–তিনি তোমাদের দেখান ; اٰيٰتِهٖ (ايات+ه)–তাঁর নিদর্শনসমূহ ; لَعَلَّكُمْ (لعلّ+كم)–যাতে তোমরা; تَعْقِلُونَ (تعقل+ون)–বুঝতে সক্ষম হও, অনুধাবন করো। (৭৪) ثُمَّ–অতপর; قَسَتْ–কঠিন হয়ে গেলো; قُلُوبُكُمْ (قُلُوبُ+كم)–তোমাদের অন্তর ; مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ (من+بعد+ذلك)–তা সত্ত্বেও, এরপরও ; فَهِيَ (ف+هِيَ)–তা ; كَالْحِجَارَةِ (ك+ال+حجارة)–পাথরের মতো ;

৯৫. এখানে কথাটি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, নিহত ব্যক্তির এতটুকু সময়ের জন্য জীবন ফিরে এসেছিল যতটুকু সময় হত্যাকারীর পরিচয় দান করতে ব্যয়

أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ

অথবা তার চেয়েও কঠিন। অথচ এমন পাথরও আছে যা থেকে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত হয় ;[৯৬]

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ

আর এমনও (পাথর) আছে, তা ফেটে গেলে তা থেকে পানি বের হয় ;[৯৭] আর অবশ্যই এমনও (পাথর) আছে যা ধ্বসে যায়

أَوْ–অথবা ; أَشَدُّ–অধিকতর, কঠিনতর ; قَسْوَةً–কঠিন, কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা ; وَإِنَّ–এবং নিশ্চয় ; مِنَ–মধ্যে ; الْحِجَارَةِ–(ال+حجارة) পাথরের ; لَمَا–এমনও আছে; يَتَفَجَّرُ–প্রবাহিত হয় ; مِنْهُ–তা থেকে ; الْأَنْهَارُ–(ال+انهار) ঝরণাসমূহ ; وَ–আর; إِنَّ–নিশ্চয়; مِنْهَا–(من+ها)–তার মধ্যে (এমনও আছে); لَمَا–যখন; يَشَّقَّقُ–ফেটে যায় ; فَيَخْرُجُ–(ف+يخرج)– তখন বের হয়, নির্গত হয়; مِنْهُ–(من+ه)–তা থেকে; الْمَاءُ–(ال+ماء)–পানি; وَ–আর; إِنَّ–অবশ্য; مِنْهَا–(من+ها)–তার মধ্যে এমনও আছে ; لَمَا–যা ; يَهْبِطُ–খসে পড়ে, ধ্বসে যায় ;

হয়েছে। তবে এ উদ্দেশ্যে যে কর্মপন্থা বলে দেয়া হয়েছে, তাতে কিছুটা দুর্বোধ্যতা থাকলেও প্রাচীন মুফাসসিরগণ যে অর্থ নিয়েছেন তা-ই মূল অর্থের সাথে সংগতিপূর্ণ। অর্থাৎ উপরে যে গাভীকে কুরবানী করতে বলা হয়েছে তার গোশতের একটি টুকরা দ্বারা নিহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করতে বলা হয়েছে। এতে একটি মুজিযা দ্বারা দুটো উদ্দেশ্য সফল হয়েছে ঃ

প্রথমত, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন তাদেরকে দেখানো হয়েছে ; দ্বিতীয়ত, গাভীর মাহাত্ম্য, পবিত্রতা ও পূজ্য হওয়ার ধারণার উপরও দেয়া হয়েছে প্রচণ্ড আঘাত।

৯৬. পাথরের কথা বলতে গিয়ে কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে যে, তা থেকে ঝরণাধারা তথা নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং তদ্বারা সৃষ্টজীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ইয়াহুদীদের অন্তর এতোই কঠিন যে, সৃষ্টজীবের দুঃখ-দুর্দশায়ও তাদের চোখ অশ্রুসজল হয় না, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন দেখেও তাদের অন্তর বিগলিত হয় না।

৯৭. এখানে দ্বিতীয় ধরনের পাথরের কথা বলা হচ্ছে, এ ধরনের পাথরের মধ্যে প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা কম। এগুলোর মাধ্যমে উপকারও কম সাধিত হয় এবং এগুলো প্রথম ধরনের চেয়ে নরমও কম হয় ; কিন্তু ইয়াহুদীদের অন্তর এগুলোর চেয়েও কঠিন।

مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ⑭ اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ

আল্লাহর ভয়ে।[৯৮] আর আল্লাহ বেখবর নন সে সম্পর্কে যা তোমরা করছো।
৭৫. তোমরা কি আশা করো যে, তারা ঈমান আনবে[৯৯] তোমাদের সাথে ?

مِنْ–থেকে ; خَشْيَةِ–ভয়; اللّٰهِ–আল্লাহর ; وَ–আর ; مَا اللّٰهُ–(ما+الله)–আল্লাহ নন; بِغَافِلٍ–বেখবর; عَمَّا–(عن+ما)–সে সম্পর্কে যা; تَعْمَلُوْنَ–(تعمل+ون)–তোমরা করছো। ⑮ اَفَتَطْمَعُوْنَ–(ا+ف+تطمع+ون) তোমরা কি আশা করো ; اَنْ–যে তারা ঈমান আনবে; يُّؤْمِنُوْا; لَكُمْ–(ل+كم)–তোমাদের সাথে ;

৯৮. কিছু পাথর এমনও আছে যেগুলো উপরোক্ত প্রভাব বহন না করলেও আল্লাহর ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে। এগুলো উপরোল্লিখিত দুই ধরনের পাথর থেকে অধিক দুর্বল। কিন্তু ইয়াহুদীদের অন্তর এ দুর্বলতম পাথরের মতও প্রভাব বহন করে না।

৯৯. এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে, যারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর তাঁর দাওয়াতের ঊষালগ্নে ঈমান এনেছে। তাদের কর্ণে প্রথম থেকে যে নবুওয়াত, কিতাব, ফেরেশতা, আখিরাত, শরীয়ত ইত্যাদি পরিভাষা প্রবেশ করেছে, এসব তারা নিজেদের প্রতিবেশী ইয়াহুদীদের থেকেই শুনেছে। আর এটাও তারা ইয়াহুদীদের মারফত শুনেছে যে, পৃথিবীতে আর একজন পয়গাম্বর আসবেন এবং যারা তাঁর সাথী হবে তারা সারা পৃথিবীতে ছেয়ে যাবে। আর এজন্যই তারা আশাবাদী ছিল যে, যারা প্রথম থেকেই নবী ও আসমানী কিতাবের অনুসারী এবং যাদের বদৌলতে আমরা ঈমানের নিয়ামত অর্জন করেছি, তারা অবশ্যই আমাদের সাথী হবে, শুধু তাই নয়, তারা এ পথে অগ্রগামী হবে। সুতরাং এ আশা নিয়েই এসব পূর্ণ উদ্যোগী নওমুসলিমগণ তাদের ইয়াহুদী বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের নিকট যেত এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতো। অতপর ইয়াহুদীরা এ দাওয়াত অস্বীকার করতো। তখন মুনাফিক ও ইসলাম বিরোধী শক্তি প্রমাণ করতে চাইতো যে, ব্যাপার অবশ্যই সন্দেহজনক ; নচেৎ ইনি যদি সত্যিকার নবী হতেন তাহলে আহলে কিতাব ইয়াহুদীদের ওলামা-মাশায়েখ এবং পূত পবিত্র বুযর্গ ব্যক্তিরা ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতো না এবং নিজেদের পরকাল বিনষ্ট কিছুতেই করতো না।

অতপর বনী ইসরাঈলের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, অতীতে যারা এমন ধরনের কার্যকলাপ করেছে তাদের কাছে তোমরা খুব বেশী কিছু আশা করতে পারো না। তোমাদের দাওয়াত তাদের কঠিন অন্তরে ধাক্কা খেয়ে ফেরত আসবে, যার ফলে তোমাদের অন্তর আশাহত হবে। এরা শত শত বছর থেকে আকীদাগতভাবে বিকৃত হয়ে আছে। আল্লাহর যেসব আয়াত শুনে তোমাদের মন কেঁপে উঠে সেসব আয়াত নিয়ে তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে করতে কয়েক পুরুষ কেটে গেছে। আল্লাহর সত্য দীনকে তারা নিজেদের ইচ্ছামত বিকৃত

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ

অথচ তাদের মধ্যে এমন একদল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শুনতো, অতপর তা বিকৃত করতো, ভালভাবে বোঝার পরও

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ

এবং তারা জানতো।[১০০] ৭৬. তারা ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাত হলে বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন নিভৃতে তাদের কতেক মিলিত হয়

إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ

অপরের সাথে, বলে তোমরা কি তাদেরকে বলে দিচ্ছো যা আল্লাহ তোমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন, তাহলে তারা এর মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করবে[১০১]

وَ –অথচ ; قَدْ كَانَ –(قد+كان) ছিল ; فَرِيقٌ –একদল ; مِّنْهُمْ –(من+هم) তাদের মধ্যে ; يَسْمَعُوْنَ –(يسمع+ون) তারা শুনতো ; كَلَمَ –বাণী ; اللّٰهُ –আল্লাহর ; ثُمَّ –অতপর ; يُحَرِّفُوْنَهُ –(يحرف+ون+ه) তা বিকৃত করতো ; مِنْ بَعْدِ –(من+بعد) পরও ; مَا عَقَلُوْهُ –(ما+عقلوا+ه) তা হৃদয়ঙ্গম করেও ; وَ –এবং ; هُمْ –তারা ; يَعْلَمُوْنَ –তারা জানে, তারা সজ্ঞানে। ﴿٧٦﴾ وَ –আর ; إِذَا –যখন ; لَقُوا –তারা সাক্ষাত করে ; الَّذِيْنَ –যারা ; اٰمَنُوْا –ঈমান এনেছে ; قَالُوْآ –তারা বলে ; اٰمَنَّا –আমরা ঈমান এনেছি ; وَ –আর ; إِذَا –যখন ; خَلَا –নিভৃতে মিলিত হয় ; بَعْضُهُمْ –(بعض+هم) তাদের কতক ; إِلٰى بَعْضٍ –(الى+بعض) কতকের সাথে ; قَالُوْآ –তারা বলে ; أَتُحَدِّثُوْنَهُمْ –(أ+تحدث+ون+هم) তোমরা কি তাদের বলে দিচ্ছো ; بِمَا –(ب+ما) যা ; فَتَحَ –প্রকাশ করেছেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; عَلَيْكُمْ –(على+كم) তোমাদের নিকট ; لِيُحَاجُّوْكُمْ –(ل+يحاجوا+كم) তাহলে তারা প্রমাণ পেশ করবে তোমাদের বিরুদ্ধে ; بِهٖ –(ب+ه) এর মাধ্যমে ;

করেছে। তারা তাদের বিকৃত দীনের মাধ্যমেই মুক্তির প্রত্যাশী। এ ধরনের লোক সত্যের আওয়াজ শুনে সেদিকে দৌড়ে আসবে না।

১০০. 'একদল' দ্বারা বনী ইসরাঈলের আলেম-ওলামা ও শরীয়তের পাবন্দ ব্যক্তিদের বুঝানো হয়েছে। আর 'আল্লাহর বাণী' দ্বারা এখানে তাওরাত, যাবূর ও অন্যান্য কিতাব বুঝানো হয়েছে, যা নবীদের মাধ্যমে তাদের নিকট পৌঁছেছে।

'তাহরীফ'-এর অর্থ হলো, কথার মূল অর্থ গোপন রেখে নিজ ইচ্ছা-প্রবৃত্তির অনুকূলে তার অর্থ করা, যা বক্তার ইচ্ছার খেলাপ। শব্দ পরিবর্তনকেও 'তাহরীফ' তথা বিকৃত

عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট, তোমরা কি জ্ঞান-বুদ্ধি রাখো না ?
৭৭. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ নিশ্চিত জানেন তারা যা গোপন রাখে

وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٨﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ

আর যা প্রকাশ করে। ৭৮. আর তাদের মধ্যে এমন নিরক্ষর লোকও আছে যারা কিতাবের কিছুই জানে না, মিথ্যা আশা ছাড়া, এবং তাদের কিছুই নেই,

إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٩﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ

তারা শুধু অমূলক ধারণাই পোষণ করে।[১০২] ৭৯. সুতরাং তাদের জন্য নিশ্চিত ধ্বংস, যারা স্বহস্তে কিতাব লেখে, অতপর বলে,

عِنْدَ –নিকট ; رَبِّكُمْ –(رب+كم) তোমাদের প্রতিপালকের ; أَفَلَا تَعْقِلُونَ –(افلا+تعقل+ون) –তোমরা কি জ্ঞান-বুদ্ধি রাখো না ? ﴿৭৭﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ –(اولا+يعلم+ون) তারা কি জানে না যে ; أَنَّ –নিশ্চিত ; اللَّهَ –আল্লাহ ; يَعْلَمُ –জানেন; مَا –যা; يُسِرُّونَ –(يسر+ون) তারা গোপন করে। وَ –আর; مَا –যা; يُعْلِنُونَ –(يعلن+ون) –তারা প্রকাশ করে। ﴿৭৮﴾ وَ –আর; مِنْهُمْ –(من+هم) –তাদের মধ্যে আছে ; أُمِّيُّونَ –নিরক্ষর লোকজন; لَا يَعْلَمُونَ –(لا+يعلم+ون) তারা জানে না ; الْكِتَابَ –(ال+كتاب) কিতাবের কিছুই; إِلَّا –ছাড়া ; أَمَانِيَّ –মিথ্যা আশা; وَ –এবং ; إِنْ هُمْ –(ان+هم) তাদের কিছুই নেই; إِلَّا –ব্যতীত ; يَظُنُّونَ –তারা শুধু ধারণাই পোষণ করে। ﴿৭৯﴾ فَوَيْلٌ –(ف+ويل) –সুতরাং নিশ্চিত ধ্বংস; لِلَّذِينَ –(ل+الذين) –তাদের জন্য যারা; يَكْتُبُونَ –(يكتب+ون) লেখে ; الْكِتَابَ –(ال+كتاب) –কিতাব; بِأَيْدِيهِمْ –(ب+ايدى+هم) স্বহস্তে; ثُمَّ –অতপর; يَقُولُونَ –(يقول+ون) তারা বলে ;

করা বলা হয়। বনী ইসরাঈলের আলেমগণ আল্লাহর কিতাবে এ দুই ধরনের 'তাহরীফ'ই করেছে।

১০১. অর্থাৎ ইয়াহুদীরা আপোষে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো যে, তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে এ নবী [মুহাম্মাদ (স)] সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং যেসব আয়াত ও শিক্ষাবলী আমাদের পবিত্র কিতাবসমূহে রয়েছে যদ্বারা আমাদের বর্তমান মানসিকতা ও কর্মনীতিকে দোষারোপ করা যায় সেগুলো মুসলমানদের কাছে প্রকাশ করো না। অন্যথায় তারা এগুলোকে তোমাদের প্রতিপালকের সামনে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে। এটাই ছিল আল্লাহ সম্পর্কে

هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যাতে এর বিনিময়ে নগণ্য মূল্য গ্রহণ করতে পারে।[১০৩] অতএব ধ্বংস তাদের জন্য যা লিখেছে

اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا

তাদের হাত, আর ধ্বংস তাদের জন্য যা তারা উপার্জন করেছে। ৮০. তারা আরও বলে, আমাদেরকে আগুন কখনও স্পর্শ করবে না কয়েকদিন ব্যতীত[১০৪]

هٰذَا –এটা ; مِنْ –হতে, থেকে; عِنْدِ –নিকট, পক্ষ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; لِيَشْتَرُوْا –যাতে গ্রহণ করতে পারে ; بِهٖ –এর বিনিময়ে ; ثَمَنًا –মূল্য ; قَلِيْلًا –নগণ্য, তুচ্ছ, স্বল্প; فَوَيْلٌ –(ف+ويل) অতএব ধ্বংস ; لَهُمْ –(ل+هم) তাদের জন্য ; مِمَّا –(من+ما) যা থেকে; كَتَبَتْ –লিখেছে ; اَيْدِيْهِمْ –(ايدى+هم)–তাদের হাত; وَ –আর; وَيْلٌ –ধ্বংস; لَهُمْ –(ل+هم) তাদের জন্য; مِمَّا –(من+ما)–যা থেকে; يَكْسِبُوْنَ –(يكسب+ون) তারা উপার্জন করে।(৭৯) وَ –আরও ; قَالُوْا –তারা বলে ; لَنْ تَمَسَّنَا –(لن+ تمس+نا) কখনো আমাদের স্পর্শ করবে না ; اَلنَّارُ –(ال+نار) আগুন ; اِلَّا–ব্যতীত; اَيَّامًا –কয়েক দিন ;

ইয়াহুদী আলেমদের বিকৃত আকীদা-বিশ্বাসের স্বরূপ। অর্থাৎ তারা মনে করতো তারা যে আল্লাহর কিতাব ও সত্যকে বিকৃত করছে এসব যদি পৃথিবীতে গোপন রাখা যায় তাহলে আখেরাতে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাবে কোনো মামলা চলবে না। আর সেজন্যই পরবর্তী বাক্যে প্রসঙ্গক্রমে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে এই বলে যে, 'তোমরা কি আল্লাহকে বে-খবর মনে করো?'

১০২. এ ছিল ইয়াহুদী জনগণের অবস্থা। আল্লাহর কিতাবের কোনো জ্ঞানই তাদের ছিলো না। আল্লাহ তাঁর কিতাবে দীনের কি বিধিবিধান দিয়েছেন, চারিত্রিক সংশোধন ও শরয়ী নিয়ম-নীতি সম্পর্কে কি বলেছেন এবং মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতা কিসের উপর নির্ভরশীল, তা তারা কিছুই জানতো না। ওহীর জ্ঞান না থাকার কারণে তারা নিজেদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুসারে মনগড়া কথাকে দীন মনে করতো এবং মিথ্যামিথ্যি রচিত কিস্‌সা-কাহিনীর উপর ভর করে কালাতিপাত করতো। বর্তমান মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবস্থাও অনুরূপ।

১০৩. এখানে ইয়াহুদী আলেমদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে–তারা শুধু আল্লাহর বাণীকে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুকূলে বদলেই ক্ষান্ত হয়নি ; বরং তাদের মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, নিজেদের জাতীয় ইতিহাস, নিজেদের আন্দাজ-অনুমান, নিজেদের মনগড়া দর্শন এবং নিজেদের তৈরি করা ফিক্‌হী আইন-কানুন ইত্যাদি বাইবেলের মূল বাণীর

مَّعۡدُوۡدَةً ؕ قُلۡ اَتَّخَذۡتُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ عَهۡدًا فَلَنۡ یُّخۡلِفَ اللّٰهُ عَهۡدَهٗۤ

যা হাতে গোণা ; আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহর নিকট থেকে কোনো অঙ্গীকার নিয়েছো যে, আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার কখনও খেলাপ করতে পারবেন না ?[১০৫]

اَمۡ تَقُوۡلُوۡنَ عَلَی اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۸۰﴾ بَلٰی مَنۡ کَسَبَ سَیِّئَةً وَّ اَحَاطَتۡ بِهٖ

অথবা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছো যা তোমরা জানো না। ৮১. হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং তাকে বেষ্টন করে নিয়েছে

مَّعۡدُوۡدَةً –হাতে গোণা ; قُلۡ –আপনি বলুন ; اَتَّخَذۡتُمۡ –তোমরা কি গ্রহণ করেছো; عِنۡدَ –নিকট থেকে ; اللّٰهِ –আল্লাহর; عَهۡدًا–কোনো অঙ্গীকার; فَلَنۡ یُّخۡلِفَ –(ف+لن+يخلف) কখনও খেলাপ করবেন না ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; عَهۡدَهٗۤ –(عهد+ه) –তাঁর অঙ্গীকার ; اَمۡ–অথবা, কিংবা; تَقُوۡلُوۡنَ –(تقول+ون) তোমরা বলো; عَلَی –সম্পর্কে; اللّٰهِ –আল্লাহর ; مَا –যা ; لَا تَعۡلَمُوۡنَ – (لا+تعلم+ون) তোমরা জানো না। ⑧১ بَلٰی –হাঁ; مَنۡ–যে ; کَسَبَ–অর্জন করেছে; سَیِّئَةً–পাপ; وَّ–এবং; اَحَاطَتۡ–বেষ্টন করেছে; بِهٖ –তাকে ;

মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করেছে। আর সাধারণ মানুষের সামনে সেগুলো এমনভাবে পেশ করেছে যে, এর সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া বাইবেলে স্থান পেয়েছে এমন সব ঐতিহাসিক কাহিনী, বিভিন্ন ভাষ্যকারের মনগড়া বিশ্লেষণ, ধর্মতাত্ত্বিক ন্যায়শাস্ত্রবিদদের আল্লাহ সম্পর্কিত আকীদা-বিশ্বাস এবং প্রত্যেক ফিকাহশাস্ত্রবিদের উদ্ভাবিত আইন—এ সবের উপর ঈমান আনয়ন করা ফরয হয়ে গেছে। আর তা থেকে বিরত থাকার অর্থ দীন থেকে বিরত থাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

১০৪. এটা ইয়াহুদী সমাজের একটি সাধারণ ভুল ধারণার বর্ণনা, যাতে সমাজের সাধারণ লোক ও আলেম সম্প্রদায় সকলেই নিমজ্জিত ছিল। তারা মনে করতো, আমরা যা কিছুই করি না কেন, যেহেতু আমরা ইয়াহুদী, অতএব জাহান্নামের আগুন আমাদের উপর হারাম। আর যদি আমাদেরকে শাস্তি দেয়াও হয়, তাহলে হাতে গোণা কয়েক দিনের জন্য মাত্র, অতপর সরাসরি জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

১০৫. মুফাস্সিরগণের মতে, যদি আল্লাহ ক্ষমা না করেন তবে ঈমানদার ব্যক্তি গুনাহগার হলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে ; কিন্তু ঈমানের ফলস্বরূপ চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না, শাস্তি ভোগ করার পর মুক্তি পাবে। ইয়াহুদীদের বিশ্বাস হলো, মূসা (আ)-এর ধর্ম রহিত হয়নি, তাই তারা ঈমানদার। যেহেতু ঈমানদার ব্যক্তিরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না, তাই আমরাও চিরকাল জাহান্নামে থাকবো না।

خَطِيْئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٨١ وَالَّذِيْنَ

তার পাপ ;[১০৬] তারাই জাহান্নামের অধিবাসী ; সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।

৮২. আর যারা

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী ; সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল।

خَطِيْئَتَهٗ - (خطيئت+ه)-তার পাপ ; فَاُولٰٓئِكَ -(ف+اولئك)-তারাই; اَصْحٰبُ - অধিবাসী; النَّارِ -(ال+نار)-জাহান্নামের ; هُمْ -তারা ; فِيْهَا-সেখানে; خٰلِدُوْنَ-অনন্তকাল থাকবে। ৮২ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে; وَ -এবং; عَمِلُوْا-করেছে, আমল করেছে; الصّٰلِحٰتِ-(ال+صلحت)-সৎকাজ; اُولٰٓئِكَ -তারাই; اَصْحٰبُ-অধিবাসী ; الْجَنَّةِ-জান্নাতের ; هُمْ-তারা; فِيْهَا-সেখানে থাকবে ; خٰلِدُوْنَ-অনন্তকাল।

তাদের মতে যেহেতু মূসা (আ)-এর ধর্ম রহিত হয়নি, সেহেতু তার পরবর্তী ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত অস্বীকার করার পরও তারা কাফের নয়, তাদের এ দাবি ভিত্তিহীন। কারণ কোনো আসমানী কিতাবেই একথার উল্লেখ নেই যে, মূসা (আ)-এর ধর্ম চিরকালের জন্য। ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (স)-এর আনীত দীনের উপর ঈমান না আনার কারণে তারা কাফের। আর কাফেররা কিছুদিন শাস্তি ভোগ করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে এমন কথাও কোনো আসমানী কিতাবে উল্লেখ নেই।

১০৬. গুনাহর দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ কুফরের কারণে তাদের কোনো সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। কুফরের পূর্বে কিছু সৎকর্ম করে থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য কাফেরদের আপদমস্তক গুনাহ ছাড়া কিছুই কল্পনা করা যায় না। ঈমানদারদের অবস্থা ভিন্ন। প্রথমতঃ তাদের ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম। দ্বিতীয়ত, তাদের অন্যান্য নেক কাজগুলো তাদের আমলনামায় লেখা হয়। সেজন্য ঈমানদারগণ সৎকর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না।

৯ম রুকূ' (আয়াত ৭২-৮২)-এর শিক্ষা

১। আল্লাহ তাআলাই সমস্ত মাখলুকাতের মাবুদ। যেহেতু আল্লাহ তাআলার মহামহিম সত্তা ছাড়া আর সবকিছুই সৃষ্ট।

২। কাফির মুশরিকদের অন্তর তাদের কুফরির কারণে কঠোর হয়ে থাকে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে বিনয়, নম্রতা, স্নেহ-মমতা দেখা গেলেও তা পার্থিব স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় তা

কৃত্রিম। তাদের স্বার্থের বিপরীত হলে তখনই তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায় এবং অন্তরালের বিভৎস, ভয়ঙ্কর ও কদর্য চেহারা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

৩। আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাঁর দীনের পথে আনয়নের জন্য বিভিন্ন সময় তাঁর কুদরতের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে বা কোনো মাধ্যম ছাড়াই এ কুদরতের বহিপ্রকাশ ঘটে থাকে। যাতে মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে শিরক, কুফর ইত্যাদি থেকে ফিরে আসে।

৪। আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে সার্বক্ষণিক সজাগ আছেন ও থাকবেন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কারো কিছু করার কোনো উপায় নেই।

৫। আল্লাহর কিতাবে 'তাহরীফ' তথা বিকৃতি ঘটিয়ে সাময়িকভাবে পার পাওয়া যেতে পারে ; কিন্তু তার পরিণামফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

৬। আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত ওহী অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান থাকায় তার জ্ঞান অর্জন এবং তদনুযায়ী জীবন গড়া ফরয।

৭। যাদের কাছে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান নেই তারা অবশ্যই নিরক্ষর। কিতাবের জ্ঞান অর্জন ও বাস্তবায়ন না করে শুধু মিথ্যা আশায় পরকালের মুক্তিও পাওয়া যাবে না ; আর দুনিয়ার শান্তিও থাকবে সুদূর পরাহত।

৮। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না থাকলে সমাজের সর্বস্তরেই পচন ধরে। সাধারণ মানুষ থেকে আলেম-ওলামা কেউই এ পচন থেকে রেহাই পেতে পারে না। ইয়াহুদীদের অবস্থাই তার বাস্তব নযীর।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১০
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-৪

٨٣ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

৮৩. আর যখন আমি বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, তোমরা আল্লাহ ছাড়া (কারো) ইবাদাত করো না,

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا

এবং সদয় ব্যবহার করো মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্রদের সাথে এবং বলো

لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ

মানুষের সাথে ভালো কথা,[১০৭] আর সালাত কায়েম করো, ও যাকাত দাও ; তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে

(৮৩) وَ-আর ; إِذْ-যখন ; أَخَذْنَا-নিয়েছিলাম ; مِيثَاقَ-অঙ্গীকার ; بَنِي إِسْرَاءِيلَ বনী ইসরাঈল (ইসরাঈল-বংশধর) ; (بني+اسراء يل)-لَا تَعْبُدُونَ-তোমরা ইবাদাত করো না ; إِلَّا-ব্যতীত, ছাড়া ; اللَّهَ-আল্লাহ; وَ-এবং ; بِالْوَالِدَيْنِ-(ب+ال+والد+ين) মাতা-পিতার সাথে ; إِحْسَانًا-সদয় ব্যবহার ; وَ-এবং ; ذِي الْقُرْبَىٰ-(ذى+ال+قربى) নিকটাত্মীয়-স্বজন ; وَالْيَتَامَىٰ-(و+ال+يتمى) এবং ইয়াতীম; وَالْمَسَاكِينِ-(و+ال+مسكين)-ও দরিদ্রদের (সাথে) ; وَ-এবং ; قُولُوا-তোমরা বলো ; لِلنَّاسِ-(ل+ال+ناس) মানুষের জন্য ; حُسْنًا-ভালো কথা ; وَ-আর; أَقِيمُوا-তোমরা কায়েম করো ; الصَّلَاةَ-(ال+صلوة)-সালাত, নামায ; وَ-ও; آتُوا-দাও; الزَّكَاةَ-(ال+زكوة)-যাকাত ; ثُمَّ-অতপর ; تَوَلَّيْتُمْ-তোমরা ফিরে গেলে ;

১০৭. অর্থাৎ যখন মানুষের সাথে কথা বলবে, নম্রতার সাথে হাসিমুখে বলবে; জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সাথে সদাচরণ করবে ; তবে দীনের ব্যাপারে কারো মনোরঞ্জনের জন্য সত্য গোপন করবে না। কারণ মূসা ও হারূন (আ)-কে আল্লাহ তাআলা যখন ফেরাউনের নিকট পাঠিয়েছেন তখন বলে দিয়েছেন, "তোমরা উভয়ে ফেরাউনের সাথে নরম ভাষায় কথা বলবে।"-(দ্রঃ সূরা ত্বহা ঃ ৪৪ আয়াত)

إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ

তোমাদের সামান্য কয়েকজন ব্যতীত,[১০৮] তোমরাই অগ্রাহ্যকারী। ৮৪. আর যখন আমি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা প্রবাহিত করো না

دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ

তোমাদের রক্ত এবং বহিষ্কার করো না আপনজনদের তোমাদের স্বদেশ থেকে ; তখন তোমরা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা

تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم

সাক্ষ্য দিচ্ছিলে,[১০৯] ৮৫. অতপর তোমরাই সেই লোক যারা পরস্পরকে হত্যা করছো এবং উচ্ছেদ করছো তোমাদের একটি দলকে

مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ

তাদের স্বদেশ থেকে ; তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের মাধ্যমে তাদের উপর চড়াও হয়েছ।[১১০] আর যদি তারা তোমাদের কাছে আসে

اِلاَّ–ব্যতীত ; قَلِيْلاً–সামান্য, স্বল্প ; مِنْكُمْ–তোমাদের মধ্য থেকে; وَاَنْتُمْ–আর তোমরাই ; مُعْرِضُوْنَ–অগ্রাহ্যকারী। ﴿৮৪﴾ وَ–আর ; اِذْ–যখন ; اَخَذْنَا–নিয়েছিলাম; مِيْثَاقَكُمْ–(ميثاق+كم) তোমাদের অঙ্গীকার ; لاَ تَسْفِكُوْنَ–তোমরা প্রবাহিত করো না ; دِمَاءَكُمْ–(دماء+كم) তোমাদের রক্ত ; وَ–আর ; لاَ تُخْرِجُوْنَ–তোমরা বহিষ্কার করো না ; اَنْفُسَكُمْ–আপনজনদের, নিজেদেরকে ; مِنْ–থেকে ; دِيَارِكُمْ–তোমাদের দেশ বা বসতি ; ثُمَّ–অতপর ; اَقْرَرْتُمْ–তোমরা স্বীকার করেছিলে ; وَ–এবং ; اَنْتُمْ–তোমরা ; تَشْهَدُوْنَ–(تشهد+ون) সাক্ষ্য দিচ্ছিলে। ﴿৮৫﴾ ثُمَّ–অতপর ; اَنْتُمْ–তোমরা ; هٰؤُلاَءِ–তারা, সেইসব (লোক) ; تَقْتُلُوْنَ–তোমরা হত্যা করছো; اَنْفُسَكُمْ–নিজেদের ; وَ–এবং ; تُخْرِجُوْنَ–বহিষ্কার করছো ; فَرِيْقًا–একদলকে; مِنْكُمْ–তোমাদের মধ্য থেকে ; مِنْ–থেকে ; دِيَارِهِمْ–(ديار+هم) তাদের দেশ, বসতি ; تَظٰهَرُوْنَ–তোমরা চড়াও হয়েছো, তোমরা পরস্পর পৃষ্ঠপোষকতা করছো ; عَلَيْهِمْ–তাদের উপর ; بِالْاِثْمِ–(ب+ال+اثم) পাপ-এর মাধ্যমে ; وَ–ও ; الْعُدْوَانِ–(ال+عدوان)-সীমালংঘন; وَ–আর; اِنْ–যদি; يَّاْتُوْكُمْ–(ياتو+كم)–তারা তোমাদের কাছে আসে ;

أَسْرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ

বন্দী হিসেবে, তোমরা তাদের মুক্তিপণ দিচ্ছো ; অথচ তাদের উচ্ছেদ করা তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল ;[১১১] তোমরা কি বিশ্বাস করো কিছু অংশ

الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ

কিতাবের, আর কিছু অংশ করছো অবিশ্বাস ?[১১২] তোমাদের মধ্যে যারাই এরূপ করবে তাদের শাস্তি আর কিছু হতে পারে না

أَسْرٰى –বন্দী হিসেবে ; تُفٰدُوْهُمْ –(تفدو+هم) তোমরা তাদের মুক্তিপণ দিচ্ছো; وَهُوَ –(و+هو) অথচ তা ; مُحَرَّمٌ –অবৈধ, হারাম ; عَلَيْكُمْ –তোমাদের জন্য; إِخْرَاجُهُمْ –(اخراج+هم)–তাদের বহিষ্কার করা, উচ্ছেদ করা ; أَفَتُؤْمِنُوْنَ –(ا+ف+تؤمن+ون) তোমরা কি বিশ্বাস করো ? بِبَعْضِ –(ب+بعض)–কিছু অংশ; الْكِتٰبِ –(ال+كتب) কিতাবের; وَ –আর; تَكْفُرُوْنَ –তোমরা অবিশ্বাস করো; بِبَعْضٍ –(ب+بعض)–কিছু অংশ; فَمَا جَزَآءُ –(ف+ما+جزاء)–অতএব কি প্রতিফল ; مَنْ –যে, যারা; يَّفْعَلُ –করে ; ذٰلِكَ –এরূপ ; مِنْكُمْ –তোমাদের ;

১০৮. এখানে "সামান্য কয়েকজন" দ্বারা তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে যারা তাওরাতের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিল। তাওরাত রহিত হওয়ার পূর্বে তারা মূসা (আ) প্রবর্তিত শরীয়ত পূর্ণভাবে মেনে চলতো।

১০৯. "তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছিলে" বলে একথা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারে তোমাদের মধ্যে তখন কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়নি; বরং তোমাদের অঙ্গীকার ছিল সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।

১১০. 'ইস্ম' এবং 'উদওয়ান' শব্দ দু'টি দ্বারা দুই প্রকার হক বা অধিকার বিনষ্ট করার প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে, প্রথমত, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তারা আল্লাহর হক নষ্ট করেছে ; দ্বিতীয়ত, অপরকে কষ্ট দিয়ে বান্দাহর হকও নষ্ট করেছে।

১১১. মদীনার 'আওস' ও 'খাযরাজ' নামে দু'টি আরব গোত্র পরস্পর শত্রু ছিল, তাই তাদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকতো। মদীনার উপকণ্ঠে বাস করতো 'বনী কুরায়যা' ও 'বনী নাযীর' নামে দুটি ইয়াহুদী গোত্র। বনী কুরায়যা ছিল 'আওস' গোত্রের মিত্র, অপরদিকে বনী নাযীর ছিল 'খাযরাজ' গোত্রের মিত্র। বনী কুরায়যাকে হত্যা ও বহিষ্কার করার পেছনে 'খাযরাজ' গোত্রের মিত্র বনী নাযীরের সক্রিয় ভূমিকা থাকতো। অনুরূপভাবে বনী নাযীরকে হত্যা ও বহিষ্কারের পেছনে 'আওস' গোত্রের মিত্র বনী কুরায়যার হাত থাকতো। তবে একটি ব্যাপারে ইয়াহুদীদের উভয় গোত্র ছিল এক ও

إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ

দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া ;[১১৩] আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে কঠিনতর

الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا

শাস্তির দিকে। আর আল্লাহ বেখবর নন যা তোমরা কর সে সম্পর্কে। ৮৬. এরাই সেইসব লোক, যারা ক্রয় করেছে

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٦﴾

আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন। সুতরাং তাদের থেকে শাস্তি লঘু করা হবে না; আর না তাদের সাহায্য করা হবে।

الا –ছাড়া ; خِزْيٌ –লাঞ্ছনা, অপমান ; فِي الْحَيٰوةِ (فى+ال+حيوة) – জীবনে ; الدُّنْيَا (الَ+دنيا) – দুনিয়ার ; وَ –আর ; يَوْمَ –দিন ; الْقِيٰمَةِ –কিয়ামাতের ; يُرَدُّوْنَ (يرد+ون) –ফিরিয়ে দেয়া হবে; اِلَى –দিকে; اَشَدِّ –কঠিনতর; الْعَذَابِ (ال+عذاب) –শাস্তি ; وَ –আর ; مَا –নন ; اللّٰهُ –আল্লাহ; بِغَافِلٍ (ب+غافل) –বেখবর, অলস, অনবহিত ; عَمَّا (عن+ما) –তা থেকে; تَعْمَلُوْنَ (تعمل+ون) –তোমরা করছো। ৮৬ اُولٰئِكَ –এরাই তারা; الَّذِيْنَ –যারা; اشْتَرَوُا –ক্রয় করেছে; الْحَيٰوةَ (ال+حيوة) –জীবন; الدُّنْيَا (ال+دنيا) দুনিয়া ; بِالْاٰخِرَةِ (ب+ال+اخرة) – আখিরাতের বিনিময়ে ; فَلَا يُخَفَّفُ (ف+لا+يخفف) –সুতরাং লঘু করা হবে না; عَنْهُمُ (عن+هم) –তাদের থেকে; الْعَذَابُ (ال+عذاب) -শাস্তি; وَ –আর; لَا هُمْ (لا+هم) –না তাদের; يُنْصَرُوْنَ (ينصر+ون) –সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

অভিন্ন। ইয়াহুদীদের উভয় গোত্রের কেউ যদি অন্য গোত্রদ্বয়ের কারো হাতে বন্দী হতো তাহলে নিজ মিত্রদের অর্থে তাকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিতো। কেউ এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তারা বলতো, বন্দী মুক্তকরণ আমাদের উপর ওয়াজিব। আবার নিজেদের বিরুদ্ধে আরব গোত্রদ্বয়কে যুদ্ধে সাহায্য করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তারা বলতো, মিত্রদের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকা লজ্জার ব্যাপার। অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের এ দ্বিমুখী আচরণেরই নিন্দা করেছেন এবং তাদের ঘৃণ্য কৌশলের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

১১২. পূর্বোক্ত টীকায় উল্লেখিত ইয়াহুদীদের দ্বিমুখী আচরণ সরাসরি তাওরাতের বিধানের বিপরীত ছিল। তাওরাতে বনী ইসরাঈল তথা ইয়াহুদীদের তিনটি নির্দেশ

দেয়া হয়েছিল। (১) নিজেদের মধ্যে রক্তপাত ও হানাহানি না করা, (২) কাউকে দেশত্যাগে বাধ্য না করা, (৩) নিজেদের কেউ অপরের হাতে বন্দী হলে তাকে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করা। তারা প্রথমোক্ত নির্দেশ দুটো অমান্য করে তৃতীয় নির্দেশ পালনে বিশেষভাবে তৎপর ছিল। অত্র আয়াতে সেদিকেই ইংগীত করে বলা হয়েছে, 'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ অবিশ্বাস করছো এবং কিছু অংশ বিশ্বাস করছো'। অতপর এ ধরনের আচরণের পরিণামও জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

১১৩. এখানে উল্লেখিত ইয়াহুদীদের দুটো শাস্তির প্রথমটি হলো, দুনিয়ার জীবনে তাদের লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলেই মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে বনী কুরায়যাকে বন্দী ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে; আর বনী নাযীরকে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে সিরিয়ায় নির্বাসন দেয়া হয়েছে।

১০ম রুকূ' (আয়াত ৮৩-৮৬)-এর শিক্ষা

১। ইবাদাত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর। অতপর সদয় আচরণ করবে মাতা-পিতার সাথে। এরপর সদয় ব্যবহারের হকদার হলো যথাক্রমে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্র লোকেরা।

২। মানুষকে দীনের পথে ডাকবে সুন্দর আচরণ ও বিনম্র উপদেশের মাধ্যমে। সালাত কায়েম করতে হবে এবং যাকাত দিতে হবে। এ নির্দেশ পালনে কোনোরূপ অবহেলা করা যাবে না।

৩। বনী ইসরাঈল তাওরাতের সাথে যে আচরণ করেছে, আমাদের আচরণ কুরআন মাজীদের সাথে অনুরূপ হলে আমাদেরকে একই পরিণতি ভোগ করতে হবে অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে নির্মম শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৪। আমাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে হবে কুরআন মাজীদের হুকুম-আহকাম-এর কতটুকু আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে মেনে চলছি। যতটুকু পারছি তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে হবে ; আর যে যে অংশ আমরা মেনে চলছি না বা চলতে পারছি না তার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। আর কুরআন মাজীদ মানার পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূরীকরণে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৫। সর্ব কাজে আখিরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে দুনিয়ার ক্ষতি একান্তই নগণ্য ও সাময়িক ; আর আখিরাতের ক্ষতি অপূরণীয়। দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে গেলে আখিরাতের ক্ষতির প্রতিকারের কোনো উপায় নেই। সুতরাং দুনিয়ার জীবনকে সম্বল মনে করে আল্লাহর নিকট তাওবা করে দীন কায়েমের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১১
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-১০

⑧⑦ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى

৮৭. আর আমি অবশ্যই মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে ক্রমাগত রাসূলদের পাঠিয়েছি ; আর দিয়েছি ঈসা

ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ

ইবনে মারইয়ামকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এবং তাকে পবিত্র রূহের মাধ্যমে শক্তিদান করেছি ;[১১৪] অতপর যখনই কোনো রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে

بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

এমন কিছু নিয়ে যা তোমাদের প্রবৃত্তির অনুকূল হয়নি, তখনই তোমরা গর্ব করেছো ; অতপর তাদের কতককে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছো এবং কতককে করেছো হত্যা।

⑧⑦ وَ-আর ; لَقَدْ-(ل+قد) অবশ্যই ; آتَيْنَا-আমি দিয়েছি ; مُوسَى -মূসাকে; الْكِتَابَ-(ال+كتاب) কিতাব ; وَ-এবং ; قَفَّيْنَا-ক্রমাগত পাঠিয়েছি ; مِنْ بَعْدِهِ-(من+بعد+ه) তার পরে ; بِالرُّسُلِ-(ب+ال+رسل) রাসূলদেরকে ; وَ-আর ; آتَيْنَا-দিয়েছি ; عِيسَى-ঈসাকে ; ابْنَ-পুত্র ; مَرْيَمَ-মারইয়ামের; الْبَيِّنَاتِ-(ال+بينت) সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ; وَ-এবং ; أَيَّدْنَاهُ-(ايدنا+ه) আমি তাকে শক্তিদান করেছি ; بِرُوحِ-(ب+روح) রূহের মাধ্যমে ; الْقُدُسِ-(ال+قدس) পবিত্র ; أَفَكُلَّمَا-(ا+ف+كلما) অতপর যখনই; جَاءَكُمْ-(جاء+كم) এসেছে তোমাদের কাছে ; رَسُولٌ-কোনো রাসূল ; بِمَا-(ب+ما) এমন কিছু নিয়ে ; لَا تَهْوَىٰ-অনুকূল হয়নি; أَنْفُسُكُمُ-(انفس+كم) তোমাদের প্রবৃত্তির ; اسْتَكْبَرْتُمْ-তোমরা গর্ব-অহংকার করেছো; فَفَرِيقًا-অতপর তাদের কতককে ; كَذَّبْتُمْ-তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছো ; وَ-আর; فَرِيقًا-কতককে ; تَقْتُلُونَ-(تقتل+ون) তোমরা হত্যা করেছো।

১১৪. 'পবিত্র রূহ'-এর দ্বারা 'ওহীর জ্ঞান', 'জিবরাঈল (আ)' যিনি ওহী নিয়ে আগমন করেছেন এবং ঈসা (আ)-এর পবিত্র রূহ, এই তিনটি অর্থই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ স্বয়ং ঈসা (আ)-কে পবিত্র গুণাবলীতে ভূষিত করেছেন। আর 'উজ্জ্বল

۞ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞

৮৮. আর তারা বলেছিল, 'আমাদের অন্তরসমূহ সুরক্ষিত',[১১৫] বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন ; সুতরাং তাদের কম সংখ্যকই ঈমান আনে।[১১৬]

۞ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ

৮৯. আর যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কিতাব আসলো যা তাদের কাছে আছে তার সত্যায়নকারী ;[১১৭] আর তারা ইতিপূর্বে

(৮৮) وَ –আর ; قَالُوا –তারা বলেছিল ; قُلُوبُنَا –(قلوب+نا) আমাদের অন্তর; غُلْفٌ –সুরক্ষিত ; بَلْ –বরং ; لَعَنَهُمُ –(لعن+هم) অভিশাপ দিয়েছেন তাদেরকে ; اللَّهُ –আল্লাহ ; بِكُفْرِهِمْ –(ب+كفر+هم) তাদের কুফরীর কারণে ; فَقَلِيلًا –সুতরাং কম সংখ্যকই ; مَا يُؤْمِنُونَ –(ما+يؤمن+ون) তারা ঈমান আনে। (৮৯) وَ –আর ; لَمَّا –যখন ; جَاءَهُمْ –(جاء+هم) তাদের নিকট আসলো ; كِتَابٌ –কিতাব ; مِنْ –থেকে ; عِنْدِ –নিকট ; اللَّهِ –আল্লাহ্‌র ; مُصَدِّقٌ –সত্যায়নকারী ; لِمَا –তার জন্য, যা; مَعَهُمْ –(مع+هم) তাদের কাছে আছে ; وَ –আর ; كَانُوا –তারা ; مِنْ قَبْلُ –(من+قبل) ইতিপূর্বে ;

নিদর্শনাবলী' দ্বারা সেই সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ বুঝানো হয়েছে, যেগুলো দেখে সত্য অনুসন্ধানী মানুষ বুঝতে সক্ষম হয় যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র নবী।

১১৫. অর্থাৎ আমরা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের উপর এমনই দৃঢ় যে, তোমরা যা কিছুই বলো আমাদের অন্তরে তার কোনো প্রভাবই পড়বে না। এ ধরনের কথা সেসব হঠকারী মানসিকতা সম্পন্ন লোকই বলতে পারে, যাদের মন-মস্তিষ্ক অজ্ঞতা-মূর্খতার বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। তারা এটাকে একটি 'মযবূত বিশ্বাস' নাম দিয়ে একটি গুণ হিসেবে গণ্য করে। অথচ মানুষের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার গলদ সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তার উপর অবিচল থাকার সিদ্ধান্তে অটল থাকার চেয়ে আর বড়ো দোষ কি হতে পারে।

১১৬. 'বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন'–এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা তাদের গর্ব-অহংকারের কারণে মনে করছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথাবার্তা এমনই যে, তা কোনো জ্ঞানী লোকের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না ; অথচ প্রকৃত ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্য তো অত্যন্ত সারগর্ভ ও হৃদয়স্পর্শী। কিন্তু ইয়াহুদীদের কুফরী ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর লা'নত বর্ষণ করেছেন, আর তাই কোনো যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানময় কথা গ্রহণ করার কোনো যোগ্যতাই তাদের অবশিষ্ট নেই।

يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ

বিজয় প্রার্থনা করতো তাদের উপর যারা কুফরী করেছে, অতপর যখন তা তাদের কাছে এসেছে যা তারা চিনতেও পেরেছে, তখন তার সাথে কুফরী করেছে।[১১৮]

يَسْتَفْتِحُونَ-(يستفتح+ون) বিজয় প্রার্থনা করতো ; عَلَى-উপর ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; فَلَمَّا-(ف+لما) অতপর যখন ; جَاءَ-এসেছে ; هُمْ-তাদের কাছে ; مَا-যা ; عَرَفُوا-চিনতে পেরেছে তারা ; كَفَرُوا কুফরী করেছে ; بِهِ-তার সাথে ;

১১৭. কুরআন মাজীদকে তাওরাতের 'মুসাদ্দিক' তথা 'সত্যায়নকারী' এজন্য বলা হয়েছে যে, তাওরাতে মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাব এবং কুরআন নাযিল সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, কুরআনের মাধ্যমে সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। অতএব তাওরাতকে যারা মানে তারা কিছুতেই কুরআনের অমান্যকারী হতে পারে না। কেননা কুরআন মাজীদকে অমান্য করা প্রকারান্তরে তাওরাতকে অমান্য করার নামান্তর।

১১৮. মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে ইয়াহুদীরা অস্থিরতার সাথে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। কারণ তাদের নবীগণ সর্ব শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং তাঁরা এ মর্মে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়াও করতেন যে, শেষ নবীর আগমন যেন তাড়াতাড়ি হয়, তাহলে কাফিরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব হবে এবং পুনরায় আমাদের উত্থানের যুগ শুরু হবে। মদীনাবাসী একথার সাক্ষী যে, তাদের প্রতিবেশী ইয়াহুদীরা মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় অধীর ছিল। তারা যেখানে-সেখানে যখন-তখন বলে বেড়াতো যে, "তোমাদের যার যার মন চায় আমাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাও, আখেরী নবী যখন আসবেন, তখন আমরা সেসব অত্যাচারীদের দেখে ছাড়বো।" মদীনাবাসী এসব কথা শুনতেন। তাই যখন তাঁরা নবী (স)-এর অবস্থা অবগত হলেন তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন যে, দেখো ! ইয়াহুদীরা যেন তোমাদের আগে এ নবীর দীন গ্রহণ করে বাজিতে জিতে না যায়। চলো, আমরাই প্রথমে এ নবীর উপর ঈমান আনি। কিন্তু তাঁদের নিকট বিস্ময়ের ব্যাপার মনে হলো যে, যে ইয়াহুদীরা আগমনকারী নবীর প্রতীক্ষায় দিন গুণতো। তারাই নবীর আবির্ভাব হলে তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে গেল।

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ "তারা তাঁকে চিনতেও পেরেছে", এর বেশ কিছু প্রমাণও পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড়ো এবং নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিয়া (রা)। তিনি নিজে ছিলেন একজন ইয়াহুদী বড় আলেমের কন্যা এবং অপর একজন বড় আলেমের ভাইঝি। তিনি বলেন, 'নবী (স)-এর মদীনায় আগমনের পর আমার পিতা ও চাচা দু'জনই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। তাঁর সাথে দীর্ঘ সময়

فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ⑩ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا

সুতরাং কাফিরদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত। ৯০. কতই না মন্দ তা, যার বিনিময়ে তারা স্বীয় সত্তাকে বিক্রি করেছে ; যেহেতু তারা কুফরী করছে[১১৯]

بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ج

তার সাথে জিদের বশবর্তী হয়ে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ নাযিল করেন ;[১২০]

فَلَعْنَةُ -(ف+لعنة)-সুতরাং লানত; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র; عَلَى -উপর ; الْكٰفِرِيْنَ (ال+ كفرين)-কাফিরদের। ⑩ بِئْسَمَا -কতই না মন্দ তা, যা ; اشْتَرَوْا -তারা বিক্রি করেছে ; بِهٖ -যার বিনিময়ে ; اَنْفُسَهُمْ -(انفس+هم) তাদের সত্তাকে ; اَنْ يَّكْفُرُوْا -(ان+يكفروا)-যেহেতু তারা কুফরী করেছে; بِمَآ-তার সাথে যা; اَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ -আল্লাহ ; بَغْيًا -জিদের বশবর্তী হয়ে ; اَنْ-এ কারণে যে; يُّنَزِّلَ -নাযিল করেন ; اللّٰهُ -আল্লাহ ; مِنْ -থেকে ; فَضْلِهٖ -(فضل+ه) তাঁর অনুগ্রহ ; عَلٰى-উপর; مَنْ-যার; يَّشَآءُ-ইচ্ছা করেন; مِنْ-মধ্য থেকে; عِبَادِهٖ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের ;

ধরে আলাপ-আলোচনা করে তারা উভয়ে ঘরে ফিরে আসেন। অতপর তারা উভয়ে যেসব আলাপ-আলোচনা করেছেন সেগুলো আমি নিজ কানে শুনেছি ঃ

চাচা ঃ আমাদের কিতাবে যে নবীর খবর রয়েছে, ইনি সেই নবী কিনা !

পিতা ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! ইনিই সেই নবী।

চাচা ঃ এ ব্যাপারে তুমি কি সত্যিই নিশ্চিত ?

পিতা ঃ হ্যাঁ।

চাচা ঃ তাহলে এখন কি করতে চাও ?

পিতা ঃ দেহে প্রাণ থাকতে তাঁর বিরোধিতা ত্যাগ করবো না, তাঁকে সফল হতে দেবো না।

১১৯. এ আয়াতের অর্থ-কতই না নিকৃষ্ট তা, যার জন্য তারা নিজেদের জীবন বিক্রি করে দিয়েছে অর্থাৎ নিজেদের কল্যাণ, শুভ পরিণাম ও পরকালীন মুক্তিকে জলাঞ্জলি দিয়েছে।

১২০. ইয়াহূদীদের আশা ছিল যে, শেষ নবী তাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবেন। কিন্তু তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত ভিন্ন জাতির মধ্যে যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে পাঠালেন,

فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾ وَإِذَا قِيْلَ

সুতরাং তারা গযবের উপর গযব অর্জন করেছে ; আর কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।[১২১] ৯১. আর যখন বলা হলো,

لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ

তাদেরকে, তোমরা তাতে ঈমান আন যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তারা বললো, আমরা তাতে ঈমান রাখি যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।[১২২] আর তারা অস্বীকার করে

فَبَآءُوْا – (ف+باء وا) সুতরাং তারা অর্জন করেছে ; بِغَضَبٍ –গযব ; عَلٰى–উপর; غَضَبٍ –গযবের ; وَ –আর ; لِلْكٰفِرِيْنَ –(ل+ال+كفرين) কাফিরদের জন্য রয়েছে; عَذَابٌ –শাস্তি ; مُّهِيْنٌ–লাঞ্ছনাদায়ক। ﴿٩١﴾ وَ –আর ; اِذَا–যখন ; قِيْلَ –বলা হলো; لَهُمْ–(ل+هم) তাদেরকে ; اٰمِنُوْا –তোমরা ঈমান আনো ; بِمَآ –তাতে যা; اَنْزَلَ –নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; قَالُوْا –তারা বললো ; نُؤْمِنُ –আমরা ঈমান রাখি ; بِمَآ –তাতে যা ; اُنْزِلَ –নাযিল করা হয়েছে ; عَلَيْنَا –(على+نا)–আমাদের প্রতি ; وَ–আর ; يَكْفُرُوْنَ –(يكفر+ون)–তারা অস্বীকার করে ;

যে জাতিকে তারা নিতান্ত উপেক্ষণীয় মনে করতো, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের মনোভাব এমনিই যেন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নবী পাঠালেন না কেন ! আল্লাহ যখন তাদের জিজ্ঞেস না করে নিজের অনুগ্রহে নিজ পসন্দ অনুযায়ী নবী পাঠালেন, তখন তারা বিগড়ে গেল।

১২১. "লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি" কাফিরদের জন্যই নির্দিষ্ট। পাপী ঈমানদারদের যে শাস্তি দেয়া হবে, তা হবে তাদেরকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যে, লাঞ্ছনা দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়।

১২২. অত্র আয়াতে ইয়াহুদীদের যে বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে তাতে কুফর প্রমাণিত হয়, তৎসঙ্গে তাদের অন্তরে যে হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে তাও প্রমাণিত হয়। "আমরা শুধু তাওরাতের উপর ঈমান আনবো, অন্যান্য কিতাবের প্রতি ঈমান আনবো না"–তাদের এ বক্তব্য সুস্পষ্ট কুফর। "যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে"–একথা দ্বারা সহজেই বোঝা যায় যে, অন্যান্য যেসব আসমানী কিতাব তাদের প্রতি নাযিল হয়নি, তাতে তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত যুক্তি দিয়ে তাদের বক্তব্য খণ্ডণ করেছেন ঃ (১) অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতার পক্ষে আকাট্য যুক্তি থাকা সত্ত্বেও সেগুলো অস্বীকার করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। (২) কুরআন মাজীদও অন্যান্য আসমানী কিতাবের অন্তর্ভুক্ত একটি কিতাব। এটা তাওরাতের সত্যায়নকারীও বটে। তাই কুরআন মাজীদকে অস্বীকার করা তাওরাতকে অস্বীকার করার নামান্তর। (৩)

بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ

তাছাড়া সবকিছু, অথচ তা সত্য, সত্যায়নকারী তার, যা তাদের নিকট আছে ; আপনি বলুন, তাহলে কেন হত্যা করেছো

أَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى

ইতিপূর্বে আল্লাহ্র নবীদেরকে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকো। ৯২. আর অবশ্যই মূসা তোমাদের নিকট এসেছে

بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَأَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে ;[১২৩] এরপর তোমরা গো-বৎস বানিয়ে নিয়েছিলে তার অনুপস্থিতিতে ; আসলেই তোমরা যালেম।

بِمَا–সবকিছু ; وَرَآءَهٗ–(وراء+ه) তা (কুরআন) ছাড়া ; وَ–অথচ ; هُوَ–তা ; الْحَقُّ–(ال+حق) সত্য ; مُصَدِّقًا–সত্যায়নকারী ; لِمَا–তার যা ; مَعَهُمْ–(مع+هم) তাদের নিকট আছে ; قُلْ–আপনি বলুন ; فَلِمَ–(ف+لم) তাহলে কেন ; تَقْتُلُوْنَ–(تقتل+ون) তোমরা হত্যা করছো ; أَنْبِيَآءَ–নবীদেরকে ; اللّٰهِ–আল্লাহ্র; مِنْ قَبْلُ–(من+قبل) ইতিপূর্বে ; إِنْ–যদি ; كُنْتُمْ–তোমরা হও ; مُؤْمِنِيْنَ–বিশ্বাসী। (৯২) وَ–আর ; لَقَدْ جَآءَكُمْ–(ل+قد+جاء+كم) অবশ্যই তোমাদের নিকট এসেছে ; مُوْسٰى–মূসা ; بِالْبَيِّنٰتِ–(ب+ال+بينت)–সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে ; ثُمَّ–এরপর ; اتَّخَذْتُمُ–তোমরা বানিয়ে নিয়েছিল ; الْعِجْلَ–(ال+عجل) গো-বৎস ; مِنْ بَعْدِهٖ–(من+بعد+ه) তার অনুপস্থিতিতে ; وَأَنْتُمْ–(و+انتم) আসলেই তোমরা ; ظٰلِمُوْنَ–(ظلم+ون) যালেম।

সকল আসমানী কিতাব মতেই আম্বিয়ায়ে কিরামকে হত্যা করা কুফর। তোমরা কয়েকজন নবীকে হত্যা করেছ, অথচ তাঁরা বিশেষ করে তাওরাতের শিক্ষা-ই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করেছ। এভাবে কি তোমরা তাওরাতের সাথে কুফরী করনি ? অতএব তাওরাতের উপর তোমাদের ঈমান আনার দাবি অসার।

১২৩. মূসা (আ)-এর সত্যতা প্রমাণের জন্য যেসব নিদর্শন আল্লাহ তাআলা তাঁকে দিয়েছিলেন তাহলো ঃ (ক) লাঠি, (খ) জ্যোতির্ময় হাত, (গ) সাগর দ্বিখণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি।

﴿٩٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ

৯৩. আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূরকে তোমাদের উপর তুলে ধরেছিলাম,[১২৪] (বলেছিলাম) যা আমি তোমাদের দিয়েছি তা ধরো

بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ

দৃঢ়ভাবে এবং শোনো ; তারা বললো–শুনলাম ও অমান্য করলাম। আর পান করানো হয়েছিল তাদের হৃদয়ে গো-বৎস প্রেম

بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

তাদের কুফরীর কারণে। আপনি বলুন, কতই না মন্দ তা, যার আদেশ দেয় তোমাদের বিশ্বাস, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

(৯৩) وَ –আর ; إِذْ –যখন ; أَخَذْنَا –আমি নিয়েছিলাম ; مِيثَاقَكُمْ –(ميثاق+كم) তোমাদের অঙ্গীকার ; وَ –এবং ; رَفَعْنَا –উত্তোলন করেছিলাম ; فَوْقَكُمْ –(فوق+كم) তোমাদের উপর ; الطُّورَ –(ال+طور) তূরকে ; خُذُوا –তোমরা ধরো ; مَا –যা ; آتَيْنَاكُمْ –(اتينا+كم) আমি তোমাদের দিয়েছি ; بِقُوَّةٍ –(ب+قوة) দৃঢ়ভাবে ; وَ –এবং ; اسْمَعُوا –শোন ; قَالُوا –তারা বললো ; سَمِعْنَا –আমরা শুনলাম ; وَ –ও ; عَصَيْنَا –আমরা অমান্য করলাম ; وَ –আর ; أُشْرِبُوا –পান করানো হয়েছিল (প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছিল); فِي قُلُوبِهِمُ –(فى+قلوب+هم)–তাদের হৃদয়ে; الْعِجْلَ –(ال+عجل) গো-বৎস (প্রেম) ; بِكُفْرِهِمْ –(ب+كفر+هم) তাদের কুফরীর কারণে ; قُلْ –আপনি বলুন ; بِئْسَمَا –(بئس+ما) কতই না মন্দ তা ; يَأْمُرُكُمْ –(يامر+كم) আদেশ দেয় তোমাদেরকে ; بِهِ –যার ; إِيمَانُكُمْ –(ايمان+كم) তোমাদের বিশ্বাস ; إِنْ –যদি; كُنْتُمْ –তোমরা হও ; مُؤْمِنِينَ –ঈমানদার।

১২৪. গো-বৎস পূজার পাপ থেকে তওবা করতে গিয়ে বেশ কিছু লোক নিহত হয় এবং কিছু লোক ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়। সম্ভবত এদের তওবাও দুর্বল ছিল। তা ছাড়া যারা গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়নি, তারাও গো-বৎস পূজারীদের প্রতি যথাযোগ্য ঘৃণা পোষণ করেনি। ফলে এদের অন্তরেও শিরকের প্রভাব কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিল। এসব কারণে তাদের অন্তরে দীনের প্রতি শৈথিল্য দানা বেঁধে উঠেছিল। এ কারণেই অঙ্গীকার নেয়ার জন্য তূর পর্বতকে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।

⑭ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ

৯৪. আপনি বলুন, আখিরাতের বাসস্থান যদি আল্লাহ্র কাছে তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে অন্যান্য মানুষকে ছাড়া,

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑭ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا

তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো,[১২৫] যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ৯৫. কিন্তু তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না[১২৬]

⑭ قُلْ –আপনি বলুন; إِنْ –যদি ; كَانَتْ–হয় ; لَكُمْ–(ل+كم) তোমাদের জন্য; الدَّارُ –(ال+دار) বাসস্থান; الْآخِرَةُ–(ال+اخرة) আখিরাতের ; عِنْدَ–নিকট; اللَّهِ –আল্লাহর; خَالِصَةً –নির্দিষ্ট, একান্তভাবে ; مِنْ دُونِ–(من+دون) ছাড়া, ব্যতীত; النَّاسِ–(ال+ ناس) অন্যান্য মানুষকে ; فَتَمَنَّوُا–(ف+تمنوا) তাহলে তোমরা কামনা করো ; الْمَوْتَ–(ال+موت) মৃত্যু ; إِنْ –যদি ; كُنْتُمْ–তোমরা হও ; صَادِقِينَ –সত্যবাদী। ⑮ وَ –আর; لَنْ يَتَمَنَّوْهُ–(لن+ي+تمنو+ه)–তারা কখনও তা কামনা করবে না ; أَبَدًا –চিরদিন ;

১২৫. এখানে দুটি বিষয় জানা থাকা প্রয়োজন ঃ (ক) কেউ হয়ত ভাবতে পারে যে, ইয়াহুদীদের সঙ্গে যে যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল, তা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়কার ইয়াহুদী, যারা তাঁকে নবী হিসেবে চেনা-জানার পরও হঠকারিতা বশত অস্বীকার করেছিল, বর্তমান যুগের ইয়াহুদীদের সঙ্গে নয় ; কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা বর্তমান যুগের ইয়াহুদীরা তাদের পূর্ববর্তীদের অনুসারী। তারা পূর্ববর্তীদের অনুসারী না হলে তো মুসলমানই হয়ে যেতো। তাই বর্তমান যুগের ইয়াহুদীরাও এ আয়াতের আওতাধীন।

(খ) কেউ হয়ত এ অমূলক সন্দেহ করতে পারে যে, মৃত্যু কামনা আন্তরিক ও মৌখিক দুভাবে হতে পারে। ইয়াহুদীরা হয়ত আন্তরিক কামনা করেছে ; কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ সন্দেহ নিরসন করার জন্য ইরশাদ করেছেন–"তারা কস্মিনকালেও মৃত্যু কামনা করবে না।"

আবার এরূপ ধারণাও সঠিক নয় যে, বোধহয় তারা মৃত্যু কামনা করেছে ; কিন্তু তা প্রচার হয়নি ; কারণ সর্ব যুগেই ইসলামের শত্রু ও সমালোচকদের সংখ্যা ইসলামের মিত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের চেয়ে অধিক ছিল। এরূপ হলে তারা এটা ফলাও করে প্রচার করতো এবং বলতো যে, দেখো আমরা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে সত্যের মাপকাঠিতেও উত্তীর্ণ হয়েছি।

بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ

সে কারণে, যা তাদের হাত পূর্বে পাঠিয়েছে ; আর আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

৯৬. আপনি অবশ্যই তাদেরকে অধিক লোভী দেখতে পাবেন সব মানুষের চেয়ে

عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ

জীবনের প্রতি ; এমনকি তাদের চেয়েও যারা শিরক করেছে ;[১২৭] তাদের এক একজন কামনা করে যে, যদি তাকে হাজার বছর হায়াত দেয়া হতো !

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ۭ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

অথচ দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি থেকে রক্ষাকারী নয় ; আর তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

بِمَا –সেই কারণে ; قَدَّمَتْ –পূর্বে পাঠিয়েছে ; اَيْدِيْهِمْ –(ايدى+هم) তাদের হাত ; وَ –আর ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; عَلِيْمٌ –সবিশেষ অবহিত ; بِالظّٰلِمِيْنَ –(ب+ال+ظلمين) যালিমদের সম্পর্কে। ⑯ وَ –আর ; لَتَجِدَنَّهُمْ –(ل+تجدن+هم) আপনি অবশ্যই তাদেরকে পাবেন ; اَحْرَصَ –অধিক লোভী ; النَّاسِ –(ال+ناس) সব মানুষের চেয়ে; عَلٰى –প্রতি ; حَيٰوةٍ –জীবনের ; وَ –আর ; مِنَ –চেয়েও ; الَّذِيْنَ –যারা ; اَشْرَكُوْا –শিরক করেছে ; يَوَدُّ –কামনা করে ; اَحَدُهُمْ –(احد+هم) তাদের এক একজন ; لَوْ –যদি ; يُعَمَّرُ –হায়াত দেয়া হতো; اَلْفَ –হাজার ; سَنَةٍ –বছর ; وَمَا –(و+ما) অথচ নয় ; هُوَ –তা; بِمُزَحْزِحِهٖ –(ب+مزحزح+ه) –রক্ষাকারী তাকে; مِنَ –থেকে الْعَذَابِ –(ال+عذاب) শাস্তি ; اَنْ –যে ; يُّعَمَّرَ –তাকে দীর্ঘায়ু করা হবে ; وَ –আর ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; بَصِيْرٌ –সম্যক দ্রষ্টা ; بِمَا –সে সম্পর্কে যা ; يَعْمَلُوْنَ –(يعمل+ون) –তারা করে।

১২৬. আখিরাতের জীবন সম্পর্কে যাদের বিশ্বাস দৃঢ় তারা কখনও পার্থিব স্বার্থলাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে পারে না ; কিন্তু ইয়াহুদীদের দুনিয়া প্রীতি তখনো ছিল এবং বর্তমানেও আছে।

১২৭. আরবের মুশরিকরা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেই সবকিছু মনে করতো। এজন্য তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করাটাই স্বাভাবিক ; কিন্তু ইয়াহুদীরা তো শুধুমাত্র পরকালে বিশ্বাসীই ছিল না ; বরং তাদের ধারণামতে পরকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েস একমাত্র তাদেরই প্রাপ্য। এরপরও তাদের

পার্থিব জীবনে দীর্ঘায়ু কামনা করা বিশ্বাসের বিপরীত নয় কি ? আসলে পরকালে তাদের নিয়ামত লাভের দাবি অন্তসারশূন্য। প্রকৃত ব্যাপার তাদের ভালভাবেই জানা আছে। কারণ তাদের কৃতকর্ম তো তাদের জানাই আছে যে, তাদের কৃতকর্মই তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দেবে ; তাই যত দিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকা যায় তত দিনই ভাল, পরকালে সুখের আশা বৃথা।

১১শ রুকূ' (আয়াত ৮৭-৯৬)-এর শিক্ষা

১। আল্লাহ্‌র কিতাবের হুকুম-আহকাম স্বীয় প্রবৃত্তির অনুকূল হোক বা প্রতিকূল, সর্বাবস্থায় তার উপর ঈমান আনতে হবে এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবন গড়ে তুলতে হবে।

২। শেষ নবীর পূর্বে যত নবী-রাসূল এসেছেন এবং তাঁদের মধ্যে যাদের সম্পর্কে কুরআন-সুন্নায় বর্ণনা রয়েছে, আর যাদের নাম-পরিচয় ও সংখ্যা আমাদের জানা নেই, তাঁদের সকলের উপর ঈমান আনয়ন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য।

৩। পার্থিব স্বার্থ তা যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, আখিরাতের কল্যাণ, শুভ পরিণাম ও পরকালীন মুক্তির তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। আখিরাতের সফলতাই সর্বোচ্চ সফলতা। তাই আখিরাতের স্বার্থ ও কল্যাণকেই পার্থিব জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪। সর্বপ্রকার মূর্তিপ্রীতি, মূর্তি-সভ্যতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এটা ঈমানেরই দাবি। বনী ইসরাঈলের মূর্তিপ্রীতির ভিতকে চুরমার করে দিয়ে তাদেরকে একত্ববাদের বিশ্বাসে আনয়ন করার জন্যই তূর পাহাড়কে তাদের মাথার উপর তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু তারা ছিল হঠকারী জাতি। তাই তারা তখন অঙ্গীকার করেও পরবর্তীতে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল। যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকারও ভঙ্গ করেছে ; অতএব তাদের কোনো অঙ্গীকারই বিশ্বাসের মর্যাদা পেতে পারে না। বর্তমান যুগের ইয়াহুদীরাও এর মধ্যে শামিল।

৫। ইয়াহুদীরা পৃথিবীতে সবচেয়ে লোভী জাতি। পার্থিব জীবনকেই এরা সবকিছু মনে করে। আর এজন্যই মহান আল্লাহ তাদেরকে "সকল মানুষের চেয়ে লোভী" বলেছেন।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১২
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٩٧﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا

৯৭. আপনি বলুন, যে-ই জিবরাঈলের শত্রু হয়;[১২৮] এজন্য যে, সে আপনার অন্তরে আল্লাহর নির্দেশে তা (কুরআন) নাযিল করেছে,[১২৯] যা সত্যায়নকারী

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٨﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ

তার যা তাঁর সামনে রয়েছে[১৩০] এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদ[১৩১]।
৯৮. যেই শত্রু হয় আল্লাহর,

وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ○

তাঁর ফিরিশতাদের, তাঁর রাসূলদের এবং জিবরাঈল ও মীকাঈলের ; নিশ্চয় আল্লাহ (সেসব) কাফিরদের শত্রু।

(৯৭) قُلْ –আপনি বলুন ; مَنْ –যেই ; كَانَ –হয় ; عَدُوًّا –শত্রু ; لِّجِبْرِيلَ –(ل+جبريل) জিবরাঈলের; فَإِنَّهُ –(ف+ان+ه) এজন্য যে, সে; نَزَّلَهُ –(نزل+ه)–তা নাযিল করেছে; عَلَىٰ قَلْبِكَ –(على+قلب+ك) আপনার অন্তরে ; بِإِذْنِ –(ب+اذن)–নির্দেশে; اللَّهِ –আল্লাহর ; مُصَدِّقًا –যা সত্যায়নকারী ; لِّمَا –তার, যা ; بَيْنَ يَدَيْهِ –(بين+يدى+ه) তাঁর সামনে রয়েছে ; وَ –এবং; هُدًى –হিদায়াত; وَ –ও; بُشْرَىٰ –সুসংবাদ; لِلْمُؤْمِنِينَ –(ل+ال+مؤمنين) মুমিনদের জন্য। (৯৮) مَنْ –যেই ; كَانَ –হয়; عَدُوًّا –শত্রু হয়; لِّلَّهِ –(ل+الله)–আল্লাহর; وَ –আর; مَلَائِكَتِهِ –(ملئكة+ه)–তাঁর ফিরিশতাদের ; وَ –আর; رُسُلِهِ –(رسل+ه)–তাঁর রাসূলদের ; وَ –এবং ; جِبْرِيلَ –জিবরাঈলের ; وَ –ও ; مِيكَالَ –মীকাঈলের ; فَإِنَّ –(ف+ان) নিশ্চয় ; اللَّهَ –আল্লাহ ; عَدُوٌّ –শত্রু; لِّلْكَافِرِينَ –(ل+ال+كفرين)–কাফিরদের।

১২৮. ইয়াহূদীরা শুধুমাত্র নবী (স) এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে শুধু তাদেরকেই মন্দ বলতো না, বরং তারা আল্লাহর মহান ফিরিশতা জিবরাঈল (আ)-কেও গালি দিতো এবং বলতো, "সে আমাদের শত্রু ; সে রহমতের নয়, আযাবের ফিরিশতা ☞

(৯৯) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ○

৯৯. আর অবশ্যই আমি আপনার প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নাযিল করেছি। এবং ফাসিকরা ব্যতীত কেউ তা অস্বীকার করে না।

(১০০) أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

১০০. কি আশ্চর্য ! যখনই তারা কোনো অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখনই তাদের কোনো উপদল তা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ; আসলে তাদের অধিকাংশই ঈমান আনয়ন করে না।

(১০১) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ

১০১. আর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল এলো, যে তাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়নকারী, তখন তাদের মধ্যকার একটি উপদল

(৯৯) وَ–আর; لَقَدْ–অবশ্যই ; أَنْزَلْنَا–আমি নাযিল করেছি; إِلَيْكَ–(الى+ك)–আপনার প্রতি ; أٰيٰتٍ –নিদর্শনসমূহ ; بَيِّنٰتٍ–উজ্জ্বল; وَ –আর ; مَا يَكْفُرُ –অস্বীকার করে না; بِهَا– তা ; اِلَّا –ব্যতীত ; اَلْفٰسِقُوْنَ–(ال+فاسق+ون) ফাসিকরা। (১০০) اَوَ كُلَّمَا–(ا+و+كل+ما) কি আশ্চর্য যখনই ; عٰهَدُوْا –তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়; عَهْدًا–কোনো অঙ্গীকারে; نَبَذَهٗ –(نبذ+ه) তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়;فَرِيْقٌ–কোনো উপদল; مِنْهُمْ–(من+هم)–তাদের মধ্যকার; بَلْ–বরং; اَكْثَرُهُمْ–(اكثر+هم) তাদের অধিকাংশ; لَا يُؤْمِنُوْنَ –ঈমান আনয়ন করে না। (১০১) وَ –আর; لَمَّا–যখন; جَآءَهُمْ –(جاء+هم) এলো তাদের নিকট; رَسُوْلٌ –একজন রাসূল; مِنْ –থেকে; عِنْدِ–নিকট ; اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র; مُصَدِّقٌ –সত্যায়নকারী; لِمَا–তার যা; مَعَهُمْ–(مع+هم) তাদের নিকট আছে; نَبَذَ –ছুঁড়ে ফেললো; فَرِيْقٌ –একটি উপদল;

১২৯. অর্থাৎ এদিক থেকে তোমাদের গালমন্দ জিবরাঈলের উপর নয়, বরং আল্লাহ্‌র উপরই পড়ে।

১৩০. এর অর্থ হলো ঃ জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁরই নির্দেশে এ কুরআন মাজীদ বহন করে এনেছেন। আর এজন্যই তোমরা তাকে গালি দিচ্ছো ; অথচ কুরআন মাজীদ তাওরাতের সত্যায়নকারী ; সুতরাং তোমাদের গালির আওতায় তাওরাতও শামিল।

১৩১. এখানে একথার প্রতি সুক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, ‘হে মূর্খের দল ! তোমাদের সকল অস্বীকৃতি হিদায়াত ও সঠিক পথের বিরুদ্ধে ; তোমরা এ সঠিক হিদায়াতের

مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ

তাদের মধ্যকার–যাদের দেয়া হয়েছিল কিতাব,
আল্লাহর কিতাবকে পশ্চাতে ছুঁড়ে ফেললো

كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ

যেন তারা জানেই না। ১০২. তারা তা-ই অনুসরণ করলো যা শয়তানরা আবৃত্তি করতো সুলায়মানের রাজত্বকালে।[১৩২]

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ

আর কুফর করেনি সুলায়মান ; বরং শয়তানরাই কুফর করেছে।
তারা মানুষকে যাদু শেখাতো

مِنْ –মধ্য থেকে ; الَّذِيْنَ –যাদের ; اُوْتُوا –দেয়া হয়েছিল ; (ال+كتب)- الْكِتٰبَ –কিতাব; كِتٰبَ –কিতাবকে ; اللّٰهِ –আল্লাহর ; وَرَآءَ –পশ্চাতে ; (ظهور+هم)- ظُهُوْرِهِمْ –তাদের পিঠের; (كان+هم)- كَاَنَّهُمْ –যেন তারা ; (لا+يعلم+ون)- لَا يَعْلَمُوْنَ –কিছুই জানে না। (১০২) وَ –আর ; اتَّبَعُوْا –তারা অনুসরণ করলো; (ما+تتلوا)- مَا تَتْلُوا –যা আবৃত্তি করতো; (ال+شيطين)- الشَّيٰطِيْنُ –শয়তানরা; (على+ملك)- عَلٰى مُلْكِ –রাজত্বকালে; سُلَيْمٰنَ –সুলায়মানের ; وَ –আর ; مَا كَفَرَ –কুফর করেনি ; سُلَيْمٰنُ –সুলায়মান (আ); (و+لكن)- وَلٰكِنَّ –বরং; (ال+شيطين)- الشَّيٰطِيْنَ –শয়তানরাই; كَفَرُوْا –কুফর করেছে ; (يعلم+ون)- يُعَلِّمُوْنَ –তারা শেখাতো; النَّاسَ –মানুষকে; (ال+سحر)- السِّحْرَ –যাদু ;

বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে যাচ্ছ, তা না করে যদি তোমরা এটাকে সহজে মেনে নিতে তাহলে তোমাদের জন্যই সফলতার সুসংবাদ হতো।

১৩২. এখানে 'শায়াতীন' জ্বিন শয়তান এবং মানুষ শয়তান উভয়ই হতে পারে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে যখন নৈতিক ও বস্তুগত অধঃপতন সূচীত হলো, দাসত্ব, অজ্ঞতা, মূর্খতা, লাঞ্ছনা, দরিদ্রতা ও হীনমন্যতা যখন তাদের জাতিগত উচ্চাশা ও মনোবলের দৃঢ়তা নিঃশেষ করে দিলো, তখন যাদু টোনা, তিলিসমাতি, তাবীয-তুমার ইত্যাদির প্রতি তারা ঝুঁকে পড়লো। তারা তখন এমন সব পথ ও পন্থা খুঁজতে লাগলো যদ্বারা কোনো সংগ্রাম-সাধনা ছাড়াই নিছক তন্ত্র-মন্ত্রের জোরে বিনা পরিশ্রমে সব সমস্যার সমাধান করা যায়। এ সময় শয়তানরাও তাদেরকে এই বলে প্ররোচনা দিতে শুরু করলো যে, "সুলায়মান (আ)-এর বিশাল রাজত্বে এবং আশ্চর্যজনক ক্ষমতার

وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ أَحَدٍ

এবং (শেখাতো) যা নাযিল করা হয়েছিল হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর বাবেল শহরে।[১৩৩] তারা কাউকে শেখাতো না–

وَ –এবং ; مَا –যা ; أُنْزِلَ –নাযিল করা হয়েছিল ; عَلَى –উপর ; الْمَلَكَيْنِ –(ال+ملكين) ফিরিশতাদ্বয়ের; بِبَابِلَ –বাবেল শহরে ; هَارُوْتَ –হারূত; وَ –এবং; مَارُوْتَ –মারূত; وَ –আর; مَا يُعَلِّمٰنِ –তারা শেখাতো না; مِنْ أَحَدٍ –(من+احد) কাউকে;

পেছনেও ছিল কিছু তন্ত্র-মন্ত্র, কিছু কলমের আঁচড় ও নকশা-তাবীযের প্রভাব ; আমরা সেসব তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি।" আর তাই বনী ইসরাঈল এগুলোকে মহা মূল্যবান ও অপ্রত্যাশিত সম্পদ মনে করে সেদিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়লো। ফলে আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ-আকর্ষণ রইলো না, আর না কোনো দীনের দিকে আহ্বানকারীর প্রতি রইলো তাদের কোনো খেয়াল।

১৩৩. কুরআন মাজীদ থেকে নিসন্দেহে প্রমাণিত যে, হারূত ও মারূত নামে দুজন ফিরিশতাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এ দুজন সম্মানিত ফিরিশতা সম্পর্কে তাফসীরের কিতাবসমূহে যে কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে তা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। ফিরিশতাদ্বয়কে তাঁদের ফিরিশতা সুলভ বৈশিষ্ট্য সহকারেই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা তাঁদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেই সেখানে ছিলেন। তাঁদের শেখানো জ্ঞানও জায়েয এবং উপকারী ; কিন্তু ইয়াহুদীরা তাদের চারিত্রিক অধঃপতন এবং বিকৃত মানসিকতার ফলে খারাপ নিয়তে তা শিখেছিল এবং খারাপ উদ্দেশ্যেই তা ব্যবহার করতো। ফলে এ উপকারী জ্ঞানও তাদের নিকট যাদু ও যাদুকরী বিদ্যায় পরিণত হলো। আর এর প্রতি তারা এতোই ঝুঁকে পড়লো যে, আল্লাহর কিতাবের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই রইলো না। আর যাদের সাথে নামমাত্র সম্পর্ক ছিল তাও শুধুমাত্র 'আমল ও তাবীয' পর্যায়ে সীমিত ছিল। যেমন 'অমুক আয়াত' পড়ে ফুঁক দিলে এ উপকার হয় কিংবা 'অমুক আয়াত' লিখে ধারণ করলে অমুক ফল হয় ইত্যাদি।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, এ ধরনের জ্ঞানের অস্তিত্ব কি পৃথিবীতে আছে ? উত্তরে বলা যায় যে, হাঁ, এ ধরনের জ্ঞানের অস্তিত্ব পৃথিবীতে অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ ধরনের জ্ঞানের বদৌলতেই ইসলামী সমাজে পীর ও সুফিয়ায়ে কিরামের একটি শ্রেণী জ্বিনকে বশীভূত করেন এবং তাদের দ্বারা মানুষের উপকার সাধনও করেন। বরং কিছু কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় যে, এ জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁরা মুশরিক যোগী ও জ্যোতিষীদের বিপক্ষে ইসলাম ও মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণ করেন। তবে চারিত্রিক অধঃপতনের পর ইয়াহুদীরা যেমন এ জ্ঞানকে ব্যবসা এবং মন্দ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতো তেমনি

আমাদের সমাজেও এ জ্ঞান পীর-মুরীদীর ব্যবসা চালানোর হাতিয়ার হিসেবে টিকে আছে। আর এর সঙ্গে হক-এর চেয়ে বাতিলের মিশ্রণ ঘটেছে অধিক হারে। তাই মানুষের উপর তার প্রভাব সেরূপই পড়েছে যা কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে।

যাদু ও মুজিযার পার্থক্য ঃ নবী-রাসূলদের মুজিযা এবং আওলিয়ায়ে কিরামের কারামত দ্বারা অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়। আবার যাদু দ্বারাও বাহ্যিকভাবে অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশ পেতে দেখা যায়। মূর্খ লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়। তাই এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য জানা থাকা প্রয়োজন।

পার্থিব জীবনের সকল ঘটনাই কারণের অধীন। যাদুর মাধ্যমে সৃষ্ট ঘটনাও কারণের অধীন। স্বাভাবিক ঘটনার কারণ জানা থাকাতে আমরা তাকে বিস্ময়কর মনে করি না ; কিন্তু যাদুর মাধ্যমে সংঘটিত কারণ দৃশ্যমান নয় বলে আমরা তাকে বিস্ময়কর মনে করি। যেমন কোনো লোক তার হাতের আঙ্গুলের সাথে ভেষজ পদার্থ মেখে তাতে আগুন ধরিয়ে রাখতে পারে। বাহ্যত এটা অস্বাভাবিক ঘটনা ; কিন্তু উল্লেখিত ভেষজ পদার্থের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যাদের জ্ঞান রয়েছে তাদের কাছে এটা বিস্ময়কর বা অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হবে না। এর কারণটি অদৃশ্য বলে অজ্ঞ লোকেরা এটাকে অলৌকিক ঘটনা মনে করবে।

মুজিযার ব্যাপারটি এর বিপরীত। মুজিযা ও কারামত কোনো কারণের অধীন নয়। এটা আল্লাহ তাআলার কাজ। এতে প্রাকৃতিক কারণের কোনো হাত নেই। ইবরাহীম (আ) নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে হাসতে হাসতে বের হয়ে আসলেন। এটা তাঁর মুজিযা; কিন্তু এতে তাঁর কোনো হাত ছিল না। আল্লাহ তাআলা আগুনকে নির্দেশ দিলেন, "ইবরাহীমের উপর শান্তিদায়ক ও শীতল হয়ে যাও।" আল্লাহ্র এ আদেশের ফলে আগুন শান্তিদায়ক ও শীতল হয়ে গেল। কুরআন মাজীদের বর্ণনা দ্বারাও বুঝা যায় যে, মুজিযা সরাসরি আল্লাহ্র কাজ। যেমন বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) এক মুষ্ঠি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন যা সমবেত কাফিরদের সকলের চোখে গিয়ে পড়লো। এদিকে ইংগিত করেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "আপনি যে এক মুষ্ঠি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন।" অর্থাৎ এক মুষ্ঠি কঙ্কর যে সকলের চোখে গিয়ে পড়লো এবং তাতে আপনার কোনো হাত ছিল না। এটা ছিল স্বয়ং আল্লাহ্রই কাজ। এটা হলো মুজিযা।

যাদু ও মুজিযা-কারামতের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য অস্বাভাবিকভাবে সংঘটিত ঘটনাটিকে নিম্নের মানদণ্ডে যাচাই করা দরকার।

মুজিযা-কারামত এমন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পায় যারা সৎ, আল্লাহভীরু, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। পক্ষান্তরে যাদু তারাই প্রদর্শন করে যারা নোংরা, অপবিত্র ও আল্লাহ্র যিকির থেকে দূরে থাকে।

নবুওয়াত দাবি করে যাদু প্রদর্শন করলে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। পক্ষান্তরে নবুওয়াত দাবি না করে যাদু প্রদর্শন করলে তা পার্থিব জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

حَتّٰى يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ

যতক্ষণ না তারা বলতো-'আমরা পরীক্ষা বৈ তো নই ; সুতরাং তুমি কুফর করো না ;[১৩৪] অতপর তারা শিখতো উভয়ের নিকট থেকে এমন কিছু যদ্বারা তারা বিচ্ছেদ ঘটাতো[১৩৫]

حَتّٰى –যতক্ষণ না ; يَقُوْلَا –তারা উভয়ে বলতো ; (ان+ما+نحن)- اِنَّمَا نَحْنُ –আমরা বৈ তো ; فِتْنَةٌ –পরীক্ষা ; (ف+لا+تكفر)- فَلَا تَكْفُرْ –সুতরাং তুমি কুফরী করো না; (ف+يتعلم+ون)- فَيَتَعَلَّمُوْنَ –অতপর তারা শিখতো; (من+هما)- مِنْهُمَا –উভয়ের নিকট থেকে; (ما+يفرق+ون)- مَا يُفَرِّقُوْنَ –এমন কিছু যা বিচ্ছেদ ঘটাতো; بِهٖ –যদ্বারা ;

নবী-রাসূলদের উপরও যাদুর প্রভাব পড়তে পারে। যেহেতু তাঁরাও মানুষ এবং প্রাকৃতিক কারণের অধীন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যাদুর প্রভাব এবং ওহীর মাধ্যমে তার প্রভাব দূরীকরণ। মূসা (আ)-এর উপর ফিরাউনের নিয়োজিত যাদুকরদের যাদুর প্রভাব এবং ক্ষণিক পরেই তার নিরসন ইত্যাদি।

১৩৪. এ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা মুফাসসিরীনে কিরাম করেছেন। এখানে যে ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে তাহলো, যখন বনী ইসরাঈলের সবাই বাবেল শহরে বন্দী ও গোলামী জীবন-যাপন করছিল, তখন আল্লাহ তাআলা দুজন ফিরিশতাকে মানবাকৃতিতে বনী ইসরাঈলের পরীক্ষার জন্য পাঠান। এটা ঠিক তেমনই যেমন 'কাওমে লূত'-এর নিকট সুন্দর যুবকের বেশে ফিরিশতাদেরকে পাঠানো হয়েছিল। বনী ইসরাঈলের নিকট ফিরিশতাদ্বয়কে পীর-ফকীরবেশে পাঠান হয়েছিল। তারা সেখানে গিয়ে যাদুকরদের ব্যবসাকেন্দ্রে দোকান খুলে বসেছিল। অপরদিকে তারা বনী ইসরাঈলকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে প্রমাণ প্রস্তুতও করতে লাগলো। তারা লোকদেরকে এ মর্মে সতর্ক করতো যে, দেখো, আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। কাজেই তোমরা তোমাদের পরিণামকে খারাপ করো না। তা সত্ত্বেও মানুষ তাদের উপস্থাপিত আমল, নকশা, তাবীয, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি লেখার ও শেখার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তো।

ফিরিশতাদের মানুষের সূরতে পৃথিবীতে এসে কাজ করা আশ্চর্যের বিষয় নয় ; কারণ তারা আল্লাহ তাআলার সাম্রাজ্যের কর্মচারী। নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার প্রয়োজনে যখন যে সূরত ধারণ করা প্রয়োজন হয় তারা তখন তা-ই করতে পারে। এখনই এ মুহূর্তে আমাদের চারপাশে মানুষের সূরত ধরে এসে তাঁদের কাজ করে যাচ্ছে, তাদের কোনো খবরই জানার আমাদের কোনো উপায় নেই। তবে মানুষকে ফিরিশতাদের এমন কাজ শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করা যা মূলতই খারাপ–এর কারণ কি হতে পারে ? এখানে একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে, তাতে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন কোনো পুলিশ ছদ্মবেশে কোনো ঘুষখোর বিচারককে নোট-এর

بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে। আর তারা এর দ্বারা ক্ষতি করতে পারতো না কারো আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত।

وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ

আর তারা শিখতো (এমন কিছু) যা তাদের ক্ষতিই করতো, পারতো না কোনো উপকার করতে ; আর তারা নিশ্চিতভাবে জানতো যে, অবশ্যই যে তা (যাদু) ক্রয় করে, তার জন্য নেই

بَيْنَ–মধ্যে ; الْمَرْءِ–(ال+مرء) স্বামী, পুরুষ ; وَ–ও ; زَوْجِهٖ–(زوج+ه) তার স্ত্রী; وَ–আর; مَا هُمْ–(ما+هم) না তারা ; بِضَآرِّيْنَ–ক্ষতি করতে পারতো ; بِهٖ–এর দ্বারা; مِنْ اَحَدٍ–কারো কোনো ; اِلَّا–ব্যতীত ; بِاِذْنِ–নির্দেশ, অনুমতি ; اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র; وَ–আর; يَتَعَلَّمُوْنَ–(يتعلم+ون)–তারা শিখতো ; مَا–যা; يَضُرُّهُمْ–(يضر+هم) তাদের ক্ষতিই করতো ; وَ–এবং ; لَا يَنْفَعُهُمْ–(لا+ينفع+هم) পারতো না কোনো উপকার করতে; وَ–আর; لَقَدْ عَلِمُوْا–(ل+قد+علموا) তারা নিশ্চিতভাবে জানতো; لَمَنِ–(ل+من) অবশ্যই যে ; اشْتَرٰىهُ–(اشترى+ه) তা ক্রয় করে ; مَا لَهٗ–(ما+ل+ه) নেই তার জন্য ;

বিশেষ চিহ্ন দিয়ে ঘুষ হিসেবে প্রদান করে, যাতে সে হাতেনাতে তাকে গ্রেফতার করে তার ঘুষ খাওয়ার প্রমাণ পেশ করতে পারে এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার কোনো অবকাশই সে না পায়।

১৩৫. 'আমল' ও তাবীযের বাজারে সবচেয়ে বেশী চাহিদা ছিল এমন তাবীযের যদ্দারা অপরের বিবাহিতা স্ত্রীকে তার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের প্রতি প্রেমাসক্ত করে নেয়া যায়। এটা ছিল তাদের নৈতিক অধঃপতনের চরম পর্যায়।

দাম্পত্য সম্পর্ক হলো সভ্যতার মৌলিক বিষয়। নারী-পুরুষের সম্পর্কের সুস্থতার উপর মানব সভ্যতার সুস্থতা নির্ভরশীল। সুতরাং যে ব্যক্তি 'মানব সভ্যতা' নামক বৃক্ষটির মূলে কুঠারাঘাত করে তার চেয়ে নিকৃষ্ট বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সমাজে আর কে হতে পারে?

হাদীসে আছে যে, ইবলীস তার প্রতিনিধিদের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পাঠায়। তাদের যে প্রতিনিধি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর কাজ করে আসে, ইবলীস তার সাথে কোলাকুলি করে বলে, 'তুমিই কাজের কাজ করেছ।' আর অন্য প্রতিনিধিগণ যারা মানুষকে অন্যান্য পাপের কাজে লিপ্ত করে এসেছে তাদের কোনো কাজেই ইবলীস খুশী হয় না। তাদেরকে ইবলীস বলে, তোমরা কিছুই করনি।

فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○

আখেরাতে কোনো অংশ। আর অবশ্যই মন্দ তা যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করছে, যদি তারা জানতো।

(১০৩) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○

১০৩. আর যদি তারা ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আল্লাহর নিকট থেকে অধিক কল্যাণকর বদলা পেত। যদি তারা জানতো

فِي الْآخِرَةِ (فى+ال+اخرة)- আখিরাতে ; مِنْ خَلَاقٍ (من+خلاق)- কোনো অংশ ; وَ -আর ; لَبِئْسَ (ل+بئس)- অবশ্যই মন্দ ; مَا شَرَوْا (ما+شروا)- যা তারা বিক্রি করছে ; بِهِ (ب+ه)- যার বিনিময়ে ; أَنْفُسَهُمْ (انفس+هم)- তাদের আত্মাকে ; لَوْ -যদি ; كَانُوا يَعْلَمُونَ (كانوا+يعلم+ون)- তারা জানতো। (১০৩) وَ -আর ; لَوْ -যদি ; أَنَّهُمْ (ان+هم)- তারা ; آمَنُوا - ঈমান আনতো ; وَ -এবং ; اتَّقَوْا -তাকওয়া অবলম্বন করতো ; لَمَثُوبَةٌ (ل+مثوبة)- তারা বদলা পেত; مِنْ -থেকে ; عِنْدِ -নিকট ; اللَّهِ -আল্লাহর ; خَيْرٌ -অধিক কল্যাণকর; لَوْ -যদি ; كَانُوا يَعْلَمُونَ (كانو+يعلم+ون)- তারা জানতো।

এ হাদীস সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করার জন্য যে ফিরিশতাদ্বয় পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে কেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ ঘটানোর 'আমল' দিয়ে পাঠানো হয়েছিল এবং কেন তা লোকদেরকে শেখাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আসলে তাদের নৈতিক অধঃপতনের পরিমাপ করার উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়েছিল।

১২শ রুকূ' (আয়াত ৯৭-১০৩)-এর শিক্ষা

১। কুরআন মাজীদ ইতিপূর্বে অবতীর্ণ সকল আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী।

২। এটা মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ। সুতরাং কুরআন মাজীদ ছাড়া হিদায়াত পাওয়ার বিকল্প কোনো পথ ও পন্থা নেই।

৩। কুরআন মাজীদের বিধানকে অস্বীকার করলে ঈমান থাকে না।

৪। ফিরিশতাদেরকে গালমন্দ করলে তা প্রকারান্তরে আল্লাহ তাআলাকে গালমন্দ করার শামিল।

৫। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় যাদু এমন অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড যাতে কুফর, শিরক ও পাপাচার-এর মাধ্যমে জ্বিন শয়তানকে সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নেয়া হয়। কুরআন মাজীদে বর্ণিত বাবেল শহরে (ইরাকে অবস্থিত) যাদুর প্রচলন ছিল। এ যাদুকেই কুরআন মাজীদে কুফর বলে অভিহিত করেছে। তাই সকল প্রকার যাদুই হারাম।

৬। 'তাকওয়া' তথা আল্লাহ্‌র ভয় যাদের মধ্যে নেই তারাই যাদুর সাহায্য গ্রহণ করে। আর যারা যাদুর সাহায্য গ্রহণ করে আখিরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই যাদু বা যাদুকরদের শরণাপন্ন হওয়া যাবে না।

৭। যাদুকরদের সাহায্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো জঘন্য পাপ। সুতরাং এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে সর্বদা দূরে থাকতে হবে।

৮। জায়েয কাজ দ্বারা যদি অন্যরা নাজায়েয কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়ে তবে শরয়ী বিধান অনুযায়ী সেই জায়েয কাজও আর জায়েয থাকে না, নিষিদ্ধ কাজে পরিণত হয়। যেমন কোনো আলেমের জায়েয কাজ দেখে সাধারণ লোক বিভ্রান্ত হয় এবং নাজায়েয কাজে লিপ্ত হয় তখন তার জন্য তা আর জায়েয থাকে না। তবে শর্ত এই যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি শরয়ী দৃষ্টিতে জরুরী না হওয়া চাই। কুরআন-হাদীসে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৩
পারা হিসেবে রুকূ'১৩
আয়াত সংখ্যা-৯

(১০৪) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ

১০৪. ওহে যারা ঈমান এনেছো[১৩৬] তোমরা 'রায়িনা' বলো না, বরং 'উনযুরনা' বলো এবং শুনতে থাকো।[১৩৭] আর কাফিরদের জন্য রয়েছে

(১০৪) يَاَيُّهَا -ওহে ; الَّذِيْنَ -যারা ; اٰمَنُوْا -ঈমান এনেছো ; لَا تَقُوْلُوْا -তোমরা বলো না ; رَاعِنَا -(راع+نا) রায়িনা (আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন) ; وَ -এবং ; قُوْلُوا -তোমরা বলো ; انْظُرْنَا -(انظر+نا) উনযুরনা (আমাদের প্রতি খেয়াল করুন) ; وَ -এবং ; اسْمَعُوْا -তোমরা শুনতে থাকো ; وَ -আর ; لِلْكٰفِرِيْنَ -(ل+ال+كفرين) কাফিরদের জন্য রয়েছে ;

১৩৬. অত্র রুকূ' এবং এর পরবর্তী রুকূ'সমূহে নবী (স)-এর অনুসারীদেরকে সেসব অনিষ্টকর কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে যেসব কাজ ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে ইসলামী দলের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছিল। সেসব সন্দেহ-সংশয়ের জবাবও দেয়া হয়েছে যেগুলো মুসলমানদের অন্তরে সৃষ্টির প্রয়াস তারা চালাচ্ছিল। মুসলমানদের সাথে ইয়াহুদীদের আলাপ-আলোচনায় যেসব বিশেষ বিশেষ প্রসংগ উল্লেখিত হতো সেগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে সে বিষয়টিও সামনে থাকা প্রয়োজন যে, যখন নবী (স) মদীনায় আগমন করলেন এবং মদীনার চারপাশের অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়তে থাকলো, তখন ইয়াহুদীরা স্থানে স্থানে মুসলমানদের ধর্মীয় বিতর্কে জড়িত করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। তিলকে তাল করা, উপেক্ষণীয় বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া, প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্ন করা ও অন্তরে সন্দেহ-সংশয়ের বীজ বপন করার মারাত্মক রোগটি এসব সরলপ্রাণ মুসলমানদের অন্তরেও সঞ্চারিত করতে তারা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এমনকি তারা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর মজলিসে উপস্থিত হয়েও প্রতারণামূলক কথাবার্তা বলে নিজেদের হীন মানসিকতার প্রমাণ দিতে থাকে।

১৩৭. ইয়াহুদীরা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মজলিসে আসতো তখন সালাম-কালামে ও সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিজেদের অন্তরের উষ্মা প্রকাশ করার চেষ্টা চালাতো। রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবমাননা করার উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার, উচ্চস্বরে কথা

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ

বেদনাদায়ক শাস্তি। ১০৫. আহলে কিতাবের যারা কুফর করেছে এবং যারা মুশরিক তারা আশা করে না যে,

اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ۗ

তোমাদের উপর অবতীর্ণ হোক তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনো কল্যাণ ; আর আল্লাহ বিশেষভাবে মনোনীত করেন স্বীয় রহমতের জন্য যাকে ইচ্ছা করেন ;

عَذَابٌ –শাস্তি; اَلِيْمٌ –বেদনাদায়ক। (১০৫) مَا يَوَدُّ -(ما+يود) আশা করে না তারা; اَلَّذِيْنَ –যারা ; كَفَرُوْا –কুফর করেছে ; مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ -(من+اهل+ال+كتب) আহলি কিতাবের মধ্য থেকে; وَ –এবং; لَاالْمُشْرِكِيْنَ -(لا+ال+مشركين) -মুশরিকরাও নয়; اَنْ –যে; يُنَزَّلَ –অবতীর্ণ হোক; عَلَيْكُمْ –তোমাদের উপর; مِّنْ خَيْرٍ -(من+خير) কোনো কল্যাণ; مِّنْ –পক্ষ থেকে; رَبِّكُمْ -(رب+كم) –তোমাদের প্রতিপালকের; وَ –আর; اَللّٰهُ –আল্লাহ; يَخْتَصُّ –বিশেষভাবে মনোনীত করেন; بِرَحْمَتِهٖ (ب+رحمة+ه) স্বীয় রহমাতের জন্য; مَنْ –যাকে; يَّشَاءُ –তিনি ইচ্ছা করেন;

বলা এবং অনুচ্চস্বরে অন্য কথা বলা, বাহ্যিক কথাবার্তায় আদব-কায়দা মেনে চলার অভিনয় করে পর্দার অন্তরালে তাঁকে অপমান করার কোনো সুযোগই তারা ছাড়তো না। কুরআন মাজীদে সামনে এগিয়ে এর অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এখানে যে বিশেষ শব্দ ব্যবহার করতে মুসলমানদের বারণ করা হয়েছে তা বিভিন্ন অর্থবোধক। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আলোচনার মাঝে যদি 'একটু থামুন' বা 'একটু বুঝার সময় দিন' বলার প্রয়োজন হতো তখন ইয়াহুদীরা 'রায়িনা' বলতো। এর সাধারণ অর্থ–'আমাদের একটু সুযোগ দিন' বা 'আমাদের কথা শুনুন' ; কিন্তু আরও কিছু অর্থ রয়েছে। হিব্রু ভাষায় এর অর্থ 'শোন, তুই বধির হয়ে যা'। আরবী ভাষার এর একটি অর্থ–'মূর্খ ও নির্বোধ।' আলোচনার মাঝে এ শব্দ প্রয়োগ করলে অর্থ দাঁড়াতো–'আমাদের কথা যদি তোমরা শোনো, তাহলে তোমাদের কথাও আমরা শুনবো। শব্দটিকে একটু দীর্ঘ করে 'রাঈনা' উচ্চারণ করলে এর অর্থ হতো 'হে আমাদের রাখাল'। ইয়াহুদীরা শব্দটিকে বিকৃত করে উচ্চারণ করা এবং ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করার সুযোগ পেতো বলে মুসলমানদেরকে এর পরিবর্তে 'উনযুরনা' (আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন) শব্দ ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে ইয়াহুদীদের দুরভিসন্ধি নস্যাত হয়ে যায়। অতপর বলা হয়েছে, 'মনোযোগ দিয়ে কথা শোনো'–এর অর্থ হলো, মনোযোগ দিয়ে কথা শুনলে আলোচনার মাঝে এসব শব্দ বলে বিঘ্ন সৃষ্টি করার প্রয়োজন হবে না। ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে না বলেই তাদের একথা বারবার বলার প্রয়োজন হতো। যেহেতু মুসলমানরা তাঁর

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٥﴾ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ

আর আল্লাহ তো মহান অনুগ্রহকারী। ১০৬. যা আমি রহিত করি কোনো আয়াত বা ভুলিয়ে দেই, আনয়ন করি তার চেয়ে উত্তম (কোনো আয়াত)

اَوْ مِثْلِهَا ۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ

অথবা তার সমতুল্য ;[১৩৮] তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ১০৭. তুমি কি জানো না যে, নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র জন্যই রয়েছে আধিপত্য।

وَاللّٰهُ-আল্লাহ; ذُو الْفَضْلِ-(ذو+ال+فضل)-অনুগ্রহশীল; الْعَظِيْمِ-(ال+عظيم)-মহান। (১০৬) مَا-যা ; نَنْسَخْ-আমি রহিত করি; مِنْ اٰيَةٍ-(من+اية)-কোনো আয়াত; اَوْ-অথবা; نُنْسِهَا-(ننس+ها)-আমি যা ভুলিয়ে দেই ; نَاْتِ-আমি আনয়ন করি; بِخَيْرٍ-(ب+خير)-যা উত্তম ; مِّنْهَا-(من+ها) তার চেয়ে ; اَوْ-অথবা; مِثْلِهَا-(مثل+ها)-তার সমতুল্য; اَلَمْ تَعْلَمْ-(آ+لم+تعلم)-তুমি কি জানো না; اَنَّ-নিশ্চয়; اللّٰهَ-আল্লাহ; عَلٰى-উপর; كُلِّ شَيْءٍ-সবকিছুর; قَدِيْرٌ-সর্বশক্তিমান। (১০৭) اَلَمْ تَعْلَمْ-(ا+لم+تعلم)-তুমি কি জানো না যে; اَنَّ-নিশ্চিতভাবে ; اللّٰهَ-আল্লাহ; لَهٗ-(ل+ه)-তাঁর জন্য রয়েছে ; مُلْكُ-আধিপত্য ;

কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে তাই তাদের একথা বলার প্রয়োজন হবে না। আর যদি হয়ই তাহলে 'উনযুরনা' বললেই শব্দটিকে ইয়াহুদীদের বিকৃত করার সুযোগ থাকবে না।

১৩৮. এখানে একটি বিশেষ সন্দেহের জবাব দেয়া হয়েছে, যা মুসলমানদের অন্তরে সৃষ্টি করার জন্য ইয়াহুদীরা চেষ্টা চালাতো। তাদের অভিযোগ ছিল যে, ইতিপূর্বেকার কিতাবগুলো যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসে থাকে আর কুরআনও আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ হয় তাহলে তার কিছু বিধান পরিবর্তন করে অন্য বিধান কেন দেয়া হয়েছে ? একই আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আহ্বান কিভাবে অবতীর্ণ হতে পারে ! আবার তোমাদের কুরআন দাবি করে যে, ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা আল্লাহ্‌র কিতাবের কিছু অংশ ভুলে গিয়েছে, আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা কিভাবে বিলুপ্ত হতে পারে ? ইয়াহুদীরা উপরোক্ত তত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য বা জানার জন্য এসব বলতো না ; বরং মুসলমানদের অন্তরে কুরআন মাজীদের প্রতি সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই বলতো। এর জবাবে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 'আমি মালিক, আমার ক্ষমতা সীমাহীন, আমি আমার যে হুকুমকে ইচ্ছা রহিত করে দেব এবং যে হুকুমকে ইচ্ছা মিটিয়ে দেব ; কিন্তু যা আমি রহিত করি বা মিটিয়ে দেই তার চেয়ে উত্তমটা সেখানে স্থলাভিষিক্ত করি। কমপক্ষে তার সমতুল্য উপকারী ও উপযোগী বিধানই সেখানে স্থলাভিষিক্ত করি।

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

আসমানসমূহ ও যমীনের ? আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের নেই কোনো বন্ধু এবং নেই কোনো সাহায্যকারী।

(১০৮) اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۭ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ

১০৮. তোমরা কি চাও যে, প্রশ্ন করবে তোমাদের রাসূলকে ঠিক তেমনি যেমন প্রশ্ন করা হয়েছিল ইতিপূর্বে মূসাকে ?[১৩৯] আর যে পরিবর্তীত করেছে

السَّمٰوٰتِ –(ال+سموت) আসমানসমূহ ; وَ –ও ; الْاَرْضِ –যমীনের; وَ –আর; مَالَكُمْ –(ما+ل+كم)–নেই তোমাদের জন্য; مِنْ دُوْنِ –ছাড়া; اللّٰهِ –আল্লাহ; مِنْ وَّلِيٍّ –(من+ولي) কোনো বন্ধু; وَّ –এবং; لَانَصِيْرٍ –নেই কোনো সাহায্যকারী। (১০৮) اَمْ –কি, অথবা; تُرِيْدُوْنَ –(تريد+ون) তোমরা চাও ; اَنْ –যে ; تَسْـَٔلُوْا –তোমরা প্রশ্ন করবে; رَسُوْلَكُمْ –(رسول+كم) তোমাদের রাসূলকে ; كَمَا –তেমনি যেমন; سُئِلَ –প্রশ্ন করা হয়েছিল; مُوْسٰى –মূসাকে; مِنْ قَبْلُ –ইতিপূর্বে ; وَ –আর; مَنْ –যে ; يَّتَبَدَّلِ –পরিবর্তন করে ;

'নানসাখ' শব্দটি 'নাসখ' থেকে উদ্ভূত। 'নাসখ'-এর শাব্দিক অর্থ–দূর করা, বাতিল করা, মুছে ফেলা, রহিত করা। শরয়ী পরিভাষায়–কুরআন মাজীদের কোনো আয়াতের বিধানকে অন্য আয়াত দ্বারা রহিত করাকে 'নাসখ' বলা হয়। এ ক্ষেত্রে রহিতকারী আয়াতটিকে 'নাসেখ' এবং রহিতকৃত আয়াতকে 'মানসূখ' বলা হয়।

'নাসখ-এর তিনটি রূপ–

(১) তিলাওয়াত তথা মূল পাঠ বর্তমান, বিধান মানসুখ, যেমন– لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন)

(২) তিলাওয়াত মানসূখ, বিধান বর্তমান ; যেমন–

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

(বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তাদেরকে 'রজম' করো, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষাপ্রদ শাস্তি, আর আল্লাহতো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়)

(৩) তিলাওয়াত ও বিধান উভয়ই মানসূখ ; যেমন–সূরা আহযাব ও সূরা তালাকের রহিত আয়াতসমূহ।

১৩৯. ইয়াহুদীরা বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা করে মুসলমানদের সামনে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে মুসলমানদের এ বলে উস্কে দিতো যে, তোমাদের নবীকে এটা

الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ

কুফরকে ঈমানের সাথে, নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারিয়েছে। ১০৯. আহলে কিতাব-এর অনেকে আকাঙ্ক্ষা করে,

لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم

নিজেদের অন্তরের ঈর্ষা বশত[১৪০] যদি তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিতে পারে

الْكُفْرَ–(ال+كفر) –কুফরকে ; بِالْإِيمَانِ–(ب+ال+ايمان) –ঈমানের সাথে ; فَقَدْ –নিশ্চিতভাবে ; ضَلَّ –সে হারিয়েছে, পথভ্রষ্ট হয়েছে; سَوَاءَ–সরল, সমতল; السَّبِيلِ–(ال+سبيل) পথ। ﴿١٠٩﴾ وَدَّ–আকাঙ্ক্ষা করে; كَثِيرٌ–অনেকে; مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ–(من+اهل+ال+كتب) –আহলে কিতাবের ; لَوْ–যদি ; يَرُدُّونَكُم–(يردوا+ون+كم) –তারা তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিতে পারে ; مِّن بَعْدِ–(من+بعد) পরে; إِيمَٰنِكُمْ–(ايمان+كم) তোমাদের ঈমান আনার ; كُفَّارًا–কুফরীর দিকে; حَسَدًا–ঈর্ষা বশত; مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم–(من+عند+انفس+هم) তাদের নিজেদের অন্তরের ;

সম্পর্কে প্রশ্ন করো, ওটা সম্পর্কে প্রশ্ন করো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তোমরা ইয়াহুদীদের নীতি অবলম্বন করো না। রাসূলুল্লাহ (স)-ও এ সম্পর্কে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন যে, অনর্থক প্রশ্ন করে অতীত উম্মতেরা ধ্বংস হয়েছে, তোমরা তা থেকে বেঁচে থাকো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেননি, সেসব খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করো না।

১৪০. অতপর মুসলমানদেরকে পুনরায় সতর্ক করা হচ্ছে যে, ইয়াহুদীদের সকল তৎপরতা এ উদ্দেশ্যে যেন তোমাদেরকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করে কুফরীতে লিপ্ত করতে পারে। তোমরা এটা মনে করো না যে, তাদের সক্রিয়তা তোমাদের কল্যাণের জন্য এবং তারা তোমাদের দীনকে সত্য জানে, এবং ইসলামের সহায়তাকল্পে তারা এসব করছে। আর এটা মনে করারও কোনো কারণ নেই যে, ইসলাম সম্পর্কে তাদের ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে, তা নিরসনকল্পে তারা এ ধরনের প্রশ্ন করছে ; বরং এসব কিছু তোমাদের প্রতি তাদের অন্তরের ঘৃণার বহিপ্রকাশ বৈ কিছু নয়। যদিও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তারা ভালোভাবেই ওয়াকিফহাল।

মুসলমানদের প্রতি এ সতর্কবাণী এজন্য প্রয়োজন ছিল যে, কোনো কোনো সরলপ্রাণ মুসলমান এ ধরনের ভুল বুঝে না বসে যে, এ আহলে কিতাব আমাদের কল্যাণকামী, তারা আমাদের জন্য মাথা ঘামাচ্ছে শুধুমাত্র তাদের ঈমানী দায়িত্ব পালন

مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقُّۖ فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓۗ

তাদের নিকট সত্য প্রকাশ হওয়ার পর, অতএব তোমরা ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো,[১৪১] যতোক্ষণ না আল্লাহ্র কোনো নির্দেশ আসে ;[১৪২]

إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ﴿١١٠﴾ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ১১০. আর তোমরা 'সালাত' কায়েম করো এবং যাকাত দান করো, আর যা তোমরা পূর্বে প্রেরণ করো

مِنۢ بَعۡدِ-(من+بعد) পরে ; مَا تَبَيَّنَ-প্রকাশ হওয়ার ; لَهُمُ-(ل+هم)-তাদের নিকট; الْحَقُّ-(ال+حق) সত্য ; فَاعْفُوا-(ف+اعفوا) অতএব তোমরা ক্ষমা করো; وَ- এবং ; اصْفَحُوا-(তোমরা) উপেক্ষা করো ; حَتّٰى-যতোক্ষণ না ; يَأْتِيَ-আসে; اللّٰهُ-আল্লাহ্র ; بِأَمْرِهٖ-(ب+امر+ه) তাঁর নির্দেশ ; اِنَّ-নিশ্চয় ; اللّٰهَ-আল্লাহ; عَلٰى-উপর ; كُلِّ شَيْءٍ-(كل+شيء) সবকিছুর ; قَدِيْرٌ-সর্বশক্তিমান। ﴿١١٠﴾ وَ-আর; اَقِيْمُوا-তোমরা কায়েম করো ; الصَّلٰوةَ-(ال+صلوة) সালাত (নামায); وَ-এবং; اٰتُوا-দান করো; الزَّكٰوةَ-(ال+زكوة) যাকাত; وَ-আর; مَا تُقَدِّمُوا-(ما+تقدموا)-যা তোমরা পূর্বে প্রেরণ করো ;

এবং দীনী খিদমতের খাতিরে। কুরআন মাজীদ এ ধরনের ভুল বুঝাবুঝির নিরসন করে দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–এ কোনো দীনী জযবা নয় ; বরং তাদের অন্তরের ঘৃণা-বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

১৪১. 'আফু'-এর এক অর্থ অন্তর থেকে ক্ষমা করে দেয়া ; আর দ্বিতীয় অর্থ উপেক্ষা করা। আর 'ইসফাহ'-এর অর্থও দৃষ্টিপাত না করা ও উপেক্ষা করা।

১৪২. অর্থাৎ ইয়াহুদীদের হিংসা-বিদ্বেষ দেখে তোমরা অস্থির হয়ো না, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলো না, বরং তোমরা উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করো। অনর্থক তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে তোমাদের মূল্যবান সময় ও মানসিক শ্রমের অপচয় করো না। ধৈর্য ধরে থাকো এবং দেখো আল্লাহ কি করেন। অনর্থক নিজেদের শক্তিক্ষয় না করে আল্লাহর স্মরণ এবং সৎ ও কল্যাণকর কাজে তা ব্যয় করো। এগুলোই আল্লাহর দরবারে ফলপ্রসূ হবে, ওদের কর্মকাণ্ড নয়।

অতপর ইয়াহুদীদের প্রতি ধমকের সুরে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ্র নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। 'বিআমরিহী'-এর মধ্যে সেসব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা পরবর্তীতে ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ, তাদের পরাজয়, হত্যা ও দেশ থেকে বহিষ্কারের মাধ্যমে ঘটেছে।

لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

সৎকর্মের যাকিছু তোমাদের নিজেদের জন্য, তা তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট পাবে ; নিশ্চয় তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।[১৪৩]

﴿١١١﴾ وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۭ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ۭ

১১১. আর তারা বলে, কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না সে ব্যতীত, যে ইয়াহুদী বা খৃস্টান ; এটা তাদের মনের বাসনা,[১৪৪]

لِاَنْفُسِكُمْ-(ل+انفس+كم) তোমাদের নিজেদের জন্য ; مِّنْ خَيْرٍ-(من+خير) সৎকর্মের; تَجِدُوْهُ-(تجدو+ه) তা তোমরা পাবে ; عِنْدَ-নিকট ; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র; اِنَّ-নিশ্চয় ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; بِمَا-যা কিছু; تَعْمَلُوْنَ-(تعمل+ون)-তোমরা করো; بَصِيْرٌ-সম্যক দ্রষ্টা। ﴿١١١﴾ وَ-আর ; قَالُوْا-তারা বলে ; لَنْ يَّدْخُلَ-(لن+يدخل)-কেউ কখনও প্রবেশ করবে না ; الْجَنَّةَ-(ال+جنة) জান্নাতে ; اِلَّا-ব্যতীত; مَنْ كَانَ-(من+كان)-যে হবে; هُوْدًا-ইয়াহুদী; اَوْ-অথবা; نَصٰرٰى-খৃস্টান; تِلْكَ-এটা; اَمَانِيُّهُمْ-(امانى+هم)-তাদের মনের বাসনা ;

১৪৩. এখানে ইসলাম বিরোধীদের বিরোধিতার জবাবে মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, তোমরা যদি বিরোধিতার এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চাও তাহলে 'সালাত' কায়েম করো এবং যাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করো। এতে তোমাদের আত্মিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ হবে, যা তোমাদেরকে প্রথমত বিরোধীদের সৃষ্ট প্ররোচনা থেকে নিরাপদ করবে ; দ্বিতীয়ত তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ভিত্তিতে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় গড়ে তুলবে, যার ফলে দুনিয়ার কোনো শক্তি তোমাদেরকে সত্য পথ থেকে এক চুলও নড়াতে পারবে না। কুরআন মাজীদে সালাত ও যাকাতকে সকল দীনের ভিত্তি, সমগ্র প্রশিক্ষণ-সংশোধনের মূল এবং সমস্ত শক্তির উৎস বলে নির্ধারণ করেছে।

১৪৪. মুসলমানদেরকে প্ররোচনা দিয়ে পথভ্রষ্ট করার জন্য ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। ইতিপূর্বে তারা কুরআন মাজীদের আয়াত রহিত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। অতপর ইয়াহুদী-খৃস্টানদের তরফ থেকে প্রোপাগাণ্ডা চালানো হচ্ছে একথা বলে যে, নাজাত তথা পরকালে মুক্তির জন্য যদি কোনো রাস্তা থাকে তা হলো মানুষ ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করবে অথবা খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করবে। এ দুটোই আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। এ দুটো বর্তমান থাকাবস্থায় কোনো নতুন জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজন বা অবকাশ কোনোটিই নেই।

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾ بَلٰى ۚ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ

আপনি বলুন, 'তোমরা প্রমাণ পেশ করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ১১২. হাঁ, যে নিজেকে আল্লাহ্‌র জন্য সমর্পণ করেছে

وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

এবং সে সৎকর্মশীলও বটে, তার জন্য রয়েছে তার প্রতিদান তার প্রতিপালকের নিকট ; তাদের নেই কোনো ভয় এবং তারা ব্যথিতও হবে না।[১৪৫]

قُلْ-আপনি বলুন ; هَاتُوا-পেশ করো ; بُرْهَانَكُمْ-(برهان+كم) তোমাদের প্রমাণ; ان-যদি ; كُنْتُمْ-হও তোমরা ; صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদী। ﴿١١٢﴾ بَلٰى-হাঁ ; مَنْ-যে ; أَسْلَمَ-সমর্পণ করেছে; وَجْهَهُ-(وجه+ه) তার চেহারাকে অর্থাৎ নিজেকে ; لِلّٰهِ-(ل+الله) আল্লাহ্‌র জন্য; وَ-এবং; هُوَ-সে; مُحْسِنٌ-সৎকর্মশীলও বটে; فَلَهُ-(ف+ل+ه)-তার জন্য রয়েছে; أَجْرُهُ-(اجر+ه)-তার প্রতিদান; عِنْدَ-নিকট; رَبِّهِ-তার প্রতিপালকের; وَ-আর ; لَاخَوْفٌ-(لا+خوف) নেই কোনো ভয় ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের ; وَ-আর ; لَاهُمْ-(لا+هم) না তারা ; يَحْزَنُوْنَ-ব্যথিত হবে।

ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা পরস্পর চরম শত্রু। অতীতে তাদের মধ্যে খুন-খারাবী অব্যাহত গতিতে চলছিল ; কিন্তু ইসলামের বিরোধিতায় তারা পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা করে নিয়েছে। উভয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই প্রোপাগাণ্ডায় মেতে উঠেছে যে, 'যে ব্যক্তিই পরকালে মুক্তির প্রত্যাশী সে হয়তো ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করবে নচেৎ খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করবে, ইসলাম নামে এ নূতন জীবন ব্যবস্থা আবার কি ? এটা তো একটি ফিতনা ছাড়া কিছুই নয়।'

বর্তমান কালেও আমরা যদি একটু চোখ খুলে ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের তৎপরতা লক্ষ্য করি, তাহলে একই চিত্র দেখতে পাবো। চৌদ্দ শত বছর পূর্বের চিত্রই সারা পৃথিবীতে বিরাজমান।

১৪৫. অর্থাৎ পরকালে মুক্তি ও জান্নাত প্রাপ্তির জন্য ইয়াহুদী বা খৃস্টান হওয়া শর্ত নয় ; বরং মানুষকে প্রথমতঃ মুসলমান হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ মুহসিন হতে হবে। 'মুসলিম' হওয়ার অর্থ মানুষ নিজেকে পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে সমর্পণ করবে। আল্লাহ্‌র নবী-রাসূলদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য সৃষ্টি না করে নিজের পূর্ণ জীবনকে তাঁর শরীয়াতের বিধি-বিধানের অনুগত করে দেবে। আর 'মুহসিন' হওয়ার অর্থ, শরয়ী বিধিবিধান পূর্ণ নিষ্ঠা, সততা ও পূর্ণ আনুগত্যের সাথে পালন করবে। যারা এরূপ ইবাদত ও আনুগত্যের হক আদায় করবে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের

নিকট রয়েছে প্রতিদান। তাদের কোনো শংকা বা ভয়ের কারণ নেই ; আর সেখানে তাদের চিন্তিত ও দুঃখিত হতেও হবে না। এটাই আম্বিয়ায়ে কিরামের শিক্ষা, এটাই আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা। আর এটা জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃতির চাহিদা।

১৩শ রুকূ' (আয়াত ১০৪-১১২)-এর শিক্ষা

১। কাফির ও মুশরিকরা কখনো মুসলমানদের কল্যাণকামী হতে পারে না। যারা মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করে না তারা কোনো অবস্থায়ই মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না। মুসলমানদের মধ্যে যারা–আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত মুসলমানদের অকল্যাণকামী–ইয়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাও মুসলমানদের শত্রু।

২। মুসলমানদের বন্ধু ও সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। মুসলমানদের প্রতি ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের বন্ধুত্বের প্রদর্শনী মুসলমানদের কল্যাণে নয় ; বরং তাদের কামনা–তারা যেন মুসলমানদেরকে দীনে হক থেকে বিচ্যুত করতে পারে। সুতরাং মুসলমানদেরকে সজাগ থাকতে হবে যে, এ প্রচেষ্টা আজও অপরিবর্তিত রয়েছে।

৩। ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় ততোদিন পর্যন্ত ক্ষমা এবং উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করতে হবে, যতোদিন না আল্লাহর ফায়সালা কার্যকরী হয়। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি তাঁর অনুগত বান্দাহদেরকে কখনো অসহায় ছেড়ে দেবেন না।

৪। কোনো অবস্থায়ই 'সালাত' ও 'যাকাত' পরিত্যাগ করা যাবে না। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এতেই নিহিত রয়েছে। ঈমানের পরই সালাতের স্থান। এর পরবর্তী স্থান হলো যাকাতের। ইসলামী সমাজের ঐক্য ও সংহতিও এ দুটো ইবাদতের উপর নির্ভরশীল।

৫। আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ পালন না করে জাতীয়তার দোহাই দিয়ে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা করা অলীক স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকার শামিল।

৬। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও সৎকর্মের মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশা করা যেতে পারে। আর এর মাধ্যমেই আখিরাতে শংকামুক্ত, নিরুদ্বেগ ও সুখময় জীবন লাভ সম্ভব।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৯

⑪③ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ

১১৩. আর ইয়াহুদীরা বলে, খৃস্টানরা কোনো কিছুর উপরই নেই ; আর খৃস্টানরা বলে, ইয়াহুদীরা নেই

عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

কোনো কিছুর উপর ; অথচ তারা সবাই কিতাব পাঠ করে।[১৪৬] এরূপ তারা বলে, যারা জানে না কিছুই

مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

ওদের কথার মতো ;[১৪৭] অতএব আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন সে বিষয়ে যাতে তারা মতবিরোধ করতো।[১৪৮]

(১১৩) وَ-আর; قَالَت-বলে ; الْيَهُوْدُ (ال+يهود)-ইয়াহুদীরা ; لَيْسَت-নেই; النَّصٰرٰى (ال+نصرى)-খৃস্টানরা; عَلٰى-উপরে; شَيْءٍ-কোনো কিছুর ; وَ-আর ; قَالَت-বলে; النَّصٰرٰى (ال+نصرى)-খৃস্টানরা; لَيْسَت-নেই; الْيَهُوْدُ (ال+يهود)-ইয়াহুদীরা; عَلٰى-উপরে ; شَيْءٍ-কোনো কিছুর ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারা সবাই; يَتْلُوْنَ-পাঠ করে; الْكِتٰبَ (ال+كتب) কিতাব ; كَذٰلِكَ-এরূপ ; قَالَ-বলে; الَّذِيْنَ-যারা; لَا يَعْلَمُوْنَ (لا+يعلم+ون) তারা জানে না কিছুই; مِثْلَ-মতো; قَوْلِهِمْ (قول+هم)-তাদের কথার ; فَاللّٰهُ (ف+الله) অতএব আল্লাহ; يَحْكُمُ-ফায়সালা করে দেবেন; بَيْنَهُمْ (بين+هم) তাদের মধ্যে ; يَوْمَ-দিন; الْقِيٰمَةِ (ال+قيمة) কিয়ামতের; فِيْمَا (فى+ما) সে বিষয়, যাতে; كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (كانوا+ فى+ه+يختلف+ون)-তারা মতবিরোধ করতো।

১৪৬. প্রত্যেক নবীর যুগেই ঈমানের মূলনীতি ছিল অভিন্ন। তবে সৎকর্মের নিয়ম-নীতিতে কিছু পার্থক্য ছিল। এতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে। তাওরাতের যুগে মূসা (আ)-এর নির্দেশিত কার্যাবলীই ছিল সৎকর্ম। ইনজীলের যুগে তাওরাতসহ ঈসা (আ)-এর নির্দেশিত কার্যাবলীই ছিল সৎকর্ম। আর বর্তমানে কুরআনের যুগে সেসব

⑪④ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا

১১৪. আর তার চেয়ে বড় যালেম কে, যে বাধা দেয় আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে এবং তা ধ্বংস করতে চেষ্টা করে ?

أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ

এসব লোকের জন্য তাতে (মসজিদে) প্রবেশ করা বিধেয় ছিল না ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া ব্যতীত ;[১৪৭] তাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে লাঞ্ছনা,

⑪④ وَ–আর ; مَنْ–কে ; أَظْلَمُ–বড় যালেম ; مِمَّنْ–(من+من) তার চেয়ে ; مَنَعَ–বাধা দেয় ; مَسْجِدَ–মসজিদসমূহে ; اللَّهِ–আল্লাহ্‌র ; أَنْ يُذْكَرَ–(ان+يذكر) স্মরণ করতে ; فِيهَا–(فى+ها) তাতে ; اسْمُهُ–(اسم+ه) তাঁর নাম ; وَ–এবং; سَعَى–চেষ্টা করে; فِي خَرَابِهَا–(فى+خراب+ها) তা ধ্বংস করতে ; أُولَٰئِكَ–এসব; مَا كَانَ–(ما+كان) বিধেয় ছিলো না ; لَهُمْ–(ل+هم)-তাদের জন্য ; أَنْ يَدْخُلُوهَا–(ان+يدخلو+ها) তাতে প্রবেশ করা ; إِلَّا–ব্যতীত, ছাড়া ; خَائِفِينَ–ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া; لَهُمْ–(ل+هم) তাদের জন্য রয়েছে ; فِي الدُّنْيَا–(فى+ال+دنيا) পৃথিবীতে; خِزْيٌ–লাঞ্ছনা;

কার্যাবলী সৎকর্ম হওয়ার যোগ্য যা শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বাণী এবং তৎকর্তৃক আনীত আসমানী গ্রন্থ কুরআন মাজীদের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল।

১৪৭. ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত হলো, তারা উভয় সম্প্রদায়ের বক্তব্যই মুশরিক আরবদের মতোই মূর্খতাসুলভ, যাদের আসমানী কিতাব সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই।

১৪৮. কুরআন মাজীদে ইয়াহুদী, খৃস্টান প্রমুখ আহলে কিতাবদের মতবিরোধ ও সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌র ফায়সালা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের সতর্ক করা, যাতে তারাও এমন ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত না হয় যে, আমরা তো বংশানুক্রমে মুসলমান। অফিস-আদালতে সর্বত্র আমাদের নাম মুসলমানদের তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে। আমরা নিজেরাও মুখে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করি। সুতরাং নবী (স)-এর সাথে ওয়াদাকৃত জান্নাত ও সকল পুরস্কার আমাদেরই প্রাপ্য। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফায়সালা হলো, ঈমানের মূলনীতি ভঙ্গ করে সৎকর্ম থেকে বিমুখ হয়ে ইয়াহুদীরা যেমন তাওরাতের অনুসারী বলে দাবি করতে পারে না, তদ্রূপ খৃস্টানরাও সৎকর্ম বিমুখ হয়ে ইনজীলের অনুসারী বলে দাবি করতে পারে না তাই তাওরাত ও ইনজীল ওয়াদাকৃত সৎকর্মের প্রতিদানে জান্নাত পাওয়ারও তারা যোগ্য হতে পারে না। অনুরূপভাবে তোমরা মুসলমানরাও ঈমান ও সৎকর্ম বিমুখ হয়ে এবং

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।
১১৫. আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই।

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

অতএব যেদিকে তোমরা মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহ্‌র চেহারা (বিরাজমান),[১৫০] নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপক সর্বজ্ঞ।[১৫১] ১১৬. আর তারা বলে, আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন

وَ–আর; لَهُمْ–(ل+هم)–তাদের জন্য রয়েছে; فِى الْاٰخِرَةِ–(فى+ال+اخرة) আখিরাতে; عَذَابٌ–শাস্তি ; عَظِيْمٌ–মহা। (১১৫) وَ–আর ; لِلّٰهِ–আল্লাহ্‌রই ; الْمَشْرِقُ–(ال+ مشرق) পূর্ব ; وَ–ও ; الْمَغْرِبُ–(ال+مغرب) পশ্চিম ; فَاَيْنَمَا–অতএব যেদিকে; تُوَلُّوْا–তুমি মুখ ফিরাও ; فَثَمَّ–(ف+ثم) সেখানেই (বিরাজমান) ; وَجْهُ–চেহারা; اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র ; اِنَّ–নিশ্চয় ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; وَاسِعٌ–সর্বব্যাপক ; عَلِيْمٌ–সর্বজ্ঞ। (১১৬) وَ–আর ; قَالُوْا–তারা বলে ; اتَّخَذَ–গ্রহণ করেছেন; اللّٰهُ–আল্লাহ ;

কুরআন ও রাসূলের শিক্ষার কোনো তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র মুসলিম আবাস ভূমিতে জন্মগ্রহণ ও মুখে মুখে মুসলমান হওয়ার দাবি করেই তোমরা মুসলমান থাকতে পারো না ; আর প্রতিদানে জান্নাত পাওয়ার যোগ্যও হতে পারো না।

১৪৯. অর্থাৎ এসব লোক তো দীনী প্রতিষ্ঠান মসজিদ-মাদ্রাসাসমূহে প্রবেশের অধিকারও পেতে পারে না ; দীনী প্রতিষ্ঠানের মুতাওয়াল্লী বা অভিভাবক হওয়া তো দূরের কথা। দীনী প্রতিষ্ঠানসমূহের মুতাওয়ালী হবে মুমিন ও আল্লাহভীরু লোকেরা, যাতে এসব ফাসেক-ফাজের লোক যদি সেখানে গিয়েও থাকে, তবে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে যে, এখানে মন্দ কাজ করার ষড়যন্ত্র করলে শাস্তি পেতে হবে। এখানে মক্কার কাফিরদের অত্যাচারের দিকে সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে যে, তারা নিজ সম্প্রদায়ের সেসব লোককে বায়তুল্লায় আসতে বাধা দিয়েছিল, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

১৫০. অর্থাৎ পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল সবই আল্লাহ্‌র। তিনি সকল দিক ও সকল স্থানের মালিক। তিনি কোনো স্থানের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নন। তাই তাঁর ইবাদাতের জন্য কোনো স্থান নির্ধারণ করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ সেখানে বা সেদিকে অবস্থান করেন। আর এটা নিয়ে বিতর্ক করারও কোনো অবকাশ নেই যে, তোমরা পূর্বে যেদিকে ফিরে ইবাদাত করতে, এখন তা কেন বদলে ফেলেছো ?

১৫১. অর্থাৎ আল্লাহ কোনো স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। তিনি সংকীর্ণ অন্তর, সংকীর্ণ দৃষ্টি, সংকীর্ণ ক্ষমতার অধিকারী নন, যেমন তোমরা নিজের উপর অনুমান করে

وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ○

সন্তান। তিনি অতি পবিত্র ; বরং আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর ; সবকিছুই তাঁর অনুগত।

(১১৭) بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اِذَا قَضٰۤی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ ○

১১৭. (তিনি) উদ্ভাবক আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের, যখন তিনি কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন তখন অবশ্যই সেটিকে বলেন, 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

(১১৮) وَ قَالَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا یُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِیْنَاۤ اٰیَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِیْنَ

১১৮. আর যারা কিছু জানে না তারা বলে, আল্লাহ কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না; কিংবা কেন আমাদের নিকট কোনো নিদর্শন আসে না ?[১৫২] এরূপভাবে বলতো

وَلَدًا –সন্তান; سُبْحٰنَهٗ –(سبحن+ه) তিনি অতি পবিত্র ; بَلْ –বরং ; لَهٗ –তাঁর জন্য ; مَا –যা কিছু ; فِی السَّمٰوٰتِ –(فی+ال+سموت) আসমানে ; وَ –ও ; الْاَرْضِ –যমীনে ; كُلٌّ –সবকিছুই ; لَهٗ –তাঁর ; قٰنِتُوْنَ –অনুগত। (১১৭) بَدِیْعُ –উদ্ভাবক ; السَّمٰوٰتِ –(ال+سموت) আকাশমণ্ডল ; وَ –ও ; الْاَرْضِ –ভূমণ্ডলের ; وَاِذَا –(و+اذا) আর যখন; قَضٰی –তিনি সিদ্ধান্ত নেন ; اَمْرًا –কোনো বিষয়ের ; فَاِنَّمَا –(ف+ان+ما) তখন অবশ্যই ; یَقُوْلُ –তিনি বলেন ; لَهٗ –সেটিকে ; كُنْ –হয়ে যাও ; فَیَكُوْنُ –(ف+یکون) অমনি তা হয়ে যায়। (১১৮) وَ –আর ; قَالَ –বলে ; الَّذِیْنَ –যারা ; لَا یَعْلَمُوْنَ –(لا+یعلم+ون) কিছু জানে না তারা ; لَوْلَا یُكَلِّمُنَا –(لولا+یکلمنا) কেন কথা বলেন না আমাদের সাথে ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; اَوْ –অথবা ; تَاْتِیْنَاۤ –আসে না আমাদের নিকট ; اٰیَةٌ –কোনো নিদর্শন ; كَذٰلِكَ –এরূপ ; قَالَ –বলতো (তারা); الَّذِیْنَ –যারা ;

ধারণা করে রেখেছো। বরং তাঁর প্রভুত্ব বিশাল-বিস্তৃত এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রও ব্যাপক। আর তিনি এও জানেন যে, তাঁর কোন্ বান্দা কখন কি নিয়তে তাঁকে স্মরণ করে।

১৫২. তাদের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ হয়তো নিজে এসে বলবেন যে, এটা আমার কিতাব, এটা আমার বিধি-বিধান ; তোমরা এটার অনুসরণ-অনুকরণ করো। অথবা তিনি এমন কোনো নিদর্শন আমাদেরকে দেখাবেন যাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, মুহাম্মাদ (স) যা কিছু বলছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত।

مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের কথার মতো ;[১৫৩] তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয় আমি নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।[১৫৪]

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝ ﴿١١٩﴾

১১৯. নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য দীনসহ সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছি।[১৫৫] আর আপনি জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না।

مِنْ قَبْلِهِمْ (من+قبل+هم) তাদের পূর্ববর্তীরা ; مِثْلَ – মতো ; قَوْلِهِمْ (قول+هم) – তাদের কথার ; تَشَابَهَتْ – একই রকম (সাদৃশ্য রাখে) ; قُلُوبُهُمْ (قلوب+هم) – তাদের অন্তর ; قَدْ – নিশ্চয় ; بَيَّنَّا – আমি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি ; الْآيَاتِ (ال+ايت) নিদর্শনাবলী ; لِقَوْمٍ (ل+قوم) – সেই সম্প্রদায়ের জন্য ; يُوقِنُونَ – যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। (১১৯) إِنَّا – নিশ্চয় আমি ; أَرْسَلْنَاكَ (ارسلنا+ك) – আপনাকে পাঠিয়েছি ; بِالْحَقِّ (ب+ال+حق) – সত্য দীনসহ ; بَشِيرًا – সুসংবাদদাতা ; وَ – ও ; نَذِيرًا – ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে ; وَ – আর ; لَا تُسْأَلُ – আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন না ; عَنْ – সম্পর্কে ; أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (اصحب+ ال+جحيم) – জাহান্নামবাসীদের।

১৫৩. অর্থাৎ আজকের যুগের গোমরাহ-পথভ্রষ্ট লোকেরা এমন কোনো নতুন অভিযোগ ও দাবি উত্থাপন করেনি, যা আগেকার যুগের পথভ্রষ্টরা উত্থাপন করেনি। প্রাচীনকালের পথভ্রষ্টরা যেসব অভিযোগ ও দাবী করতো, আধুনিক যুগের পথভ্রষ্টদের অভিযোগ ও দাবির মেযাজ-প্রকৃতি একইরূপ। বারংবার একই ধরনের সংশয়, অভিযোগ ও দাবিই উত্থাপিত হয়ে আসছে।

১৫৪. অতপর এখানে বলা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত তোমাদের রিসালাত ও দাওয়াতের সত্যতা সংশ্লিষ্ট সেখানে তার সত্যতার প্রমাণ বিস্তৃত দিগন্ত, তাদের নিজ সত্তা, আকাশমণ্ডলী, যমীন, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং প্রত্যেক দিক ও বিভাগের মাধ্যমে আমি কুরআন মাজীদে বর্ণনা করে দিয়েছি। এসব প্রমাণাদি এমনই সুস্পষ্ট যে, এর পরে আর কোনো নিদর্শন ও মুজিযার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু এসব দলীল-প্রমাণ তাদের জন্যই ফলপ্রসূ যারা দৃঢ় বিশ্বাস করতে আগ্রহী। আর যারা এতে আগ্রহী নয় তাদেরকে দুনিয়ার কোনো প্রমাণ পেশ করেও বিশ্বাসী করা সম্ভব নয়। এসব লোক তো স্বচক্ষে শাস্তি দেখেও ঈমান আনে না, যদি আল্লাহ্‌র আযাব তাদের কোমরও ভেঙ্গে দেয়।

১৫৫. অর্থাৎ অন্যান্য নিদর্শন তোমরা কি দেখতে চাও যে ? সবচেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন তো মুহাম্মদ (স)-এর ব্যক্তিসত্তা। তাঁর নবুওয়াতপূর্ব অবস্থা, তিনি যে দেশে

(১২০) وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ اِنَّ هُدَى

১২০. আর ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা আপনার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের দীনের আনুগত্য করেন।[১৫৬] আপনি বলে দিন, নিশ্চয় যা নির্দেশ করেন

اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۤءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ

আল্লাহ, তাই একমাত্র সরল-সঠিক পথ। আর আপনার নিকট যে জ্ঞান এসেছে তারপরও আপনি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন,

(১২০) وَ–আর ; لَنْ تَرْضٰى–কখনও সন্তুষ্ট হবে না ; عَنْكَ–আপনার প্রতি ; الْيَهُوْدُ–(ال+يهود) ইয়াহুদী ; وَ–ও ; لَا–না ; النَّصٰرٰى–(ال+نصرى) খৃষ্টান ; حَتّٰى–যতক্ষণ না ; تَتَّبِعَ–আপনি আনুগত্য করেন ; مِلَّتَهُمْ–(ملة+هم) তাদের দীনের ; قُلْ–আপনি বলুন ; اِنَّ–নিশ্চয় ; هُدَى اللّٰهِ–(هدى+الله) আল্লাহ যা নির্দেশ করেন; هُوَ–তা-ই ; الْهُدٰى–(ال+هدى) একমাত্র সরল-সঠিক পথ ; وَ–আর ; لَئِنْ–(ل + ان) অবশ্য যদি; اتَّبَعْتَ–আপনি অনুসরণ করেন ; اَهْوَاۤءَهُمْ–(اهواء+هم) তাদের খেয়াল-খুশীর; بَعْدَ–তারপরও; الَّذِىْ–যা ; جَاۤءَكَ–(جاء+ك)-আপনার নিকট এসেছে ; مِنَ الْعِلْمِ–জ্ঞানের ;

ও যে জাতির মধ্যে জন্মলাভ করেছেন তার অবস্থা এবং যে অবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছেন ও চল্লিশ বছর জীবন-যাপন করেছেন, অতপর নবুওয়াত লাভ করে মহান কার্যাবলী সম্পাদন করেন—এসবই এক একটি সুস্পষ্ট ও অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন, যার পরে আর কোনো নিদর্শনের প্রয়োজন থাকে না।

১৫৬. অর্থাৎ আপনার প্রতি এদের অসন্তুষ্টির কারণ এ নয় যে, তারাই প্রকৃত সত্যের অনুসারী, আর আপনি সত্যকে তাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেননি। বরং তাদের অসন্তুষ্টির কারণ হলো, আপনি আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর দীনের সাথে তাদের মতো দ্বিমুখী ও প্রতারণামূলক আচরণ কেন করেননি ? আল্লাহ পূজার অন্তরালে কেন তাদের মতো আত্মপূজায় লিপ্ত হননি ? কেন আপনি দীনের বিধি-বিধানকে নিজের খেয়াল-খুশী অনুসারে তাদের মতো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার দুঃসাহস দেখাননি ? কেন আপনি তাদের মতো প্রদর্শনীমূলক আচরণ, ছল-চাতুরী ও প্রতারণার আশ্রয় নেননি ? সুতরাং আপনি তাদের সন্তুষ্ট করার প্রয়াস ছেড়ে দিন। কেননা যতোক্ষণ না আপনি তাদের রং-এ নিজেকে রঞ্জিত করবেন, তারা নিজেদের ধর্মের সাথে যে আচরণ করেছে ও করছে, আপনিও আপনার দীনের সাথে সেরূপ আচরণ না করবেন এবং আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মের ব্যাপারে তাদের ভ্রষ্ট নীতি অনুসরণ না করবেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।

مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٢٠﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ

তবে কেউ আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে আপনার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হবে না। ১২১. আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তাদের মধ্যে যারা তার হক আদায় করে পাঠ করে

تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٢١﴾

তা পাঠ করার মতো, তারাই তাতে বিশ্বাস করে।[১৫৭] আর যারা তার (আল্লাহ্‌র কিতাবের) সাথে কুফরী করে তারাই আসলে ক্ষতিগ্রস্ত।

مَالَكَ–(ما+لك) কেউ হবে না আপনার ; مِنَ اللّٰهِ–(من+الله) আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে ; مِنْ وَّلِيٍّ–(من + ولى) রক্ষাকারী ; وَّلَا نَصِيْرٍ–(و+لا+ نصير) আর না সাহায্যকারী। ⑫① اَلَّذِيْنَ–যাদেরকে ; اٰتَيْنٰهُمُ–(اتينا+هم) আমি দিয়েছি ; الْكِتٰبَ–(ال+كتب) কিতাব ; يَتْلُوْنَهٗ–(يتلون+ه) তারা তা পাঠ করে ; حَقَّ–হক আদায় করে; تِلَاوَتِهٖ–(تلاوة+ه) তা পাঠ করার ; اُولٰٓئِكَ–তারাই ; يُؤْمِنُوْنَ–বিশ্বাস করে; بِهٖ–তাতে; وَ–আর; مَنْ–যারা; يَّكْفُرْ–কুফরী করে; بِهٖ–তার সাথে; فَاُولٰٓئِكَ–তারাই (এমন লোক) ; هُمُ الْخٰسِرُوْنَ - (هم+ال+ خسرون) যারা ক্ষতিগ্রস্ত।

১৫৭. এ আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যকার সৎলোকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যারা সততা ও দায়িত্বশীলতার সাথে তাদের প্রতি নাযিলকৃত আল্লাহ্‌র কিতাব অধ্যয়ন করেছে। আর সেজন্য তারা এ কুরআন শুনে অথবা অধ্যয়ন করে এর উপর ঈমান আনয়ন করেছে।

১৪শ রুকূ' (আয়াত ১১৩-১২১)-এর শিক্ষা

১। ঈমানের দাবি অনুযায়ী সৎকর্ম না করে শুধুমাত্র মুখে মুখে ঈদানদার হওয়ার দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। আর ঈমানের দাবি গৃহীত না হলে তার বিনিময়ে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ পাওয়ারও কোনো আশা নেই।

২। আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদসমূহে আল্লাহ্‌র দীনের কথা বলতে বাধা দেয়ার কারো অধিকার নেই। আল্লাহ্‌র ঘরের অভিভাবক তারাই হতে পারে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল। আল্লাহ, রাসূল ও ইসলাম বিরোধী কোনো লোকের দীনী প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হওয়া তো দূরের কথা, সেখানে প্রবেশের অধিকার পেতে পারে না।

৩। আজকের বিশ্বে মুসলমানদের দারিদ্র্য ও অস্থিরতা ইসলামের ফলে নয় ; বরং ইসলাম থেকে বিচ্যুতির ফলে। আর কাফির মুশরিকদের জাগতিক উন্নতি প্রাচুর্য ও তাদের কুফরের ফল নয় ; বরং জাগতিক উন্নতির পেছনে তাদের পরকাল বিমুখ নিরলস প্রচেষ্টাই তাদেরকে জাগতিক উন্নতির চরমে পৌছতে সাহায্য করেছে।

৪। শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ের। বায়তুল মুকাদ্দাস, মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর অবমাননা যেমনি বড়ো যুল্‌ম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের ব্যাপারেও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে উল্লেখিত তিনটি মসজিদের মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত।

৫। মসজিদে সালাত, যিকির ও দীনি আলাপ-আলোচনায় বাধা-প্রতিবন্ধকতার যতো পথ-পন্থা বা উপায় হতে পারে তার সবই নিষিদ্ধ। যেমন, মসজিদে গমন করতে, সেখানে নামায ও তিলাওয়াত করতে পরিষ্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান অথবা মসজিদে হট্টগোল করে বা আশেপাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের নামায ও যিকিরে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

৬। রাত্রির অন্ধকারে দিক নির্ণয় কঠিন হলে এবং কিবলা বলে দেয়ার লোক না থাকলে সালাত আদায়কারী অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে সেদিকই তার কিবলা বলে গণ্য হবে এবং সালাত শেষ করার পর তার কিবলা ভুল বলে প্রমাণিত হলেও তার সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।

৭। আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাত ইত্যাদির উপর ঈমান গ্রহণের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নতুন কোনো নিদর্শনের প্রয়োজন নেই। আমাদের নিজস্ব সত্তা, পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থা এবং আসমান-যমীন-এর স্থিতি ইত্যাদিতে যথেষ্ট প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। এতোসব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ঈমান ও সৎকাজের বিপক্ষে কোনো অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হবে না।

৮। ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না। কারণ মুসলমানিত্ব ত্যাগ করে তাদের সাথে এক কাতারে শামিল হওয়া ছাড়া তাদের সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। যদি তা সম্ভব হতো, আল্লাহ্‌র রাসূলকে আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে নিষেধ করতেন না। বর্তমান যুগেও এ নীতিই সারা পৃথিবীতে প্রযোজ্য। এ যুগের মুশরিকরাও চায় যে, 'মুসলমানরা তাদের মুসলমানিত্ব ত্যাগ করে তাদের মতো মুশরিক হয়ে যাক।' যারাই তাদের এ মনোভাবের সাথে একমত হতে পারছে না তাদের বিরুদ্ধে চলছে নির্যাতন ও নিপিড়ন। হক ও বাতিলের এ সংগ্রাম চিরন্তন, এটাই হকের হক হওয়ার প্রমাণ।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-৮

(১২২) يٰبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ

১২২. হে বনী ইসরাঈল ![১৫৮] তোমরা আমার সেই নিয়ামতকে স্মরণ করো, যা তোমাদেরকে আমি দান করেছি। আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি

(১২২) يٰبَنِيٓ-হে বনী ; اِسْرَآءِيْلَ-ইসরাঈল ; اذْكُرُوْا-তোমরা স্মরণ করো ; نِعْمَتِيَ-(نعمة + ى) আমার নিয়ামত ; الَّتِيٓ-যা ; اَنْعَمْتُ-আমি দান করেছি ; عَلَيْكُمْ-(على+كم) তোমাদেরকে ; وَ-আর ; اَنِّيْ-(ان+ى) আমি অবশ্যই ; فَضَّلْتُكُمْ-(فضلت+كم) তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি ;

১৫৮. এখান থেকে অপর একটি বক্তব্য আরম্ভ হয়েছে। তা সঠিকভাবে বোঝার জন্য নিম্নের বিষয়গুলো জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন ঃ

(ক) হযরত নূহ (আ)-এর পর প্রথম হযরত ইবরাহীম (আ) নবী যাঁকে আল্লাহ তাআলা তৎকালীন বিশ্বে ইসলামের দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন, তিনি প্রথমতঃ ইরাক থেকে মিসর পর্যন্ত এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তীন থেকে মরু-আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে বছরের পর বছর সফর করে মানুষকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য তথা ইসলামের দিকে ডাকতে থাকেন। এ দাওয়াতী কাজকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। জর্ডানের পূর্বাঞ্চলে আপন ভাতিজা হযরত লূত (আ)-কে নিযুক্ত করেন। সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে নিযুক্ত করেন পুত্র ইসহাক (আ)-কে এবং আরব অঞ্চলে নিযুক্ত করেন জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে। এরপর আল্লাহ নির্দেশ দেন কা'বা ঘর নির্মাণের জন্য এবং সেমতে তিনি কা'বা ঘর নির্মাণ করে তাকে বিশ্বমুসলিমের মিলনকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেন।

(খ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশ থেকে দুটো শাখা বের হয়—একটি শাখা হলো ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর যারা আরবেই বাস করতো। কুরাইশ গোত্রসহ অপর কয়েকটি গোত্র এ শাখার অন্তর্ভুক্ত। যেসব আরব গোত্র বংশগত দিক দিয়ে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না, তাঁর দাওয়াতে তারাও প্রভাবান্বিত হয়ে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইতো।

দ্বিতীয় শাখা ছিল হযরত ইসহাক (আ)-এর বংশধরদের যারা তাঁর পুত্র নবী ইয়াকূব (আ)-এর পর থেকে 'বনী ইসরাঈল' নামে খ্যাত হয়। এ শাখায় যখন অবনতি ও অবক্ষয় দেখা দেয় তখন প্রথমে ইয়াহুদীবাদ এবং অতপর খৃস্টবাদ জন্মলাভ করে।

(গ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মূল কাজ ছিল মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানানো এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত হিদায়াত অনুসরণে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পুনর্গঠন করা। আর এ খিদমতের জন্যই তাঁকে তৎকালীন বিশ্বের নেতা মনোনীত করা হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী সময়ে নেতৃত্বের এ দায়িত্ব তাঁর বংশধরদের মধ্যে ইসহাক ও ইয়াকূব (আ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট শাখার উপর এসে পড়ে, এদেরকেই বনী ইসরাঈল বলা হয়। এ শাখাতেই আম্বিয়ায়ে কেরাম জন্মলাভ করতে থাকেন ; এ বংশধারাকেই সঠিক পথের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল। বিশ্বের জাতিসমূহকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য এদেরকেই দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। এটাই ছিল সেই নিয়ামত যে সম্পর্কে আল্লাহ্ বারবার এ বনী ইসরাঈলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এরাই হযরত সুলায়মান (আ)-এর সময় বায়তুল মাকদাসকে কেন্দ্র বানিয়েছে। আর এজন্যই যতোদিন তারা নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, বায়তুল মাকদাসই ছিল আল্লাহ্র দিকে দাওয়াতের কেন্দ্রভূমি আল্লাহ্র বান্দাদের কিবলা।

(ঘ) ইতিপূর্বেকার দশটি রুকূ'তে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে তাদের ইতিহাসখ্যাত অপরাধসমূহ এবং কুরআন নাযিলের সময়কাল তাদের অবস্থা যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তাদেরকে এও বলে দিয়েছেন যে, তোমরা আমার দেয়া সেই নিয়ামতকে চূড়ান্ত অবমূল্যায়ন করেছো। তোমরা শুধু এতটুকুই করোনি যে, নেতৃত্বের হক আদায় করা ছেড়ে দিয়েছো ; বরং নিজেরাও হক তথা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছো। আর এখন তোমাদের মধ্যকার নিতান্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ ছাড়া তোমাদের পুরো জাতিই নেতৃত্বের অনুপযুক্ত হয়ে গেছে।

(ঙ) অতপর তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, ইমামত ইবরাহীম (আ)-এর বীর্যের মীরাসী সম্পত্তি নয় ; বরং তা সত্যিকারের আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর ফল। যেহেতু তোমরা নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব ভুলে যাওয়ার ফলে নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছো, তাই তোমাদেরকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।

(চ) সাথে সাথে ইশারা-ইংগিতে এটা বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব অ-ইসরাঈলী সম্প্রদায় মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর মাধ্যম ব্যবহার করে নিজেদের সম্পর্ক ইবরাহীম (আ)-এর সাথে জুড়ে নিয়েছে, তারাও ইবরাহীম (আ)-এর মত ও পথ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়েছে। আর মুশরিক আরবরাও এ থেকে বাদ নেই, যারা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর সাথে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে নিজেদের মধ্যে অহঙ্কার করে বেড়ায়। তারা শুধুমাত্র জন্ম ও বংশসূত্র নিয়েই বসে আছে, অথচ

عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا

বিশ্ববাসীর উপর। ১২৩. আর তোমরা সেই দিনের ভয় করো (যেদিন) এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে কোনো উপকার পাবে না, আর না গ্রহণ করা হবে তার থেকে

عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٤﴾ وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ

কোনো বিনিময় এবং ফলপ্রসূ হবে না তার কোনো সুপারিশ, আর না তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। ১২৪. আর (স্মরণ করো) যখন ইবরাহীমকে পরীক্ষা করলেন তার প্রতিপালক

عَلٰى –উপর ; الْعٰلَمِيْنَ–(ال+علمين) বিশ্ববাসীর। (১২৩) وَ – আর ; اتَّقُوْا –তোমরা ভয় করো ; يَوْمًا–সেই দিনের ; لَاتَجْزِىْ –উপকার পাবে না ; نَفْسٌ–এক ব্যক্তি ; عَنْ–থেকে ; نَفْسٍ–অন্য ব্যক্তি ; شَيْئًا–কোনোরূপ ; وَّ–আর ; لَايُقْبَلُ–গ্রহণ করা হবে না ; مِنْهَا–(من+ها) তার থেকে ; عَدْلٌ–কোনো বিনিময় ; وَّ–এবং; لَاتَنْفَعُهَا (لا + تنفعها) - ফলপ্রসূ হবে না তার; شَفَاعَةٌ–কোনো সুপারিশ; وَّ–আর; لَاهُمْ– (لا+هم) না তারা; يُنْصَرُوْنَ –সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (১২৪) وَ –আর; اِذْ–যখন; ابْتَلٰٓى –পরীক্ষা করলেন; اِبْرٰهٖمَ –ইবরাহীমকে; رَبُّهٗ–(رب+ه) তার প্রতিপালক ;

ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর আদর্শের সাথে বর্তমানে তাদের দূরতম সম্পর্কও নেই। তাই তাদের মধ্যেও কেউ নেতৃত্বের যোগ্য নয়।

(ছ) অতপর বলা হচ্ছে, এখন আমি ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের দ্বিতীয় শাখা বনী ইসমাঈলের মধ্যে সেই রাসূলকে প্রেরণ করেছি যার জন্য ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) দোয়া করেছেন। এ রাসূলের পথও তাই যা ছিল ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইয়াকূব ও ইসহাক (আ) এবং অন্যান্য নবী-রাসূলের পথ। এখন নেতৃত্বের যোগ্য তারাই হবে যারা এ রাসূলের অনুসরণ-অনুকরণ করবে।

(জ) নেতৃত্বে পরিবর্তনের ঘোষণার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণাও কাঙ্ক্ষিত ছিল। যতোদিন বনী ইসরাঈলের নেতৃত্বের যুগ ছিল ততোদিন বায়তুল মাকদাস-ই দাওয়াতের কেন্দ্র ছিল, আর সেটাই ছিল সত্যপন্থীদের কিবলা। হযরত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর অনুসারীদের কিবলাও সেই সময় পর্যন্ত বায়তুল মাকদাসই ছিল। অতপর যখন বনী ইসরাঈলকে নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবেই বায়তুল মাকদাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অতএব ঘোষণা করা হলো যে, এখন থেকে সেই স্থানই দীনে ইলাহীর কেন্দ্র হবে যেখান থেকে এই রাসূলের দাওয়াতের সূচনা হয়েছে। যেহেতু ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াতের কেন্দ্রও শুরুতে সেটাই ছিল, তাই আহলে কিতাব ও মুশরিকদেরও এটা

بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ۭ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۭ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۭ

কয়েকটি ব্যাপারে,[১৫৯] তখন সে তা পূর্ণ করলো। তিনি বললেন, আমি অবশ্যই তোমাকে মানবজাতির জন্য নেতা বানাবো। সে বললো, আমার বংশধর থেকেও ?

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ۭ

তিনি (আল্লাহ) বলেন, আমার অঙ্গীকার যালিমদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না।[১৬০] ১২৫. আর (স্মরণ করো) যখন আমি কা'বা ঘরকে মানুষের জন্য মিলনস্থল ও নিরাপদস্থল করেছিলাম

بِكَلِمٰتٍ-(ب+كلمت) কয়েকটি ব্যাপারে ; فَاَتَمَّهُنَّ-(ف + اتم + هن) তখন সে পূর্ণ করলো ; قَالَ -তিনি (আল্লাহ) বললেন ; اِنِّىْ-(ان+ى) আমি অবশ্যই; جَاعِلُكَ-(جاعل+ك)-তোমাকে বানাবো; لِلنَّاسِ-(ل+ال+ناس) মানবজাতির জন্য; اِمَامًا-নেতা ; قَالَ -সে বললো ; وَمِنْ-থেকেও; ذُرِّيَّتِىْ-(ذرية+ى)-আমার বংশধর ; قَالَ -তিনি বললেন ; لَا يَنَالُ-পৌঁছবে না; عَهْدِى-(عهد+ى)-আমার অঙ্গীকার; الظّٰلِمِيْنَ-(ال+ظلمين)-যালিমদের পর্যন্ত। ﴿١٢٥﴾ وَ-আর; اِذْ-যখন; جَعَلْنَا -আমি করলাম; الْبَيْتَ-(ال+بيت)-কা'বা ঘরকে ; مَثَابَةً-মিলনস্থল; لِلنَّاسِ-(ل+ال+ناس) মানুষের জন্য ; وَ-এবং ; اَمْنًا -নিরাপদস্থল ;

মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, কিবলা হওয়ার অধিক হক কা'বারই রয়েছে। তবে হককে হক জেনেও যারা হঠকারিতা করে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় তাদের কথা ভিন্ন।

(ঝ) মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতের নেতৃত্ব এবং কা'বার কেন্দ্র হওয়ার কথা ঘোষণা করার পরপরই আল্লাহ তাআলা উনবিংশ রুকূ' থেকে সূরা বাকারার শেষ পর্যন্ত তাদেরকে সেসব হিদায়াত দান করেছেন যার উপর আমল করা তাদের একান্তই জরুরী।

১৫৯. কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে সেসব কঠিন পরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে যেসব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইবরাহীম (আ) নিজেকে মানবজাতির ইমাম ও পথপ্রদর্শক হওয়ার যোগ্য বলে প্রমাণ করেছেন। যখন থেকে তাঁর কাছে সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে তখন থেকে নিয়ে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল কুরবানী আর কুরবানী। পৃথিবীতে যেসব জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে তার কোনো একটি জিনিস এমন নেই যে, তিনি তা কুরবানী করেননি। আর পৃথিবীতে যেসব বিপদাপদকে মানুষ ভয় করে, তার কোনো একটি বিপদও এমন নেই যে, তিনি সত্যের খাতিরে তার মুখোমুখি হননি।

১৬০. অর্থাৎ এ অঙ্গীকার তোমার বংশধরদের সেই অংশের জন্য যারা নেককার। তাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী তাদের জন্য এ অঙ্গীকার নয়। এখানে 'যালেম' দ্বারা শুধু

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ

আর (বলেছিলাম) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে নামাযের স্থান বানিয়ে নাও ; আর নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে,

اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾ وَاِذْ قَالَ

তারা উভয়ে যেন আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকূ'-সিজদাকারীদের জন্য পাক-পবিত্র রাখে।[১৬১] ১২৬. আর যখন বলেছিল

اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ

ইবরাহীম, হে আমার প্রতিপালক ! এ শহরকে আপনি নিরাপদ করুন এবং এর অধিবাসীদেরকে রিযিক দান করুন ফলমূল দিয়ে যারা ঈমান এনেছে

وَ –আর ; اتَّخِذُوْا –তোমরা বানিয়ে নাও ; مِنْ مَّقَامِ (من+مقام)– দাঁড়ানোর স্থানকে; اِبْرٰهٖمَ –ইবরাহীমের ; مُصَلًّى –নামাযের স্থান হিসেবে ; وَ –আর ; عَهِدْنَا –অঙ্গীকার নিয়েছিলাম (নির্দেশ দান করেছিলাম) ; اِلٰى –প্রতি ; اِبْرٰهٖمَ –ইবরাহীম ; وَ –ও ; اِسْمٰعِيْلَ –ইসমাঈলকে ; اَنْ –যে ; طَهِّرَا –তারা উভয়ে পবিত্র রাখে ; بَيْتِىَ –আমার ঘরকে ; لِلطَّآئِفِيْنَ (لِ+ال+طائفين) তাওয়াফকারীদের জন্য ; وَ –ও ; الْعٰكِفِيْنَ (ال+عكفين) ইতিকাফকারীদের ; وَ –এবং ; الرُّكَّعِ –রুকূ'কারীদের ; السُّجُوْدِ –সিজদাকারীদের। ﴿১২৫﴾ وَ –আর ; اِذْ –যখন ; قَالَ –বলেছিল ; اِبْرٰهٖمُ –ইবরাহীম ; رَبِّ –হে আমার প্রতিপালক; اجْعَلْ –করুন; هٰذَا –এই ; بَلَدًا –শহরকে; اٰمِنًا –নিরাপদ স্থান ; وَ –এবং ; ارْزُقْ –রিযিক দান করুন; اَهْلَهٗ (اهل+ه) -এর অধিবাসীদেরকে ; مِنَ –থেকে ; الثَّمَرٰتِ (ال+ثمرت) ফলমূল ; مَنْ –যারা; اٰمَنَ –ঈমান এনেছে ;

তাদেরকেই বুঝানো হয়নি যারা মানুষের উপর যুলুম করে ; বরং যারা ন্যায় ও সত্যের উপর যুলুম করে তাদেরকেও বুঝানো হয়েছে।

১৬১. পাক-পবিত্র রাখার অর্থ এই নয় যে, তাকে ময়লা-আবর্জনা থেকে পরিচ্ছন্ন রাখবে ; বরং আল্লাহ্‌র ঘরের মৌলিক পরিচ্ছন্নতা হলো–তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চকিত হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ঘরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মালিক, মাবূদ, প্রয়োজন পূরণকারী ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী হিসেবে ডাকবে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র ঘরকে অপবিত্রই করবে। অত্র আয়াতে একান্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে

مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ

তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি। তিনি (আল্লাহ) বললেন, যে কুফরী করবে আমি তাকেও কিছুকাল জীবনোপকরণ দান করবো ;[১৬২] অতপর তাকে ঠেলে দেবো

اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

জাহান্নামের আযাবের দিকে ; আর তা কতোইনা নিকৃষ্ট বাসস্থান। ১২৭. আর যখন ইবরাহীম কাবা গৃহের বুনিয়াদ স্থাপন করেছিল

مِنْهُمْ –তাদের মধ্যে ; بِاللّٰهِ –আল্লাহ্র উপর ; وَ –ও ; الْيَوْمِ الْاٰخِرِ –(ال+يوم+ال+اخر) শেষ দিবসের (উপর) ; قَالَ –তিনি বললেন ; وَ –আর ; مَنْ –যারা ; كَفَرَ –কুফরী করবে ; فَاُمَتِّعُهٗ –(ف+امتع+ه) আমি জীবনোপকরণ দান করবো ; قَلِيْلًا –কিছুকাল ; ثُمَّ –অতপর; اَضْطَرُّهٗ –(اضطر+ه) তাকে ঠেলে দেবো; اِلٰى –দিকে ; عَذَابِ –শাস্তির ; النَّارِ –জাহান্নামের ; وَ –আর ; بِئْسَ –তা কতইনা নিকৃষ্ট ; الْمَصِيْرُ –(ال+مصير) বাসস্থান (প্রত্যাবর্তন স্থল)। (১২৭) وَ –আর ; اِذْ –যখন; يَرْفَعُ –স্থাপন করেছিল ; اِبْرٰهٖمُ –ইবরাহীম ; الْقَوَاعِدَ –(ال+قواعد) বুনিয়াদ ; مِنَ الْبَيْتِ –(من+ال+بيت) কা'বা ঘরের ;

মুশরিক কুরাইশদের অপরাধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যে, এ যালিমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালামের বংশধর ও উত্তরাধিকারী হওয়ার দাবি করে গর্ব-অহংকার করে বটে ; কিন্তু উত্তরাধিকারীর হক তো আদায়ই করে না ; উপরন্তু তার হককে বিনষ্ট করো। সুতরাং ইবরাহীম (আ)-এর সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল তা থেকে বনী ইসরাঈল যেভাবে বাদ পড়েছে, তেমনিভাবে বনী ইসমাঈলের মুশরিকরাও বাদ পড়েছে।

১৬২. হযরত ইবরাহীম (আ) যখন নেতৃত্বের দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন তখন বলা হয়েছিল যে, নেতৃত্বের দায়িত্বের অঙ্গীকার শুধুমাত্র তোমার বংশধরদের মুমিন ও নেককারদের জন্য। যালিমরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অতপর ইবরাহীম (আ) যখন রিযিক এর জন্য দোয়া করছিলেন তখন আল্লাহ্র পূর্বের নির্দেশকে সামনে রেখে নিজের মুমিন বংশধরদের জন্যই দোয়া করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা দোয়ার জবাবে এ ভুল দূর করে দিয়ে বলেন যে, সৎ নেতৃত্ব এক জিনিস এবং পার্থিব রিযিক অন্য জিনিস। সৎ নেতৃত্ব শুধুমাত্র মুমিন ও নেক লোকদের জন্য ; কিন্তু পার্থিব রিযিক মুমিন-কাফির সবাইকে দেয়া হবে। এ থেকে স্বাভাবিকভাবে একথা বের হয়ে আসে যে, পার্থিব জীবনে যার রিযিক প্রশস্ত হবে সে যেনো এটা মনে না করে যে, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট এবং সে-ই নেতৃত্বদানের যোগ্য।

وَإِسْمٰعِيلُ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا

ইসমাঈল সহ (উভয়ে দোয়া করেছিল) হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি কবুল করুন আমাদের (এ প্রয়াস), নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১২৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে বানিয়ে দিন

مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ

আপনার অনুগত এবং আমাদের বংশধর থেকেও আপনার একটি অনুগত জাতি সৃষ্টি করুন,[১৬৩] এবং দেখিয়ে দিন আমাদেরকে আমাদের ইবাদাতের নিয়ম-নীতি ও আমাদের ক্ষমা করুন ;

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ

নিশ্চয় আপনি পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ১২৯. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যে আবৃত্তি করবে তাদের কাছে

وَ–ও ; اِسْمٰعِيْلُ–ইসমাঈল ; رَبَّنَا–(رب+نا)–হে আমাদের প্রতিপালক ; تَقَبَّلْ–আপনি কবুল করুন ; مِنَّا–(من+نا)–আমাদের থেকে ; اِنَّكَ–(ان+ك) নিশ্চয় আপনি ; اَنْتَ–আপনিই ; السَّمِيْعُ–(ال+سميع) সর্বশ্রোতা ; الْعَلِيْمُ–(ال+عليم) সর্বজ্ঞ। (১২৮) رَبَّنَا–(رب+نا) হে আমাদের প্রতিপালক ; وَ–আর ; اجْعَلْنَا–(اجعل+نا) আমাদেরকে বানিয়ে দিন ; مُسْلِمَيْنِ–অনুগত ; لَكَ–আপনার ; وَ–এবং ; مِنْ–থেকেও ; ذُرِّيَّتِنَا–(ذرية+نا)–আমাদের বংশধর ; اُمَّةً–জাতি ; مُسْلِمَةً–একটি অনুগত ; لَكَ–তোমারই ; وَ–এবং ; اَرِنَا–(ار+نا) আমাদের দেখিয়ে দিন ; مَنَاسِكَنَا–(مناسك+نا)–আমাদের ইবাদাতের নিয়ম-নীতি; وَ–ও; تُبْ–ক্ষমা করুন; عَلَيْنَا–আমাদেরকে; اِنَّكَ–(ان+ك)–নিশ্চয় আপনি; اَنْتَ–আপনিই; التَّوَّابُ–(ال+تواب)–পরম ক্ষমাশীল; الرَّحِيْمُ–পরম দয়ালু। (১২৯) رَبَّنَا–(رب+نا) হে আমাদের প্রতিপালক ; وَ–আর; ابْعَثْ–প্রেরণ করুন; فِيْهِمْ–(فى+هم)–তাদের কাছে; رَسُوْلاً–একজন রাসূল; مِنْهُمْ–(من+هم) তাদের মধ্য থেকে ; يَتْلُوْا–যে আবৃত্তি করবে ; عَلَيْهِمْ–(على+هم)–তাদের কাছে ;

১৬৩. সন্তান-সন্ততির প্রতি মায়া-মমতা শুধুমাত্র স্বভাবগত ও সহজাত প্রবৃত্তিই নয়; বরং তা আল্লাহ তাআলার নির্দেশও বটে। এ আয়াতগুলোই তার প্রমাণ। হযরত ইবরাহীম (আ) সন্তানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেছেন, আর এভাবে দোয়া করার জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছিলেন।

آيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

আপনার আয়াতসমূহ[১৬৪] এবং তাদেরকে শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিকমত[১৬৫] এবং তাদের পবিত্র করবে ;[১৬৬] নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[১৬৭]

ايتك-(ايت+ك) আপনার আয়াতসমূহ; و-এবং; يُعَلِّمُهُمْ-(يعلم+هم)-তাদেরকে শিক্ষা দিবে ; اَلْكِتٰبَ-(ال+كتب)-কিতাব; وَ-ও ; اَلْحِكْمَةَ-(ال+حكمة) হিকমত; وَ-এবং ; يُزَكِّيْهِمْ-(يزكى+هم) -তাদেরকে পবিত্র করবে ; اِنَّكَ-(ان+ك)-নিশ্চয় আপনি ; اَنْتَ-আপনিই; اَلْعَزِيْزُ-(ال+عزيز)-পরাক্রমশালী ; اَلْحَكِيْمُ-(ال+حكيم) প্রজ্ঞাময়।

১৬৪. তিলাওয়াতের মূল অর্থ অনুসরণ করা। শব্দটি কুরআন মাজীদ ও অন্যান্য আসমানী কিতাব পাঠ করার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। মানব রচিত কোনো গ্রন্থ পাঠ করার ক্ষেত্রে 'তিলাওয়াত' শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। আল্লাহর কিতাব অনুসরণের নিয়ত ছাড়া শুধু মৌখিক উচ্চারণ করলে তিলাওয়াতের হক আদায় হয় না। আল্লাহর কিতাব যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক সেভাবেই তিলাওয়াত করা আবশ্যক। নিজের পক্ষ থেকে কোনো শব্দ বা স্বরচিহ্ন পরিবর্তন পরিবর্ধনের কোনো অবকাশ নেই।

১৬৫. এখানে 'কিতাব' দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাব বুঝানো হয়েছে। আর 'হিকমাত' দ্বারা বুঝানো হয়েছে—সত্যে উপনীত হওয়া, ন্যায় ও সুবিচার, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি। শব্দটি আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে সকল বস্তুর পূর্ণ জ্ঞান এবং সুদৃঢ় উদ্ভাবন। আর অন্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে বিদ্যমান সকল বস্তুর বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সৎকর্ম ; ন্যায় ও সুবিচার ; সত্য কথা ইত্যাদি।

১৬৬. পবিত্র করার অর্থ মন-মানসিকতা, চরিত্র-নৈতিকতা, আচার-অভ্যাস জীবনব্যবস্থা, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়কে পরিশুদ্ধ করা।

১৬৭. এখানে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাব হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার প্রতিউত্তর।

১৫শ রুকূ' (আয়াত ১২২-১২৯)-এর শিক্ষা

১। মানুষের প্রতি আল্লাহর এমন অসংখ্য নিয়ামত সদা-সর্বদা বর্ষিত হতে থাকে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। আর এ নিয়ামতের যথাযথ শুকরিয়া জ্ঞাপন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। মানুষকে সেসব নিয়ামতকে স্মরণ করতে হবে এবং আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে চলতে হবে।

২। শেষ দিবস তথা বিচার দিবসের কঠিন অবস্থাকে সামনে রেখে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে—সেদিন নিজ সৎকর্ম ছাড়া মাতা-পিতা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কেউ কারো উপকারে আসবে না। কারো

সুপারিশ, অর্থ-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব কোনো কাজে আসবে না। কারো নিকট থেকেই কোনো প্রকার সাহায্য পাওয়া যাবে না।

৩। আল্লাহর নিকট শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত সূক্ষ্মদর্শিতার চেয়ে আকীদাগত ও চরিত্রগত দৃঢ়তার মূল্য অধিক। সুতরাং আমাদেরকে আকীদা-বিশ্বাস ও চরিত্রগত দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

৪। আল্লাহর ঘর কা'বা এবং পৃথিবীর মসজিদসমূহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা, যেমন ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত রাখতে হবে, তেমনি আত্মিক অপবিত্রতা তথা শিরক, কুফর, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপ্রবৃত্তি, অহংকার, রিয়া, নাম-যশ ইত্যাদির কলুষতা থেকেও মুক্ত রাখতে হবে। আর তাই আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করার জন্য যেমন নিজের দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদকে বাহ্যিক অপবিত্রতা মুক্ত রাখতে হবে, তেমনি অন্তরকেও উপরোল্লিখিত মন্দ গুণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

৫। সন্তান-সন্ততির জন্য দীনী শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করার সাথে সাথে তাদের সার্বিক কল্যাণ তথা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।

৬। সকল প্রতিকূল অবস্থায়ও যেন আমরা আল্লাহর দীনের উপর অবিচল থাকতে পারি সেজন্যও আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দোয়া করতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকু'-১৬
পারা হিসেবে রুকু'-১৬
আয়াত সংখ্যা-১২

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ ﴿١٣٠﴾

১৩০. আর ইবরাহীমের জীবনাদর্শ থেকে কে মুখ ফেরায় সে ব্যতীত যে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছে নিজেকে ? অথচ আমি তাকে নির্বাচিত করেছিলাম পৃথিবীতে ;

وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣١﴾ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ

আর অবশ্যই সে আখিরাতে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। ১৩১. যখন তার প্রতিপালক তাকে বললেন, 'অনুগত হয়ে যাও,'[১৬৮] সে বললো, 'আমি অনুগত হয়ে গেলাম'

لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣٢﴾ وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى

বিশ্বপ্রতিপালকের। ১৩২. আর এ ওসিয়াতই করেছে ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকূবও[১৬৯], হে আমার সন্তানগণ ! নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেছেন

(১৩০) وَ -আর ; مَنْ -কে ; يَرْغَبُ -মুখ ফেরায় ; عَنْ -থেকে ; مِلَّةِ -জীবনাদর্শ; اِبْرٰهٖمَ -ইবরাহীমের ; اِلَّا -ব্যতীত, ছাড়া ; مَنْ -সে ; سَفِهَ -যে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছে ; نَفْسَهٗ -(نفس+ه) তার নিজেকে ; وَ -অথচ ; لَقَدِ -নিসন্দেহে ; اصْطَفَيْنٰهُ -(اصطفينا+ه) আমি তাকে নির্বাচিত করেছিলাম ; فِي الدُّنْيَا -(فى+ال+دنيا) পৃথিবীতে; وَ -আর; اِنَّهٗ -(ان+ه)-অবশ্যই সে; فِي الْاٰخِرَةِ -(فى+ال+اخرة) আখিরাতে; لَمِنَ -অন্তর্ভুক্ত ; الصّٰلِحِيْنَ -(ال+صلحين)-সৎকর্মশীলদের। (১৩১) اِذْ -যখন; قَالَ -বললেন ; لَهٗ -তাকে ; رَبُّهٗ -(رب+ه) তার প্রতিপালক ; اَسْلِمْ -অনুগত হয়ে যাও ; قَالَ -সে বললো ; اَسْلَمْتُ -আমি অনুগত হয়ে গেলাম ; لِرَبِّ -(ل+رب) প্রতিপালকের ; الْعٰلَمِيْنَ -(ال+علمين) বিশ্বজগত। (১৩২) وَ -আর ; وَصّٰى -ওসিয়ত করেছে; بِهَا -(ب+ها) এর সাহায্যে; اِبْرٰهٖمُ -ইবরাহীম (আ); بَنِيْهِ -(بنى+ه)-তার সন্তানদের ; وَ -এবং ; يَعْقُوْبُ -ইয়াকূব (আ) ; يٰبَنِيَّ -(يا+بنى+ى)-হে আমার সন্তানগণ ; اِنَّ -নিশ্চয় ; اللّٰهَ -আল্লাহ ; اصْطَفٰى -পছন্দ করেছেন ;

১৬৮. 'মুসলিম' তাকেই বলে, যে আল্লাহ্‌র অনুগত হয়। আল্লাহ্‌কেই একমাত্র মালিক, প্রভু ও মাবুদ হিসেবে মেনে নেয়, যে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহ্‌র কাছে

لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاۤءَ

তোমাদের জন্য এ দীন ;[১৭০] সুতরাং তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করো না মুসলমান না হয়ে। ১৩৩. তোমরা কি উপস্থিত ছিলে

اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ قَالُوْا نَعْبُدُ

যখন ইয়াকূবের মৃত্যু হাযির হলো, যখন সে তার সন্তানদের বললো, আমার পরে তোমরা কার ইবাদাত করবে ? তারা বললো, 'আমরা ইবাদাত করবো

اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ

আপনার 'ইলাহ' এবং পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ-এর ; তিনিই একমাত্র 'ইলাহ'।

لَكُمْ (ل+كم) – তোমাদের জন্য ; الدِّيْنَ (ال+دين) – এ দীন ; فَلَا تَمُوْتُنَّ (ف+لا+تموتن) সুতরাং তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না ; اِلَّا –ব্যতীত, ছাড়া ; وَاَنْتُمْ –এমন যে, তোমরা; مُّسْلِمُوْنَ –মুসলিম। ﴿১৩৩﴾ اَمْ كُنْتُمْ (ام+كنتم) তোমরা কি ছিলে? شُهَدَاۤءَ –উপস্থিত ; اِذْ –যখন ; حَضَرَ –হাযির হলো ; يَعْقُوْبَ –ইয়াকূবের; الْمَوْتُ (ال+موت) মৃত্যু ; اِذْ –যখন ; قَالَ –সে বললো ; لِبَنِيْهِ (ل+بنى+ه) –তার সন্তানদের ; مَا تَعْبُدُوْنَ (ما+تعبد+ون) তোমরা কার ইবাদাত করবে ? مِنْ بَعْدِيْ (من+بعد+ى) আমার পরে ; قَالُوْا –তারা বললো ; نَعْبُدُ –আমরা ইবাদাত করবো ; اِلٰهَكَ (اله+ك)-আপনার ইলাহ ; وَ –এবং ; اِلٰهَ –ইলাহ; اٰبَآئِكَ (اباء+ك)-আপনার পিতৃপুরুষ; اِبْرٰهٖمَ –ইবরাহীম ; وَ –ও ; اِسْمٰعِيْلَ –ইসমাঈল ; وَ –ও ; اِسْحٰقَ –ইসহাকের ; اِلٰهًا –ইলাহ ; وَّاحِدًا –একমাত্র ;

সঁপে দেয় এবং সেই হিদায়াত অনুসারে জীবনযাপন করে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এরূপ বিশ্বাস ও তদনুসারে কাজ-কর্ম করার নামই ইসলাম। আর পৃথিবীতে মানবজাতির সূচনা লগ্ন থেকে সকল নবী-রাসূলের দীন এটাই ছিল, যা বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে প্রচলিত হয়েছে।

১৬৯. বিশেষভাবে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর উল্লেখ এখানে এজন্যই করা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল সরাসরি তাঁরই বংশধর ছিল।

১৭০. 'দীন' অর্থ জীবনব্যবস্থা, জীবনবিধান ; এমন আইন ও নীতিমালা যার ভিত্তিতে পৃথিবীতে মানুষ তার সমগ্র চিন্তা, দর্শন ও কর্মনীতি গড়ে তোলে।

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ

আর আমরা তো তাঁরই অনুগত।[১৭১] ১৩৪. তারা ছিল একটি সম্প্রদায় যারা গত হয়েছে ; তারা যা অর্জন করেছে তা তাদেরই জন্য ; আর তোমরা যা অর্জন করেছো তা তোমাদেরই জন্য ;

وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ

আর তারা যা করতো সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।[১৭২] ১৩৫. আর তারা বলে, "তোমরা ইয়াহুদী অথবা খৃস্টান হয়ে যাও, তাহলে তোমরা হিদায়াত পাবে ;"

وَ –আর ; نَحْنُ –আমরা ; لَهُ –তাঁরই ; مُسْلِمُوْنَ –অনুগত। (১৩৪) تِلْكَ –তারা; أُمَّةٌ –একটি সম্প্রদায় ; قَدْ خَلَتْ –(قد+خلت)–যারা গত হয়ে গেছে ; لَهَا –(ل+ها)–তাদের জন্য ; مَا –যা; كَسَبَتْ –তারা অর্জন করেছে ; وَ –আর ; لَكُمْ –(ل+كم)–তোমাদের জন্য ; مَّا –যা; كَسَبْتُمْ –তোমরা অর্জন করেছো ; وَ –আর ; لَاتُسْئَلُوْنَ –তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না; عَمَّا –(عن+ما)–সে সম্পর্কে ; كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ –(كانوا+يعمل+ون) তারা যা করতো। (১৩৫) وَ –আর ; قَالُوْا –তারা বলে ; كُوْنُوْا –তোমরা হয়ে যাও ; هُوْدًا –ইয়াহুদী ; اَوْ –অথবা ; نَصٰرٰى –খৃস্টান ; تَهْتَدُوْا –তোমরা হিদায়াত পাবে ;

১৭১. বাইবেলে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর মৃত্যুকালীন অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে ; কিন্তু দুঃখজনক হলো অত্র ওসিয়তের কোনো উল্লেখ নেই। অবশ্য তালমুদে ওসিয়তের যে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে, কুরআন মাজীদের সাথে অনেকাংশে তার সাদৃশ্য আছে। তাতে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নিম্নোক্ত কথাগুলো বর্ণিত আছে–

"সদাপ্রভু খোদার বন্দেগী করতে থাক। তিনি তোমাদেরকে তেমনিভাবে সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন, যেমনিভাবে তোমাদের পিতা-পিতামহদের বাঁচিয়েছিলেন .... আপন সন্তানদের খোদার সাথে ভালবাসা স্থাপন করতে এবং তাঁর বিধি-বিধান পালন করার শিক্ষা দাও, যাতে তাদের জীবনকাল দীর্ঘ হয় ...." উত্তরে তাঁর ছেলেরা বললো, "যাকিছু আপনি আমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন, আমরা সে অনুযায়ী আমল করবো, খোদা আমাদের সাথে থাকুন।" তখন ইয়াকূব (আ) বললেন, "তোমরা যদি খোদার সরল-সোজা পথ থেকে ডানে-বামে ঘুরে না যাও, তাহলে খোদা তোমাদের সাথে থাকবেন।"

১৭২. অর্থাৎ তোমরা যদিও তাঁর সন্তান, কিন্তু তোমাদের সাথে তাঁর কোনো যোগসূত্র নেই। তাঁর নাম নেয়ার তোমাদের কি অধিকার আছে ? যেহেতু তোমরা তাঁর মত-পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছো। আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদেরকে এটা জিজ্ঞেস করা হবে না

قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

আপনি বলে দিন, 'বরং (আমরা) একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের জীবনাদর্শে (আছি)। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।[১৭৩]

قُلْ –আপনি বলুন ; بَلْ –বরং ; مِلَّةَ –জীবনাদর্শে ; اِبْرٰهٖمَ –ইবরাহীমের ; حَنِيْفًا –একনিষ্ঠভাবে ; وَ –আর ; مَا كَانَ –সে ছিলো না ; مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ –(من+ال+مشركين) মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

যে, তোমাদের বাপ-দাদা কি করতেন। বরং এটাই জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা কি করেছিলে ? আর এখানে যে ইরশাদ হয়েছে, "তারা যাকিছু অর্জন করেছে তা তাদের জন্য, আর তোমরা যা কিছু অর্জন করবে তা তোমাদের জন্য।" এটা কুরআন মাজীদের বিশেষ বাচনভঙ্গি, যাকে আমরা কাজ বা আমল বলি, কুরআন মাজীদ নিজের ভাষায় তাকে উপার্জন বা রোজগার বলে। আমাদের ভালো-মন্দ সকল আমলেরই নিজস্ব ফলাফল রয়েছে। এর প্রকাশ ঘটবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির আকারে। এ ফলাফলই আমাদের উপার্জন। কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে আসল গুরুত্ব যেহেতু আমাদের উপার্জনের, সেহেতু তাতে আমাদের কাজ ও আমলকে 'উপার্জন' বলা হয়েছে।

১৭৩. এ উত্তরের মাধুর্য উপলব্ধি করার জন্য দুটো বিষয় সামনে রাখা প্রয়োজনঃ

(ক) ইয়াহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ উভয়ই পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত। ইয়াহুদীবাদের উদ্ভব হয়েছে তৃতীয়-চতুর্থ খৃস্টপূর্ব শতকের দিকে। আর যেসব আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার সমষ্টিগত নাম খৃস্টবাদ সেগুলোর জন্ম ঈসা (আ)-এর বেশ কিছুকাল পরে। এখানে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ইয়াহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ গ্রহণের উপর যদি হিদায়াত নির্ভরশীল হয়ে থাকে তাহলে এ দুটো ধর্মের শত শত বছর পূর্বে জন্মগ্রহণকারী ইবরাহীম (আ), অন্যান্য নবীগণ, সৎ ব্যক্তি বর্গ—যাদেরকে ইয়াহুদী ও খৃস্টানরাও হিদায়াতপ্রাপ্ত বলে মনে করে–তারা কিসের মাধ্যমে হিদায়াত পেয়েছিল? তখন তো ইয়াহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ জন্মলাভ করেনি। এতে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, যেসব ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে ইয়াহুদী ও খৃস্টান প্রভৃতি ধর্মীয় ফিরকার উদ্ভব, সেগুলোর উপর মানুষের হিদায়াত নির্ভরশীল নয় ; বরং হিদায়াত নির্ভরশীল হলো সেই 'সিরাতুল মুসতাকীম' গ্রহণ করার উপর, যার মাধ্যমে প্রত্যেক যুগেই মানুষ হিদায়াত পেয়ে আসছে।

(খ) ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোই একথার সাক্ষী যে, হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত-বন্দেগী, প্রশংসা-স্তুতি ও আনুগত্যের প্রবক্তা ছিলেন না। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, ইয়াহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ উভয়ই সেই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে, যার উপর হযরত ইবরাহীম (আ) প্রতিষ্ঠিত ও অবিচল ছিলেন। কেননা এ দুটো মতবাদেই শিরক মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে।

﴿١٣٦﴾ قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ

১৩৬. তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক,

وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ

ইয়াকূব ও তদীয় বংশধরদের প্রতি এবং যা দেয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা দেয়া হয়েছে (অন্যান্য) নবীদেরকে

مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِنْ ءَامَنُوا۟

তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে, আমরা কোনো পার্থক্য করি না[১৭৪] তাদের কারো মধ্যে, আর আমরা তাঁর প্রতিই অনুগত। ১৩৭. অতএব তারা যদি ঈমান আনে

﴿١٣٦﴾ قُوْلُوْا -তোমরা বলো; اٰمَنَّا -আমরা ঈমান এনেছি ; بِاللّٰهِ -আল্লাহ্‌র উপর ; وَ -আর ; مَا -যা ; اُنْزِلَ -নাযিল করা হয়েছে; اِلَيْنَا -(الى+نا) আমাদের প্রতি ; وَ -ও ; مَا -যা ; اُنْزِلَ -নাযিল করা হয়েছে ; اِلٰى -প্রতি ; اِبْرٰهِمَ -ইবরাহীম ; وَ -ও; اِسْمٰعِيْلَ -ইসমাঈল ; وَ -ও ; اِسْحٰقَ -ইসহাক ; وَ -ও ; يَعْقُوْبَ -ইয়াকূব ; وَ -ও ; الْاَسْبَاطِ -(ال+اسباط) তদীয় বংশধরদের ; وَ -এবং ; مَا -যা ; اُوْتِيَ -দেয়া হয়েছে; مُوْسٰى -মূসা ; وَ -ও ; عِيْسٰى -ঈসা ; وَ -এবং ; مَا -যা ; اُوْتِيَ -দেয়া হয়েছে ; النَّبِيُّوْنَ -(ال+نبيون) (অন্যান্য) নবীদেরকে ; مِنْ -নিকট থেকে ; رَبِّهِمْ -(رب+هم) তাদের প্রতিপালকের; لَا نُفَرِّقُ - আমরা কোনো পার্থক্য করি না ; بَيْنَ -মধ্যে ; اَحَدٍ -কারো ; مِّنْهُمْ -(من+هم) তাদের (থেকে) ; وَ -আর ; نَحْنُ -আমরা ; لَهُ -(ل+ه) তাঁর প্রতিই ; مُسْلِمُوْنَ -অনুগত। ﴿١٣٧﴾ فَاِنْ -অতএব যদি ; اٰمَنُوْا -তারা ঈমান আনে ;

১৭৪. নবী-রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য না করার অর্থ হলো, আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না যে, অমুক সত্যের উপর ছিল এবং অমুক সত্যের উপর ছিল না অথবা তার অর্থ আমরা অমুককে মানি আর অমুককে মানি না। এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যতো পয়গাম্বরই এসেছেন, সকলেই একই সত্য এবং একই সঠিক পথের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানোর জন্য এসেছেন। অতএব যে ব্যক্তি সত্যের প্রতি অনুগত তার পক্ষে সকল পয়গাম্বরকে মেনে নেয়ার বিকল্প নেই। যে ব্যক্তি কোনো পয়গাম্বরকে মেনে চলে, আর কোনো পয়গাম্বরকে করে অমান্য, সে প্রকৃতপক্ষে কোনো পয়গাম্বরের প্রতিই অনুগত নয়। কেননা সে মূলত সেই বিশ্বজনীন

بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ

সেভাবে, যেভাবে তোমরা তার প্রতি ঈমান এনেছো, তবে অবশ্যই তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে ; আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা অবশ্যই হঠকারিতায় রয়েছে।

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ

অতএব তাদের ব্যাপারে তোমাদের পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট ; আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। ১৩৮. (বলো) আল্লাহর রং (গ্রহণ করেছি),[১৭৫] আর কে উত্তম হতে পারে

مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا

আল্লাহর চেয়ে রংয়ের ব্যাপারে। আর আমরা তাঁরই ইবাদাতকারী। ১৩৯. আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও, অথচ তিনি আমাদের প্রতিপালক

بِمِثْلِ-সেভাবে ; مَا-যেভাবে ; اٰمَنْتُمْ-তোমরা ঈমান এনেছো ; بِهٖ-(ب+ه) তার প্রতি; فَقَدْ-(ف+قد) তবে অবশ্যই ; اِهْتَدَوْا-তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; تَوَلَّوْا-তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ; فَاِنَّمَا-(ف+ان+ما) তবে অবশ্যই ; هُمْ-তারা ; فِيْ شِقَاقٍ-(فى+شقاق) হঠকারিতায় লিপ্ত রয়েছে ; فَسَيَكْفِيْكَهُمُ-(ف+س+يكفى+كَ+هم) অতএব তাদের ব্যাপারে তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট ; اَللّٰهُ-আল্লাহ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; اَلسَّمِيْعُ-(ال+سميع) সর্বশ্রোতা ; اَلْعَلِيْمُ-(ال+عليم) সর্বজ্ঞ।(১৩৮) صِبْغَةَ-রং ; اَللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; مَنْ-কে ; اَحْسَنُ-উত্তম হতে পারে; مِنَ-চেয়ে ; اَللّٰهِ-আল্লাহর ; صِبْغَةً-রং-এর ব্যাপারে ; وَ-আর; نَحْنُ-আমরা; لَهٗ-(ل+ه) তাঁরই ; عٰبِدُوْنَ-ইবাদাতকারী।(১৩৯) قُلْ-আপনি বলুন ! اَتُحَآجُّوْنَنَا-(ا+تحاجون+نا)-তোমরা কি আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও ? فِي اللّٰهِ-(فى+الله) আল্লাহ সম্পর্কে ; وَ-অথচ; هُوَ-তিনি; رَبُّنَا-(رب+نا) আমাদের প্রতিপালক ;

'সিরাতুল মুসতাকীমে'র সন্ধান পায়নি যা নিয়ে এসেছেন মূসা (আ)ও ঈসা (আ) কিংবা অন্য কোনো পয়গাম্বর। বরং সে নিছক পিতা-পিতামহের অন্ধ অনুসরণ করে একজনকে মানার দাবি করছে। মূলত তার ধর্ম হলো বর্ণবাদ, বংশবাদ এবং পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ। কোনো পয়গাম্বরের অনুসরণ তার ধর্ম নয়।

১৭৫. অত্র আয়াতের অর্থ দুভাবেই হতে পারে ঃ (ক) আমরা আল্লাহ্‌র রং গ্রহণ করেছি, (খ) তোমরা আল্লাহ্‌র রং গ্রহণ করো। খৃস্টানবাদ উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্বে ইয়াহুদী সমাজে প্রথা হিসেবে প্রচলিত ছিল যে, যারা তাদের ধর্মে দীক্ষিত হতো

وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝

এবং তোমাদেরও প্রতিপালক ;[১৭৬] আমাদের জন্য আমাদের কাজ আর তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ এবং আমরা তাঁর প্রতিই একনিষ্ঠ।[১৭৭]

۝١٤٠ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ

১৪০ তোমরা কি নিশ্চিতভাবে বলো যে, ইবরাহীম ও ইসমাঈল,ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরগণ

كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ

ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছিল ? আপনি বলুন, তোমরাই কি অধিক জ্ঞাত,[১৭৮] অথবা আল্লাহ? তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে, যে গোপন করে

وَ–এবং ; رَبُّكُمْ–(رب+كم)–তোমাদেরও প্রতিপালক ; وَ–আর ; لَنَا–(ل+نا) আমাদের জন্য ; أَعْمَالُنَا–(اعمال+نا) –আমাদের কাজ; وَ–এবং ; لَكُمْ–(ل+كم) তোমাদের জন্য ; أَعْمَالُكُمْ–(اعمال+كم) তোমাদের কাজ ; وَ–এবং ; نَحْنُ –আমরা; لَهُ–(ل+ه) তাঁর প্রতি ; مُخْلِصُونَ–একনিষ্ঠ। ۝١٤٠ أَمْ تَقُولُونَ–(ام+تقول+ون) তোমরা কি বলো যে ; إِنَّ –নিশ্চিতভাবে; إِبْرَاهِيمَ–ইবরাহীম ; وَ–ও; إِسْمَاعِيلَ –ইসমাঈল ; وَ–ও; إِسْحَاقَ–ইসহাক ; وَ–ও ; يَعْقُوبَ–ইয়াকূব; وَالْأَسْبَاطَ–(و+ال+اسباط) ও (তাঁর) বংশধরগণ ; كَانُوا–তারা ছিল ; هُودًا–ইয়াহুদী ; أَوْ–অথবা ; نَصَارَىٰ–খৃস্টান ; قُلْ–আপনি বলুন ; أَأَنْتُمْ–(ء+انتم) তোমরা কি; أَعْلَمُ –অধিক জ্ঞাত ; أَمِ –অথবা ; اللَّهُ–আল্লাহ ; وَ–আর ; مَنْ–কে ? ; أَظْلَمُ –অধিক যালিম ; مِمَّنْ–(من+من) তার চেয়ে যে ; كَتَمَ –গোপন করে ;

তাদেরকে গোসল করানো হতো। এ গোসল দ্বারা তারা বুঝাতে চাইতো যে, তাদের ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির পাপরাশি মোচন হয়ে গেছে এবং সে যেন জীবনের নূতন রং ধারণ করেছে। আর এ প্রথাই পরবর্তী সময় খৃষ্টানরা গ্রহণ করে নিয়েছে। আর এ প্রথা পালন শুধু নবদীক্ষিত ব্যক্তির ব্যাপারেই ছিলো না ; বরং শিশুদের ব্যাপারেও প্রচলিত ছিল। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, এ প্রথাসর্বস্ব রংগীন করার মধ্যে কি আছে ? বরং তোমরা আল্লাহ্‌র রং ধারণ করো, যা কোনো পানির দ্বারা হয় না, বরং তাঁর ইবাদাতের পদ্ধতি গ্রহণ করার দ্বারা হয়।

১৭৬. অর্থাৎ আমরাও তো একই কথা বলি যে, আমাদের সকলের প্রতিপালক আল্লাহ এবং তাঁরই আনুগত্য আমাদেরকে করতে হবে। এটা কি এমন কোনো বিষয়

شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ⑭⓪ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্য ? অথচ আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বেখবর নন,[১৭৯] যা তোমরা করছো। ১৪১. তারা ছিল এক উম্মত ; অবশ্যই তারা অতীত হয়ে গেছে।

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

তারা যা উপার্জন করেছে তা তাদের জন্য ; আর তোমরা যা উপার্জন করেছো তা তোমাদের জন্য ; আর তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না সে সম্পর্কে যা তারা করতো।

شَهَادَةً–একটি সাক্ষ্য; عِنْدَهُ–(عند+ه) তার নিকট প্রদত্ত ; مِنَ اللّٰهِ–(من+الله) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ; وَ–অথচ ; مَا اللّٰهُ–(ما+الله) আল্লাহ নন ; بِغَافِلٍ–(ب+ غافل) বেখবর, অনবহিত ; عَمَّا–(عن + ما) সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُوْنَ–তোমরা করছো। ⑭① تِلْكَ–তারা; أُمَّةٌ–এক জাতি; قَدْ خَلَتْ–অবশ্যই তারা অতীত হয়েছে; لَهَا–(ل+ها) তাদের জন্য তা ; مَا كَسَبَتْ–(ما+كسبت) যা তারা উপার্জন করেছে; وَ–আর; لَكُمْ–(ل+كم) তোমাদের জন্য তা; مَّا كَسَبْتُمْ–(ما+كسبتم) যা তোমরা উপার্জন করেছো; وَ–আর; لَاتُسْـَٔلُوْنَ–তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না; عَمَّا–(عن+ما) সে সম্পর্কে যা ; كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–(كانوا+يعمل+ون) তারা করতো।

যা নিয়ে তোমাদেরকে আমাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করতে হবে ? ঝগড়া করার কোনো অবকাশ যদি থেকেই থাকে, তা তো আমাদের, তোমাদের নয়। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ইবাদাতের যোগ্য তোমরাই বানিয়ে নিয়েছো, আমরা নই।

১৭৭. অর্থাৎ তোমাদের কর্মের জন্য তোমরা দায়ী, আর আমাদের কর্মের জন্য আমরা দায়ী। তোমরা যদি তোমাদের ইবাদাতকে বিভক্ত করে রাখো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে তার পূজা-অর্চনা করতে থাকো, তাহলে তা করার তোমাদের এখতিয়ার আছে। তার পরিণামফল তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করবে, আমরা যবরদস্তি তোমাদের এ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চাই না। কিন্তু আমরা আমাদের ইবাদাত-বন্দেগী একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠ করে নিয়েছি, এখন যদি তোমরা একথা মেনে নাও যে, আমাদেরও তা করার এখতিয়ার আছে, তাহলে অনর্থক ঝগড়া করার প্রয়োজনই হয় না।

১৭৮. এখানে ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যকার অজ্ঞ-মূর্খ জনতাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, যারা মনে করেছে যে, বড়ো বড়ো নবী-রাসূল সবই ইয়াহুদী অথবা খৃস্টান ছিলো।

১৭৯. এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের আলেম সমাজকে, যারা নিজেরাও এটা ভালোভাবে জানতো যে, বর্তমান বৈশিষ্ট্যাবলীসহ ইয়াহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের উৎপত্তি অনেক পরে হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের

মধ্যেই সত্যকে সীমাবদ্ধ বলে মনে করতো। আর জনতাকেও এ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত রাখতো যে, নবীগণ চলে যাওয়ার দীর্ঘদিন পর তাদের ফকীহ, ন্যায়শাস্ত্রবিদ ও সুফীগণ যেসব আকীদা-বিশ্বাস, রীতিনীতি ও ইজতিহাদী আইন-কানুন রচনা করেছেন, তার অনুসরণ-অনুকরণের মধ্যেই মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি নির্ভরশীল। কিন্তু যখন এসব আলেমকে প্রশ্ন করা হয় যে, হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ) তোমাদের সম্প্রদায়গুলোর মধ্যকার কোন্ সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ? তারা তখন এ প্রশ্নের জবাবদান এড়িয়ে যেতো। কেননা তারা এটা বলতে অপারগ ছিল যে, এসব বুযর্গ আমাদের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে তারা সঠিক ব্যাপার স্বীকারও করতে পারতো না। তাহলে তাদের সকল যুক্তিই শেষ হয়ে যেতো।

১৬শ রুকূ' (আয়াত ১৩০-১৪১)-এর শিক্ষা

১। সকল নবী-রাসূলের প্রচারিত দীনের মূল বিষয় ছিল 'তাওহীদ'। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দীনের মূল বিষয়ও ছিল 'তাওহীদ'। তাঁর দীনের মূল বিষয় অবিকৃতভাবে একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রচারিত দীন ইসলামেই রয়েছে। সুতরাং যারা 'দীন ইসলাম' থেকে মুখ ফিরায়, তারাই ইবরাহীম (আ)-এর জীবনাদর্শ থেকে মুখ ফিরায়। অতএব দীন ইসলামের অনুসরণই দীনে ইবরাহীমের প্রকৃত অনুসরণ, বিকৃত তাওরাত ও ইনজীলের অনুসরণ নয়।

২। সকল নবী-রাসূলের 'ইলাহ' যিনি, আমাদের 'ইলাহ'ও তিনি। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজগতের তিনিই একমাত্র 'ইলাহ'। সুতরাং ইবাদাত করতে হবে একমাত্র তাঁরই। মেনে চলতে হবে একমাত্র তাঁরই আদেশ-নিষেধ।

৩। দীনের অনুসরণ না করে তথা সৎকর্ম না করে শুধুমাত্র 'আমি অমুক দীনের অনুসারী' বলে দাবি করার মধ্যে দীন ও দুনিয়ার কোনো কল্যাণ নেই। শুধুমাত্র মৌখিক দাবির দ্বারা ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না। ঈমান পরিপূর্ণ হয় তিনটি অংশের সমন্বয়ে ঃ (ক) মৌখিক স্বীকৃতি, (খ) আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস, (গ) কর্মে তার প্রতিফলন।

৪। আমাদের কর্মই আমাদের উপার্জন। আর কর্মের ফলাফল হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি। কর্ম যদি সৎকর্ম হয়, তার ফল হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি যার বিনিময় হলো অনাবিল সুখের স্থান জান্নাত। আর কর্ম যদি মন্দ হয়, তার ফল হবে আল্লাহর অসন্তুষ্টি যার বিনিময় হবে চির দুঃখের স্থান জাহান্নাম। সুতরাং সৎকর্মই হবে আমাদের একমাত্র করণীয়।

৫। ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের শিরকী হঠকারিতার মোকাবিলায় আল্লাহই সত্যপন্থীদের জন্য যথেষ্ট। একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর প্রতি একনিষ্ঠ থেকে আল্লাহর ইবাদাতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে হবে।

৬। হিদায়াত তথা ইহ-পরকালীন কল্যাণের জন্য ইয়াহুদীবাদ বা খৃস্টবাদ গ্রহণ করতে হবে—ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের এ দাবি মারাত্মক ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহ-পরকালীন কল্যাণ পেতে হলে একমাত্র সর্বশেষ দীন ইসলামকেই মেনে চলতে হবে। ইসলামই দীনে ইবরাহীমের অবিকৃত রূপ।

৭। হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ) এবং তাঁদের বংশধরগণ কস্মিনকালেও ইয়াহুদী-খৃস্টান ছিলেন না। ইয়াহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের উৎপত্তি তো তাঁদের অনেক পরে। সুতরাং ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের দাবি একেবারেই ভিত্তিহীন।

৮। ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা জেনেশুনেই ইসলামের সত্যতার বিরুদ্ধাচরণে মত্ত। তারা সত্য গোপন করছে। তাদেরকে কোনোক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-৬

(১৪২) سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ط

১৪২. শীঘ্রই মানুষের মধ্য থেকে নির্বোধরা বলবে, কিসে ফিরিয়ে দিলো তাদেরকে সেই কিবলা থেকে, যার উপর তারা (এতোদিন) ছিল ?[১৮০]

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ط يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

আপনি বলুন, পূর্ব-পশ্চিম তো আল্লাহ্রই, তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন সরল-সঠিক পথের প্রতি।[১৮১]

(১৪৩) وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

১৪৩. আর এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি, যাতে তোমরা সাক্ষী হও মানবজাতির জন্য ;

(১৪২) سَيَقُولُ (س+يقول)- শীঘ্রই বলবে ; السُّفَهَاءُ (ال+سفهاء)- নির্বোধরা ; مِنَ النَّاسِ (من+ال+ناس)- মানুষের মধ্য থেকে; مَا -কিসে ; وَلَّاهُمْ (ولى+هم)- ফিরিয়ে দিলো তাদেরকে; عَنْ -থেকে ; قِبْلَتِهِمُ -তাদের কিবলা; الَّتِي -সেই ; كَانُوا -তারা ছিলো; عَلَيْهَا -তার উপর; قُلْ -আপনি বলুন ; لِلَّهِ -আল্লাহ্রই ; الْمَشْرِقُ (ال+مشرق)- পূর্ব; وَ -ও ; الْمَغْرِبُ -পশ্চিম; يَهْدِي -তিনি পথ দেখান; مَنْ -যাকে ; يَشَاءُ -তিনি ইচ্ছা করেন; إِلَى -প্রতি ; صِرَاطٍ -পথের; مُسْتَقِيمٍ -সরল-সঠিক। (১৪৩) وَ -আর; كَذَٰلِكَ -এভাবে ; جَعَلْنَاكُمْ (جعلنا+كم)- আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি ; أُمَّةً -জাতি; وَسَطًا -মধ্যপন্থী; لِتَكُونُوا -যাতে তোমরা হও ; شُهَدَاءَ -সাক্ষী; عَلَى -জন্য; النَّاسِ (ال+ناس)- মানুষের ;

১৮০. রাসূলুল্লাহ (স) হিজরতের পরে মদীনাতে ১৬ অথবা ১৭ মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। অতপর কা'বার দিকে ফিরে নামায আদায় করার নির্দেশ আসলো। সামনে এ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

১৮১. এ হচ্ছে নির্বোধদের আপত্তির প্রথম উত্তর। তাদের চিন্তার দৌড় ছিল সামান্য, দৃষ্টি ছিল সংকীর্ণ, দিক ও স্থানের পরিমণ্ডলে আবদ্ধ। এজন্য প্রথমেই তাদের মূর্খতাসুলভ আপত্তি খণ্ডনকল্পে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে, পূর্ব-পশ্চিম সবই

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا

আর রাসূল হন সাক্ষী তোমাদের জন্য ;[১৮২] আর যার উপর আপনি (এযাবত) ছিলেন তাকে আমি কিবলা এজন্য করেছিলাম

وَ –আর ; يَكُونَ –হন; الرَّسُولُ –(ال+رسول) রাসূল; عَلَيْكُمْ –(على+كم) –তোমাদের জন্য; شَهِيدًا –সাক্ষী; وَ –আর ; مَا جَعَلْنَا –(ما+ جعل + نا) –আমি করিনি; الْقِبْلَةَ –(ال+قبلة) কিবলা; الَّتِي –তাকে ; كُنْتَ –আপনি ছিলেন (এ যাবত); عَلَيْهَا –যার উপর ;

আল্লাহ্‌র, কোনো দিককে একবার কিবলা নির্ধারণ করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ সেদিকেই অবস্থান করেন। যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন তারা এ ধরনের সংকীর্ণতার অনেক উর্ধে।

১৮২. এখানে উম্মতে মুহাম্মাদীর নেতৃত্বের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। 'এভাবে' কথা দ্বারা দুদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র পথপ্রদর্শনের প্রতি—যার মাধ্যমে মুহাম্মদ (স)-এর অনুসারীগণ সত্যপথের সন্ধান পেয়েছেন এবং তাদেরকে 'মধ্যপন্থী জাতি' অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কিবলা পরিবর্তনের প্রতি—যার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে বিশ্ব নেতৃত্বের পদ থেকে যথানিয়মে অপসারণ করে তদস্থলে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বসিয়ে দিলেন।

'উম্মাতান ওয়াসাতান' তথা 'মধ্যপন্থী জাতি' দ্বারা এমন একটি মর্যাদাশীল ও উন্নত জাতি বুঝানো হয়েছে, যারা হবে সুবিচারক, ন্যায়নিষ্ঠ এবং ভারসাম্যপূর্ণ জাতি। পৃথিবীর জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান আসন লাভের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে। সততা ও সত্যতার ভিত্তিতে সকলের সাথে যাদের সম্পর্ক হবে সমান এবং কারো সাথেই তাদের অবৈধ ও পক্ষপাতদুষ্ট কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

অতপর বলা হয়েছে, তোমাদেরকে 'মধ্যপন্থী জাতি' এজন্য বানানো হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং রাসূলও তোমাদের উপর সাক্ষী হন। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আখিরাতে যখন পুরো মানব জাতিকে একই সাথে হিসাবের জন্য উপস্থিত করা হবে, সে সময় রাসূল তোমাদের দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে তোমাদের উপর সাক্ষ্য দিবেন যে, সঠিক চিন্তা, সৎকর্ম এবং সুবিচারের যে শিক্ষা সহকারে তাঁকে পাঠানো হয়েছে, তা তিনি তোমাদের নিকট যথাযথভাবে পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং নিজে বাস্তবে করে দেখিয়ে দিয়েছেন। অতপর তোমাদেরকেও রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে পৃথিবীর মানুষের সামনে এ মর্মে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রাসূল তোমাদের নিকট যা পৌছে দিয়েছেন তা তোমরা যথাযথভাবে সাধারণ মানুষের নিকট পৌছে দিয়েছো। আর রাসূল কার্যকর করে যা দেখিয়ে দিয়েছেন, তোমরাও তা কার্যকর করে দেখানোর ব্যাপারে কোনোরূপ ত্রুটি করোনি।

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ

যাতে আমি জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ;[১৮৩]

اِلاَّ –ব্যতীত, ছাড়া ; لِنَعْلَمَ –(ل+نعلم)–যাতে আমি জানতে পারি ; مَنْ –কে; يَتَّبِعُ –অনুসরণ করে ; الرَّسُوْلَ –(ال+رسول)–রাসূলের; مِمَّنْ –(من+من)–তার থেকে; يَنْقَلِبُ –ফিরে যায় ; عَلٰى –দিকে ; عَقِبَيْهِ –তার পেছনে ;

এভাবে কোনো ব্যক্তি বা দলকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব প্রদান করাই মূলত তাকে নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা। এতে যেমনি রয়েছে সম্মান ও মর্যাদা, তেমনি রয়েছে দায়িত্বের ভারী বোঝা। সারকথা, রাসূল যেমন তাঁর উম্মতের জন্য তাকওয়া, হিদায়াত, সুবিচার, ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যের জীবন্ত সাক্ষী হয়েছেন, তেমনি তাঁর উম্মতকেও দুনিয়াবাসীর জন্য জীবন্ত সাক্ষীতে পরিণত হতে হবে। যাতে তাদের কথা, কাজ ও সত্যের প্রতি আনুগত্য দেখে দুনিয়ার মানুষ তাকওয়া, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যের আনুগত্যের শিক্ষা লাভ করবে।

হাদীসে আছে ঃ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন (নবী) নূহকে ডাকা হবে তিনি বলবেন, হে রব! তোমার পবিত্র দরবারে আমি হাজির আছি। (আল্লাহ তাআলা তখন তাঁকে) জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি (আমার হুকুম আহকাম মানুষের কাছে) পৌছিয়ে ছিলে ? তিনি বলবেন, হাঁ, পৌছিয়েছিলাম। তখন তাঁর উম্মতকে ডেকে বলা হবে, তিনি কি তোমাদেরকে (আমার হুকুম আহকাম) পৌছিয়ে দিয়েছিল ? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোনো সাবধানকারী আসেনি। তখন আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, আপনার সাক্ষী কে আছে ? নূহ (আ) বলবেন, মুহাম্মদ ও তাঁর উম্মত আমার সাক্ষী। তাই তারা (উম্মতে মুহাম্মদী) সাক্ষী দেবে যে, তিনি আল্লাহ্‌র সব আদেশ নিষেধ তাদের কাছে পৌছিয়েছিলেন। আর রসূল [হযরত মুহাম্মদ (স)] তাদের কথা সত্য বলে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। তাই মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি 'উম্মতে ওয়াসাত' (মধ্যপন্থী উম্মত বা দল) করেছি যেন তোমরা মানবজাতির সাক্ষী হতে পারো। আর রসূল [হযরত মুহাম্মদ (স)] তোমাদের সাক্ষী হন।"

এর অপর অর্থ হলো আল্লাহর হিদায়াত মানুষের নিকট পৌছানোর ব্যাপারে রাসূলের দায়িত্ব যেমন অত্যন্ত কঠিন, এমনকি তাতে সামান্য বিচ্যুতি ও গাফিলতির জন্যও তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে পাকড়াও হতেন, তেমনি সেই হিদায়াত দুনিয়ার মানুষের নিকট পৌছানোর ব্যাপারেও তাঁর উম্মতের উপর কঠিন দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ যদি আল্লাহ্‌র আদালতে যথাযথভাবে এ সাক্ষ্য দিতে ব্যর্থ

وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ

আর অবশ্যই এটা ছিল অত্যন্ত কঠিন বিষয়, তাদের ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন। আর আল্লাহ এমন নন যে,

لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾ قَدْ نَرَى

তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করে দিবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম স্নেহশীল পরম দয়ালু। ১৪৪. আমি অবশ্যই লক্ষ্য করছি

وَ–আর ; اِنْ –যদিও ; كَانَتْ –ছিল ; لَكَبِيْرَةً–(ل+كبيرة) অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন বিষয় ; اِلاَّ–তাদের ব্যতীত ; عَلَى–উপর ; الَّذِيْنَ–যাদেরকে ; هَدَى–পথ প্রদর্শন করেছেন; اللّٰهُ–আল্লাহ; وَ–আর; مَا كَانَ–নন; اللّٰهُ–আল্লাহ; لِيُضِيْعَ–(ل+يضيع) যে, বিনষ্ট করে দিবেন ; اِيْمَانَكُمْ–(ايمان+كم)– তোমাদের ঈমান ; اِنَّ–নিশ্চয়; اللّٰهَ –আল্লাহ ; بِالنَّاسِ–(ب+ال+ناس)–মানুষের প্রতি ; لَرَءُوْفٌ–(ل+رءوف)–অবশ্যই পরম স্নেহশীল; رَحِيْمٌ –পরম দয়ালু।(১৪৪) قَدْ نَرَى –অবশ্যই আমি লক্ষ্য করছি ;

হয় যে, "তোমার রাসূলের মাধ্যমে যে হিদায়াত তোমার পক্ষ থেকে আমরা পেয়েছিলাম তা আমরা দুনিয়াবাসীর নিকট পৌঁছানোর ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করিনি"—তাহলে মুসলিম উম্মাহ সেদিন মারাত্মকভাবে পাকড়াও হয়ে যাবে। আর নেতৃত্বের অহঙ্কার আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

১৮৩. অর্থাৎ কিবলা পরিবর্তন দ্বারা এটা দেখা উদ্দেশ্য যে, কারা জাহেলী গোঁড়ামী, মাটি ও রক্তের গোলামীতে লিপ্ত রয়েছে, আর কারা সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সত্যের যথার্থ অনুসরণ করে। আরববাসী একদিকে নিজেদের জন্মভূমি ও বংশগত অহঙ্কারে লিপ্ত ছিল এবং কা'বাকে বাদ দিয়ে বাইরের বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানানো তাদের জাতি পূজার মূর্তির উপর ছিল প্রচণ্ড আঘাত। অন্যদিকে বনী ইসরাঈল নিজেদের বংশ পূজার অহংকারে হয়ে পড়েছিল মত্ত এবং নিজেদের পৈত্রিক কিবলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কিবলাকে মেনে নেয়া তাদের জন্য ছিল অত্যন্ত কঠিন।

অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের গোঁড়ামীর মূর্তি যাদের রক্তের সাথে মিশে আছে তারা কিভাবে সেই সরল-সঠিক পথে চলবে, যে পথে রাসূলুল্লাহ (স) তাদের ডাকছেন। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা সেসব মূর্তিপূজকদেরকে সত্যানুসন্ধানীদের থেকে পৃথক করার জন্য প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলারূপে নির্ধারিত করেছেন, যাতে আরব জাতীয়তাবাদের পূজারীরা আলাদা হয়ে যায়। অতপর সেই কিবলা বাদ দিয়ে কা'বাকে কিবলা নির্ধারিত করেন। যাতে ইসরাঈলী জাতীয়তাবাদের পূজারীরা আলাদা হয়ে যায়। আর এভাবে তারাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে থেকে গেলো যারা

تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ

আপনার চেহারা আকাশের প্রতি বারবার ফেরানোকে ;[১৮৪] অতএব আমি অবশ্যই আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিবো, যা আপনি পছন্দ করেন ; সুতরাং আপনি আপনার চেহারাকে ফিরিয়ে নিন

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ

মসজিদুল হারামের দিকে ;[১৮৫] আর তোমরা যেখানেই থাকো, তোমাদের চেহারাকে সেদিকে ফিরিয়ে দাও[১৮৬]

تَقَلُّبَ-বারবার ফেরানোকে; وَجْهِكَ -(وجه+ك) আপনার চেহারা; فِي-প্রতি; السَّمَاءِ-(ال+سماء)-আকাশের প্রতি ; فَلَنُوَلِّيَنَّكَ -(ف+ل+نولين+ك)-অতএব আমি অবশ্যই আপনাকে ফিরিয়ে দিবো; قِبْلَةً -এমন কিবলার দিকে ; تَرْضَاهَا-(ترضى+ها)-যা আপনি পসন্দ করেন; فَوَلِّ -(ف+ول) সুতরাং ফিরিয়ে নিন ; وَجْهَكَ -(وجه+ك)-আপনার চেহারা; شَطْرَ -দিকে; الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ-(ال +مسجد+ال+حرام)-মসজিদুল হারামের ; وَ -আর ; حَيْثُ -যেখানেই; مَا كُنْتُمْ-তোমরা থাকো; فَوَلُّوا-(ف+ ولوا) ফিরিয়ে নিন; وُجُوهَكُمْ-(وجوه+كم)-তোমাদের চেহারাগুলোকে; شَطْرَهُ -(شطر+ه) সেইদিকে ;

কোনো প্রকার দেবতার পূজারী ছিল না—তারা ছিলো একমাত্র আল্লাহ তাআলারই পূজারী।

১৮৪. কা'বা ঘর মুসলমানদের কিবলা হোক এটা ছিল মহানবী (স)-এর আন্তরিক কামনা। তবে নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্‌র নিকট ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো দরখাস্ত পেশ করেন না যতোক্ষণ পর্যন্ত জানতে না পারেন যে, সেই দরখাস্ত পেশ করার অনুমতি আছে। মহানবী (স) এ দোয়া করার অনুমতি পূর্বেই পেয়েছিলেন এবং সে অনুযায়ী কিবলা পরিবর্তনের দোয়াও করেছিলেন। আর তাঁর দোয়া যে কবুল হবে এ ব্যাপারেও আশাবাদী ছিলেন। সেজন্যই তিনি বারবার আকাশের দিকে ফিরে ফিরে দেখছিলেন যে, ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছেন কিনা।

১৮৫. এখানে 'শাতরুন' শব্দ দ্বারা মসজিদুল হারামের অবস্থানের দিক বুঝানো হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কা'বা ঘর থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের লোকদের নামাযের সময় সরাসরি কা'বার প্রতি মুখ করা জরুরী নয় ; বরং কা'বা যেদিকে অবস্থিত ঠিক সেদিকে মুখ করাই যথেষ্ট।

১৮৬. এটাই হলো সেই মূল নির্দেশ যা কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে দেয়া হয়েছিল। এ নির্দেশ দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) বিশ্‌র ইবনুল বারায়া ইবনে মারূর

وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ

আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা নিশ্চিত জানে যে, অবশ্যই তা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য।

وَمَا اللّٰهُ بِغٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ

আর তারা যা করছে আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন। ১৪৫. আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে আপনি যদি নিয়েও আসেন

وَ –আর; اِنَّ –নিশ্চয় ; الَّذِينَ–যাদেরকে ; اُوتُوا –দেয়া হয়েছে ; الْكِتٰبَ–(ال+كتب) কিতাব ; لَيَعْلَمُونَ –নিশ্চিত তারা জানে; اَنَّهُ–(ان+ه)–অবশ্যই তা; الْحَقُّ –(ال+حق) সত্য; مِنْ–পক্ষ থেকে; رَبِّهِمْ –(رب+هم)–তাদের প্রতিপালকের; وَ–আর; مَا–নন; اللّٰهُ–আল্লাহ ; بِغٰفِلٍ –(ب+غافل) গাফিল ; عَمَّا يَعْمَلُونَ–(عن+ما+يعمل+ون) তারা যা করছে। ﴿١٤٥﴾ وَ–আর ; لَئِنْ–(ل+ان) যদিও; اَتَيْتَ–আপনি নিয়ে আসেন; الَّذِينَ –যাদেরকে ; اُوتُوا –দেয়া হয়েছে ; الْكِتٰبَ –(ال+كتب) কিতাব ;

(রা)-এর গৃহে দাওয়াত উপলক্ষ্যে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের নামাযের সময় হয়ে যাওয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) সবাইকে নিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। দুই রাক্‌য়াত পড়া হয়েছে। তৃতীয় রাক্‌য়াতে ওহীর মাধ্যমে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ নাযিল হলে সাথে সাথে নামাযরত অবস্থায় তিনি ও তাঁর ইমামতীতে যারা নামায পড়ছিল সকলে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কা'বার দিকে ঘুরে দাঁড়ান। অতপর নির্দেশটি মদীনা ও মদীনার আশেপাশের অঞ্চলে সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়া হলো। বারায়া ইবনে আযেব (রা) বর্ণনা করেন যে, এক জায়গায় ঘোষকের ঘোষণা মানুষের কানে রুকূ অবস্থায় পৌছল, তৎক্ষণাৎ তারা সে অবস্থায় কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিবলা পরিবর্তনের এ নির্দেশটি বনী সালেমায় পরের দিন ফজরের নামাযের সময় পৌছে। তখন তারা সবেমাত্র এক রাক্‌য়াত নামায শেষ করেছে, এমন সময় তাদের কানে ঘোষকের আওয়ায পৌছলো যে, 'সাবধান ! কিবলা বদলে গেছে, এখন থেকে কা'বা ঘর কিবলারূপে নির্দিষ্ট হয়েছে।' একথা শোনার সাথে সাথে সমস্ত জামায়াত কা'বার দিকে ঘুরে গেলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, বায়তুল মুকাদ্দাস মদীনা থেকে সোজা উত্তরে অবস্থিত। আর কা'বার অবস্থান হলো মদীনা থেকে সোজা দক্ষিণে। তাই নামাযের মধ্যে কিবলা পরিবর্তনের জন্য ইমামকে হেটে মুকতাদীদের সামনে আসতে হয়েছে। আর

بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ

সকল নিদর্শন, তারা অনুসরণ করবে না আপনার কিবলার ; আর না আপনি অনুসারী তাদের কিবলার ; আর না তাদের একে

بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۭ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ

অনুসারী অন্যের কিবলার ; আর আপনি যদি আপনার নিকট জ্ঞান আসার পরও তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন

اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٥﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ

তাহলে অবশ্যই আপনি যালেমদের শামিল হয়ে যাবেন।[১৮৭] ১৪৬. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে সেরূপ চেনে

; بِكُلِّ –সকল; اٰيَةٍ –নিদর্শন ; مَا تَبِعُوْا –(ما+تبعوا) তারা অনুসরণ করবে না ; قِبْلَتَكَ –(قبلة+ك) আপনার কিবলার ; وَ –আর ; مَآ اَنْتَ –(ما+انت) আপনিও নন ; بِتَابِعٍ –অনুসারী; قِبْلَتَهُمْ –(قبلة+هم) তাদের কিবলার ; وَ –আর ; مَا بَعْضُهُمْ –(ما+بعض+هم) না তাদের একে ; بِتَابِعٍ –অনুসারী ; قِبْلَةَ –কিবলার ; بَعْضٍ –অন্যের ; وَ –আর ; لَئِنِ –যদি ; اتَّبَعْتَ –অনুসরণ করেন ; اَهْوَآءَهُمْ –(اهواء+هم) তাদের খেয়াল-খুশীর; مِّنْۢ بَعْدِ –(من+بعد) পর ; مَا جَآءَكَ –(ما+جاء+ك) আপনার নিকট আসার ; مِنَ الْعِلْمِ –(من+ال+علم) জ্ঞান ; اِنَّكَ –(ان+ك) অবশ্যই আপনি ; اِذًا –তাহলে ; لَّمِنَ –(ل+من) শামিল হয়ে যাবেন; الظّٰلِمِيْنَ –(ال+ظلمين) যালেমদের। ﴿١٤٦﴾ اَلَّذِيْنَ –যাদেরকে ; اٰتَيْنٰهُمُ –(اتينا+هم) আমি তাদেরকে দিয়েছি; الْكِتٰبَ –(ال+كتب) কিতাব ; يَعْرِفُوْنَهٗ –(يعرفون+ه) তারা তাকে চিনে ;

মুকতাদীদেরকে কেবলমাত্র দিকই পরিবর্তন করতে হয়নি, বরং কিছু হাঁটাচলার মাধ্যমে কাতার ঠিক করতে হয়েছে। মসজিদুল হারামের অর্থ সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন মাসজিদ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই ইবাদাতের ঘর যা কা'বা ঘরের চারদিক বেষ্টন করে আছে।

১৮৭. অর্থাৎ কিবলা সম্পর্কে এরা (ইয়াহুদীরা) যেসব বিতর্ক ও প্রমাণ পেশ করছে, তার সমাধান এভাবে হতে পারে না যে, দলীল-প্রমাণ পেশ করে তাদেরকে সন্তুষ্ট করা যাবে। কেননা এরা বিদ্বেষ প্রসূত হঠকারিতায় অন্ধ। কোনো প্রকার প্রমাণ দ্বারাও তাদেরকে তাদের কিবলা থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব নয়। যেহেতু তারা তাদের দলপ্রীতি ও বিদ্বেষের কারণে এ কিবলাকে আঁকড়ে ধরেছে। আর আপনি তাদের কিবলাকে গ্রহণ

كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ

যেরূপ চেনে তাদের সন্তানদেরকে ;[১৮৮] আর তাদের একটি উপদল অবশ্যই সত্যকে গোপন করে

وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤٦﴾ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

অথচ তারা জানে। ১৪৭. প্রকৃত সত্য তা-ই যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত। সুতরাং আপনি সন্দেহকারীদের মধ্যে শামিল হবেন না।

كَمَا – যেরূপ ; يَعْرِفُوْنَ –চিনে; اَبْنَآءَهُمْ –(ابناء+هم) তাদের সন্তানদেরকে ; وَ –আর; اِنَّ –অবশ্যই ; فَرِيْقًا –একটি উপদল ; مِّنْهُمْ –(من+هم) তাদের মধ্যকার ; لَيَكْتُمُوْنَ –(ل+يكتم+ون) (তারা) অবশ্যই গোপন করে ; الْحَقَّ –(ال+حق) সত্যকে; وَ –অথচ ; هُمْ –তারা; يَعْلَمُوْنَ –জানে। ﴿١٤٧﴾ اَلْحَقُّ –(ال + حق) প্রকৃত সত্য ; مِنْ –তাই, যা ; رَّبِّكَ –আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত ; فَلَا تَكُوْنَنَّ –সুতরাং আপনি শামিল হবেন না ; مِنَ –মধ্যে ; الْمُمْتَرِيْنَ –(ال+ ممتر+ين) সন্দেহকারীদের।

করে নিলেও এর সমাধান সম্ভব নয়। কেননা তাদের কিবলা একটি নয়, যার উপর সকল দল একমত আছে ; বরং তাদের এক এক দলের এক একটি কিবলা। উপরন্তু নবী হওয়ার কারণে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার বৃথা চেষ্টা করা এবং দেয়া-নেয়ার নীতিতে তাদের সাথে আপোষ-রফা করাও আপনার কাজ নয়। আপনাকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, সর্বপ্রথম সবদিক থেকে বেপরোয়া হয়ে দৃঢ়ভাবে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই আপনার দায়িত্ব।

১৮৮. এটা আরবদের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্য। যে বস্তুকে মানুষ নিশ্চিতভাবে জানে এবং যাতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকে না, তাকে এভাবে বুঝানো হয়ে থাকে যে, সে এ বস্তুটিকে এভাবে চেনে-জানে যেমন চেনে-জানে নিজের সন্তানদেরকে। অর্থাৎ নিজের সন্তানদের চিহ্নিত করতে তার যেমন কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয় না, তেমনিভাবে এ বস্তুটিকেও সে চেনে-জানে। ইয়াহুদী ও খৃস্টান আলেমগণ এটা ভালোভাবেই জানতো যে, এ কা'বা ঘর হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করেছেন। অপরদিকে বায়তুল মুকাদ্দাস তার তেরো শত বছর পরে হযরত সুলায়মান (আ) নির্মাণ করেছেন। এ ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে তাদের এক বিন্দুও সন্দেহ-সংশয় থাকার অবকাশ নেই।

১৭ রুকূ' (আয়াত ১৪২-১৪৭)-এর শিক্ষা

১। সমগ্র মানবজাতির ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কা'বা ঘরই একমাত্র কিবলা হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কেননা "মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মিত হয়, তা মক্কায় অবস্থিত এবং এ ঘর বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত ও বরকতের উৎস।"

২। সালাত আদায় করার সময় সরাসরি কা'বার দিকে মুখ করা সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত মুসলমানদের পক্ষে সরাসরি কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায় করা সম্ভব নয়। তাই কা'বা যেদিকে অবস্থিত সেই দিকের প্রতি মুখ করাই যথেষ্ট।

৩। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরাই বিশ্বাস, কর্ম তথা ইবাদাত এবং পার্থিব জীবনের কাজ-কর্ম—সব দিক থেকেই ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থী জাতি। আর ইসলামই একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

৪। আর এজন্যই মুসলমানদের সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য সাক্ষী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং মুসলমানদের সাক্ষ্যের যথার্থতা অনুমোদনের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে মুসলমানদের জন্য সাক্ষী হিসেবে মর্যাদাবান করেছেন।

৫। সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই ন্যায়ানুগ ও নির্ভরযোগ্য হতে হবে। তাই মুসলিম উম্মাহকে ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ করা হয়েছে। যেহেতু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অতএব কোনো ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্‌র ইজমাও গ্রহণযোগ্য এবং শরীয়াতের দলীল। আল্লাহ তাআলা لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ *বলে অপর জাতি গোষ্ঠীর বিপক্ষে এ উম্মতের কথাকে দলীল সাব্যস্ত করেছেন। তাই তাদের ইজমা তথা ঐকমত্য শরীয়াতের একটি দলীল এবং তা পালন করা ওয়াজিব। সাহাবায়ে কিরামের ইজমা তাবিয়ীগণের জন্য, আর তাবিয়ীগণের ইজমা তাদের পরবর্তীদের জন্য দলীলস্বরূপ।*

৬। ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের আলেম সমাজ আল্লাহ্‌র বিধানে 'তাহ্‌রীফ' করেছে। সুতরাং যারা আল্লাহ্‌র বিধানকে গোপন করা ও পরিবর্তন করার মতো জঘন্য কাজ করতে পারে তাদের কোনো কথাই বিশ্বাস করা যেতে পারে না। সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র বাণী কুরআন মাজীদকে, যা কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৮
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-৫

۝١٤٨ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ

১৪৮. আর প্রত্যেকের জন্য একটি দিক রয়েছে, যেদিকে সে মুখ করে (ইবাদাতের সময়)। সুতরাং তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও।[১৮৯] যেখানেই তোমরা থাকো, তোমাদেরকে করবেন

اللّٰهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٤٨ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

আল্লাহ একত্র। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। ১৪৯. আর যেখান থেকেই তুমি বের হও, তোমার মুখ ফিরাও

(১৪৮) وَ–আর; لِكُلِّ–(ل+كل) প্রত্যেকের জন্য রয়েছে; وِجْهَةٌ–একটি দিক; هُوَ –সে; مُوَلِّيهَا–সেদিকে মুখ ফিরায়; فَاسْتَبِقُوا–(ف+استبقوا) সুতরাং তোমরা প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও; الْخَيْرٰتِ–(ال+خيرات)–সৎকাজে; أَيْنَ مَا–যেখানেই; تَكُونُوا–তোমরা থাকো; يَأْتِ–করবেন; بِكُمُ–তোমাদেরকে; اللّٰهُ–আল্লাহ; جَمِيعًا–একত্র; إِنَّ–নিশ্চয়; اللّٰهَ–আল্লাহ; عَلٰى–উপর; كُلِّ–প্রত্যেক; شَيْءٍ–বস্তুর; قَدِيرٌ–সর্বশক্তিমান। (১৪৯) وَ–আর; مِنْ–থেকে; حَيْثُ–যেখান; خَرَجْتَ–তুমি বের হও; فَوَلِّ–(ف+ول) তুমি ফিরাও; وَجْهَكَ–তোমার মুখমণ্ডল;

১৮৯. অর্থাৎ 'সালাত' যেভাবে আদায় করতে হবে, তেমনি সালাত আদায়কালীন যে কোনো দিকে মুখ করে দাঁড়াতেই হবে। প্রত্যেক জাতিরই ইবাদাতের সময় মুখ করে দাঁড়ানোর জন্য একটি কিবলা নির্ধারিত আছে। সে কিবলা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে অথবা তারা নিজেরাই নির্ধারণ করে নিয়েছে। এমতাবস্থায় সর্বশেষ নবীর উম্মতের জন্যও একটি কিবলা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

তবে মূল বিষয় মুখ করে দাঁড়ানো নয়, আসল জিনিস হলো সেই নেকী ও কল্যাণসমূহ অর্জন করা—যার জন্য সালাত আদায় করা হয়। অতএব দিক ও স্থান নিয়ে বিতর্কে সময় নষ্ট করার চেয়ে নেকী ও কল্যাণ অর্জনে প্রতিযোগিতা করতে হবে।

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

মসজিদুল হারামের দিকে। আর নিশ্চয় তা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অকাট্য সত্য ; এবং আল্লাহ বেখবর নন

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ

তোমরা যা করো সে সম্পর্কে। ১৫০. আর যেখান থেকেই তুমি বের হও, তোমার মুখমণ্ডল মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও ;[১৯০]

وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ

আর যেখানেই তোমরা থাকো, তোমাদের মুখমণ্ডলকে সেদিকেই ফিরাবে, যাতে তোমাদের বিপক্ষে বিতর্ক করার মানুষের কোনো অবকাশ না থাকে ;[১৯১]

شَطْرَ–দিকে ; الْمَسْجِدِ–(ال+مسجد)–মসজিদ ; الْحَرَامِ–(ال+حرام)–হারামের ; وَ–আর; إِنَّهُ–(ان+ه) নিশ্চয় তা ; لَلْحَقُّ–(ل+ال+حق)–অকাট্য সত্য ; مِنْ–পক্ষ থেকে; رَبِّكَ–(رب+ك) তোমার প্রতিপালকের; وَ–এবং; مَا–নন ; اللَّهُ–আল্লাহ; بِغَافِلٍ–(ب+غافل) বেখবর ; عَمَّا–(عن+ما) তা থেকে যা ; تَعْمَلُونَ–তোমরা করো সে সম্পর্কে। ﴿١٥٠﴾ وَ–আর ; مِنْ–থেকে; حَيْثُ–যেখান ; خَرَجْتَ–তুমি বের হয়ে আসো ; فَوَلِّ–(ف+ول) ফেরাও ; وَجْهَكَ–(وجه+ك) তোমার মুখমণ্ডল ; شَطْرَ–দিকে ; الْمَسْجِدِ–(ال+مسجد) মসজিদে; الْحَرَامِ–(ال+حرام) হারামের ; وَ–আর; حَيْثُ–যেখানেই ; مَا كُنتُمْ–তোমরা থাকো ; فَوَلُّوا–(ف+ولوا) তোমরা ফিরাও; وُجُوهَكُمْ–(وجوه+كم) তোমাদের মুখমণ্ডল ; شَطْرَهُ–(شطر+ه) সেদিকে ; لِئَلَّا–(ل+ان+لا+يكون)–যাতে অবকাশ না থাকে ; يَكُونَ– ; لِلنَّاسِ–(ل+ال+ناس)–মানুষের জন্য; عَلَيْكُمْ–(على+كم)–তোমাদের বিপক্ষে ; حُجَّةٌ–বিতর্ক করার ;

১৯০. কিবলা পরিবর্তনের বিষয় আলোচনা উপলক্ষ্যে فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ বাক্যটি তিনবার এবং وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ বাক্যটি দুইবার উল্লেখিত হয়েছে। এর একটি সাধারণ কারণ হলো, কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বিরোধীদের জন্য হৈ চৈ করার ব্যাপার তো ছিলই ; স্বয়ং মুসলমানদের জন্যও ইবাদাতের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক ঘটনা ছিল। নির্দেশটি যদি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে দেয়া না হতো তবে তাদের অন্তরে প্রশান্তি অর্জন সহজ হতো না। সেজন্যই নির্দেশটিকে বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এতে এ ইংগিতও রয়েছে যে, এটাই সর্বশেষ পরিবর্তন। এর পরে কিবলা পুনঃপরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই।

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي

তাদের মধ্যে যারা যুলুম করেছে তারা ব্যতীত। অতএব তাদের ভয় করো না, শুধু আমাকেই ভয় করো, যাতে আমি আমার নিয়ামতের পূর্ণতা দান করতে পারি[১৯২]

إِلَّا–তারা ব্যতীত ; الَّذِينَ–যারা ; ظَلَمُوا –যুলুম করেছে ; مِنْهُمْ–(من+هم)-তাদের মধ্যে; فَلَا تَخْشَوْهُمْ–(ف+لا+تخشو+هم) অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো না; وَاخْشَوْنِي–(و+اخشو+نى)–আমাকেই ভয় করো ; وَ–আর ; لِأُتِمَّ–(ل+اتم)–যাতে আমি পূর্ণ করতে পারি ; نِعْمَتِي–(نعمة+ى)–আমার নিয়ামত ;

প্রথমবারের নির্দেশ ছিল 'মুকীম' অবস্থার জন্য। অর্থাৎ যখন আপনি আপনার বাসস্থানে অবস্থান করেন তখন সালাত আদায়কালীন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন।

দ্বিতীয় নির্দেশের পূর্বেই বলা হয়েছে, "যেখানেই আপনি বের হয়ে যান" অর্থাৎ কোথাও সফরে বের হলেও সালাতের সময় মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে।

অতপর তৃতীয় নির্দেশের মাধ্যমে বিরোধীদের আপত্তি করার সুযোগ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

১৯১. অর্থাৎ আমাদের এ হুকুমকে পুরোপুরি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করো। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের কাউকে নির্দিষ্ট দিক ছাড়া অন্য কোনো দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে দেখা গেলো ; আর অমনি তোমাদের শত্রুদের তোমাদের সাথে বিতর্ক করার সুযোগ এসে গেল যে, "খুব তো মধ্যপন্থী উম্মত, কেমন সত্যের সাক্ষ্যদাতা ; যারা বলে যে, কিবলা পরিবর্তনের এ নির্দেশ আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত, আবার নিজেরাই তার বিপরীত কাজ করে।"

১৯২. এ বাক্যের সম্পর্ক নিম্নোক্ত ইবারতের সাথে, "সেদিকেই মুখ করে তোমরা নামায আদায় করো যাতে তোমাদের বিরোধীরা তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের সুযোগ না পায়।" 'নিয়ামত' দ্বারা এখানে নেতৃত্ব-কর্তৃত্বকে বুঝানো হয়েছে, যা বনী ইসরাঈল থেকে নিয়ে এসে মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াত অনুসারে পৃথিবীর জাতিসমূহের নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানবজাতিকে সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌র ইবাদাতের দিকে পরিচালিত করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়া মুসলিম উম্মাহর জন্য তার সত্যের পথে চলার চরম পুরস্কার। এ নেতৃত্বের দায়িত্ব যে জাতিকে দেয়া হয়েছে তার প্রতি আসলেই আল্লাহ্‌র নিয়ামত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা এখানে ইরশাদ করছেন, কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দ্বারা তোমাদেরকে এ নেতৃত্বের পদে সমাসীন করা হয়েছে। অতএব তোমাদেরকে এজন্যই এ নির্দেশের যথাযথ

عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا

তোমাদের উপর এবং সম্ভবত তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হবে।[১৯৩] ১৫১. যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছি যিনি তিলাওয়াত করেন

عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم

তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ, আর তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত আর শিক্ষা দেন তোমাদেরকে

مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

যা তোমরা কখনো জানতে না। ১৫২. অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করবো,[১৯৪] আর আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

عَلَيْكُمْ–তোমাদের উপর ; وَ–এবং ; لَعَلَّكُمْ–(لعل+كم)-সম্ভবত তোমরা; تَهْتَدُونَ–সরল পথ প্রাপ্ত হবে। (১৫১) كَمَآ–যেমন ; أَرْسَلْنَا–আমি পাঠিয়েছি ; فِيكُمْ–(فى+كم) তোমাদের জন্য ; رَسُولًا–একজন রাসূল ; مِّنكُمْ–(من+كم)–তোমাদের মধ্য থেকে ; يَتْلُوا–তিনি তিলাওয়াত করেন; عَلَيْكُمْ–(على+كم)-তোমাদের নিকট; ءَايَٰتِنَا–(ايت+نا) আমার আয়াতসমূহ ; وَ–আর; يُزَكِّيكُمْ–(يزكى+كم) তোমাদেরকে পবিত্র করেন; وَ–এবং ; يُعَلِّمُكُمُ–(يعلم+كم) তোমাদেরকে শিক্ষা দেন ; ٱلْكِتَٰبَ–(ال+كتب) কিতাব ; وَ–ও ; ٱلْحِكْمَةَ–(ال+حكمة) হিকমত ; وَ–আর ; يُعَلِّمُكُم–তোমাদেরকে শিক্ষা দেন ; مَّا–যা; لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ–(لم+تكونوا+تعلم+ون) কখনো তোমরা জানতে না। (১৫২) فَٱذْكُرُونِىٓ–(ف+اذكروا+نى)–অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো; أَذْكُرْكُمْ–(اذكر+كم)–আমিও তোমাদের স্মরণ করবো; وَ–আর; ٱشْكُرُوا۟ لِى–(اشكروا+لى)-আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো; وَ–এবং; لَا تَكْفُرُونِ–(لا+تكفروا+ن) অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

অনুসরণ করা প্রয়োজন যাতে অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানীর কারণে তোমাদেরকে এ দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া না হয়। তোমরা যদি এ নির্দেশের যথাযথ আনুগত্য করো তাহলে তোমাদেরকে এ নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে।

১৯৩. অর্থাৎ এ নির্দেশের আনুগত্যকালীন এ আশা অন্তরে পোষণ করতে পারো যে, এটা মহামহিম রাজাধিরাজের বর্ণনা শৈলী মাত্র। বিপুল ক্ষমতাশীল বাদশাহর পক্ষ থেকে যদি কোনো চাকরকে বলে দেয়া হয়, আমার পক্ষ থেকে অমুক অমুক দান

অনুগ্রহের আশা করতে পারো, শুধু এতোটুকু কথার দ্বারাই সংশ্লিষ্ট চাকরের ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষও তাকে অভিনন্দন জানায়।

১৯৪. 'যিকির'-এর শাব্দিক অর্থ 'স্মরণ করা' এবং এর সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। তবে জিহ্বা অন্তরের মুখপাত্র হওয়ার কারণে মৌখিকভাবে স্মরণ করাকেও 'যিকির' বলা হয়। এতে বোধগম্য যে, অন্তরে আল্লাহ্‌র স্মরণের সাথে মৌখিক যিকিরও গ্রহণযোগ্য।

সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, "যিকিরের অর্থ হলো, আনুগত্য ও নির্দেশ মান্য করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ মানে না, সে আল্লাহ্‌র যিকিরই করে না, বাহ্যিকভাবে সে যতো বেশীই নামায ও তাসবীহ্‌ পাঠ করুক না কেন।"

ইমাম কুরতুবী (র) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে অর্থাৎ হালাল-হারাম সম্পর্কিত নির্দেশ মেনে চলে তার নফল নামায-রোযা কিছু কম হলেও সে আল্লাহ্‌র যিকির করে। অপরদিকে যে আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তার নামায-রোযা ও তাসবীহ-তাহলীল বেশী হলেও সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র যিকির করে না।"

হযরত মুয়ায (রা) বলেন, "মানুষকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে তার কোনো আমলই যিকরুল্লাহ্‌র সমপর্যায়ের নয়।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে আছে যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "বান্দাহ যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে তার ঠোঁট নড়তে থাকে সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি।"

হযরত যুননূন মিসরী (র) বলেন—"যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে সে অন্য সবকিছুই ভুলে যায়। এর পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা সর্বদিক দিয়েই তাকে হিফাযত করেন এবং সবকিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন।"

১৮ রুকূ' (আয়াত ১৪৮-১৫২)-এর শিক্ষা

১। প্রত্যেক জাতির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিবলা নির্ধারিত ছিল ; আর শেষ নবীর উম্মতের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মসজিদুল হারামকে কিবলা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য এ কিবলাই নির্ধারিত।

২। মুসলিম উম্মাহ্‌র যে কোনো ব্যক্তি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই থাকুক না কেন, সালাতের সময় তাকে মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে হবে।

৩। কিবলা পরিবর্তন দ্বারা ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের নেতৃত্বের অবসান হয়েছে, আর তৎসঙ্গে মুসলিম উম্মাহ্‌কে বিশ্ব নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে।

৪। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ বাহ্যিকভাবে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত নেই। কিন্তু যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত কিবলা আর পরিবর্তন হবে না, সেহেতু মুসলিম জাতি যদি তাদের দীনে হককে

নিজেদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, তখনই বিশ্বনেতৃত্ব তাদের হাতেই ফিরে আসবে। ইতিহাস এর জ্বলন্ত সাক্ষী।

৫। মুসলিম উম্মাহ যদি যথার্থ অর্থে আল্লাহ্কে স্মরণ করে অর্থাৎ আল্লাহ্র রাসূলের মাধ্যমে যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা তারা পেয়েছে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে, আল্লাহ্র রাসূল যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তার যথাযথ অনুসরণ করে এবং যা নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, তাহলে আল্লাহ কখনো তাদেরকে ভুলে যাবেন না। এটা আল্লাহ্র অঙ্গীকার, আর আল্লাহ কখনও অঙ্গীকারের খেলাপ করেন না।

৬। বিশ্বকে নেতৃত্বদানের জন্য মুসলিম উম্মাহ্কে বাছাই করার জন্য অবশ্যই আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে হবে। অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে দূরে ছিটকে পড়তে হবে। আর আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে ছিটকে পড়ার অর্থ দুনিয়াতে অন্য জাতির অধীনস্থ হয়ে যাওয়া এবং পরকালে কঠিন শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকা।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৯
পারা হিসেবে রুকূ'—৩
আয়াত সংখ্যা—১১

(১৫৩) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

১৫৩. হে যারা ঈমান এনেছো ![১৯৫] তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।[১৯৬]

(১৫৪) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ

১৫৪. আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না ; বরং তারা জীবিত ;

(১৫৩) يَاأَيُّهَا-হে (লোকেরা)! الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছো ; اسْتَعِينُوا- তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো ; بِالصَّبْرِ- (ب+ال+صبر) ধৈর্যের সাহায্যে ; وَالصَّلَوٰةِ-(و+ال+صلوة) ও সালাতের সাহায্যে ; إِنَّ -নিশ্চয় ; اللَّهَ-আল্লাহ ; مَعَ-সাথে (আছেন); الصَّابِرِينَ-(ال+صبرين) ধৈর্যশীলদের। (১৫৪) وَ-আর ; لَاتَقُولُوا-তোমরা বলো না; لِمَنْ-(ل+من) তাদেরকে যারা; يُقْتَلُ-নিহত হয়; فِي سَبِيلِ-(فى+سبيل)-পথে; اللَّهِ-আল্লাহ্‌র ; أَمْوَاتٌ- মৃত ; بَلْ- বরং ; أَحْيَاءٌ-তারা জীবিত ;

১৯৫. নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দানের পর উম্মাতে মুহাম্মাদীকে প্রয়োজনীয় হিদায়াত দান করা হচ্ছে। সর্বপ্রথম যে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে তাহলো, এ দায়িত্ব কোনো ফুলশয্যা নয় যার উপর তোমাদেরকে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে ; বরং তা এক কঠিন দায়িত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়। এ দায়িত্বের বোঝা মাথায় নেয়ার সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে তোমাদের উপর শিলা বৃষ্টির মতো রাশি রাশি বিপদ আসতে থাকবে। তোমাদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। বিভিন্ন প্রকার ক্ষতির মুখোমুখী হতে হবে। অতপর তোমরা ধৈর্য, দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও দ্বিধাহীন সংকল্পের মাধ্যমে যখন আল্লাহ্‌র রাহে এগিয়ে যাবে, তখন তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাশি বর্ষিত হতে থাকবে।

১৯৬. অর্থাৎ নেতৃত্বের এ ভারী বোঝা বহন করার শক্তি তোমরা দুটো বিষয় থেকে অর্জন করতে পারবে। এক, তোমরা ধৈর্যের গুণ অর্জন করবে ; দুই, সালাতের মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী করবে। মূলত সবরই সাফল্যের চাবিকাঠি যা ছাড়া কোনো ব্যক্তি কোনো কাজে সফল হতে পারে না।

وَلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٥﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ

কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারো না।[১৯৭] ১৫৫. আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয় ও ক্ষুধা

وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۙ

এবং সম্পদ ও জীবনের ক্ষতি আর ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে ; তবে সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের।

﴿١٥٦﴾ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ؕ

যাদের কোনো বিপদ আসলে তারা বলে, আমরা তো আল্লাহ্‌র জন্যই, আর আমরা তো তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।[১৯৮]

وَلٰكِنْ -কিন্তু ; لَا تَشْعُرُوْنَ -তোমরা তা বুঝতে পারো না। ﴿১৫৫﴾ وَ -আর; لَنَبْلُوَنَّكُمْ (ل+نبلون+كم)- আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো ; بِشَيْءٍ (ب+شيء)- কিছু দ্বারা; مِّنَ -থেকে; الْخَوْفِ (ال+خوف)- ভয় ; وَالْجُوْعِ -ও ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ; وَ -এবং; نَقْصٍ -ক্ষতি ; مِّنَ الْاَمْوَالِ (من+ال+اموال)- সম্পদের ; وَ -ও; الْاَنْفُسِ (ال+انفس)- জীবনের ; وَ -আর ; الثَّمَرٰتِ (ال+ثمرت)- ফল-ফসলের; وَ -তবে; بَشِّرِ -সুসংবাদ দিন ; الصّٰبِرِيْنَ (ال+صبرين)- ধৈর্যশীলদের। ﴿১৫৬﴾ الَّذِيْنَ -যারা; اِذَآ -যখন; اَصَابَتْهُمْ (اصابت+هم)- তাদের আসে ; مُّصِيْبَةٌ -কোনো বিপদ ; قَالُوْٓا -তারা বলে ; اِنَّا -নিশ্চয় আমরা ; لِلّٰهِ (ل+الله)- আল্লাহ্‌র জন্য ; وَ -আর ; اِنَّآ -অবশ্যই আমরা; اِلَيْهِ -তাঁরই দিকে ; رٰجِعُوْنَ -প্রত্যাবর্তনকারী।

ধৈর্যের সংজ্ঞা হলো : (ক) তাড়াহুড়া না করা, নিজের প্রচেষ্টার ত্বরিত ফল লাভের জন্য অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত হারিয়ে না বসা। (খ) তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত ও সংকল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া। (গ) বাধা বিপত্তির বীরোচিত মোকাবিলায় ক্রোধান্বিত না হওয়া এবং সহিষ্ণু হওয়া। (ঙ) সকল প্রকার ভয়ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবিলায় সঠিক পথে অবিচল থাকা। শয়তানের উৎসাহ প্রদান ও নফসের খাহেশের বিপক্ষে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা।

পরবর্তী পর্যায়ে নামায সম্পর্কেও ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে যে, নামায কিভাবে মুমিন ব্যক্তি ও সমষ্টিকে নেতৃত্বের মহান দায়িত্বের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলে।

১৯৭. 'মৃত' শব্দটি ও তার চিন্তা মানুষের অন্তরে সাহসহীনতার ছাপ ফেলে। তাই আল্লাহ্‌র রাহে যারা জীবন দিয়েছে তাদেরকে 'মৃত' বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ

(১৫৭) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ○

১৫৭. এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রয়েছে অফুরন্ত অনুগ্রহ ও করুণা ; আর এরাই তারা যারা সঠিক পথপ্রাপ্ত।

(১৫৮) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ

১৫৮. নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত ; সুতরাং যে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করে বা ওমরা করে[১৯৯]

(১৫৭) أُولَٰئِكَ-এরাই তারা; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-যাদের প্রতি রয়েছে ; صَلَوَاتٌ- অফুরন্ত অনুগ্রহ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّهِمْ-(رب+هم) তাদের প্রতিপালকের ; وَ- ও ; رَحْمَةٌ -করুণা; وَ-আর; أُولَٰئِكَ-এরাই; هُمُ-তারা; الْمُهْتَدُونَ-(ال+مهتد+ون)-যারা সঠিক পথপ্রাপ্ত। (১৫৮) إِنَّ -নিশ্চয় ; الصَّفَا -সাফা ; وَ- ও ; الْمَرْوَةَ-মারওয়া ; مِنْ شَعَائِرِ-(من+شعائر)-নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত ; اللَّهِ-আল্লাহ্‌র ; فَمَنْ-(ف+من) সুতরাং যে ; حَجَّ -হজ্জ করে; الْبَيْتَ-(ال+بيت) বায়তুল্লাহ্‌র; أَوِ-অথবা ; اعْتَمَرَ -ওমরা করে ;

এতে দীনী জামায়াতের লোকদের মধ্যে জিহাদ, সংঘর্ষ ও আল্লাহ্‌র রাহে জীবন দেয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনায় স্থবিরতা দেখা দিতে পারে। আর তাই বলা হচ্ছে যে, ঈমানদারগণ তাদের অন্তরে এ ধারণাই বদ্ধমূল রাখবে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে জীবন উৎসর্গ করছে, সে মূলত চিরন্তন জীবন লাভ করছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধারণাই বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং এতে বীর-হৃদয় দুঃসাহসী, দুর্দমনীয়, সতেজ ও সজীব হয়।

১৯৮. এখানে 'বলা'-র অর্থ শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণ করা নয় ; বরং অন্তরেও একথার স্বীকৃতি দেয়া যে, 'আমরা আল্লাহ্‌রই জন্য'। তাই আল্লাহ্‌র রাস্তায় আমাদের যে কোনো জিনিসই কুরবান হয়েছে তা যথার্থ ক্ষেত্রেই ব্যয় হয়েছে। যার জিনিস তার কাজেই লেগেছে। আবার যেহেতু তাঁর দিকেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং তাঁর পথে লড়াই করে জীবন দিয়েই তাঁর সামনে কেন উপস্থিত হবো না। এটা তার চেয়ে লক্ষ গুণে উত্তম যে, আমি আমার প্রবৃত্তির প্রতিপালনে ব্যস্ত থাকবো, আর এ অবস্থায় আমার উপর নেমে আসবে কোনো দুর্ঘটনা বা আমি শিকার হবো কোনো রোগের যার ফলে ধুঁকে ধুঁকে আমার মৃত্যু হবে।

১৯৯. যিলহজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখে কা'বা শরীফের যে যিয়ারত করা হয় তাকে 'হজ্জ' বলা হয়। আর এ নির্দিষ্ট তারিখ ছাড়া অন্য সময় যে যিয়ারত করা হয় তাকে 'ওমরা' বলা হয়।

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ○

তার কোনো দোষ নেই এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ (সায়ী) করায় ;[২০০] আর যে স্বেচ্ছায় কোনো নেকীর কাজ করে[২০১] তবে নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও যথার্থ মূল্য প্রদানকারী।

(১৫৯) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ

নিশ্চয় যারা গোপন করে তা, যে সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হিদায়াত আমি নাযিল করেছি তা বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও

فَلَا جُنَاحَ -(ف+لا+جناح) কোনো দোষ নেই ; عَلَيْهِ -(على+ه) তার (উপর) ; اَنْ يَطَّوَّفَ -(ان+يطوف) তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করায় ; بِهِمَا -এতদুভয়ের ; وَ -আর ; مَنْ -যে; تَطَوَّعَ -স্বেচ্ছায় করে; خَيْرًا -কোনো নেকীর কাজ; فَاِنَّ -তবে নিশ্চয়; اللّٰهَ -আল্লাহ ; شَاكِرٌ -যথার্থ মূল্য প্রদানকারী ; عَلِيْمٌ -সর্বজ্ঞ। (১৫৯) اِنَّ -নিশ্চয় ; الَّذِيْنَ -যারা; يَكْتُمُوْنَ -গোপন করে; مَا -যা; اَنْزَلْنَا -আমি নাযিল করেছি ; مِنَ -থেকে; الْبَيِّنٰتِ -(ال+بينت) সুস্পষ্ট নিদর্শন; وَ -ও ; الْهُدٰى -(ال+هدى) হিদায়াত; مِنْ بَعْدِ -(من+بعد) পরও; مَا بَيَّنّٰهُ -(ما+بينا+ه) তা বিস্তারিত বর্ণনা করার ;

২০০. 'সাফা' ও 'মারওয়া' মসজিদুল হারামের মধ্যবর্তী দুটি পাহাড়ের নাম। এ দুটি পাহাড়ের মধ্যে দৌড়ানো হজ্জের সেইসব অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত যেসব অনুষ্ঠান আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। অতপর যখন মক্কা ও তার আশেপাশের অঞ্চলসমূহে মুশরেকী জাহেলিয়াত তথা পৌত্তলিকতা ছড়িয়ে পড়ে 'সাফা' পাহাড়ে 'আসাফ' ও 'মারওয়া' পাহাড়ে 'নায়েলা' নামক মূর্তীর পূজাবেদী স্থাপন করা হয় এবং এদের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা হতো। অতপর নবী (স)-এর দাওয়াতে ইসলামের আলো আরববাসীদের অন্তর আলোকিত করলো, তখন মুসলমানদের সাফা-মারওয়ার সায়ী (দৌড়ানো) সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিলো যে, এ দুই পাহাড়ের মধ্যে সায়ী করা হজ্জের মূল অনুষ্ঠানের অন্তর্গত কিনা। নাকি মুশরিকরা হজ্জের অনুষ্ঠানের সাথে তা যোগ করে নিয়েছে। তাদের মনে এ প্রশ্নও দেখা দিলো যে, এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা আবার শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ছি না তো ? হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মদীনাবাসীগণ সাফা-মারওয়ার সায়ী সম্পর্কে শুরু থেকেই অপসন্দ ও বিরক্তিভাব পোষণ করতো। কেননা তারা 'মানাত'-এর পূজারী ছিল, আসাফ ও নায়েলা সম্পর্কে তারা জ্ঞাত ছিলো না। এসব কারণে যখন মসজিদুল হারামকে কিবলা নির্ধারণ করা হয়, তখন এসব ভুল বুঝাবুঝির অবসান হওয়া জরুরী ছিল। এটা জানা তাদের জন্য জরুরী ছিল যে, এ

لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۙ

কিতাবে মানুষের জন্য, এরাই তারা, যাদেরকে অভিশাপ দেন আল্লাহ এবং অভিশাপ দেন অভিশাপকারীরাও।[২০২]

﴿١٦٠﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ

১৬০. তবে যারা তাওবা করেছে এবং (নিজেদের কর্মনীতি) সংশোধন করে নিয়েছে ও (যা গোপন করেছিল তা) ব্যক্ত করেছে এদেরই তাওবা আমি গ্রহণ করি ;

وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ

আর আমিই পরম তাওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু। ১৬১. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে[২০৩] এবং কাফির অবস্থায় মারা গেছে

لِلنَّاسِ-(ل+ال+ناس)-মানুষের জন্য; فِي الْكِتٰبِ-(فى+ال+كتب)-কিতাবে; اُولٰٓئِكَ-এরাই তারা ; يَلْعَنُهُمُ-(يلعن+هم)-অভিশাপ দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-এবং; يَلْعَنُهُمُ-(يلعن+هم)-অভিশাপ দেয় ; اللّٰعِنُوْنَ-(ال+لعنون) অভিশাপদানকারীরা। ﴿١٦٠﴾ اِلَّا-তবে ; الَّذِيْنَ-যারা; تَابُوْا-তাওবা করেছে ; وَ-এবং; اَصْلَحُوْا-সংশোধন করে নিয়েছে (নিজেদের কর্মনীতি) ; وَ-ও ; بَيَّنُوْا-ব্যক্ত করেছে (যা গোপন করেছিল তা) ; فَاُولٰٓئِكَ-(ف+اولئك) এরাই তারা ; اَتُوْبُ-আমি তাওবা কবুল করি; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-এদেরই ; وَ-আর ; اَنَا-আমি ; التَّوَّابُ-(ال+تواب)-পরম তাওবা গ্রহণকারী; الرَّحِيْمُ-(ال+رحيم) পরম দয়ালু। ﴿١٦١﴾ اِنَّ-নিশ্চয় ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; وَ-এবং ; مَاتُوْا-মৃত্যুবরণ করেছে তারা; وَهُمْ-(و+هم) এ অবস্থায় তারা ; كُفَّارٌ-কাফির ;

দুই পাহাড়ের মধ্যে সায়ী করা হজ্জের মূল অনুষ্ঠানসমূহের অন্যতম। আর এ দুই পাহাড়ের পবিত্রতা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঘোষিত, এটা মুশরিকদের মনগড়া আবিষ্কার নয়।

২০১. অর্থাৎ উত্তম তো এটাই যে, আন্তরিক আগ্রহ সহকারে নেকীর কাজ করো ; অন্যথায় আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানার জন্য তো তা তোমাদেরকে করতেই হবে।

২০২. ইয়াহুদী আলেমদের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ এটাই ছিল যে, কিতাবুল্লাহ্‌র ইল্‌মকে সাধারণ লোকদের মাঝে প্রচার করার পরিবর্তে 'রাব্বী' ও কিছু পেশাদার ধর্মীয় গোষ্ঠীর আওতাধীন করে রেখেছিল। অতপর যখন অজ্ঞতার কারণে সাধারণ জনতা ব্যাপকভাবে পথভ্রষ্ট হতে লাগলো, তখন আলেম সমাজ তাদের সংশোধনের

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

এরাই তারা যাদের উপর আল্লাহ্, ফেরেশতাকুল ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ।[২০৪]

أُولَٰئِكَ–এরাই তারা; عَلَيْهِمْ–(على+هم) যাদের উপর; لَعْنَةُ–লা'নত, অভিসম্পাত; اللَّهِ–আল্লাহ্র; وَ–এবং ; الْمَلَائِكَةِ–ফেরেশতাকুলের ; وَ–ও; النَّاسِ –মানুষের; أَجْمَعِينَ –সমস্ত।

কোনো চেষ্টা করেনি—শুধু এতটুকুই নয় ; তারা নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা ঠিক রাখার জন্য জনগণের শরীয়াত বিরোধী কাজকে কথা, কাজ ও নীরব সমর্থন দিয়ে বৈধতার লাইসেন্স দিতে থাকলো। মুসলমানদেরকে এ ধরনের কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাকীদ দেয়া হচ্ছে। পৃথিবীর তাবৎ মানুষের হিদায়াতের জন্য যে মুসলিম উম্মাহকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, তাদের কর্তব্য সেই হিদায়াতের বাণীকে যতোবেশী সম্ভব সম্প্রসারিত করা, কৃপণের ধনের মতো তাকে কুক্ষিগত করে রাখা নয়।

২০৩. 'কুফর'-এর মূল অর্থ 'গোপন করা'। এ থেকে 'অস্বীকার করা' অর্থ নির্গত হয়। অতপর শব্দটি ঈমানের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। ঈমানের অর্থ মেনে নেয়া, গ্রহণ করে নেয়া, স্বীকার করে নেয়া। এর বিপরীতে কুফরের অর্থ না মানা, গ্রহণ না করা এবং অস্বীকার করা। কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে কুফরের বিভিন্ন সুরত হতে পারে-

এক ঃ আল্লাহ্কে একেবারে না মানা অথবা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে না মানা এবং তাঁকে নিজের ও সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক ও মাবূদ মানতে অস্বীকার করা অথবা তাঁকে একমাত্র মালিক ও মাবূদ হিসেবে না মানা।

দুই ঃ আল্লাহ্কে তো মানে ; কিন্তু তাঁর হিদায়াতসমূহকে জ্ঞান ও আইনের উৎস হিসেবে স্বীকার করে না।

তিন ঃ নীতিগতভাবে একথা মানে যে, তাকে আল্লাহ্র হিদায়াতের অনুসারে চলতে হবে ; কিন্তু আল্লাহ তাঁর হিদায়াতসমূহ যেসব নবী-রাসূলের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁদেরকে মানতে অস্বীকার করে।

চার ঃ নবীদের মধ্যে পার্থক্য করা এবং নিজের প্রবৃত্তি ও গোত্র এবং দলীয় প্রীতির কারণে তাঁদের কাউকে মানা আর কাউকে মানতে অস্বীকার করা।

পাঁচ ঃ আম্বিয়ায়ে কিরাম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক বিধি-বিধান ও জীবন যাপনের বিধান সম্বলিত যেসব শিক্ষা বর্ণনা করেছেন সেগুলো পূর্ণভাবে বা আংশিক গ্রহণ না করা।

(১৬২) خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا ۚ لَا یُخَفَّفُ عَنۡهُمُ الۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ یُنۡظَرُوۡنَ ○

১৬২. চিরকাল তারা এর (অভিশাপের) মধ্যে থাকবে ; তাদের থেকে আযাব কখনো হালকা করা হবে না ; আর না তাদের কোনো বিরাম দেয়া হবে।

(১৬৩) وَاِلٰـهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِیۡمُ ○

১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ ;[২০৫] তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই ; তিনি পরম করুণাময় পরম দয়ালু।

(১৬২) خٰلِدِیۡنَ–চিরকাল থাকবে; فِیۡهَا–(فى+ها) তার মধ্যে; لَایُخَفَّفُ–কখনো হালকা করা হবে না; عَنۡهُمُ–(عن+هم)–তাদের থেকে; الۡعَذَابُ–(ال+عذاب)–আযাব; وَ–আর; لَاهُمۡ–না তাদের ; یُنۡظَرُوۡنَ –বিরাম দেয়া হবে। (১৬৩) وَ–আর; اِلٰهُكُمۡ–(اله+كم) তোমাদের ইলাহ ; اِلٰهٌ–ইলাহ ; وَّاحِدٌ–এ ; لَااِلٰهَ–নেই কোনো ইলাহ ; اِلَّا–ছাড়া ; هُوَ –তিনি ; الرَّحۡمٰنُ–পরম করুণাময় ; الرَّحِیۡمُ–পরম দয়ালু।

ছয় ঃ উল্লেখিত বিষয়সমূহকে মতবাদ হিসেবে মেনে নিয়েও কার্যত জেনে-বুঝে আল্লাহ্র বিধানের নাফরমানী করা এবং এ নাফরমানীর উপর দৃঢ়চিত্ত থাকা। আর দুনিয়ার জীবনে নিজের মতবাদ ও বিশ্বাসের বিপরীত নাফরমানীর উপর নিজের কর্মনীতির বুনিয়াদ স্থাপন করা।

এছাড়াও কুরআন মাজীদে 'কুফর' শব্দটি 'নিয়ামতের অস্বীকার' ও 'অকৃতজ্ঞতা' অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং শোক্র তথা 'কৃতজ্ঞতা'-এর বিপরীত অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

২০৪. মুফাস্সিরগণের মতে, যে কাফিরের মৃত্যু কুফর অবস্থায় হয়েছে বলে জানা নেই তাকেও লা'নত করা তথা অভিসম্পাত করা বৈধ নয়। আমাদের পক্ষে কারও শেষ পরিণতি সম্পর্কে জানার যেহেতু কোনো সুযোগ নেই সেহেতু কোনো কাফিরের নাম নিয়ে অভিসম্পাত করা বৈধ নয়। তবে আমভাবে কোনো কাফিরের নাম উল্লেখ না করে অভিসম্পাত করা অবৈধ নয়। রাসূলে কারীম (স) যে সমস্ত কাফিরের নাম ধরে লা'নত করেছেন তাদের মৃত্যু যে কুফর অবস্থায় হয়েছে এ ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তিনি জ্ঞাত ছিলেন।

এতে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, লা'নতের ব্যাপারটি এমনই নাজুক যে, মৃত্যুকালীন অবস্থা না জেনে কোনো কাফিরের উপরও লা'নত করা বৈধ নয়। সুতরাং কোনো মুসলমান বা কোনো জীব-জন্তুর উপর কিভাবে লা'নত করা যেতে পারে ! অথচ

সাধারণ মানুষ কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের লা'নত করে থাকে ; শুধু লা'নত করেই থামে না, লা'নত অর্থবোধক যতো শব্দ তার জানা থাকে তার সবগুলো ব্যবহার করতে অলসতা করে না।

লা'নতের প্রকৃত অর্থ হলো, আল্লাহ্র রহমত হতে দূরে সরিয়ে দেয়া। অতএব কাউকে 'মরদূদ' বা 'আল্লাহ্র অভিশপ্ত' প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে গালি দেয়াও লা'নতের শামিল।

২০৫. এখানে তাওহীদের মূল কথা ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা একক, তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই। সুতরাং তিনিই এককভাবে ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য ও তিনিই তার একমাত্র অধিকারী। সত্তাগতভাবেও তিনি একক। অর্থাৎ তিনি খণ্ডিত সত্তা নন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকেও তিনি পবিত্র। তাঁর বিভক্তি বা ব্যবচ্ছেদ হতে পারে না।

তিনি আদি ও অনন্ত, এদিক থেকেও তিনি একক। তিনি তখনও বিদ্যমান ছিলেন যখন কিছুই ছিলো না। আবার তিনি তখনও বিদ্যমান থাকবেন যখন কিছুই থাকবে না। অতএব তিনিই একমাত্র সত্তা যাকে 'ওয়াহিদ' বা এক বলা যেতে পারে। এ শব্দটিতে যাবতীয় দিকের একত্বই বিদ্যমান। তারপর আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা জ্ঞানী-মূর্খ নির্বিশেষে সকলেই বুঝতে পারে। আসমান-যমীনের সৃষ্টি ও স্থিতি, রাত-দিনের আবর্তন তাঁরই ক্ষমতার পরিপূর্ণতা ও একত্ববাদের সাক্ষ্য।

১৯ রুকূ' (আয়াত ১৫৩-১৬৩)-এর শিক্ষা

১। 'সবর' ও 'সালাত' যাবতীয় সংকট নিরসনের উপায়। মুসলমানদের যে কোনো বিপদ-মসীবতে আল্লাহ্র নিকট 'সবর' ও 'সালাতে'র মাধ্যমে সাহায্য চাইতে হবে।

২। إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ। বাক্যের দ্বারা ইংগিত পাওয়া যায় যে, নামাযী ও সবরকারীর সাথে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ তথা আল্লাহ্র শক্তির সমাবেশ ঘটে। আর যেখানে আল্লাহ্র শক্তির সমাবেশ ঘটে সেখানে কোনো শক্তি কিংবা কোনো সংকটই টিকতে পারে না।

৩। আল্লাহ্র পথে যারা শহীদ হয় তাঁদেরকে সাধারণভাবে যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করা যাবে না। হাদীসের বর্ণনা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, শহীদদের দেহ জীবিত মানুষের দেহের মতোই অবিকৃত রয়ে গেছে। এ কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে।

৪। পার্থিব জীবনে মুমিনদের উপর যেসব বিপদ-মসীবত আসে তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষা মাত্র। এ পরীক্ষায় যারা ধৈর্যধারণ করে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। আর এ সুসংবাদ হলো আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণার এবং সঠিক পথপ্রাপ্তির।

৫। ইয়াহূদী ও খৃস্টান আলেমদের মতো যারা كتمان حق তথা সত্য গোপন করার অপরাধে অপরাধী হবে, তাদের উপর আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টিজগতের লা'নত বর্ষিত হবে।

৬। হজ্জের বিধানসমূহের মধ্যে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের মাঝে 'সায়ী' করা বা দৌঁড়ানোও অন্তর্ভুক্ত। এটা হজ্জে ইবরাহীমীরই অংশ।

৭। আল্লাহ ও সৃষ্টিজগতের লা'নত বা অভিসম্পাত থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র পথ কুফর, শিরক ও যাবতীয় গুনাহ থেকে সত্যিকার অর্থে তাওবা করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাওয়া।

৮। কুফর অবস্থায় মৃত্যু হলে তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও সমস্ত মানব মণ্ডলীর অভিসম্পাত পড়বে ; পরকালে তাদেরকে চিরস্থায়ী বিরামহীন বিরতিহীন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৯। সৃষ্টিজগতের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকলের ও সমস্ত কিছুর 'ইলাহ' হলেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি দয়াময় করুণার আধার। বান্দাহ অনুতপ্ত হয়ে পাপের জন্য তাওবা করে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২০
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-৪

(١٦٤) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ

১৬৪. নিশ্চয়[২০৬] আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে,

وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ

আর নৌকা-জাহাজসমূহে যা চলাচল করে নদী-সমুদ্রে যদ্দারা উপকার পৌঁছে মানুষের,[২০৭] আর নাযিল করেন আল্লাহ

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ

আকাশ থেকে যে পানি, অতপর সজীব করেন তদ্দারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর এবং বিস্তার করেন তাতে সর্বপ্রকার

(১৬৪) إِنَّ –নিশ্চয় ; فِي خَلْقِ (فى+خلق)– সৃষ্টিতে ; السَّمٰوٰتِ (ال+سموت)– আসমান; وَ –ও; الْأَرْضِ –যমীনের ; وَ –এবং ; اخْتِلَافِ –আবর্তনে ; الَّيْلِ (ال+ليل)– রাত; وَ –ও ; النَّهَارِ (ال+نهار)– দিনের ; وَ –আর ; الْفُلْكِ (ال+فلك) নৌকা-জাহাজ সমূহে; الَّتِي –যা ; تَجْرِي –চলাচল করে ; فِي الْبَحْرِ (فى+ال+بحر)– নদী-সমুদ্রে; بِمَا –যদ্দারা; يَنْفَعُ –উপকার পৌঁছে ; النَّاسَ (ال+ناس)– মানুষের ; وَ –আর ; مَا –যা; أَنْزَلَ –নাযিল করেছেন; اللّٰهُ –আল্লাহ; مِنَ –থেকে; السَّمَاءِ (ال+سماء)– আকাশ; مِنْ مَّاءٍ (من+ماء)– যে পানি; فَأَحْيَا (ف+احيا)– অতপর সজীব করেন; بِهِ –তদ্দারা; الْأَرْضَ (ال+ارض)– যমীনকে ; بَعْدَ –পরে ; مَوْتِهَا (موت+ها)– তার মৃত্যুর ; وَ –এবং; بَثَّ –বিস্তার করেন; فِيهَا (فى+ها)–তাতে; مِنْ كُلِّ (من+كل)–সর্বপ্রকার;

২০৬. অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ সম্পর্কে চাক্ষুষ লক্ষণ ও বাস্তব প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—আসমান-যমীনের সৃষ্টি, রাত-দিনের আবর্তন ও তাঁর ক্ষমতার পরিপূর্ণতা একত্ববাদের চাক্ষুষ প্রমাণ। তেমনিভাবে পানির উপর জাহাজ চলাচলের সুবিধা, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে পৃথিবীকে সুজলা-

دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ

জীব-জন্তু ; আর বাতাসের দিক পরিবর্তনে ও আসমান-যমীনের মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায়

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا

অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে।[২০৮] ১৬৫. আর মানুষের মধ্যে (এমন লোকও) আছে যারা গ্রহণ করে আল্লাহ ছাড়া (অন্যকে) তাঁর সমকক্ষরূপে,[২০৯]

دَآبَّةٍ –জীবজন্তু; وَّ –আর; تَصْرِيْفِ –দিক পরিবর্তনে ; الرِّيٰحِ –(ال+ريح) বাতাসের; وَ –ও ; السَّحَابِ –মেঘমালায় ; الْمُسَخَّرِ –(ال+مسخر) নিয়ন্ত্রিত ; بَيْنَ –মাঝে ; السَّمَاۤءِ –(ال+سماء) –আসমান ; وَ –ও ; الْاَرْضِ –(ال+ارض) –যমীনের ; لَاٰيٰتٍ –(ل+ايت) অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে ; لِّقَوْمٍ –(ل+قوم) সেই সম্প্রদায়ের জন্য; يَّعْقِلُوْنَ –যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে।(১৬৪) وَ –আর ; مِنَ –মধ্যে (এমন লোকও) আছে ; النَّاسِ –(ال+ناس) মানুষের ; مَنْ –যারা ; يَّتَّخِذُ –গ্রহণ করে ; مِنْ دُوْنِ –(من+دون) ছাড়া (অন্যকে) ; اللّٰهِ –আল্লাহ ; اَنْدَادًا –তার সমকক্ষরূপে ;

সুফলা, শস্য-শ্যামলা করে তোলা, বাতাসের গতি পরিবর্তন, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে মেঘমালার বিচরণ ইত্যাদির মধ্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্ববাদের প্রমাণ বিদ্যমান।

২০৭. এখানে ইংগিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে মালামাল আমদানী-রপ্তানীর মধ্যে মানুষের এতোবেশী কল্যাণ রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যায় না। আর এর ভিত্তিতেই আন্তদেশীয় বাণিজ্যের নিত্য নতুন পথ ও পন্থা উদ্ভাবিত হচ্ছে।

২০৮. অর্থাৎ মানুষ যদি বিশ্বজাহানের এ কারখানাকে—যা দিবা-রাত্রি তাদের চোখের সামনে সক্রিয় রয়েছে তাকে পশুর দেখার মতো না দেখে, বরং জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যবহার করে এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং হঠকারিতা পরিহার করে পক্ষপাতহীন ও মুক্ত অন্তরে চিন্তা করে তাহলে উল্লেখিত নিদর্শনাদি তার এ সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য যথেষ্ট যে, এ বিরাট বিশ্বের ব্যবস্থাপনা-পরিচালনা অবশ্যই অসীম ক্ষমতাধর মহাজ্ঞানী এক সত্তার বিধানের অনুগত। সকল ক্ষমতা-কর্তৃত্ব সেই একক সত্তার হাতে কেন্দ্রীভূত। এতে কারো কোনো স্বাধীন হস্তক্ষেপের বা কোনো প্রকার অংশীদারিত্বের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। অতএব সমগ্র সৃষ্টিজগতের তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, প্রভু, ইলাহ ও আল্লাহ।

২০৯. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের যেসব গুণাবলী তাঁর সাথে নিরংকুশভাবে সংশ্লিষ্ট ও নির্দিষ্ট তার কোনো একটি বা একাধিক গুণকে অন্যদের সাথে সম্পর্কিত

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ

তারা ভালোবাসে তাদেরকে আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার ন্যায় ; আর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় তারা অধিকতর দৃঢ় ;[২১০] আর যদি তারা (এখন) উপলব্ধি করতো-যারা

ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

যুলুম করেছে-যখন তারা দেখবে শাস্তি (তখনকার মতো) যে, নিশ্চয় সকল শক্তি আল্লাহ্‌রই ; আর অবশ্যই আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর।

يُحِبُّونَهُمْ-(يحبون+هم) তারা ভালোবাসে তাদেরকে; كَحُبِّ-(ك+حب) ভালোবাসার ন্যায় ; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌কে ; وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; أَشَدُّ-তারা অধিকতর দৃঢ় ; حُبًّا-ভালোবাসায় ; لِلّٰهِ-আল্লাহ্‌র জন্য ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; يَرَى-তারা উপলব্ধি করতো (এখন) ; الَّذِينَ-যারা; ظَلَمُوا-যুলুম করেছে; إِذْ-যখন ; يَرَوْنَ-তারা দেখবে ; الْعَذَابَ-(ال+عذاب) শাস্তি ; أَنَّ-নিশ্চয় ; الْقُوَّةَ-(ال+قوة) সকল শক্তি ; لِلّٰهِ-আল্লাহ্‌রই ; جَمِيعًا-সকল ; وَ-আর ; أَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; شَدِيدُ-অত্যন্ত কঠোর ; الْعَذَابِ - শাস্তি প্রদানে।

করে। আর আল্লাহ তাআলার যেসব হক বা অধিকার বান্দাহর উপর রয়েছে সেসব অধিকার বা তার কিছু অধিকার তারা নিজেদের বানানো 'মাবুদদের' প্রতি আদায় করে। যেমন বিশ্বজাহানের সকল কার্যকারণ পরম্পরার উপর কর্তৃত্ব, প্রয়োজন পূরণ, বিপদ মুক্তি, ফরিয়াদ শ্রবণ, প্রার্থনা শ্রবণ, দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয়ের জ্ঞান, এসব গুণাবলী বিশেষভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা যেহেতু সমগ্র বিশ্বের মালিক, সেহেতু বিশ্ববাসীর জন্য বৈধ-অবৈধের সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার দায়িত্বও তাঁর। তাদের দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া এবং তাদের আদেশ-নিষেধের বিধান প্রদান করাও আল্লাহ্‌র দায়িত্ব। আর এটা আল্লাহ্‌রই অধিকার যে, বান্দাহ তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিবে, তাঁর নির্দেশকেই আইনের উৎস বলে মেনে নিবে এবং তাঁকেই আদেশ-নিষেধের প্রকৃত কর্তৃপক্ষ বলে বিশ্বাস করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপরোক্ত গুণাবলীর মধ্যকার কোনো গুণকে অন্য কারো সাথে সম্পর্কিত করে আর তাঁর অধিকারসমূহের মধ্যে কোনো একটি অধিকারও অন্য কাউকে প্রদান করে সে মূলত অন্যদের আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি বা সংস্থা উল্লেখিত গুণাবলীর কোনো একটি গুণের অধিকারী হওয়ার দাবি করে এবং উল্লেখিত অধিকারসমূহের কোনো অধিকার মানুষের নিকট পেতে চায়, সে ব্যক্তি বা সংস্থাও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ সাজে; যদিও মুখে তা দাবী না করুক।

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ

১৬৬. যাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছিল তারা যখন দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করবে–যারা অনুসরণ করেছিল তাদের এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে আর ছিন্ন করবে তাদের সাথে

الْأَسْبَابُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ

সকল সম্পর্ক। ১৬৭. এবং যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, হায় যদি আমাদের একবার ফিরে যাবার নিশ্চিত কোনো সুযোগ হতো তাহলে আমরাও তাদের অস্বীকার করে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেরূপ তারা অস্বীকার করেছে আমাদেরকে।[২১১]

كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

এভাবেই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহকে পরিতাপরূপে তাদের দেখাবেন ; কিন্তু তারা কখনও আগুন থেকে বহির্গমনকারী হবে না।

(১৬৬) وَإِذْ -যখন ; تَبَرَّأَ –তারা দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করবে ; الَّذِينَ –যাদেরকে ; اتُّبِعُوا –অনুসরণ করা হয়েছিল ; مِنَ –(তাদের) থেকে ; الَّذِينَ –যারা ; اتَّبَعُوا –অনুসরণ করেছিল ; وَ –এবং ; رَأَوُا –তারা প্রত্যক্ষ করবে ; الْعَذَابَ –(ال+عذاب) শাস্তি ; وَ –আর ; تَقَطَّعَتْ –ছিন্ন করবে ; بِهِمُ –(ب+هم) তাদের সাথে ; الْأَسْبَابُ –(ال+اسباب) সকল সম্পর্ক। (১৬৭) وَ –এবং ; قَالَ –তারা বলবে ; الَّذِينَ –যারা; اتَّبَعُوا –অনুসরণ করেছিল ; لَوْ –যদি ; أَنَّ –নিশ্চিত ; لَنَا –আমাদের জন্য হতো ; كَرَّةً –একবার ফিরে যাবার সুযোগ ; فَنَتَبَرَّأَ –(ف+نتبرا) তাহলে আমরাও অস্বীকার করে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম; مِنْهُمْ –(من+هم) তাদের (থেকে); كَمَا –যেরূপ; تَبَرَّءُوا –তারা অস্বীকার করেছে; مِنَّا –আমাদের থেকে; كَذَٰلِكَ –এভাবেই; يُرِيهِمُ –(يرى+هم) তাদের দেখান ; اللَّهُ –আল্লাহ ; أَعْمَالَهُمْ –(اعمال+هم) তাদের কর্মসমূহ; حَسَرَاتٍ –পরিতাপরূপে; عَلَيْهِمْ –(على+هم) তাদের নিকট ; وَ –আর ; مَا هُمْ –(ما+هم) তারা হবে না ; بِخَارِجِينَ –কখনো বহির্গমনকারী ; مِنَ –থেকে ; النَّارِ –(ال+نار) আগুন।

২১০. অর্থাৎ ঈমানের দাবি এই যে, মানুষের নিকট আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্য সকল পক্ষের সন্তুষ্টির চেয়ে অগ্রাধিকার থাকবে এবং এমন কোনো জিনিসের ভালোবাসা মানুষের অন্তরে এতোটুকু স্থান বা মর্যাদা লাভ না করে যে, আল্লাহ্‌র ভালোবাসার জন্য সে তাকে কুরবান না করতে পারে।

২১১. এখানে বিশেষ করে পথভ্রষ্টকারী নেতা ও তাদের অজ্ঞ অনুসারীদের সম্পর্কে

এজন্য আলোচনা করা হয়েছে যে, যেসব ভুলের পরিণামে অতীতের জাতিসমূহ উচ্ছন্ন হয়ে গেছে তা থেকে মুসলমানরা যেন সতর্ক থাকে। নেতা বাছাই করতে শেখে এবং পথভ্রষ্ট নেতাদের অনুসরণ করা থেকে বাঁচতে পারে।

২০ রুকূ (আয়াত ১৬৪-১৬৭)-এর শিক্ষা

১। আল্লাহ তাআলার তাওহীদ তথা একত্ববাদ আল্লাহ্‌র উপস্থাপিত প্রমাণাদির মাধ্যমেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। সুতরাং এ বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোনো বিশ্বাস সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

২। বিশ্বজাহানের সবকিছুই আল্লাহ্‌র বিধানের অনুগত, অতএব মানুষকেও অবশ্যই আল্লাহ্‌র বিধানের সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করতে হবে। এর অন্যথা করা যাবে না।

৩। যারা আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে অন্যদের সাথে যুক্ত করে, আল্লাহ্‌র অধিকার আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের প্রদান করতে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ অন্যদেরকে ছাড়া বৈধ-অবৈধের সীমা নির্ধারণকারী, প্রয়োজন পূরণকারী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী এবং বিপদ থেকে মুক্তিদানকারী মনে করে তারা শিরক করে। সুতরাং এসব আচরণ ও বিশ্বাস সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে।

৪। আমাদের সকল কার্যকলাপ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে সামনে রেখেই পরিচালিত হবে। সর্বপ্রকার ভালোবাসাই আল্লাহ্‌র ভালোবাসার জন্য বিসর্জন দিতে হবে।

৫। সকল পথভ্রষ্ট নেতৃত্বের অনুসরণ থেকে অবশ্যই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এসব নেতৃত্ব পরকালের কঠিন দিনে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে অস্বীকৃতি জানাবে। ফলে তাদের অনুসারীরা অনন্যোপায় হয়ে পড়বে এবং আফসোস করতে থাকবে ; কিন্তু এ আফসোস কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে না।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২১
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿١٦٨﴾ يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا

১৬৮. হে মানুষ ! পৃথিবীতে যা হালাল ও পবিত্র বস্তু আছে তা থেকে তোমরা খাও এবং অনুসরণ করো না

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٩﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ

শয়তানের পদাঙ্ক।[২১২] নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অবশ্যই সে তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় মন্দ

وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا

ও অশ্লীল কাজের এবং যেন তোমরা বলো আল্লাহ সম্বন্ধে এমন বিষয় যা তোমরা জানো না।[২১৩] ১৭০. আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা অনুসরণ করো তার

(১৬৮) يَاأَيُّهَا - (يا+اى+ها) হে ; النَّاسُ - (ال+ناس) মানুষ ! كُلُوا - তোমরা খাও; مِمَّا - (من +ما) তা থেকে ; فِي الْأَرْضِ - (فى+ال+ارض) পৃথিবীতে ; حَلَالًا - হালাল; طَيِّبًا - পবিত্র ; وَ - আর ; لَا تَتَّبِعُوا - অনুসরণ করো না ; خُطُوَاتِ - পদাঙ্ক; الشَّيْطَانِ - (ال+شيطن) শয়তানের ; إِنَّهُ - অবশ্যই সে ; لَكُمْ - তোমাদের ; عَدُوٌّ - শত্রু ; مُبِينٌ - প্রকাশ্য। (১৬৯) إِنَّمَا - অবশ্যই ; يَأْمُرُكُمْ - (يامر+كم) সে নির্দেশ দেয় তোমাদেরকে ; بِالسُّوءِ - (ب+ال+سوء) মন্দ কাজের ; وَ - এবং ; الْفَحْشَاءِ - (ال+فحشاء) - অশ্লীল কাজ ; وَ - এবং ; أَنْ - যেন ; تَقُولُوا - তোমরা বলো ; عَلَى - সম্বন্ধে ; اللَّهِ - আল্লাহ ; مَا - যা ; لَا تَعْلَمُونَ - তোমরা জান না। (১৭০) وَ - আর; إِذَا - যখন ; قِيلَ - বলা হয় ; لَهُمُ - তাদেরকে ; اتَّبِعُوا - তোমরা অনুসরণ করো ;

২১২. অর্থাৎ পানাহারের ক্ষেত্রে সেসব বিধি-নিষেধ ভেঙ্গে ফেলো যেগুলো কুসংস্কার ও জাহিলী রীতিনীতির ভিত্তিতে প্রচলিত রয়েছে।

২১৩. অর্থাৎ পানাহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত কুসংস্কার ও বিধি-নিষেধের ব্যাপারে এটা মনে করা শয়তানী প্ররোচনা ছাড়া কিছুই নয় যে, এগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত ধর্মীয় বিষয়। কারণ এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই।

مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ

যা নাযিল করেছেন আল্লাহ ; তারা বলে, আমরা তো বরং অনুসরণ করি তার, যার উপর পেয়েছি আমাদের পিতা-পিতামহদেরকে ;[২১৪] এমনকি যদি তাদের পিতা-পিতামহরা

لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧١﴾ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ

কোনো বিষয়ের জ্ঞানও না রাখে এবং হিদায়াতও না পেয়ে থাকে। ১৭১. আর যারা কুফরী করেছে তাদের উদাহরণ এমন যেন কেউ

يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

এমন কিছুকে ডাকে যা কোনো কিছু শোনে না হাঁক ডাক ও চিৎকার ছাড়া ;[২১৫] বধির, বোবা, অন্ধ ; অতএব তারা কিছুই বুঝতে সক্ষম হবে না।

مَآ–যা ; اَنْزَلَ–নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; قَالُوْا–তারা বলে ; بَلْ–বরং; نَتَّبِعُ–আমরা অনুসরণ করি ; مَا–যার ; اَلْفَيْنَا–আমরা পেয়েছি ; عَلَيْهِ–তার উপর ; اٰبَآءَنَا–(ابا ء+نا) আমাদের পিতা-পিতামহদের ; اَوَلَوْ–এমনকি যদি ; كَانَ–হয় ; اٰبَآؤُهُمْ–(ابا ء+هم) তাদের পিতা-পিতামহরা ; لَا يَعْقِلُوْنَ–জ্ঞান না রাখে; شَيْئًا–কোনো বিষয়ের ; وَّ–এবং ; لَا يَهْتَدُوْنَ–হিদায়াতও না পেয়ে থাকে।(১৭১) وَ–আর ; مَثَلُ–উদাহরণ তাদের ; الَّذِيْنَ–যারা ; كَفَرُوْا–কুফরী করেছে ; كَمَثَلِ–(ك+مثل) এমন যেন ; الَّذِيْ–যারা ; يَنْعِقُ–ডাকে ; بِمَا–এমন কিছু যা; لَا يَسْمَعُ–শোনে না ; اِلَّا–ছাড়া ; دُعَآءً–হাঁকডাক ; وَّ–ও ; نِدَآءً–চিৎকার ; صُمٌّ–বধির; بُكْمٌ–বোবা; عُمْيٌ–অন্ধ; فَهُمْ–(ف+هم) অতএব তারা ; لَا يَعْقِلُوْنَ–কিছুই বুঝতে সক্ষম হবে না।

২১৪. অর্থাৎ এসব বিধি-নিষেধ বাপ-দাদাদের আমল থেকে এভাবেই চলে আসছে–এ ধরনের খোঁড়া যুক্তি পেশ করা ছাড়া তাদের আর কোনো সবল যুক্তি নেই। মূর্খেরা ধারণা করে যে, কোনো রীতিনীতি অনুসরণ করার জন্য এ ধরনের যুক্তিই যথেষ্ট।

২১৫. এখানে প্রদত্ত উদাহরণের দুটো দিক রয়েছে–(১) সেসব লোকদের অবস্থা এমন নির্বোধ পশুর মতো যেগুলো শুধুমাত্র তাদের রাখালের পেছনে পেছনে চলতে থাকে এবং না বুঝেশুনে শুধু তাঁর হাঁকডাক শুনেই।

(২) তাদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগ করার সময় মনে হয় যেন জন্তু-জানোয়ারদের ডাকা হচ্ছে যারা শুধুমাত্র শব্দই শুনে থাকে কিন্তু কিছুই বুঝে না যে, বক্তা কি বলছে।

﴿١٧٢﴾ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ

১৭২. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা খাও পবিত্র বস্তু থেকে যে রিযিক আমি তোমাদের দিয়েছি, আর আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা আদায় কর

إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদাত করে থাকো।[২১৬] ১৭৩. নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত পশু, রক্ত ও শূকরের গোশত

(১৭২) يَاأَيُّهَا -(يا+اى+ها) হে ; الَّذِينَ -যারা ; آمَنُوا -ঈমান এনেছো; كُلُوا -তোমরা খাও ; مِنْ -থেকে ; طَيِّبَاتِ -পবিত্র বস্তু; مَا -যে; رَزَقْنَاكُمْ -(رزقنا+كم) রিয্‌ক্ আমি তোমাদেরকে দিয়েছি ; وَ -আর ; اشْكُرُوا -কৃতজ্ঞতা আদায় করো; لِلَّهِ -আল্লাহ্‌র; إِنْ -যদি ; كُنْتُمْ -তোমরা ; إِيَّاهُ -শুধু তাঁরই ; تَعْبُدُونَ -ইবাদাত করে থাকো। (১৭৩) إِنَّمَا -নিশ্চয় ; حَرَّمَ -হারাম করেছেন ; عَلَيْكُمُ -তোমাদের উপর; الْمَيْتَةَ -(ال+ميتة) মৃত জীব ; وَ -এবং ; الدَّمَ -(ال+دم) রক্ত ; وَ -ও ; لَحْمَ -গোশত ; الْخِنْزِيرِ -(ال+خنزير) শূকরের ;

আল্লাহ তাআলা এখানে এরূপ ব্যাপক অর্থবোধক ভাষাই ব্যবহার করেছেন যাতে উল্লেখিত দুটো দিকই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২১৬. অর্থাৎ তোমরা যদি ঈমান এনে অনুগত হয়ে থাকো যেমন তোমরা দাবি করে থাকো, তাহলে সেসব ছুতমার্গ এবং জাহেলী যুগের আচার-আচরণ ও বিধি-নিষেধের বেড়াজাল ভেঙ্গে ফেলো যা তোমাদের পণ্ডিত-পুরোহিত, পাদরী, ধর্মযাজক, যোগী-সন্যাসী ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা সৃষ্টি করেছিল। আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকো, আর আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা কোনো প্রকার দ্বিধা-সংকোচ ও প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই গ্রহণ করো। রাসূলুল্লাহ (স) নিম্নোক্ত হাদীসে সেদিকেই ইশারা করেছেন–

مَنْ صَلَّى صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَالِكَ الْمُسْلِمُ الخ

"যে আমাদের নামাযের মতো নামায আদায় করে, আমাদের কিবলাকে কিবলা মানে এবং আমাদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশ্‌ত খায় সে মুসলমান।"

অর্থাৎ সালাত আদায় ও কিবলামুখী হওয়া সত্ত্বেও সে ব্যক্তি ততোক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি মুসলমান হতে পারে না, যতোক্ষণ না পানাহারের ব্যাপারে জাহিলী যুগের আচরণ ও বিধি-নিষেধের বেড়াজাল ভেঙ্গে ফেলে এবং জাহিলীয়াতের অনুসারীরা যেসব কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল সেগুলো থেকে মুক্ত হয়।

وَمَآ أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ

আর যা যবেহ করা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য ;[২১৭] তবে যাকে বাধ্য করা হয়েছে বিদ্রোহী নয় এবং সীমালংঘনকারীও নয়–তার কোনো গুনাহ নেই ;

إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ

নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[২১৮] ১৭৪. নিশ্চয় যারা গোপন করে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন কিতাবে

وَ –আর ; مَآ –যা ; أُهِلَّ بِهٖ –যবেহ করা হয়েছে ; لِغَيْرِ –(ل+غير) অন্যের জন্য; اللّٰهِ –আল্লাহ ছাড়া ; فَمَنِ –(ف+من) তবে যাকে ; اضْطُرَّ –বাধ্য করা হয়েছে; غَيْرَ –নয় ; بَاغٍ –বিদ্রোহী ; وَّلَا –এবং নয় ; عَادٍ – সীমালংঘনকারী ; فَلَآ –তবে নেই; إِثْمَ –কোনো গুনাহ ; عَلَيْهِ –তার উপর। ১৭৪ إِنَّ –নিশ্চয় ; اللّٰهَ –আল্লাহ ; غَفُورٌ –অতীব ক্ষমাশীল; رَّحِيمٌ – পরম দয়ালু; إِنَّ –নিশ্চয় ; الَّذِينَ –যারা ; يَكْتُمُونَ – গোপন করে ; مَآ –যা ; أَنزَلَ –নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; مِنَ –থেকে; الْكِتٰبِ –কিতাব ;

২১৭. এ নিষেধাজ্ঞা সেসব পশুর উপরও আরোপিত হয় যেগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়। তাছাড়া আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে নযর-নিয়ায হিসেবে যেসব খাদ্য প্রস্তুত করা হয় সেসব খাদ্যের উপরও এ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। মূলত প্রাণী হোক বা খাদ্যশস্য অথবা খাদ্যদ্রব্য, সবকিছুরই মালিক আল্লাহ তাআলা এবং আল্লাহই এসব জিনিস আমাদেরকে দান করেছেন। সুতরাং নিয়ামতের স্বীকৃতি, সাদকা বা নযর-নিয়ায হিসেবে যদি কারো নাম নিতে হয় তবে একমাত্র আল্লাহ্‌র নামই নেয়া যেতে পারে, অন্য কারো নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়ার অর্থ একটাই হতে পারে যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অথবা আল্লাহর সাথে অন্যকেও সমমর্যাদার অধিকারী স্বীকার করে নিচ্ছি এবং অন্যকেও নিয়ামত-অনুগ্রহ দানকারী মনে করছি।

২১৮. অত্র আয়াতে তিনটি শর্ত সাপেক্ষে হারাম বস্তু পানাহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এক, বাস্তবেই অনন্যোপায় অবস্থার মুখোমুখি হলে, যেমন ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হলে অথবা প্রাণ-সংহারক কোনো রোগ হলে, এমতাবস্থায় হারাম বস্তু ছাড়া অন্য কোনো বস্তু না পাওয়া গেলে। দুই, অন্তরে আল্লাহ্‌র আইন ভঙ্গ করার ইচ্ছা পোষণ না করলে। তিন, ন্যূনতম প্রয়োজনের সীমালংঘন না করলে। যেমন, কোনো হারাম পানীয় বস্তুর দুই এক ঢোক পান করলে বা হারাম খাদ্যের কয়েক মুষ্টি খেলে যদি প্রাণ বেঁচে যায় তাহলে তার অতিরিক্ত পানাহার না করা।

وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ

এবং বিনিময়ে তারা নগণ্য মূল্য গ্রহণ করে ; তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ঢুকায় না ;[২১৯]

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

আর তাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন ;[২২০] আর রয়েছে তাদের জন্য মর্মন্তুদ আযাব।

⑰⑤ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ

১৭৫. এরাই তারা, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি খরিদ করেছে।

وَ –এবং ; يَشْتَرُوْنَ –তারা গ্রহণ করে, বিক্রয় করে ; بِه –তার বিনিময়ে; ثَمَنًا –মূল্য; قَلِيْلًا –নগণ্য ; اُولٰٓئِكَ –তারা ; مَا يَاْكُلُوْنَ –ঢুকায় না, খায় না ; فِىْ بُطُوْنِهِمْ (فى+بطون+هم) –তাদের পেটে ; اِلَّا –ছাড়া ; النَّارَ (ال+نار) –আগুন; وَ –আর ; لَا يُكَلِّمُهُمْ (لا+يكلم+هم) –কথা বলবেন না তাদের সাথে ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; يَوْمَ –দিবসে ; الْقِيٰمَةِ (ال + قيامة) –কিয়ামতের ; وَ –আর ; لَا يُزَكِّيْهِمْ (لا+ يزكى+هم) –না তাদের পবিত্র করবেন ; وَ –আর ; لَهُمْ (ل + هم) –তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ –আযাব ; اَلِيْمٌ –মর্মন্তুদ। ⑰⑤ اُولٰٓئِكَ –এরাই তারা ; الَّذِيْنَ –যারা; اشْتَرَوُا –খরিদ করেছে ; الضَّلٰلَةَ (ال+ضللة) –গোমরাহী, ভ্রষ্টতা ; بِالْهُدٰى (ب+ال+هدى) –হিদায়াতের বিনিময়ে ; وَ –এবং ; الْعَذَابَ (ال+عذاب) –শাস্তি ; بِالْمَغْفِرَةِ (ب+ال+مغفرة) –ক্ষমার বিনিময়ে ;

২১৯. অর্থাৎ সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভ্রান্তিকর যেসব কুসংস্কার প্রচলিত হয়েছে এবং বাতিল রসম-রেওয়াজ ও বিধি-নিষেধের নব নব শরীয়াতের উদ্ভব ঘটেছে তার জন্য সেসব আলেম দায়ী যাদের নিকট কিতাবুল্লাহ্‌র জ্ঞান ছিল, কিন্তু তারা তা সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছায়নি। অতপর অজ্ঞতার কারণে যখন জনগণের মধ্যে ভুল রীতিনীতি চালু হতে থাকে তখনও এসব আলেম মুখ বন্ধ করে বসে থেকেছে ; বরং তাদের কিছু অংশ আল্লাহ্‌র বিধান অজ্ঞাত থাকার মধ্যেই নিজেদের স্বার্থ দেখেছে।

২২০. এখানে মূলত তথাকথিত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মিথ্যা ও বানোয়াট দাবি ও প্রচারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে যা তারা সাধারণ জনগণের মধ্যে নিজেদের ব্যাপারে

فَمَآ اَصۡبَرَهُمۡ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ ؕ

অতএব তারা আগুনের উপর কেমন ধৈর্যধারণকারী ! ১৭৬. এটা এজন্য যে, অবশ্যই আল্লাহ সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন,

وَاِنَّ الَّذِيۡنَ اخۡتَلَفُوۡا فِى الۡكِتٰبِ لَفِىۡ شِقَاقٍۢ بَعِيۡدٍ ﴿١٧٦﴾

আর নিশ্চয় যারা কিতাবে মতভেদ সৃষ্টি করেছে তারা দীর্ঘ মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়েছে।

فَمَآ اَصۡبَرَهُمۡ -(فما+اصبر+هم) তারা কেমন ধৈর্যধারণকারী; عَلَى-উপর; النَّارِ-(ال+نار) আগুনের। ⑰⑥ ذٰلِكَ-এটা; بِاَنَّ-(ب+ان) এজন্য যে, অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ; نَزَّلَ-নাযিল করেছেন; الۡكِتٰبَ-(ال+كتب) কিতাব; بِالۡحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যসহ; وَ-আর ; اِنَّ-নিশ্চয় ; الَّذِيۡنَ-যারা ; اخۡتَلَفُوۡا-মতভেদ সৃষ্টি করেছে ; فِى الۡكِتٰبِ-(فى+ال+كتب) কিতাবে ; لَفِىۡ شِقَاقٍ-(ل+فى+شقاق)-অবশ্যই তারা মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়েছে; بَعِيۡدٍ-দীর্ঘ।

প্রচার করে রেখেছে। তারা সম্ভাব্য সকল উপায়ে জনগণের অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি করতে প্রয়াস চালিয়েছে যে, তারা নিজেরা পূত-পবিত্র সত্তার অধিকারী এবং যে ব্যক্তি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে কিয়ামতের দিন তারা তার জন্য আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করে তার পাপরাশি মাফ করিয়ে নেবে। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে, তিনি তাদের সাথে কখনো কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না।

২১ রুকূ' (আয়াত ১৬৮-১৭৬)-এর শিক্ষা

১। মিথ্যাচার, জাহিলী, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ করা হারাম। যথার্থ ও সঠিক বিশ্বাস এবং সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করা উচিত।

২। পানাহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই হালাল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে হবে এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

৩। আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন তা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে হবে আর যা হারাম ঘোষণা করেছেন তা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

৪। মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যেসব হালাল প্রাণী আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয় সেসব প্রাণীর গোশত ভক্ষণ হারাম। তবে তিনটি শর্তে জীবন বাঁচানোর জন্য যতোটুকু ভক্ষণ করা প্রয়োজন ততোটুকু খাওয়া জায়েয। শর্ত তিনটি হলো ঃ (১) প্রাণ বাঁচানোয় অনন্যোপায় হলে। (২).আল্লাহর নির্দেশের বিদ্রোহী না হয়ে। (৩) প্রয়োজন পরিমাণের সীমালংঘন না করে।

৫। মৃত পশুর সেসব অংশ যেগুলো খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না তা কোনো কাজে ব্যবহার করা হারাম নয়।

৬। শুধুমাত্র যবেহর সময় যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাই 'হারাম'। যে রক্ত গোশতের মধ্যে জমাট বেঁধে থাকে তা হারাম নয়।

৭। শূকরের যাবতীয় অংশই হারাম। তার কোনো অংশই কোনোভাবে ব্যবহার করা যাবে না।

৮। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে নযর-নিয়ায হিসেবে আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করলেও তা হারাম বলে বিবেচিত হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২২
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-৬

(১৭৭) لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

১৭৭. এটাই সৎকর্ম নয় যে, তোমরা তোমাদের মুখ ফেরাবে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে[২২১]

وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالْكِتَٰبِ

বরং সৎকর্ম হলো, কেউ ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষ দিবস, ফেরেশতাকুল, কিতাব

وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَٰمَىٰ وَالْمَسَٰكِينَ

ও নবীদের প্রতি ;[২২২] আর দান করেছে মাল-সম্পদ তাঁরই ভালোবাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন,

(১৭৭) لَيْسَ-নয় ; الْبِرَّ-(ال+بر) সৎকর্ম ; أَنْ-যে ; تُوَلُّوا-তোমরা ফেরাবে; وُجُوهَكُمْ-(وجوه+كم) তোমাদের মুখ মণ্ডল ; قِبَلَ-দিকে ; الْمَشْرِقِ-(ال+مشرق) পূর্ব ; وَ-বা ; الْمَغْرِبِ-(ال+مغرب) পশ্চিম ; وَلَٰكِنَّ-বরং ; الْبِرَّ-(ال+بر) সৎকর্ম হলো; مَنْ آمَنَ-যে কেউ ঈমান এনেছে; بِاللَّهِ-আল্লাহ্‌র প্রতি; وَ-এবং ; الْيَوْمِ-(ال+يوم) দিবস; الْآخِرِ-(ال+اخر)-শেষ ; وَ-ও; الْمَلَٰئِكَةِ-(ال+ملئكة)-ফেরেশতাকুল; وَالْكِتَٰبِ-(و+ال+كتب) এবং কিতাব ; وَالنَّبِيِّينَ-(و+ال+نبين) ও নবীদের (প্রতি); وَ-এবং ; آتَى-দান করেছে ; الْمَالَ-(ال+مال) মাল-সম্পদ ; عَلَىٰ حُبِّهِ-(على+حب+ه)-তাঁরই ভালোবাসায় ; ذَوِي الْقُرْبَىٰ-(ذوى+ال+قربى)-নিকটাত্মীয়-স্বজন ; وَالْيَتَٰمَىٰ-(و+ال+يتمى)-ও ইয়াতীম ; وَالْمَسَٰكِينَ-(و+ال+مساكين) ও মিসকীন;

২২১. এখানে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোকে একটি উপমা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত এখানে যে কথাটি বুঝানো উদ্দেশ্য তাহলো, দীনের কতিপয় প্রকাশ্য অনুষ্ঠান পালন করা, নিয়ম পালনের খাতিরে কয়েকটি নির্ধারিত কাজ করে যাওয়া এবং তাকওয়ার কয়েকটি বাহ্যিক রূপের প্রদর্শনী করাই আসল সৎকর্ম নয় ; আর আল্লাহ্‌র নিকট এর তেমন কোনো গুরুত্বও নেই।

وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ

মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাস মুক্তির জন্য ; আর প্রতিষ্ঠা করেছে সালাত এবং প্রদান করেছে যাকাত ;[২২৩]

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ

আর যখন তারা ওয়াদা করেছে তা সম্পাদনকারী এবং তারা ধৈর্যধারণকারী অভাবে, রোগ-শোকে

وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

ও যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে ; এরাই তারা যারা সত্য অবলম্বন করেছে আর এরাই হলো মুত্তাকী।

وَ–ও ; ابْنَ السَّبِيْلِ–(ابن+ال+سبيل)–মুসাফির ; وَالسَّآئِلِيْنَ–(و+ال+سائلين)–এবং সাহায্যপ্রার্থী ; وَ–এবং ; فِي الرِّقَابِ–(فى+رقاب) দাসমুক্তিতে ; وَ–আর ; اَقَامَ–প্রতিষ্ঠা করেছে ; الصَّلٰوةَ–(ال+صلوة) সালাত ; وَ–এবং ; اٰتَى–প্রদান করেছে ; الزَّكٰوةَ–(ال+زكوة) যাকাত ; وَ–এবং ; الْمُوْفُوْنَ–(ال+موفون)–সম্পাদনকারী ; بِعَهْدِهِمْ–(ب+عهد+هم)–তাদের কৃত ওয়াদা ; اِذَا–যখন ; عٰهَدُوْا–ওয়াদা করেছে ; وَ–এবং ; الصّٰبِرِيْنَ–(ال+صابرين) ধৈর্যধারণকারী ; فِي الْبَاْسَآءِ–(فى+ال+باساء) অভাবে ; وَالضَّرَّآءِ–(و+ال+ضراء) এবং রোগশোকে ; وَ–ও ; حِيْنَ–কঠিন মুহূর্তে ; الْبَاْسِ–(ال+باس) যুদ্ধের ; اُولٰٓئِكَ–এরাই তারা ; الَّذِيْنَ–যারা ; صَدَقُوْا–সত্য অবলম্বন করেছে ; وَ–আর ; اُولٰٓئِكَ هُمُ–এরাই তারা ; الْمُتَّقُوْنَ–(ال+متقون)–যারা মুত্তাকী।

২২২. অত্র আয়াতে ইতেকাদ বা বিশ্বাস, ইবাদাত, মুয়ামালাত তথা লেনদেন এবং নৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমেই ইতেকাদ বা বিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। مَنْ اٰمَنَ থেকে এ বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়েছে।

অতপর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুয়ামালাত সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। এখানে وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ইবাদাতের আলোচনা রয়েছে। এরপর রয়েছে মুয়ামালাতের আলোচনা এবং তা اَلْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ অংশে রয়েছে। اَلصّٰبِرِيْنَ থেকে আখলাক তথা নৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।

২২৩. এখানে ধন-সম্পদ ব্যয় করার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাত বর্ণনা করার পর যাকাত প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা এটাই বোধগম্য হয় যে, প্রথমে উল্লেখিত

﴿١٧٨﴾ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ

১৭৮. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে কিসাসের বিধান প্রদত্ত হয়েছে ;[২২৪] স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলে,

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ

এবং ক্রীতদাস ক্রীতদাসের বদলে, নারী নারীর বদলে ;[২২৫] তবে কাউকে যদি কিছু ক্ষমা করে দেয়া হয় তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে,[২২৬]

(১৭৮) يَاَيُّهَا –হে ; الَّذِيْنَ –যারা ; اٰمَنُوْا –ঈমান এনেছো ; كُتِبَ –বিধান প্রদত্ত হয়েছে ; عَلَيْكُمْ –(على+كم) তোমাদের উপর ; الْقِصَاصُ –(ال+قصاص) কিসাসের ; فِى –ব্যাপারে; الْقَتْلٰى –(ال+قتلى) নিহতদের ; اَلْحُرُّ –(ال+حر) স্বাধীন ব্যক্তি ; بِالْحُرِّ –(ب+ال+حر) স্বাধীন ব্যক্তির বদলে; وَ –এবং ; الْعَبْدُ –(ال+عبد) ক্রীতদাস; بِالْعَبْدِ –(ب+ال+عبد) –ক্রীতদাসের বদলে; وَ –ও; الْاُنْثٰى –(ال+انثى) –নারী; بِالْاُنْثٰى –(ب+ال+انثى) নারীর বদলে; فَمَنْ –(ف+من) তবে কাউকে (যদি); عُفِىَ –ক্ষমা করে দেয়া হয় ; لَهٗ –(ل+ه) তার জন্য ; مِنْ –পক্ষ থেকে ; اَخِيْهِ –(اخى+ه) –তার ভাইয়ের ; شَىْءٌ –কোনো কিছু ;

খাতসমূহে সম্পদ ব্যয় যাকাত প্রদানের অতিরিক্ত। অর্থাৎ যাকাত প্রদানের পরও উল্লেখিত খাতসমূহে সম্পদ ব্যয় করা জরুরী।

২২৪. 'কিসাস' অর্থ খুনের বদলা অর্থাৎ মানুষের সাথে সেই আচরণই করা হবে যে আচরণ সে অন্যের সাথে করেছে। এর দ্বারা এটা বুঝায় না যে, হত্যাকারী নিহতকে যেভাবে হত্যা করেছে তাকেও সেভাবে হত্যা করা হবে ; বরং এর অর্থ হলো প্রাণ সংহারের যে অপরাধ কর্ম তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে তা-ই তার সাথে করা হবে।

২২৫. আইয়ামে জাহেলিয়াতে লোকদের নীতি ছিল যে, সমাজের কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি কোনো নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তির হাতে নিহত হতো, তখন তারা মূল হত্যাকারীকে হত্যা করাকেই যথেষ্ট মনে করতো না ; বরং তারা চাইতো যে, হত্যাকারীর গোত্রের তদ্রূপ কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে অথবা হত্যাকারীর গোত্রের কয়েক ব্যক্তিকে এজন্য তারা হত্যা করতে চাইতো। অপরদিকে হত্যাকারী যদি কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হতো এবং নিহত ব্যক্তি যদি দরিদ্র ও নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তি হতো তখন তারা তার বদলা নেয়ার ব্যাপারে কোনো ভ্রূক্ষেপই করতো না। এ অবস্থা যে শুধু প্রাচীন জাহিলী সমাজে বিদ্যমান ছিল তা নয়, বরং আজকের যুগে যেসব জাতিকে শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও সভ্য জাতি হিসেবে জানি সেসব জাতির সরকারী ঘোষণাপত্রেও কোনো প্রকার লজ্জা-শরমের পরওয়া না করে এসব কথার ঘোষণা দেয়া

فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۭ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

তখন অনুসরণ করতে হবে প্রচলিত বিধানের[২২৭] এবং ভালোভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজীকরণ

وَرَحْمَةٌ ۭ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ

ও বিশেষ দয়া। অতপর যে সীমালংঘন করে[২২৮] তবে তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। ১৭৯. আর তোমাদের জন্য রয়েছে কিসাসের মধ্যে

فَاتِّبَاعٌ (ف+اتباع)–তবে অনুসরণ করতে হবে ; بِالْمَعْرُوْفِ (ب+ال+معروف)– প্রচলিত বিধানের; وَ–এবং; اَدَآءٌ–প্রদান করতে হবে; اِلَيْهِ (الى+ه)– তাকে; بِاِحْسَانٍ (ب+احسان)– ভালোভাবে; ذٰلِكَ– এটা; تَخْفِيْفٌ–সহজীকরণ; مِّنْ–পক্ষ থেকে; رَّبِّكُمْ–তোমাদের রবের; وَ–ও; رَحْمَةٌ–বিশেষ দয়া; فَمَنْ (ف+من)–অতপর যে ব্যক্তি ; اعْتَدٰى–সীমালংঘন করে ; بَعْدَ– পরে ; ذٰلِكَ– এর; فَلَهٗ (ف+له)–তবে তার জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ –আযাব ; اَلِيْمٌ– বেদনাদায়ক। (১৭৯) وَ –আর; لَكُمْ (ل+كم)–তোমাদের জন্য রয়েছে ; فِى –মধ্যে ; الْقِصَاصِ (ال+قصاص) কিসাসের ;

হয় যে, আমাদের যদি একজন মারা যায় তবে আমরা হত্যাকারীর জাতির পঞ্চাশজনের জীবন সংহার করবো। এ ধরনের অনেক কথাই আমরা শুনতে পাই যে, বিজিত জাতির আটককৃত বহু লোককেই হত্যা করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর একটি সুসভ্য জাতি তাদের একজন লোকের হত্যার পরিবর্তে প্রতিশোধ নিয়েছে সমগ্র মিসরবাসীর উপর। তাছাড়া তথাকথিত সুসভ্য জাতির বিধিবদ্ধ আদালতসমূহেও দেখা যায় যে, হত্যাকারী যদি শাসক গোষ্ঠীর মধ্য থেকে হয়ে থাকে আর নিহত ব্যক্তি যদি শাসিতদের মধ্যকার হয়ে থাকে তাহলে বিচারালয়ের বিচারকও প্রাণদণ্ডের সিদ্ধান্ত দিতে ইতস্তত করে থাকে। এসব অন্যায়-অবিচারের পথ বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তাআলা এ বিধান জারি করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে, নিহতের পরিবর্তে শুধুমাত্র হত্যাকারীর জীবনই সংহার করা হবে। এটা দেখার প্রয়োজন নেই যে, হত্যাকারী কোন্ পর্যায়ের আর নিহত ব্যক্তিই বা কোন্ পর্যায়ের লোক ?

২২৬. 'ভাই' শব্দটি উল্লেখ করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কোমল আচরণ করার পরামর্শ দান করা হয়েছে। এ আয়াত থেকে এটাও জানা গেলো যে, ইসলামী দণ্ডবিধিতে মানুষ হত্যার মতো জঘন্য বিষয়টিও দ্বিপক্ষীয় মর্জির উপর নির্ভরশীল। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের এ অধিকার আছে যে, তারা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিবে। এমতাবস্থায় হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের বিধান দেয়ার জন্য জোর দেয়া আদালতের পক্ষে বৈধ নয়।

حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ

জীবন,[২২৯] হে জ্ঞানীগণ ! সম্ভবত তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।

১৮০. তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ করা হয়েছে—যখন উপস্থিত হয়

حَيٰوةٌ –জীবন ; يّٰاُولِى –(يا+اولى) হে অধিকারীগণ ; الْاَلْبَابِ –(ال+الباب) –জ্ঞান-বুদ্ধি ; لَعَلَّكُمْ –(لعل+كم) সম্ভবত তোমরা ; تَتَّقُوْنَ –তাকওয়া অবলম্বন করবে।(১৮০) كُتِبَ –বিধিবদ্ধ করা হয়েছে ; عَلَيْكُمْ –(على+كم) তোমাদের উপর ; اِذَا –যখন; حَضَرَ –উপস্থিত হয় ;

২২৭. কুরআন মাজীদে 'মারূফ' শব্দটি অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা সেই সঠিক কর্মপন্থা বুঝানো হয়েছে যে সম্পর্কে গণমানুষ ওয়াকিফহাল। যা সম্পর্কে এমন নিরপেক্ষ প্রত্যেক ব্যক্তিই—যাদের কোনো পক্ষের সাথে কোনো প্রকার স্বার্থ জড়িত নেই—বলতে পারে যে, হাঁ এটাই হক ও ইনসাফ এবং এটাই যথার্থ কর্মপন্থা। সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত কোনো উত্তম রীতিকেও ইসলামী পরিভাষায় 'উরফ' এবং 'মারূফ' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আর এমন সব ব্যাপারেই এটাকে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়েছে যেসব ব্যাপারে শরীয়ত কোনো বিশেষ নীতি নির্ধারণ করে দেয়নি।

২২৮. যেমন নিহতের উত্তরাধিকারীরা রক্তপণ নেয়ার পরও প্রতিশোধ নেয়ার প্রচেষ্টা চালায় অথবা হত্যাকারী রক্তপণ দিতে গড়িমসি করে এবং নিহতের উত্তরাধিকারীগণ তাদের প্রতি যে ইহসান করেছে তার বিনিময় অকৃতজ্ঞতার মাধ্যমে দেয়। এসব আচরণকেই সীমালংঘন বলে অভিহিত করা হয়েছে।

২২৯. এটা অপর একটি জাহিলিয়াতের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ, যা অতীতেও অনেকের মন-মগযে বিরাজমান ছিল, আর আজো অনেকের মস্তিষ্কে দানা বেঁধে আছে। জাহিলিয়াতপন্থীদের একটি দল প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন সীমালংঘনের পর্যায়ে চলে গেছে, তেমনি অপর একটি দল ক্ষমা করার ক্ষেত্রেও বিপরীত প্রান্তিকতায় পৌঁছে গেছে। তারা প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে এমন প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছে যে, অনেকে প্রাণদণ্ড দেয়াকে একটি ঘৃণ্য ব্যাপার মনে করতে শুরু করেছে। বর্তমানে পৃথিবীর কয়েকটি দেশে প্রাণদণ্ড দেয়ার বিধান রহিত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ বিবেকবান মানুষদের সম্বোধন করে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, 'কিসাসের' মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে। যে সমাজে মানুষের জীবনকে মূল্যহীন সাব্যস্তকারীর জীবনকে মূল্যবান মনে করে, সে সমাজের লোকেরা আসলে নিজেদের জামার আস্তিনে কেউটে সাপ প্রতিপালন করে। তারা এক দোষী ব্যক্তির জীবন বাঁচিয়ে অগণিত নিরপরাধ মানুষের জীবন বিপন্ন করে তোলে।

أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

তোমাদের কারো মৃত্যু, যদি সে ধন-সম্পদ রেখে যায়—পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ওসিয়াত

بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ

ইনসাফের সাথে ; এটা মুত্তাকীদের উপর একটি কর্তব্য।[২৩০] ১৮১. অতএব যে তা শোনার পর তা পরিবর্তন করেছে তবে অবশ্যই তার গুনাহ

أَحَدَكُمْ-(احد+كم)-তোমাদের কারো; الْمَوْتُ-মৃত্যু; إِنْ -যদি; تَرَكَ- সে রেখে যায়; خَيْرًا-ধন-সম্পদ ; الْوَصِيَّةُ-(ال+وصية)-ওসিয়ত করা; لِلْوَالِدَيْنِ -(ل+ال+والدين) -পিতামাতার জন্য; وَ-ও ; الْأَقْرَبِيْنَ -(ال+اقربين)-নিকটাত্মীয়; بِالْمَعْرُوْفِ-(ب+ال+معروف)-ইনসাফের সাথে; حَقًّا-এটা কর্তব্য; عَلَى-উপর ; الْمُتَّقِيْنَ-(ال+متقين) -মুত্তাকীদের। ﴿١٨١﴾ فَمَنْ -(ف+من)-অতএব যে; بَدَّلَهُ-(بدل+ه)-পরিবর্তন করেছে; بَعْدَ-পর ; مَاسَمِعَهُ-(ما+سمع+ه)-তা শোনার পর ; فَإِنَّمَا- তবে অবশ্যই; إِثْمُهُ -(اثم+ه)-তার গুনাহ ;

২৩০. এ নির্দেশ তখন পর্যন্ত ফরয নির্দেশ হিসাবে বহাল ছিল যখন পর্যন্ত ওয়ারিসী সম্পদ বণ্টনের কোনো বিধান নাযিল হয়নি। তখন প্রত্যেকের উপর তাদের ওয়ারিশদের অংশ নির্দিষ্ট করে ওসিয়াত করা বাধ্যতামূলক ছিল। যাতে তার মৃত্যুর পর তার বংশধরদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ না হয় এবং কোনো হকদারের হক বিনষ্ট না হয়। অতপর যখন মীরাসী সম্পত্তি বণ্টনের জন্য আল্লাহ তাআলা একটি নীতিমালা নির্ধারণ করে দিলেন (যা সূরা নিসাতে আসবে) তখন ওসিয়াত ঐচ্ছিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং রাসূলুল্লাহ (স) এ মূলনীতি নির্ধারণ করে দিলেন যে, ওয়ারিসদের যাদের মীরাস আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাতে ওসিয়াতের দ্বারা কম-বেশী করা যাবে না। আর ওয়ারিস ভিন্ন অন্যদের জন্যও সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশী ওসিয়াত করা যাবে না। আর মুসলমান ও কাফির একে অপরের ওয়ারিস হতে পারবে না।

এ ব্যাখ্যামূলক নির্দেশনা দানের পর এ আয়াতের মূল উদ্দেশ্য এটাই স্থির হয় যে, মানুষ তার সম্পদের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ এজন্য রেখে দিবে যে, তার মৃত্যুর পর তা বিধান অনুযায়ী তার ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টিত হতে পারে। আর তার সম্পদের সর্বাধিক এক-তৃতীয়াংশ সে তার ওয়ারিস ছাড়া অন্য এমন আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ওসিয়াত করতে পারবে যারা তার পরিবারভুক্ত বা বংশের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদেরকে সাহায্য করাও প্রয়োজন এবং তারা তার ওয়ারিস হবে না। অথবা তার বংশের বাইরে

عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ⑱ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ

তাদের উপর (বর্তাবে) যারা তা পরিবর্তন করে ; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।
১৮২. তবে যে ভয় করে ওসিয়াতকারীর দিক থেকে

جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

কোনো অনিচ্ছাকৃত পক্ষপাতিত্বের অথবা অধিকার বিনষ্টের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তার উপর কোনো গুনাহ আরোপিত হবে না ; নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

عَلَى – (তাদের) উপর ; الَّذِيْنَ –যারা ; يُبَدِّلُوْنَهٗ –(يبدلون+ه) তা পরিবর্তন করে; اِنَّ –নিশ্চয় ; اللّٰهَ –আল্লাহ ; سَمِيْعٌ –সর্বশ্রোতা ; عَلِيْمٌ –সর্বজ্ঞ। ⑱ فَمَنْ –(ف+من) তবে যে ; خَافَ –ভয় করে ; مِنْ –দিক থেকে ; مُّوْصٍ –ওসিয়াতকারীর ; جَنَفًا –কোনো পক্ষপাতিত্বের; اَوْ –অথবা; اِثْمًا –অধিকার বিনষ্টের ; فَاَصْلَحَ –(ف+اصلح) এবং মীমাংসা করে দেয়; بَيْنَهُمْ –(بين+هم) তাদের মধ্যে ; فَلَا اِثْمَ –(ف+لا+اثم) তবে কোনো গুনাহ আরোপিত হবে না ; عَلَيْهِ –তার উপর ; اِنَّ –নিশ্চয় ; اللّٰهَ –আল্লাহ ; غَفُوْرٌ –অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ –অতীব দয়ালু।

যাদেরকে সে সাহায্য লাভের যোগ্য মনে করবে বা যেসব জনকল্যাণমূলক কাজে সাহায্য করা সে প্রয়োজন মনে করবে—এমন সব ক্ষেত্রেও সে উল্লেখিত এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের আওতায় ওসিয়াত করতে পারবে।

ওসিয়াতের এ বিধানটি যদি যথাযথ পালিত হতো, তবে মীরাস বন্টনের ব্যাপারে অনেক প্রশ্নেরই সহজ সমাধান হয়ে যেতো। যেমন দাদা-নানার জীবদ্দশায় যেসব নাতি-নাতনীর পিতা বা মাতা ইন্তেকাল করে তাদেরকে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে ওসিয়াতের মাধ্যমে সম্পদ দান করা যায়।

২২ রুকূ' (আয়াত ১৭৭-১৮২)-এর শিক্ষা

১। আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্যই হলো সৎকর্মের মূলকথা। কিবলার দিক নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়াতে কোনো কল্যাণ নেই। আল্লাহর নির্দেশেই প্রথমত বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলা হয়েছে, আবার তাঁর নির্দেশেই কাবা কিবলায় পরিণত হয়েছে, আর কিয়ামত পর্যন্ত এটাই কিবলা থাকবে। যেহেতু নবী-রাসূলের আগমন ধারা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে, তাই কিবলা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনাও আর নেই।

২। আল্লাহর উপর ও আখিরাতের উপর ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে।

৩। ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ ও নবী-রাসূলের উপর দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে।

৪। নিজের সম্পদ থেকে সাধ্যমত আল্লাহ্‌র মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন তথা নিঃসম্বল, মুসাফির, দরিদ্র সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য দান করতে হবে।

৫। সালাত কায়েম করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

৬। যাকাত ফরয হলে অবশ্যই তা কুরআনে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী পরিশোধ করতে হবে।

৭। কারো সাথে প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

৮। রোগ-শোক, দুঃখ-দৈন্য, বিপদ-মুসীবত এবং জিহাদের সংগীন মুহূর্তে আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে ধৈর্যধারণ করতে হবে। আর উপরোল্লিখিত সৎকর্মই মুত্তাকী হওয়ার একমাত্র পথ।

৯। যেহেতু আল্লাহ্‌র কালাম অনুযায়ী কিসাসের মধ্যে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিহিত, তাই কুরআনের এ বিধান-সহ সকল বিধানের বাস্তবায়নকল্পে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

১০। নিজ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে ওসিয়াত করার বিধান কার্যকরী করতে হবে। আল্লাহ্‌র এসব বিধান কোনো মতেই পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোনোই অবকাশ নেই।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা—৬

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ ﴿١٨٣﴾

১৮৩. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছে তাদের উপর যারা

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۭ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ

তোমাদের পূর্বে ছিল ; সম্ভবত তোমরা তাকওয়া অর্জন করবে।[২৩১] ১৮৪. নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য ; তবে কেউ তোমাদের মধ্যে

(১৮৩) يَاَيُّهَا -হে ; الَّذِيْنَ -যারা ; اٰمَنُوْا -ঈমান এনেছো ; كُتِبَ -ফরয করা হয়েছে ; عَلَيْكُمْ -(على+كم) তোমাদের উপর ; الصِّيَامُ -(ال+صيام) রোযা ; كَمَا -যেরূপ ; كُتِبَ -ফরয করা হয়েছে ; عَلَى -উপর ; الَّذِيْنَ -তাদের যারা ; مِنْ قَبْلِكُمْ -(من+قبل+كم) তোমাদের পূর্বে ছিল ; لَعَلَّكُمْ -(لعل+كم) সম্ভবত তোমরা ; تَتَّقُوْنَ -তাকওয়া অর্জন করবে। (১৮৪) اَيَّامًا -কয়েকদিন ; مَّعْدُوْدٰتٍ -নির্দিষ্ট ; فَمَنْ -(ف+من) তবে কেউ ; كَانَ -হলে ; مِنْكُمْ -তোমাদের মধ্যে ;

২৩১. ইসলামের অধিকাংশ বিধানের মতো রোযাও পর্যায়ক্রমে ফরয করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) প্রথমদিকে প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। তবে এ রোযা ফরয ছিলো না। অতপর হিজরী দ্বিতীয় সালে রমযান মাসে রোযা রাখার বিধানসহ কুরআন মাজীদের আয়াত নাযিল হয়েছে ; কিন্তু এতে এতোটুকু সুযোগ রাখা হয় যে, যে ব্যক্তি রোযা রাখতে শারীরিক দিক থেকে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও রোযা না রাখে, সে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করবে। তারপর এ সম্পর্কে দ্বিতীয় বিধান অবতীর্ণ হয় এবং তাতে রোযা না রাখার সাধারণ সুযোগ বাতিল হয়ে যায়। তবে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, মুসাফির, গর্ভবতী ও দুগ্ধ দানকারী মহিলাদের জন্য রমযান মাসে রোযা না রাখার সুযোগটি যথারীতি বহাল রেখে দেয়া হয়। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, পরবর্তী সময়ে ওজর বা অক্ষমতা দূর হয়ে গেলে যে কয়টি রোযা অক্ষমতার কারণে ছুটে গেছে সেগুলো কাযা আদায় করে নেবে। আর বার্ধক্যের কারণে বা স্থায়ী রোগের কারণে যারা রোযা রাখতে মোটেই সক্ষম নয় তাদেরকে প্রতি রোযার জন্য একজন মিসকীনকে দুই বেলা আহার করানোর বিধান দেয়া হয়েছে।

مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ

অসুস্থ হলে অথবা সফররত থাকলে তবে সে সংখ্যা পূরণ করতে হবে অন্য দিনগুলোতে ; আর যাদের উপর তা কষ্টকর হবে

فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ

(সে) ফিদ্‌ইয়া দিবে খাদ্য দিয়ে একজন মিসকীনকে ; তবে যে কেউ স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে[২৩২] তা তার জন্য কল্যাণকর ; আর রোযা রাখা তোমাদের জন্য কল্যাণকর[২৩৩]

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

যদি তোমরা জানতে। ১৮৫. রমযান মাস, এতেই নাযিল করা হয়েছে কুরআন

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ

মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও (সত্য-মিথ্যার মাঝে) পার্থক্যকারী ; কাজেই তোমাদের মধ্যে যে পাবে

مَّرِيْضًا–অসুস্থ; اَوْ–অথবা; عَلٰى سَفَرٍ–সফররত থাকলে; فَعِدَّةٌ–(ف+عدة)-তবে সে সংখ্যা পূরণ হবে; مِّنْ–থেকে ; اَيَّامٍ–দিনগুলো; اُخَرَ–অন্য; وَ–আর; عَلَى –উপর; الَّذِيْنَ –যাদের ; يُطِيْقُوْنَهٗ–(يطيقون+ه) তা কষ্টকর হবে ; فِدْيَةٌ–(সে) ফিদ্‌ইয়া দিবে; طَعَامُ –খাদ্য দিয়ে ; مِسْكِيْنٍ–একজন মিসকীনকে; فَمَنْ–(ف+من) তবে যে কেউ ; تَطَوَّعَ–স্বেচ্ছায় করে ; خَيْرًا–সৎকর্ম ; فَهُوَ–(ف+هو)-তবে তা خَيْرٌ–কল্যাণকর; لَّهٗ–(ل+ه) তার জন্য; وَ–আর; اَنْ تَصُوْمُوْا–(ان+تصوموا)-রোযা রাখা; خَيْرٌ–কল্যাণকর; لَّكُمْ–(ل+كم) তোমাদের জন্য; اِنْ–যদি; كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ–(كنتم+تعلمون) তোমরা জানতে। ﴿١٨٥﴾ شَهْرُ –মাস ; رَمَضَانَ–রমযান; الَّذِيْٓ –যা; اُنْزِلَ –নাযিল করা হয়েছে ; فِيْهِ –(فى+ه) এতে; الْقُرْاٰنُ–কুরআন; هُدًى –হিদায়াতস্বরূপ; لِّلنَّاسِ–(ل+ال+ناس) মানুষের জন্য; وَ–এবং ; بَيِّنٰتٍ–সুস্পষ্ট নিদর্শন; مِّنَ الْهُدٰى–(من+ال+هدى) হিদায়াতের ; وَ–ও; الْفُرْقَانِ–(ال+فرقان) পার্থক্যকারী; فَمَنْ–কাজেই যে ; شَهِدَ –পাবে ; مِنْكُمُ–তোমাদের মধ্যে ;

২৩২. অর্থাৎ একের অধিক ব্যক্তিকে খাদ্যদান করবে অথবা রোযাও রাখবে এবং মিসকীনকে খাদ্যও দান করবে।

الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

মাসটি, সে যেন এতে রোযা রাখে ; আর যে অসুস্থ অথবা সফররত (তার) গণনা পূর্ণ হবে অন্য দিনগুলোতে ;[২৩৪]

الشَّهْرَ-(ال+شهر)-মাসটি ; فَلْيَصُمْهُ-(ف+ل+يصم+ه)-সে যেন রোযা রাখে ; وَ-আর; مَنْ-যে ; كَانَ-হয়; مَرِيضًا-অসুস্থ ; أَوْ-অথবা; عَلَىٰ سَفَرٍ-সফররত; فَعِدَّةٌ-(তার) গণনা পূর্ণ হবে ; مِّنْ أَيَّامٍ-দিনগুলোতে ; أُخَرَ-অন্য ;

২৩৩. এ পর্যন্ত সেই প্রাথমিক বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বিতীয় হিজরী সালের বদর যুদ্ধের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এতদসংক্রান্ত পরবর্তী আয়াতের এক বছর পর নাযিল হয়েছে এবং বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতার জন্য এর সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

২৩৪. সফর অবস্থায় রোযা রাখা না রাখা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছা ও বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নবী (স)-এর সাথে যেসব সাহাবা (রা) সফরে বের হতেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ রোযা রাখতেন আবার কেউ কেউ রোযা রাখতেন না ; তবে উভয় দলের কেউ কারো ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তুলতেন না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-ও সফরে কখনও রোযা রাখতেন আবার কখনও রাখতেন না। কোনো এক সফরে এক ব্যক্তি দুর্বলতা হেতু বেহুঁশ হয়ে পড়লে, তার চারপাশে লোক জড়ো হয়ে গেলো ; রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, সে রোযাদার ছিল। তিনি ইরশাদ করলেন, এটা নেকীর কাজ নয়। যুদ্ধকালীন অবস্থায় তো তিনি রোযা রাখতে বাধা প্রদান করতেন যাতে শত্রুর সাথে যুদ্ধে দুর্বলতা প্রকাশ না পায়। হযরত ওমর (রা) বলেন, আমরা দুবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে রমযানে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেছিলাম, একবার বদর প্রান্তরে, দ্বিতীয়বার মক্কা বিজয়ের সময় এবং দুবারই রোযা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

সাধারণ সফরের ব্যাপারে কথা হলো, কতোটুকু দূরত্বের সফরে রোযা ছেড়ে দেয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোনো বাণী থেকে এটা পরিষ্কার নয়, আর এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর কাজেও পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক মত হলো, যতোটুকু দূরত্ব সাধারণ প্রচলনে সফর হিসেবে গণ্য করা হয় এবং যতোটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলে মুসাফিরীর অবস্থা অনুভব করা যায় তা-ই রোযা ভাঙ্গার জন্য যথেষ্ট।

এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, যেদিন সফর শুরু করা হয় সেদিনের রোযা রাখা না রাখা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। মুসাফির ইচ্ছা করলে ঘর থেকে খেয়েও বের হতে পারে আর ইচ্ছা করলে ঘর থেকে বের হওয়ার পরও খেয়ে নিতে পারে। সাহাবায়ে কিরাম থেকে উভয় প্রকার আমলই প্রমাণিত।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কষ্টকর কিছু চান না। আর তোমরা যেন পূর্ণ করো সংখ্যা

وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

আর মহিমা বর্ণনা করো আল্লাহ্‌র তোমাদের হিদায়াত করার জন্য এবং সম্ভবত তোমরা কৃতজ্ঞতা পেশ করবে।[২৩৫]

يُرِيْدُ –চান; اللّٰهُ–আল্লাহ; بِكُمُ–তোমাদের জন্য; الْيُسْرَ–(ال+يسر)–সহজ করতে; وَ–এবং ; لَا يُرِيْدُ –তিনি চান না; بِكُمُ–তোমাদের জন্য; الْعُسْرَ–(ال+عسر)-কষ্টকর কিছু ; وَ–আর ; لِتُكْمِلُوا–(ل+تكملو)–যেন পূর্ণ করো; الْعِدَّةَ–(ال+عدة)–সংখ্যা; وَ –আর ; لِتُكَبِّرُوا–(ل+تكبروا) –যেন মহিমা বর্ণনা করো; اللّٰهَ–আল্লাহ্‌র; عَلٰى –জন্য ; مَا هَدٰىكُمْ–(ما+هدى+كم) তোমাদের হিদায়াত করার ; وَ–এবং ; لَعَلَّكُمْ–(لعل + كم) সম্ভবত তোমরা ; تَشْكُرُوْنَ –তোমরা কৃতজ্ঞতা পেশ করবে।

২৩৫. অর্থাৎ যারা শরীয়ত অনুমোদিত কোনো অসুবিধার জন্য রমযান মাসে রোযা রাখতে অসমর্থ, তাদের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা অন্য দিনগুলোতে রোযার কাযা আদায় করার সুযোগও সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যাতে মহামূল্য নিয়ামত কুরআন মাজীদ তোমাদেরকে প্রদান করার শুকরিয়া আদায় করা থেকে তোমরা বঞ্চিত না হও।

এখানে এ কথাটিও বুঝে নেয়া প্রয়োজন যে, রমযানের রোযাকে শুধুমাত্র ইবাদাত এবং শুধুমাত্র 'তাকওয়া'র প্রশিক্ষণই সাব্যস্ত করা হয়নি ; বরং কুরআন মাজীদের মতো বিরাট ও মহান হিদায়াতের যে নিয়ামত আল্লাহ তাআলা মানুষকে দিয়েছেন রোযাকে তার শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যম হিসেবেও গণ্য করা হয়েছে। মূলকথা হলো, একজন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোকের জন্য কোনো নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জানানোর যদি কোনো উত্তম পথ-পন্থা থাকে তবে তা এই যে, সে নিজেকে সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুত করতে থাকবে, যার জন্য নিয়ামতদাতা তাকে উক্ত নিয়ামতের অধিকারী করেছেন। আমাদেরকে কুরআন মাজীদ এজন্য দান করা হয়েছে যে, আমরা এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের রাস্তা জেনে নিয়ে নিজেরা সে পথে চলবো এবং অন্যদেরকেও চালাবো। এতদুদ্দেশ্যে আমাদেরকে প্রস্তুত করার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো রোযা। অতএব কুরআন নাযিলের মাস রমযানে আমাদের রোযা রাখা শুধুমাত্র ইবাদাত এবং শুধুমাত্র চারিত্রিক প্রশিক্ষণই নয় ; বরং তার সাথে সাথে কুরআন নামক নিয়ামতের যথার্থ শুকরিয়া আদায় করাও বটে।

(১৮৬) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

১৮৬. আর আমার বান্দা যখন আপনাকে প্রশ্ন করে আমার সম্পর্কে, আমি তো নিকটেই আছি ; আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় সাড়া দেই

إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○

যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে ; অতএব তারাও আমার আহ্বানে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক,[২৩৬] সম্ভবত তারা সঠিক পথের অনুসারী হবে।[২৩৭]

(১৮৭) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ

১৮৭. তোমাদের জন্য রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস বৈধ করা হয়েছে ; তারা তোমাদের জন্য পোশাক

(১৮৬) وَ–আর ; إِذَا–যখন ; سَأَلَكَ–(سال+ك)–আপনাকে প্রশ্ন করে ; عِبَادِي–(عباد+ى) আমার বান্দাগণ ; عَنِّي–(عن+نى) আমার সম্পর্কে ; فَإِنِّي–(ف+انى)–আমি তো ; قَرِيبٌ–নিকটেই আছি ; أُجِيبُ–আমি সাড়া দেই ; دَعْوَةَ–প্রার্থনায় ; الدَّاعِ–(ال+داع)–প্রার্থনাকারীর ; إِذَا–যখন; دَعَانِ–(دعا+ن)–সে আমার নিকট প্রার্থনা করে ; فَلْيَسْتَجِيبُوا–(ف+ل+ يستجيبوا) অতএব তারাও সাড়া দিক ; لِي–আমার আহ্বানে ; وَ–এবং ; لِيُؤْمِنُوا–তারা ঈমান আনুক ; بِي–আমার প্রতি ; لَعَلَّهُمْ–(لعل+هم) সম্ভবত তারা ; يَرْشُدُونَ–সঠিক পথের অনুসারী হবে। (১৮৭) أُحِلَّ–বৈধ করা হয়েছে ; لَكُمْ–(ل+كم)–তোমাদের জন্য; لَيْلَةَ–রাতে ; الصِّيَامِ–(ال+صيام)–রোযার ; الرَّفَثُ–(ال+رفث)–সহবাস ; إِلَىٰ–সাথে ; نِسَائِكُمْ–(نساء+كم)–তোমাদের স্ত্রীদের ; هُنَّ–তারা; لِبَاسٌ–পোশাক ; لَكُمْ–(ل+كم)-তোমাদের জন্য ;

২৩৬. অর্থাৎ যদিও তোমরা আমাকে দেখতে পাও না এবং নিজেদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও অনুভব করতে পারো না, তবুও আমি আমার বান্দাহর এতো নিকটবর্তী যে, সে যখনই ইচ্ছা করে আমার নিকট তার আবেদন পেশ করতে পারে এবং নিজ আবেদনের জবাবও পেতে পারে। যেসব জড় ও অক্ষম সত্তাদেরকে তোমরা নিজেদের মূর্খতাবশত উপাস্য ও প্রতিপালক সাব্যস্ত করেছো তাদের নিকট তোমাদেরকে দৌড়ে যেতে হয়, কিন্তু তারপরও তারা তোমাদের আবেদন-নিবেদন শুনতে পায় না এবং কোনো সিদ্ধান্তও নিতে পারে না। অথচ আমি বিশাল বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি,

وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

আর তোমরা তাদের জন্য পোশাক ;[২৩৮] আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গেই প্রতারণা করছিলে

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ

অতপর আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব এখন থেকে তোমরা তাদের সাথে সহবাস করতে পারো এবং আহরণ করো যাকিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন,[২৩৯]

وَأَنْتُمْ–আর তোমরা; لِبَاسٌ–পোশাক; لَهُنَّ–(ل+هن)–তাদের জন্য; عَلِمَ –অবগত আছেন; اللَّهُ–আল্লাহ ; أَنَّكُمْ –(ان+كم)–অবশ্যই তোমরা ; كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ–(كنتم+تختانون) তোমরা প্রতারণা করছিলে ; أَنْفُسَكُمْ –(انفس+كم) নিজেদের সঙ্গেই; فَتَابَ –(ف+تاب) অতপর তাওবা কবুল করেছেন ; عَلَيْكُمْ –তোমাদের ; وَ –এবং; عَفَا –ক্ষমা করে দিয়েছেন ; عَنْكُمْ–তোমাদেরকে ; فَالْـٰٔنَ –(ف+الئن)–অতএব এখন থেকে; بَاشِرُوهُنَّ–(باشروا+هن)–তোমরা তাদের সাথে সহবাস করতে পারো; وَ–এবং ; ابْتَغُوا –আহরণ করো ; مَا –যাকিছু ; كَتَبَ –নির্ধারণ করেছেন ; اللَّهُ –আল্লাহ ; لَكُمْ –(ل+كم) তোমাদের জন্য ;

সমস্ত সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হয়েও তোমাদের এতোই নিকটবর্তী যে, তোমরা কোনো মাধ্যম ও সুপারিশ ছাড়াই সর্বদা সর্বস্থানে সরাসরি আমার নিকট আবেদন-নিবেদন পেশ করতে পারো। সুতরাং তোমরা নিজেদের কল্পিত অক্ষম দেবতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরার মতো মূর্খতাসুলভ কর্মকাণ্ড ছেড়ে দাও। আমি তোমাদেরকে যে দাওয়াত দিচ্ছি তাতে সাড়া দিয়ে আমার দিকেই ফিরে এসো।

২৩৭. অর্থাৎ আপনার মাধ্যমে সঠিক অবস্থা জানার পর তাদের দৃষ্টিশক্তি খুলে যাবে এবং তারা সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করবে, যার মধ্যে তাদেরই কল্যাণ নিহিত।

২৩৮. অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদ ও শরীরের মাঝখানে যেমন কোনো পর্দা থাকে না এবং একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে হয়, তেমনিভাবে তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যকার সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য।

২৩৯. প্রথমদিকে যদিও এ ধরনের সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ ছিলো না যে, রমযানের রাতে কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না ; কিন্তু লোকেরা মনে করতো যে, এরূপ করা জায়েয নেই। আবার অনেকে এটা নাজায়েয মনে করা সত্ত্বেও স্ত্রীদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হতো। এটা এমন যেন নিজের বিবেকের সাথে প্রতারণা করা এবং এর দ্বারা তাদের অন্তরে অপরাধ ও পাপের মনোবৃত্তি দানা বেঁধে ওঠার আশংকা ছিল।

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

আর খাও ও পান করো[২৪০] যতোক্ষণ না তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় সাদা রেখা

الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ

ফজরের কাল রেখা থেকে ;[২৪১] অতপর তোমরা পূর্ণ করো রোযা রাত পর্যন্ত ;[২৪২] আর তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সহবাস করো না

وَ–আর ; كُلُوا–খাও ; وَ–এবং ; اشْرَبُوا–পান করো ; حَتّٰى–যতোক্ষণ না; يَتَبَيَّنَ–সুস্পষ্ট হয় ; لَكُمُ–(ل+كم) তোমাদের কাছে; الْخَيْطُ–(ال+خيط)–রেখা; الْاَبْيَضُ–(ال+ابيض)–সাদা ; مِنَ–থেকে ; الْخَيْطِ–(ال+خيط)–রেখা ; الْاَسْوَدِ–(ال+اسود)–কালো; مِنَ الْفَجْرِ–(من+ال+فجر)–ফজরের; ثُمَّ–অতপর; اَتِمُّوا–তোমরা পূর্ণ করো; الصِّيَامَ–(ال+صيام) রোযা; اِلَى–পর্যন্ত; الَّيْلِ–(ال+ليل)–রাতে; وَ–আর; لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ–(لا+تباشرو+هن)–তোমরা সহবাস করো না ;

আর এজন্য আল্লাহ তাআলা এ ধরনের প্রতারণার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ করেন যে, এটা তোমাদের জন্য বৈধ। সুতরাং এটাকে তোমরা মন্দ মনে করো না ; বরং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করে মনের পবিত্রতা সহকারে করো।

২৪০. এ ব্যাপারেও প্রথম দিকে মানুষ ভুল ধারণায় লিপ্ত ছিল। কারো কারো ধারণা ছিল যে, ইশার নামাযের পরে পানাহার হারাম হয়ে যায়। আবার কারো কারো ধারণা ছিল যে, যতোক্ষণ মানুষ জেগে থাকে ততোক্ষণ পানাহার করা যেতে পারে, ঘুমিয়ে পড়লে পুনরায় জেগে আর কিছু পানাহার করা যায় না। অত্র আয়াতে এ ধরনের ভুল ধারণার নিরসন করা হয়েছে। এতে রোযার সীমা ঊষার সফেদ আভা প্রকাশের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে আর সূর্যাস্ত থেকে ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত রাতভর পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

২৪১. ইসলাম ইবাদাতের জন্য সময়ের এমন মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিয়েছে, যার ফলে পৃথিবীতে সর্বযুগে সকল তাহযীব-তমদ্দুনের লোক সর্বদা সর্বস্থানে তাদের ইবাদাতের সময় জেনে নিতে পারে। ঘড়ির কাঁটায় সময় নির্ধারণ করার পরিবর্তে ইসলাম এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাদির মাধ্যমে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে যা আকাশে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু কতক মূর্খ এ সময় নির্ধারণ পদ্ধতির উপর সাধারণত এদিক থেকে আপত্তি উত্থাপন করে যে, মেরু অঞ্চলদ্বয়ে যেখানে রাত বা দিনের দৈর্ঘ কয়েক

وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ

এমতাবস্থায় যে, তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত ;[২৪৩] এগুলো আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা ; সুতরাং তোমরা এর নিকটবর্তী হয়ো না ;[২৪৪]

وَاَنْتُمْ -(و+انتم)-এমতাবস্থায় যে, তোমরা ; عٰكِفُوْنَ-ইতিকাফরত ; فِى الْمَسٰجِدِ -(فى+ال+مسجد)- মসজিদে ; تِلْكَ -এগুলো ; حُدُوْدُ-সীমারেখা ; اللّٰهِ -আল্লাহ প্রদত্ত ; فَلَا تَقْرَبُوْهَا -(ف+لاتقربو+ها)-সুতরাং তোমরা এর নিকটবর্তী হয়ো না ;

মাস, সেখানে এ সময় নির্ধারণ পদ্ধতির উপযোগিতা কি ? মূলত ভূগোল শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অভাবেই এ ধরনের প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। আসলে আমরা যারা বিষুব রেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করি তারা রাত-দিন দ্বারা যা বুঝে থাকি সে অর্থে মেরু অঞ্চলে ছয় মাস রাত বা ছয় মাস দিন–ব্যাপারটি এমন নয়। রাত বা দিন যা-ই হোক না কেন সেখানকার লোকেরা যথানিয়মেই সকাল-সন্ধ্যার সুস্পষ্ট চিহ্ন প্রত্যক্ষ করে এবং নিজেদের পানাহার করা, নিদ্রা যাওয়া, অন্যান্য কাজকর্ম করা বা বেড়াবার সময় নিজেরাই নির্ধারণ করে নিতে পারে। সুতরাং সেখানে পরিদৃশ্য চিহ্নাদি দ্বারা নামায, সাহরী ও ইফতার ইত্যাদির সময় নির্ধারণ করা যায়।

২৪২. রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করার অর্থ হলো—যেখান থেকে রাতের সীমানা শুরু সেখানেই রোযার সীমানা শেষ। আর এটা সুস্পষ্ট যে, রাতের সীমানা শুরু হয় সূর্যাস্ত থেকেই। অতএব সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করে নেয়া উচিত। সাহরীর সঠিক আলামত হলো—রাতের শেষ ভাগে পূর্ব দিগন্তে প্রভাতের সাদা ও সরু রেখা দৃশ্যমান হয়ে উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তখনই সাহরীর সময় শেষ হয়ে যায়। আবার যখন দিনের শেষে পূর্ব দিগন্ত থেকে যখন রাতের অন্ধকার উপরের দিকে উঠতে থাকে তখনই ইফতারের সময় হয়।

২৪৩. 'ইতিকাফরত' থাকার অর্থ রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান করা এবং এ কয়টি দিন আল্লাহ্‌র যিকিরের জন্য খাস করে নেয়া। ইতিকাফ অবস্থায় ইতিকাফকারী শুধুমাত্র প্রাকৃতিক প্রয়োজনের জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার নিজেকে যৌন ক্রিয়ার স্বাদ উপভোগ থেকে বিরত রাখা একান্ত আবশ্যক।

২৪৪. এখানে এটা বলা হয়নি যে, এ সীমা অতিক্রম করো না ; বরং বলা হয়েছে—তার নিকটবর্তী হয়ো না। এর অর্থ হলো—যে স্থান থেকে গুনাহের সীমা আরম্ভ, তার কাছাকাছি ঘোরাফেরা করাও মানুষের জন্য বিপজ্জনক। নিরাপদ হলো সীমানা থেকে দূরে থাকা, যাতে ভুলবশতও পা যেন সীমানা অতিক্রম না করে। এ বিষয়টি নিম্নোক্ত হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যাতে নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন—

لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يَّقَعَ فِيْهِ ـ

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾ وَلَا تَاْكُلُوْٓا

এভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, সম্ভবত তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে। ১৮৮. আর তোমরা ভক্ষণ করো না

اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا

অন্যায়ভাবে তোমাদের পরস্পরের সম্পদ
এবং তুলে দিও না বিচারকদের হাতে

مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

যাতে জনগণের সম্পদের একাংশ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতে পারো,
অথচ তোমরা তা জানো।[২৪৫]

كَذٰلِكَ–এভাবেই ; يُبَيِّنُ–সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন; اللّٰهُ–আল্লাহ ; اٰيٰتِهٖ–(ايات+ه) তাঁর নিদর্শনসমূহ; لِلنَّاسِ–(ل+ال+ناس)-মানুষের জন্য; لَعَلَّهُمْ–(لعل+هم)-সম্ভবত তারা ; يَتَّقُوْنَ–তাকওয়া অবলম্বন করবে। (১৮৮) وَ–আর ; لَا تَاْكُلُوْٓا–তোমরা ভক্ষণ করো না ; اَمْوَالَكُمْ–(اموال+كم)-তোমাদের সম্পদ ; بَيْنَكُمْ–(بين+كم)-পরস্পরের; بِالْبَاطِلِ–(ب+ال+باطل)-অন্যায়ভাবে ; وَ–এবং ; تُدْلُوْا–(এমন করো না যে,) তুলে দিবে; بِهَآ–তা; اِلَى الْحُكَّامِ–(الى+ال+حكام) বিচারকদের হাতে; لِتَاْكُلُوْا–(ل+تاكلوا) যাতে ভক্ষণ করতে পারো ; فَرِيْقًا–একাংশ, কিয়দাংশ ; مِّنْ–থেকে; اَمْوَالِ–সম্পদ; النَّاسِ–(ال+ناس) মানুষের ; بِالْاِثْمِ–(ب+ال+اثم) অন্যায়ভাবে; وَ–অথচ ; اَنْتُمْ–তোমরা ; تَعْلَمُوْنَ–জানো।

"প্রত্যেক বাদশাহর একটি 'সংরক্ষিত চারণ ক্ষেত্র' থাকে। আর 'সংরক্ষিত চারণক্ষেত্র' হলো তাঁর নির্ধারিত হারাম কাজগুলো। যে ব্যক্তি আল্লাহর সংরক্ষিত চারণক্ষেত্রের চতুঃসীমানায় ঘুরে বেড়ায় তার তাতে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে।"

আরবী ভাষায় 'হিমা' বলা হয় কোনো রাজা-বাদশাহ বা ধনী ব্যক্তি কর্তৃক সংরক্ষিত চারণক্ষেত্রকে ; যাতে কোনো সাধারণ মানুষের পশু চারণ নিষিদ্ধ। এ উপমা পেশ করে রাসূলুল্লাহ (স) বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলারও নির্দিষ্ট সংরক্ষিত চারণক্ষেত্র রয়েছে ; আর তাঁর সে স্থানটি হলো সেই সীমানা যদ্দ্বারা তিনি হারাম-হালাল, আনুগত্য-বিদ্রোহ ইত্যাদির পার্থক্য সূচিত করেছেন। সংরক্ষিত চারণক্ষেত্রের সন্নিকটে বিচরণশীল পশুর যেমন চরতে চরতে সীমানা অতিক্রম করে ফেলার আশংকা

রয়েছে, তেমনি আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজসমূহের একেবারে নিকটবর্তী হওয়াতে বান্দাহরও তেমনি সীমা অতিক্রম করে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

২৪৫. এ আয়াতের মর্মার্থ এও হতে পারে যে, বিচারকদের ঘুষ প্রদান করে নাজায়েয পন্থায় উপকৃত হতে চেষ্টা করো না। এর আরেক মর্মার্থ হতে পারে যে, যখন তোমরা নিজেরাই অবগত যে, সম্পদ অন্যের তখন তার কাছে মালিকানার কোনো প্রমাণ না থাকার অজুহাতে ছল-চাতুরী করে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত নিয়ে যেও না। হতে পারে মামলার বিবরণী শোনার পর বিচারক তোমার পক্ষেই রায় দিবেন ; কিন্তু বিচারকের এ রায় হবে মূলত সাজানো মামলার কৃত্রিম দলীল-পত্র দ্বারা প্রতারিত হওয়ার ফল। কিন্তু আদালতের মাধ্যমে এ সম্পদের মালিক হয়ে গেলেও আসলে তুমি এ সম্পদের বৈধ মালিক নও।

নবী (স) ইরশাদ করেছেন, "আমি তো একজন মানুষই। হতে পারে তোমরা আমার নিকট কোনো মোকদ্দমা নিয়ে আসবে এবং তোমাদের মধ্যকার একটি পক্ষ তার বিপক্ষের চেয়ে কথায় পটু ; তার প্রমাণাদি শোনার পর আমি হয়তো তার পক্ষেই রায় দিবো। কিন্তু মনে রেখো তোমরা যদি এ ধরনের কোনো জিনিস আমার রায় প্রদানের মাধ্যমে নিজের ভাইয়ের থেকে অধিকার আদায় করে থাকো, তবে তুমি জাহান্নামের একটি টুকরাই অধিকার করেছ।"

২৩ রুকূ' (আয়াত ১৮৩-১৮৮)-এর শিক্ষা

১। মুমিনদের উপর রোযা ফরয। ইতিপূর্বেকার সকল জাতির উপরই রোযা ফরয ছিল। তাকওয়া অর্জনের জন্য রোযা আল্লাহ প্রদত্ত উপায়।

২। অসুস্থ হলে অথবা মুসাফির হলে পরবর্তী সময়ে রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

৩। রমযান মাস সর্বোত্তম মাস। তা এজন্য যে, এ মাসে কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছে।

৪। কুরআন মাজীদ সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। সুতরাং সত্য পথে চলার জন্য একমাত্র দিকদর্শন হলো কুরআন মাজীদ।

৫। আল্লাহ তাআলা বান্দাহর সকল প্রকার আবেদন-নিবেদন শ্রবণ করেন এবং বান্দাহর ডাকে সাড়া দেন। সুতরাং নিরাশ হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট চাওয়া থেকে বিরত থাকা কোনোক্রমেই উচিত নয়।

৬। যেহেতু আল্লাহ বান্দাহর সবকিছুই জানেন এবং প্রকাশ্য চাওয়া ও অন্তরের কামনা সবই শ্রবণ করেন, সুতরাং তার প্রতিই ঈমান আনতে হবে এবং তাঁর নির্দেশিত পথেই চলতে হবে।

৭। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের জন্য পোশাকস্বরূপ। পোশাক যেমন মানুষের আঙ্গিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেকে রাখে, তেমনি স্বামী-স্ত্রীও পরস্পরের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেকে রাখবে—এটাই বাঞ্ছনীয়।

৮। সাহরীর শেষ সময় সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত ; আর রোযার শেষ সীমানা সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৯। ইতিকাফকালে স্ত্রী সহবাস বৈধ নয়। এমতাবস্থায় সহবাসের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী কার্যাবলী থেকেও দূরে থাকা উচিত।

১০। জানা থাকা সত্ত্বেও অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য কোনো প্রকার ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেয়া যাবে না। এসব কাজ থেকে সর্বদা বেঁচে থাকার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-৮

(১৮৯) يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ، قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ،

১৮৯. তারা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা সময় নির্ধারণের মাধ্যম মানুষের জন্য ও হজ্জের জন্য।[২৪৬]

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ

আর এতে নেই কোনো নেকী যে, তোমরা প্রবেশ করবে ঘরসমূহে তার পেছনের দিক থেকে, তবে নেকী আছে

مَنِ اتَّقٰى ۚ وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

যে তাকওয়া অর্জন করেছে তাতে ; আর তোমরা প্রবেশ করো ঘরসমূহে তার দরজা সমূহ দিয়ে এবং আল্লাহ্কে ভয় করো, সম্ভবত তোমরা

(১৮৯) يَسْئَلُوْنَكَ-(يسئلون+ك)-তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে ; عَنِ-সম্পর্কে; الْأَهِلَّةِ-(ال+اهلة) নতুন চাঁদ ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; هِيَ-এটা ; مَوَاقِيْتُ-সময় নির্ধারণ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; وَ-ও ; الْحَجِّ-(ال+حج)-হজ্জের জন্য ; وَ-আর; لَيْسَ-নেই এতে ; الْبِرُّ-(ال+بر) কোনো নেকী ; بِأَنْ-যে ; تَأْتُوا-তোমরা প্রবেশ করবে ; الْبُيُوْتَ-(ال+بيوت) ঘরসমূহে ; مِنْ - দিক থেকে ; ظُهُوْرِهَا-(ظهور+ها) -তার পেছন দিক; وَلٰكِنَّ-(و+لكن)-তবে ; الْبِرَّ-(ال+بر)-নেকী আছে; مَنِ-যে; اتَّقٰى-তাকওয়া অর্জন করেছে ; وَأْتُوا-(و+اتوا)-আর তোমরা প্রবেশ করো; الْبُيُوْتَ-(ال+بيوت)-ঘরসমূহে ; مِنْ أَبْوَابِهَا-(من+ابواب+ها)-তার দরজাসমূহ দিয়ে; وَ-আর ; اتَّقُوا-ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহ্কে ; لَعَلَّكُمْ-(لعل+كم)-সম্ভবত তোমরা ;

২৪৬. চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি এমন একটি দৃশ্য যা প্রত্যেক যুগেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এ সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে অতীতে অনেক কল্প-কাহিনী, অস্পষ্ট ধারণা ও কুসংস্কারের প্রচলন ছিল, আজও আছে। আরববাসীদের মধ্যে এসব কিছু ছিল। তারা নবী (স)-কে এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতো। এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা

تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ

সফলতা অর্জন করবে।[২৪৭] ১৯০. আর তোমরা যুদ্ধ করো আল্লাহ্‌র পথে (তাদের বিরুদ্ধে) যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে,[২৪৮] তবে সীমালংঘন করো না,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ

অবশ্যই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।[২৪৯] ১৯১. আর তোমরা হত্যা করো তাদেরকে যেখানে তাদেরকে পাও,

تُفْلِحُونَ–সফলতা অর্জন করবে। ⑱⑨ وَ–আর; قَاتِلُوا–তোমরা যুদ্ধ করো; فِي سَبِيلِ–পথে; اللَّهِ–আল্লাহ্‌র ; الَّذِينَ–(তাদের বিরুদ্ধে) যারা; يُقَاتِلُونَكُمْ–(يقاتلون+كم) তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ; وَ–আর ; لَا تَعْتَدُوا–তোমরা সীমালংঘন করো না; إِنَّ–অবশ্যই ; اللَّهَ–আল্লাহ ; لَا يُحِبُّ–ভালোবাসেন না ; الْمُعْتَدِينَ–(ال+معتدين) সীমালংঘনকারীদের। ⑲⓪ وَ–আর ; اقْتُلُوهُمْ–তোমরা হত্যা করো তাদেরকে ; حَيْثُ-যেখানেই ; ثَقِفْتُمُوهُمْ–তাদেরকে তোমরা পাও ;

ইরশাদ করেন যে, ক্রমহ্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান চাঁদ এছাড়া কিছুই নয় যে, এটা একটা প্রাকৃতিক পঞ্জিকা যা আকাশে উদিত হয়ে দুনিয়াবাসীদেরকে দিন-তারিখের হিসাব জানাতে থাকে। এখানে হজ্জের উল্লেখ বিশেষভাবে করার কারণ হলো, আরবদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এর গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশী। বছরের চার-চারটি মাসের সম্পর্ক ছিল হজ্জ ও উমরার সাথে। এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকতো। রাস্তা-ঘাট নিরাপদ থাকতো এবং নিরাপত্তার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটতো।

২৪৭. আরব দেশে যেসব কুসংস্কারজনিত প্রথার প্রচলন ছিল তন্মধ্যে একটি ছিল, কোনো ব্যক্তি যখন হজ্জের ইহরাম বাঁধতো তখন সে ঘরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতো না ; বরং পেছন দিক থেকে দেয়াল টপকে বা দেয়ালে জানালার মতো করে বানিয়ে তার মধ্য দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতো। অত্র আয়াতে শুধুমাত্র এ প্রথার প্রতিবাদই করা হয়নি; বরং সব ধরনের কুসংস্কারজনিত প্রথার মূলে এ বলে কুঠারাঘাত হানা হয়েছে যে, নেকী বা পুণ্য মূলত আল্লাহভীতি এবং আল্লাহর বিধানসমূহের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকাতে নিহিত। এসব অর্থহীন প্রথার সাথে সওয়াবের কোনো সম্পর্ক নেই, যা শুধুমাত্র বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণের বশবর্তী হয়ে পালিত হচ্ছে।

২৪৮. অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের গতিরোধ করে দাঁড়ায় এবং এ কারণে তোমাদের দুশমনে পরিণত হয়। কেননা তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত অনুসরণ করে তোমাদের জীবন গড়তে চাও, আর তারা তোমাদের এ সংস্কার-সংশোধনের

وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ

এবং বের করে দাও তাদেরকে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, আর ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর।[২৫০]

وَ –এবং ; اَخْرِجُوْهُمْ –(اخرجو+هم)-তাদেরকে বের করে দাও ; مِنْ –থেকে ; حَيْثُ –যেখান ; اَخْرَجُوْكُمْ –(اخرجو+كم) –তোমাদেরকে তারা বের করে দিয়েছে ; وَ –আর ; الْفِتْنَةُ –(ال+فتنة) ফিতনা-ফাসাদ ; اَشَدُّ –গুরুতর ; مِنَ –চেয়েও ; الْقَتْلِ –(ال+قتل) হত্যার ;

কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতায় যুলুম-অত্যাচার ও শক্তি প্রয়োগ করো, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো। মুসলমানরা ইতিপূর্বে যখন দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত ছিল তখন তাদেরকে শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, বিরুদ্ধবাদীদের যুলুম-নির্যাতনে সবর করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। অতপর যখন মদীনায় তাদের একটি ছোট্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন এ প্রথমবার তাদেরকে হুকুম দেয়া হচ্ছে যে, যারাই এ সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তাদের অস্ত্রের জবাব অস্ত্রের মাধ্যমে দাও। এরপরই বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং একের পর এক যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হতে থাকে।

২৪৯. অর্থাৎ তোমাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ তো পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে হবে না। তোমরা এমন লোকের উপর হাত ওঠাবে না যারা দীনে হকের বিরোধিতা করে না। আর তোমরা যুদ্ধ-বিগ্রহে জাহিলী যুগের পদ্ধতির অনুসরণও করবে না। নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও আহত ব্যক্তির ওপর হাত উঠানো, শত্রু পক্ষের নিহতদের লাশ বিকৃত করা, ফসল ও গবাদি পশুকে নিরর্থক ধ্বংস করা এবং অন্যান্য যাবতীয় যুলুম-নির্যাতন ও বর্বরতামূলক কর্মকাণ্ড, 'সীমালংঘনের' অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে এসব কার্যক্রমের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আয়াতের মর্মার্থও এই যে, শক্তি প্রয়োগ তখনই করা হবে যখন তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, আর তাও ততোটুকু করা হবে যতোটুকু সেখানে প্রয়োজন হবে।

২৫০. এখানে 'ফিতনা' শব্দটির অর্থ তা-ই যা ইংরেজী Persecution শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা দলকে নিছক এ কারণে নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু বানানো যে, সেই ব্যক্তি বা দলটি সমসাময়িক মতবাদ ও চিন্তা-চেতনার পরিবর্তে অন্য মতবাদ ও চিন্তা-চেতনাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে এবং আলোচনা-সমালোচনা ও প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমে সমসাময়িক মতবাদ ও চিন্তা-চেতনাকে পরিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অত্র আয়াতের মূলকথা হলো, মানুষকে হত্যা করা নিসন্দেহে একটি জঘন্য অপরাধ ; কিন্তু কোনো গোষ্ঠী বা দল যখন জোরপূর্বক নিজস্ব মতবাদ ও চিন্তা-চেতনাকে অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয় এবং মানুষকে সত্য গ্রহণ করা

وَلَا تُقْتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ

আর তোমরা তাদের সাথে মসজিদুল হারামের নিকট যুদ্ধ করো না, যতোক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে,

فَإِنْ قٰتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنِ انْتَهَوْا

তবে তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে হত্যা করো তাদেরকে ; এরূপই হয় কাফিরদের পরিণাম। ১৯২. অতপর তারা যদি বিরত হয়

فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقٰتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

তবে অবশ্যই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[২৫১] ১৯৩. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়

و –আর; لَاتُقْتِلُوهُم-(لاتقتلو+هم)-তোমরা যুদ্ধ করো না তাদের বিরুদ্ধে; عِندَ –নিকটে ; الْمَسْجِدِالْحَرَامِ-(ال+ مسجدالحرام)-মসজিদুল হারামের; حَتّٰى –যতোক্ষণ না ; يُقٰتِلُوكُمْ-(يقتلو+كم)-তারা যুদ্ধ করে তোমাদের বিরুদ্ধে; فِيهِ –(فى+ه) সেখানে; فَإِنْ–তবে যদি ; قٰتَلُوكُمْ –(قتلو+كم) তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; فَاقْتُلُوهُمْ –(ف+اقتلو+هم)-তাহলে হত্যা করো তাদেরকে; كَذٰلِكَ–এরূপই হয়; جَزَاءُ –পরিণাম ; الْكٰفِرِينَ –(ال+كفرين)-কাফিরদের। ⑲২ فَإِنِ–(ف+ان)-অতপর যদি ; انْتَهَوْا –তারা বিরত হয় ; فَإِنَّ –তবে অবশ্যই ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; غَفُورٌ –পরম ক্ষমাশীল ; رَّحِيمٌ –পরম দয়ালু।⑲৩ وَ –আর ; قٰتِلُوهُمْ –(قتلو+هم)-তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো ; حَتّٰى -যতোক্ষণ ; لَاتَكُونَ –না থাকে (নির্মূল হয়) ; فِتْنَةٌ –ফিতনা ;

থেকে জোরপূর্বক বাধা দেয়, তখন সেই দল বা গোষ্ঠী হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ সংঘটন করে। এ ধরনের গোষ্ঠী বা দলকে অস্ত্রের মাধ্যমে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া নিসন্দেহে বৈধ ও ন্যায়সংগত।

২৫১. অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছো তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য তো এরূপ যে, তিনি নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর পাপীকেও ক্ষমা করে দেন—যখন সে তার বিদ্রোহমূলক আচরণ পরিহার করে। এ বৈশিষ্ট্যই তুমি তোমার নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে নাও। যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো দল বা গোষ্ঠী আল্লাহ্র পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় ততোক্ষণই তাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকবে ; আর যখন তারা তাদের বিরোধমূলক নীতি-আচরণ পরিহার করবে তখনই তোমরা তাদের উপর থেকে তোমাদের হাত গুটিয়ে নিবে।

وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِينَ ○

এবং দীন হয় শুধু আল্লাহ্‌র জন্য ;[২৫২] অতপর তারা যদি বিরত হয় তবে কোনো জবরদস্তি নেই, যালিমদের উপর ব্যতীত।[২৫৩]

(১৯৪) اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدٰى

১৯৪. পবিত্র মাসের বদলে পবিত্র মাস ; আর পবিত্র বিষয়সমূহের অবমাননা সকলের জন্য সমান।[২৫৪] বস্তুত যে ব্যক্তি আক্রমণ করেছে

وَ-এবং; يَكُوْنَ-হয়; الدِّيْنُ-(ال+دين)-দীন; لِلّٰهِ-(ل+الله)-শুধু আল্লাহ্‌র জন্য; فَاِنْ-(ف+ان)-অতপর যদি; اِنْتَهَوْا-তারা বিরত হয়; فَلَا عُدْوَانَ-(ف+لاعدوان)-তবে নেই কোনো বাড়াবাড়ি ; اِلَّا-ব্যতীত, ছাড়া ; عَلَى-উপর ; الظّٰلِمِيْنَ-(ال + ظلمين)-যালিমদের। (১৯৪) اَلشَّهْرُ-(ال+شهر)-মাস; الْحَرَامُ-(ال+حرام)-পবিত্র; بِالشَّهْرِ-(ب+ال+شهر)-মাসের বদলে; الْحَرَامِ-(ال+حرام) পবিত্র; وَ-আর; الْحُرُمٰتُ-(ال+حرمت)-পবিত্র বিষয়সমূহেরও রয়েছে; قِصَاصٌ-কিসাস (অলঙ্ঘনীয়); فَمَنِ-(ف+من)-বস্তুত যে ব্যক্তি; اعْتَدٰى-আক্রমণ করে, বাড়াবাড়ি করে, সীমালঙ্ঘন করে ;

২৫২. এখানে 'ফিতনা' দ্বারা সেই অবস্থা বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা 'দীন' আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো উল্লেখিত 'ফিতনা'র অবসান হওয়া এবং 'দীন' শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া। আরবী ভাষায় 'দীন' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'আনুগত্য' ; আর এর পারিভাষিক অর্থ সেই জীবনব্যবস্থা যা কাউকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জেনে তাঁর বিধান ও নীতিমালার আওতাধীন থেকে গ্রহণ করা হয়। অতএব সমাজের সেই অবস্থা যাতে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে, সমাজের এরূপ অবস্থাকেই 'ফিতনা' বলা হয়। আর ইসলামী জিহাদের লক্ষ্য হলো, সমাজে বিরাজমান উপরোল্লিখিত ফিতনা নির্মূল করে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যেখানে মানুষ নির্বিঘ্নে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র বিধানাবলীরই আনুগত্য করবে।

২৫৩. এখানে 'বিরত হওয়ার' অর্থ এটা নয় যে, কাফির-মুশরিকরা নিজেদের কুফর ও শিরক থেকে বিরত হবে ; বরং এর অর্থ হলো 'ফিতনা' থেকে বিরত হওয়া। কাফির, মুশরিক ও নাস্তিক প্রত্যেকেরই এ অধিকার ইসলামে স্বীকৃত যে, তারা তাদের ইচ্ছানুসারে আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করবে, তাদের ইচ্ছানুসারে ইবাদাত-উপাসনা করবে অথবা কারো ইবাদাত-উপাসনা করবে না। কিন্তু তাদের এ অধিকার নেই যে,

عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

তোমাদের উপর তোমরাও তাকে আক্রমণ করো যেরূপ আক্রমণ সে করেছে তোমাদের উপর ; আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾ وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

এবং জেনে রেখো অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। ১৯৫. আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো

عَلَيْكُمْ-(على+كم) তোমাদের উপর ; فَاعْتَدُوْا–তোমরাও আক্রমণ করো ; عَلَيْهِ–(على+ه) তার উপর ; بِمِثْلِ مَا–সেরূপ যেরূপ ; اعْتَدٰى–সে আক্রমণ করেছে; عَلَيْكُمْ–তোমাদের উপর; وَ–আর; اتَّقُوا–তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ–আল্লাহ্‌কে; وَ–এবং; اعْلَمُوْٓا–জেনে রেখো ; اَنَّ–অবশ্যই ; اللّٰهَ–আল্লাহ; مَعَ–সাথে; الْمُتَّقِيْنَ–(ال+متقين)–মুত্তাকীদের। ﴿١٩٥﴾ وَ–আর ; اَنْفِقُوْا–তোমরা ব্যয় করো; فِيْ سَبِيْلِ–পথে ; اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র ;

আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান চালু করবে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তার বান্দাহ বানাবে। এ ধরনের 'ফিতনা' উচ্ছেদ করার জন্যই সম্ভাব্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আর এখানে যে বলা হয়েছে, 'যালিমদের ছাড়া অন্য কারো প্রতি হস্ত উত্তোলন বৈধ নয়', এতে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে যে, যখন 'বাতিল' বিধানের পরিবর্তে সত্য বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন সাধারণ জনগণ তো সাধারণ ক্ষমার অধীনে ক্ষমা পেয়ে যাবে ; কিন্তু যারা তাদের শাসনামলে সত্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকল্পে যুলুম-নির্যাতনের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে হকের অনুসারীগণ কখনও পক্ষপাতিত্ব করবে না। তাই তো দেখা যায় যে, বদর যুদ্ধে বন্দী উকবা ইবনে আবী মুয়ীত এবং নযর বিন হারিসকে হত্যার নির্দেশ প্রদান, আর মক্কা বিজয়ের পর ১৭জন কাফিরকে সাধারণ ক্ষমার আওতাবহির্ভূত রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে চারজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানও আল্লাহ তাআলার উল্লেখিত নির্দেশেরই বাস্তবায়ন।

২৫৪. আরববাসীদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময় থেকেই এ নিয়ম চলে আসছিল যে, যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম এ তিনটি মাস হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং রজব মাস ছিল উমরার জন্য নির্দিষ্ট। এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা, লুণ্ঠন ও রাহাজানি ইত্যাদি কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছিল, যাতে কা'বার যিয়ারতকারীগণ নিরাপত্তার সাথে নিশ্চিন্তে আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌছতে পারে এবং নিরাপদে নিজেদের বাসস্থানে

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ

এবং নিক্ষেপ করো না তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে তোমাদের নিজেদের হাতে ;[২৫৫] আর (মানুষের প্রতি) দয়াপরবশ ; নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۗ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ

অনুগ্রহকারীদেরকে।[২৫৬] ১৯৬. আর তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করো। তবে যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও তাহলে যা সহজলভ্য হয়

وَ–এবং; لَاتُلْقُوْا–নিক্ষেপ করো না; بِاَيْدِيْكُمْ–(ب+ايدى+كم)–তোমাদের নিজেদের হাতে; اِلَى –মধ্যে ; التَّهْلُكَةِ–(ال+تهلكة) ধ্বংসের; وَ–আর; اَحْسِنُوْا –দয়াপরবশ হও (মানুষের প্রতি) ; اِنَّ–নিশ্চয় ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; يُحِبُّ–ভালোবাসেন; الْمُحْسِنِيْنَ–(ال+محسنين) অনুগ্রহকারীদেরকে। ﴿١٩٦﴾ وَ–আর ; اَتِمُّوا –তোমরা পূর্ণ করো; الْحَجَّ–(ال+حج) হজ্জ; وَ–ও ; الْعُمْرَةَ–(ال+عمرة) উমরা; لِلّٰهِ–আল্লাহ্‌র জন্য ; فَاِنْ –তবে যদি ; اُحْصِرْتُمْ–তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও; فَمَا –তাহলে যা ; اسْتَيْسَرَ –সহজলভ্য হয় ;

ফিরে যেতে পারে। এর উপর ভিত্তি করেই এ মাসগুলোকে 'হারাম মাস' বলা হয় অর্থাৎ মর্যাদাপূর্ণ মাস। এখানে আয়াতের অর্থ হলো, হারাম মাসগুলোর মর্যাদা কাফিররাও বুঝে এবং মুসলমানরাও বুঝে। সুতরাং এতদসত্ত্বেও কাফিররা এ মাসগুলোর মর্যাদার পরওয়া না করে যদি কোনো হারাম মাসে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসে তাহলে মুসলমানরাও ন্যায়সংগতভাবে তার প্রতিরোধ করতে পারবে।

২৫৫. অত্র আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করার জন্য নিজেদের সম্পদ ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করো এবং তার বিপরীতে নিজেদের পার্থিব স্বার্থকে বড়ো করে দেখো, তাহলে তোমাদের এরূপ ভূমিকা পৃথিবীতেও তোমাদের ধ্বংসের কারণ হবে, আর আখিরাতে তো এ কাজের জন্য কঠোর পরিণতি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। পৃথিবীতে তোমরা কাফিরদের পদানত হয়ে নিকৃষ্ট পরাধীন জীবনযাপন করবে, আর আখিরাতে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহির মুখোমুখী হতে হবে।

২৫৬. মানুষের কাজের বিভিন্ন ধরন আছে। একটি ধরন এই যে, তার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা যথানিয়মে সমাধা করে দেয়া। আর তার দ্বিতীয় ধরন হচ্ছে অর্পিত দায়িত্বকে সুচারুরূপে আনজাম দেয়া এবং তার সুসম্পন্নতার জন্য নিজের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনাকে কাজে লাগানো। প্রথম পর্যায় হলো শুধুমাত্র আনুগত্যের

مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۚ فَمَنْ

কুরবানীর পশু থেকে (তা-ই কুরবানী করো) ;[২৫৭] আর তোমরা মুণ্ডন করো না তোমাদের মাথা যতোক্ষণ না পৌঁছে কুরবানীর পশু তার যবেহের স্থানে ;[২৫৮] অতপর যে কেউ

كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ

অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা কোনো কষ্ট থাকে তার মাথায় তাহলে ফিদিয়া দিবে রোযা কিংবা সদাকা

اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۗ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ

কিংবা কুরবানী দ্বারা ;[২৫৯] অতপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে,[২৬০] তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ হজ্জ পর্যন্ত উমরার সুযোগ নিতে চায়, সে যাকিছু সহজলভ্য হয়

مِنَ–থেকে ; الْهَدْيِ–কুরবানীর পশু ; وَ–আর ; لَا تَحْلِقُوا–তোমরা মুণ্ডন করো না; رُءُوسَكُمْ–(رءوس+كم) তোমাদের মাথা; حَتّٰى–যতোক্ষণ না ; يَبْلُغَ–পৌঁছে; الْهَدْيُ–(ال+هدى)–কুরবানীর পশু; مَحِلَّهٗ–(محل+ه)–তার যবেহের স্থানে; فَمَنْ–(ف+من) অতপর যে ব্যক্তি ; كَانَ–হয়ে পড়ে; مِنْكُمْ–(من+كم)-তোমাদের মধ্যে; مَرِيْضًا–অসুস্থ ; اَوْ–অথবা ; بِهٖٓ اَذًى–(ب+ه+اذى) যাকে কোনো কষ্ট ; مِنْ رَّاْسِهٖ–(من+راس+ه) তার মাথায় ; فَفِدْيَةٌ–(ف+فدية) তাহলে ফিদিয়া দিবে ; مِنْ–দ্বারা; صِيَامٍ–রোযা; اَوْ–কিংবা ; صَدَقَةٍ–সদাকা (দ্বারা) ; اَوْ–কিংবা ; نُسُكٍ–কুরবানী (দ্বারা); فَاِذَآ–(ف+اذا) অতপর যখন; اَمِنْتُمْ–তোমরা নিরাপদ হবে; فَمَنْ–অতপর যে কেউ; تَمَتَّعَ–সুযোগ নিতে চায় ; بِالْعُمْرَةِ–(ب+ال+عمرة)–উমরার; اِلَى–পর্যন্ত; الْحَجِّ–হজ্জ ; فَمَا اسْتَيْسَرَ–(ف+ما+استيسر) তবে যা সহজলভ্য হয়;

পর্যায়, যার জন্য শুধু তাকওয়া ও খাওফে ইলাহীই যথেষ্ট। আর দ্বিতীয় পর্যায় হলো ইহসানের পর্যায়, যার জন্য ভালোবাসা ও হৃদয়ের গভীর আগ্রহ প্রয়োজন।

২৫৭. অর্থাৎ পথিমধ্যে যদি এমন কোনো কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়, যার ফলে সামনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং বাধ্য হয়ে যাত্রাভংগ করতে হয়, তাহলে উট, গরু বা ভেড়া-বকরীর মধ্য থেকে যে পশুই সহজে পাওয়া যায় তা-ই আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করো।

২৫৮. এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, কুরবানীর পশু যবেহের স্থানে পৌঁছে যাওয়া দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের মতে এর অর্থ 'হারাম

مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۗ

কুরবানীর পশুর (তা কুরবানী করবে)। তবে যদি কেউ তা না পায় তাহলে সে রোযা রাখবে হজ্জের মধ্যে তিনদিন এবং সাতদিন যখন তোমরা ফিরে আসবে

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ

এ মোট দশদিন ; এটা তার জন্য, যে আশেপাশে বসবাসকারী না হয় মসজিদুল

الْحَرَامِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

হারামের ;[২৬১] আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আর জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র আযাব অত্যন্ত কঠোর।

مِنَ الْهَدْيِ (من+ال+هدى)–কুরবানীর পশুর (তা কুরবানী করবে); فَمَنْ (ف+من)– তবে যদি কেউ ; لَّمْ يَجِدْ –না পায় ; فَصِيَامُ (ف+صيام)– তবে রোযা রাখবে ; ثَلٰثَةِ –তিন ; اَيَّامٍ –দিন ; فِي الْحَجِّ (فى+ال+حج)– হজ্জের মধ্যে ; وَ –এবং ; سَبْعَةٍ –সাত (দিন) ; اِذَا –যখন ; رَجَعْتُمْ –তোমরা ফিরে আসবে ; تِلْكَ –এ– ; عَشَرَةٌ –দশদিন ; كَامِلَةٌ –মোট ; ذٰلِكَ –এটা ; لِمَنْ –তার জন্য যে ; لَّمْ يَكُنْ –হবে না; اَهْلُهٗ (اهل+ه) তার বসবাসকারী ; حَاضِرِي –আশেপাশে; الْمَسْجِدِالْحَرَامِ –মাসজিদে হারামের ; وَ –আর ; اتَّقُوا –ভয় করো ; اللّٰهَ –আল্লাহ্‌কে ; وَ –আর ; اعْلَمُوْٓا –জেনে রেখো; اَنَّ –নিশ্চয় ; اللّٰهَ –আল্লাহ্‌র ; شَدِيْدُ الْعِقَابِ (شديد+ال+عقاب)– আযাব অত্যন্ত কঠোর।

শরীফ'। অর্থাৎ হজ্জযাত্রী যদি পথিমধ্যে থেমে যেতে বাধ্য হয়ে পড়ে, তাহলে তার কুরবানীর পশু বা তার মূল্য পাঠিয়ে দেবে এবং তার পক্ষ থেকে হারাম শরীফের সীমানার মধ্যে কুরবানী করতে হবে। ইমাম মালিক ও শাফিয়ী (র)-এর মতে, হজ্জযাত্রী যেখানে আটক হয়ে পড়ে সেখানে কুরবানী করে দেয়াই এর অর্থ। মাথা মুণ্ডাণো দ্বারা ক্ষৌরকর্ম বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ কুরবানী করার পূর্বে ক্ষৌরকর্ম করবে না।

২৫৯. কা'ব ইবনে উজরা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) এমতাবস্থায় তিনটি রোযা রাখার অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্যদান করার অথবা অন্ততপক্ষে একটি ছাগল যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।–বুখারী উমরা অধ্যায়

২৬০. অর্থাৎ যখন সেই কারণটি বিদূরীত হবে যার জন্য তোমাকে বাধ্য হয়েই পথিমধ্যে যাত্রাভংগ করতে হয়েছে ; যেহেতু সেই আমলে হজ্জে যাওয়ার পথ বন্ধ

হওয়া এবং হাজীদের যাত্রাভঙ্গের কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামের শত্রুদের অতর্কিত আক্রমণের কারণেই সংঘটিত হতো, এজন্যই আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াতে 'বাধাপ্রাপ্ত' শব্দ এবং তার বিপরীতে 'যখন তোমরা নিরাপদ হবে' কথাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'বাধাপ্রাপ্ত' শব্দের অর্থে শত্রুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়াও অন্যান্য কারণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়াও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তেমনিভাবে 'নিরাপদ হওয়া' কথার মধ্যেও সকল প্রকার বাধা দূরীভূত হওয়ার অর্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২৬১. জাহিলী আরবে মনে করা হতো যে, উমরা ও হজ্জের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সফর করা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা এ ধরনের বাধ্যবাধকতা দূর করে দিয়েছেন এবং বহিরাগত হাজীদের জন্য এতটুকু সহজ করে দিয়েছেন যে, তারা একই সফরে হজ্জ ও উমরা দুটোই আদায় করতে পারবে। অবশ্য যারা মক্কার আশেপাশে তথা মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাস করে তাদেরকে এ সুযোগ দেয়া হয়নি। কেননা তাদের পক্ষে উমরার জন্য ভিন্ন সফর এবং হজ্জের জন্য ভিন্ন সফর করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরা থেকে উপকৃত হওয়ার অর্থ এই যে, প্রথমে উমরা আদায় করে ইহরাম খুলে ফেলবে এবং সেসব বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে যা ইহরাম অবস্থায় আরোপিত হয়ে থাকে। অতপর যখন হজ্জের সময় এসে যাবে তখন নতুন করে ইহরাম বাঁধবে।

২৪ রুকূ' (আয়াত ১৮৯-১৯৬)-এর শিক্ষা

১। ইসলামের ইবাদাত-অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে রমযান মাসের রোযা, হজ্জের মাস ও দিনসমূহ, মুহাররম, ঈদ, শবে বরাত ইত্যাদি বিষয়সমূহ চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। সেজন্য ইসলামী শরীয়তে চন্দ্র মাসের হিসাবই গ্রহণযোগ্য। অতএব মুসলমানদের জন্য চন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত হিজরী সনই অনুসরণীয়।

২। "ঘরের পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করাতে কোনো সওয়াব নেই" কথাটি থেকে প্রমাণিত যে, শরীয়ত যে বিষয়কে প্রয়োজনীয় বা ইবাদাত মনে করে না তাকে মনগড়াভাবে প্রয়োজনীয় বা ইবাদাত মনে করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে যা শরীয়তে বৈধ তাকে অবৈধ মনে করাও গুনাহ।

৩। অত্র রুকূ'তে উল্লেখিত ১৯০নং আয়াতই হিজরতের পর কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ সম্বলিত সর্বপ্রথম আয়াত। হিজরতের পূর্বে জিহাদের অনুমতি ছিলো না।

৪। মক্কার হারামের এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা কোনো জীব-জন্তুও হত্যা করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি কেউ অপরকে হত্যা করার জন্য প্রবৃত্ত হয় তবে তার প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধ করা জায়েয।

৫। প্রথম অভিযান বা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুধুমাত্র হারাম শরীফের এলাকায়ই নিষিদ্ধ। অন্যান্য এলাকায় যেমন প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ অপরিহার্য তেমনি আক্রমণাত্মক যুদ্ধও জায়েয।

৬। মুসলমানদের উপর যাকাত ছাড়াও অর্থ ব্যয়ের এমন কিছু খাত রয়েছে যেগুলোতে অর্থ ব্যয় করা ফরয। তবে তার জন্য কোনো নিসাব নির্দিষ্ট নেই। প্রয়োজন অনুসারে এসব খাতে ব্যয় করতে হবে, জিহাদ এরূপ একটি খাত।

৭। নিজেদেরকে স্বহস্তে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দেয়া দ্বারা জিহাদ পরিত্যাগ করা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং জীবনের কোনো অংশেই জিহাদ থেকে বিরত থাকার কোনো অবকাশ নেই।

৮। পাপের কারণে আল্লাহ্‌র মাগফিরাত থেকে নিরাশ হওয়াও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। আর তাই মাগফিরাত থেকে নিরাশ হওয়া হারাম।

৯। ইসলামের অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয।

১০। উমরা আদায় করা ওয়াজিব না হলেও পালন করা উত্তম। ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর মতে উমরা পালন করা সুন্নত।

১১। বহিরাগত হাজীদের জন্য একই সফরে হজ্জের মাসে হজ্জ ও উমরা করা বৈধ। কিন্তু মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্য একই সফরে হজ্জ ও উমরা করা বৈধ নয়।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-১৪

﴿١٩٧﴾ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَ

১৯৭. হজ্জের রয়েছে সর্বজনবিদিত কয়েক মাস, অতএব যে কেউ এগুলোতে হজ্জ করার নিয়ত করবে (তার জন্য) বৈধ নয় স্ত্রী সহবাস[২৬২] ও

لَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ

অন্যায় আচরণ[২৬৩] এবং ঝগড়া-বিবাদ[২৬৪] হজ্জের মধ্যে। আর তোমরা যাকিছু উত্তম কাজ করো তা আল্লাহ অবগত আছেন।

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ ○

আর তোমরা পাথেয় সাথে নাও, তবে অবশ্যই উত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। আর হে বিবেকবানরা! তোমরা আমাকে ভয় করো।[২৬৫]

(১৯৭) اَلْحَجُّ -(ال+حج)-হজ্জের রয়েছে; اَشْهُرٌ -কয়েক মাস; مَعْلُوْمٰتٌ -সর্বজনবিদিত; فَمَنْ -(ف+من) অতএব যে কেউ; فَرَضَ -নিয়ত করবে; فِيْهِنَّ -এ (দিন) গুলোতে; الْحَجَّ -হজ্জের; فَلَا رَفَثَ -(ف+لا+رفث)-(তার জন্য বৈধ) নয় স্ত্রী সহবাস; وَ -ও; لَافُسُوْقَ -(নয়) অন্যায় আচরণ ; وَ -এবং ; لَاجِدَالَ -(নয়) ঝগড়া -বিবাদ; فِى -মধ্যে; الْحَجِّ - হজ্জের; وَ -আর; مَا - যাকিছু ; تَفْعَلُوْا -তোমরা করো; مِنْ خَيْرٍ -উত্তম কাজ ; يَعْلَمْهُ -(يعلم+ه)-তা অবগত আছেন ; اللّٰهُ - আল্লাহ ; وَ -আর ; تَزَوَّدُوْا -তোমরা পাথেয় সাথে নাও ; فَاِنَّ -তবে অবশ্যই ; خَيْرَ -উত্তম ; الزَّادِ -(ال+زاد)- -পাথেয় হলো ; التَّقْوٰى -(ال+تقوى)- -তাকওয়া ; وَ -আর ; اتَّقُوْنِ -(اتقو+ن)- তোমরা আমাকেই ভয় করো ; يٰاُولِى الْاَلْبَابِ -(يا+اولى+ال+ الباب)- -হে বিবেকবানরা।

২৬২. ইহরাম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর সহবাসই শুধু নিষিদ্ধ নয় ; বরং তাদের মধ্যে এমন কথাবার্তাও নিষিদ্ধ যা সহবাসে প্রলুব্ধ করে।

২৬৩. সকল গুনাহের কাজ যদিও সবস্থানেই নাজায়েয, কিন্তু ইহরাম অবস্থায় এসব কাজের গুনাহ অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে থাকে।

২৬৪. অর্থাৎ নিজের খাদেমকে ধমক দিয়ে কথা বলা জায়েয নেই।

﴿١٩٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم

১৯৮. তোমাদের কোনো গুনাহ নেই এতে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ তালাশ করবে ;[২৬৬] অতপর যখন তোমরা ফিরে আসবে

مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ

আরাফাত থেকে তখন মাশয়ারুল হারামের নিকট আল্লাহ্কে স্মরণ করো এবং তাঁকে সেভাবে স্মরণ করো যেভাবে তোমাদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ;

(১৯৮) لَيْسَ –নেই ; عَلَيْكُمْ – (على+كم) তোমাদের উপর ; جُنَاحٌ –কোনো গুনাহ ; أَنْ –যে ; تَبْتَغُوا –তোমরা তালাশ করো; فَضْلًا –অনুগ্রহ; مِّنْ رَّبِّكُمْ – (من+رب+كم) তোমাদের প্রতিপালকের; فَإِذَا – (ف+اذا) অতপর যখন ; أَفَضْتُم –তোমরা ফিরে আসবে; مِّنْ –থেকে; عَرَفَاتٍ –আরাফাত; فَاذْكُرُوا –তখন তোমরা স্মরণ করো; اللَّهَ –আল্লাহ্কে; عِندَ –নিকটে ; الْمَشْعَرِ – (ال+مشعر) মাশয়ারে ; الْحَرَامِ – (ال+حرام) হারামের; وَ –এবং; اذْكُرُوهُ – (اذكر+ه) তোমরা তাঁকে স্মরণ করো ; كَمَا –সেভাবে, যেভাবে ; هَدَاكُمْ – (هدى+كم) তিনি নির্দেশ তোমাদের দিয়েছেন ;

২৬৫. জাহিলী যুগে হজ্জে যাওয়ার সময় পাথেয় সাথে নিয়ে যাওয়াকে আল্লাহ্র উপর ভরসা করার পরিপন্থী মনে করা হতো। অত্র আয়াতে তাদের এ ভুল ধারণার অপনোদন করা হয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে, পাথেয় না নিয়ে যাওয়া কোনো ভালো কাজ নয়। মূলত ভালো কাজ হলো আল্লাহ্র ভয় এবং তাঁর আহকামের বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকা ও জীবনকে পবিত্র রাখা। যে হাজী মুসাফির নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ রাখে না এবং আল্লাহ থেকে নির্ভয় হয়ে অসৎকাজ করতে থাকে, সে যদি পাথেয় না নিয়ে বাহ্যিক ফকীরি বেশ দেখিয়ে বেড়ায়, এতে কোনো লাভ নেই। আল্লাহ ও বান্দাহ উভয়ের দৃষ্টিতেই সে লাঞ্ছিত হবে। যে ধর্মীয় কাজ করার জন্য যে সফর করেছে সে ধর্মীয় কাজটিকেও হেয় করা হবে। কিন্তু তার মনে যদি আল্লাহ্র ভয় জাগরুক থাকে এবং তার চরিত্র নির্মল হয় তাহলে সে আল্লাহ্র কাছে মর্যাদার অধিকারী হবে এবং মানুষও তাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখবে। তার খাদ্যের ভাণ্ডার খাদ্য দ্বারা পূর্ণ হলেও এ মার্যাদায় কমবেশী হবে না।

২৬৬. এটাও জাহিলী আরবের একটি মূর্খতাসুলভ ধারণা যে, হজ্জের সফরে গিয়ে জীবিকা অর্জনের জন্য কোনো কাজকর্ম করা দুনিয়াদারি, আর হজ্জের মতো দীনী কাজের সফরে এসব দুনিয়াদারি কাজকে নিতান্তই খারাপ ভাবা হতো। কুরআন মাজীদ এ ধরনের অমূলক ধারণা-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে ইরশাদ করছে যে, একজন ব্যক্তি যখন আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রেখে, আল্লাহ্র দেয়া আইন-কানুনের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন

وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

আর যদিও ইতিপূর্বে তোমরা পথভ্রষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।[২৬৭] ১৯৯. অতপর তোমরা ফিরে আসো যেভাবে লোকেরা ফিরে এসেছে ;

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ

এবং আল্লাহর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো,[২৬৮] নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল অতীব দয়ালু। ২০০. অতপর যখন তোমরা তোমাদের হজ্জ সমাপ্ত করবে

وَ–আর ; إِنْ–যদিও ; كُنْتُمْ–তোমরা ছিলে ; مِنْ قَبْلِهِ–ইতিপূর্বে ; لَمِنَ–অন্তর্ভুক্ত; مِنَ ; الضَّالِّينَ–পথভ্রষ্ট লোকদের। ﴿١٩٩﴾ ثُمَّ–অতপর ; أَفِيضُوا–তোমরা ফিরে আসো ; حَيْثُ–যেভাবে; أَفَاضَ–ফিরে এসেছে ; النَّاسُ–(ال+ناس) লোকেরা ; وَ–এবং ; اسْتَغْفِرُوا–ক্ষমা প্রার্থনা করো ; اللَّهَ–আল্লাহর কাছে ; إِنَّ–নিশ্চয় ; اللَّهَ–আল্লাহ; غَفُورٌ–অতীব ক্ষমাশীল ; رَحِيمٌ–পরম দয়ালু। ﴿٢٠٠﴾ فَإِذَا–অতপর যখন ; قَضَيْتُمْ–তোমরা সমাপ্ত করবে ; مَنَاسِكَكُمْ–(مناسك+كم) তোমাদের হজ্জ ;

করে নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, তখন সে মূলত আল্লাহর অনুগ্রহেরই সন্ধান করে। অতএব সে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সফর ব্যাপদেশে তাঁর অনুগ্রহেরও সন্ধান করে তাতে তার কোনো গুনাহ হবে না।

২৬৭. জাহিলী যুগে আল্লাহর ইবাদাতের সাথে অন্যান্য যেসব মুশরিকী ও জাহিলী কর্মকাণ্ডের মিশ্রণ ঘটেছিল সেসব ছেড়ে দাও। এখন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যে হিদায়াত দান করেছেন, খালেসভাবে তোমরা তারই অনুসরণ করো।

২৬৮. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগ থেকেই হজ্জের প্রসিদ্ধ নিয়ম এটাই ছিল যে, ৯ই যিলহজ্জ মিনা থেকে হাজীগণ আরাফাতে যেতেন এবং সেখান থেকে রাতে প্রত্যাবর্তন করে মুযদালিফাতে রাতে অবস্থান করতেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন ক্রমান্বয়ে কুরাইশদের পৌরহিত্য প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল, তখন তারা বলতে লাগলো, আমরা হারাম শরীফের বাসিন্দা, আমাদের জন্য এটা মর্যাদা হানিকর যে, সাধারণ আরবদের সাথে আমরা আরাফাত পর্যন্ত যাবো। সুতরাং তারা নিজেদের জন্য পৃথক আভিজাত্য সূচক স্থান নির্ধারণ করলো। তারা মুযদালিফা পর্যন্ত গিয়েই প্রত্যাবর্তন করতো এবং সাধারণ লোকদেরকে আরাফাত পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ছেড়ে দিতো। অতপর বনী খুযাআ, বনী কিনানা ও অন্যান্য গোত্র যারা বৈবাহিক সূত্রে কুরাইশদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ছিল তারাও একই আভিজাত্যের অধিকারী হয়ে বসলো। অত্র আয়াতে এসব গর্ব-অহঙ্কারের মূলোৎপাটন করা হয়েছে এবং তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, অন্যসব লোক যেখানে যেখানে যাচ্ছে তোমরাও সেখানে সেখানে যাও, তাদের

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ۖ فَمِنَ النَّاسِ

তখন স্মরণ করো আল্লাহ্‌কে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে স্মরণ করার মতো অথবা তার চেয়েও অধিক স্মরণ করবে ;[২৬৯] আর মানুষের মধ্যে (এমনও আছে)

مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○

যে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! এ পৃথিবীতে আমাদেরকে দাও ; তার জন্য আখিরাতে কোনো অংশ নেই।

(২০১) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا

২০১. আর তাদের মধ্যে (এমন লোক রয়েছে) যে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! দুনিয়াতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন, আর আমাদেরকে রক্ষা করুন

فَاذْكُرُوا –(ف+اذكروا) তখন স্মরণ করো ; اللّٰهَ –আল্লাহ্‌কে ; كَذِكْرِكُمْ –(ك+ذكر+كم) তোমাদের স্মরণ করার মতো ; اٰبَآءَكُمْ –(ابآء+كم) তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে ; اَوْ –অথবা ; اَشَدَّ –তার চেয়েও অধিক; ذِكْرًا –স্মরণ করবে ; فَمِنَ النَّاسِ –(ف+من+ال+ناس) আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে ; مَنْ –যে ; يَّقُوْلُ –বলে ; رَبَّنَآ –(رب+نا) হে আমাদের প্রতিপালক ; اٰتِنَا –আমাদেরকে দাও ; فِى الدُّنْيَا –(فى+ال+دنيا) পৃথিবীতে; وَ –আর ; مَا لَهٗ –(ما+ل+ه) নেই তার জন্য; فِى الْاٰخِرَةِ –(فى+ال+اخرة) আখিরাতে ; مِنْ خَلَاقٍ –কোনো অংশ। (২০১) وَ –আর ; مِنْهُمْ –তাদের মধ্যে (এমন লোকও রয়েছে) ; مَنْ –যে ; يَّقُوْلُ –বলে ; رَبَّنَآ –(رب+نا) হে আমাদের প্রতিপালক ; اٰتِنَا –(ات+نا) আমাদেরকে দান করুন ; فِى الدُّنْيَا –(فى+ال+دنيا) দুনিয়াতে ; حَسَنَةً –কল্যাণ; وَّ –এবং ; فِى الْاٰخِرَةِ –(فى+ال+اخرة) আখিরাতে ; حَسَنَةً –কল্যাণ ; وَّ –আর ; قِنَا –(ق+نا) আমাদেরকে রক্ষা করুন ;

সাথেই অবস্থান করো, তাদের সাথেই প্রত্যাবর্তন করো এবং জাহেলিয়াতের গর্ব-অহঙ্কারের ভিত্তিতে সুন্নতে ইবরাহীমীর খেলাফ যা যা করেছো তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো।

২৬৯. আরববাসীরা হজ্জ থেকে ফিরে এসে মিনাতে কবিতা ও গল্পের আসর জমাতো এবং প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা গর্ব-অহঙ্কারের সাথে নিজেদের পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব যাহির করতো এবং নিজেদের বড়াইয়ের ঢোল পিটাতো। এজন্য ইরশাদ হচ্ছে যে, এসব জাহিলী আচরণ পরিত্যাগ করো। ইতিপূর্বে এসব বাজে কাজে তোমরা যে সময়

عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

জাহান্নামের আযাব থেকে। ২০২. এরাই (তারা) তাদের জন্য রয়েছে সেই অংশ যা তারা অর্জন করেছে ; আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

﴿٢٠٣﴾ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

২০৩. আর স্মরণ করো আল্লাহ্‌কে গণা গুণতির কয়েকটি দিন। তবে যে কেউ তাড়াতাড়ি করে দুদিনের মধ্যে ফিরলে তার কোনো গুনাহ নেই,

وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

আর যে বিলম্ব করে তারও কোনো গুনাহ নেই[২৭০] -এটা তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং জেনে রেখো, অবশ্যই তোমাদেরকে

عَذَابَ -আযাব থেকে ; النَّارِ -(ال+نار) জাহান্নামের। ﴿٢٠٢﴾ أُولَٰئِكَ -এরাই (তারা); لَهُمْ -তাদের জন্য রয়েছে; نَصِيبٌ - সেই অংশ ; مِمَّا -(তা) থেকে যা; كَسَبُوا -তারা অর্জন করেছে ; وَ -আর ; اللَّهُ -আল্লাহ ; سَرِيعُ -দ্রুত গ্রহণকারী ; الْحِسَابِ -(ال+حساب) হিসাব। ﴿٢٠٣﴾ وَ -আর; اذْكُرُوا -স্মরণ করো; اللَّهَ -আল্লাহ্‌কে; فِي أَيَّامٍ -কয়েক দিন ; مَعْدُودَاتٍ -গণা ; فَمَنْ -তবে যে কেউ; تَعَجَّلَ -তাড়াতাড়ি করে; فِي -মধ্যে ; يَوْمَيْنِ -দুদিনের ; فَلَا إِثْمَ -তবে কোনো গুনাহ নেই; عَلَيْهِ -তার উপর ; وَ -আর ; مَنْ -যে ; تَأَخَّرَ -বিলম্ব করে ; فَلَا إِثْمَ -কোনো গুনাহ নেই; عَلَيْهِ -তার উপরও; لِمَنِ -(এটা) তার জন্য যে; اتَّقَىٰ -তাকওয়া অবলম্বন করে ; وَ -আর ; اتَّقُوا -তোমরা ভয় করো ; اللَّهَ -আল্লাহ্‌কে; وَ -এবং; اعْلَمُوا -জেনে রেখো ; أَنَّكُمْ -(ان+كم) অবশ্যই তোমাদেরকে ;

অপচয় করেছো তা আল্লাহ্‌র স্মরণে ও যিকির আযকারে কাজে লাগাও। এখানে যিকির দ্বারা মিনায় অবস্থানকালীন যিকির বুঝানো হয়েছে।

২৭০. অর্থাৎ আইয়ামে তাশরীকে মিনা থেকে মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন ১২ই যিলহজ্জ হোক বা ১৩ই যিলহজ্জ তাতে কোনো গুনাহ নেই। মূল গুরুত্ব এটা নয় যে, তুমি কতো দিন সেখানে অবস্থান করেছো ; বরং মূল গুরুত্ব হলো তুমি যতোদিনই সেখানে অবস্থান করো, সেখানে আল্লাহর সাথে তোমার সম্পর্ক কিরূপ ছিল ? সেই দিনগুলোতে তোমরা আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল ছিলে, না-কি মেলা দেখে আনন্দ স্ফূর্তি করে দিন কাটিয়ে দিয়েছিলে।

إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ

তাঁর নিকটই সমবেত করা হবে। ২০৪. আর মানুষের মধ্যে (এমন লোকও) রয়েছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথা তোমাকে মুগ্ধ করবে এবং সে সাক্ষী রাখে

اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ

আল্লাহ্‌কে যা তার অন্তরে আছে সে সম্পর্কে ;[২৭১] অথচ সে (সত্যের) নিকৃষ্টতম শত্রু।[২৭২] ২০৫. আর যখন সে ক্ষমতা হাতে পায়[২৭৩] সে চেষ্টা করে যাতে পৃথিবীতে

لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ○

বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে এবং যাতে ধ্বংস করতে পারে ক্ষেত-খামার, প্রাণী বংশ ; অথচ আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টি পসন্দ করেন না।

إِلَيْهِ–তাঁর নিকট; تُحْشَرُونَ–সমবেত করা হবে। ﴿٢٠٤﴾ وَ–আর; مِنَ–মধ্যে রয়েছে; النَّاسِ–(ال+ناس) মানুষের (এমন লোকও); مَنْ–যার ; يُعْجِبُكَ–(يعجب+ك) তোমাকে মুগ্ধ করবে; قَوْلُهُ–(قول+ه)-তার কথা; فِي–সম্পর্কে ; الْحَيَوٰةِ–(ال+حيوة) জীবন ; الدُّنْيَا–(ال+دنيا) পার্থিব; وَ–এবং; يُشْهِدُ–সে সাক্ষী রাখে; اللَّهَ–আল্লাহ্‌-কে ; عَلَىٰ–সে সম্পর্কে ; مَا–যা ; فِي قَلْبِهِ–(فى+قلب+ه) তার অন্তরে আছে ; وَ–অথচ ; هُوَ–সে; أَلَدُّ–নিকৃষ্টতম ; الْخِصَامِ–(ال+خصام)–শত্রুতায়। ﴿٢٠٥﴾ وَ–আর ; إِذَا–যখন ; تَوَلَّىٰ–সে ক্ষমতা হাতে পায়; سَعَىٰ–সে চেষ্টা করে; فِي الْأَرْضِ–(فى+ال+ارض) পৃথিবীতে ; لِيُفْسِدَ–(ل+يفسد) যাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে ; فِيهَا–(فى+ها) তাতে ; وَ–এবং ; يُهْلِكَ–(যাতে) ধ্বংস করতে পারে; الْحَرْثَ–(ال+حرث) ক্ষেত-খামার ; وَ–এবং ; النَّسْلَ–(ال+نسل) প্রাণী বংশ ; وَ–অথচ ; اللَّهُ–আল্লাহ ; لَا يُحِبُّ–পসন্দ করেন না ; الْفَسَادَ–(ال+فساد) বিপর্যয় সৃষ্টি।

২৭১. অর্থাৎ সে বলে, আল্লাহ সাক্ষী, আমি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য বলছি না, ন্যায় ও সত্যের জন্য এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য আমি কাজ করছি।

২৭২. أَلَدُّ الْخِصَامِ -এর অর্থ সেই শত্রু যে সবচেয়ে চরম। অর্থাৎ সত্যের বিরোধিতার ক্ষেত্রে সে সম্ভাব্য সকল প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করে। মিথ্যা, বেঈমানী, জালিয়াতি ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি যে কোনো ধরনের কপটতার আশ্রয় নিতে সে একটুও ইতস্তত করে না।

২৭৩. تَوَلَّىٰ -এর আর একটি অর্থ হতে পারে, "যখন সে প্রত্যাবর্তন করে" অর্থাৎ

﴿٢٠٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ

২০৬. আর যখন বলা হয় তাকে, আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তখন আত্ম-অহঙ্কার তাকে পাপে উদ্বুদ্ধ করে ; অতএব জাহান্নামই তার যথাযোগ্য স্থান ;

وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ

আর অবশ্যই তা নিকৃষ্ট বাসস্থান। ২০৭. আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে বিক্রি করে দেয় নিজেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সন্ধানে ;

وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ص

আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। ২০৮. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো,[২৭৪]

(২০৬) وَ –আর ; إِذَا –যখন ; قِيلَ –বলা হয় ; لَهُ –তাকে ; اتَّقِ –ভয় করো ; اللَّهَ –আল্লাহকে ; أَخَذَتْهُ –(أخذت+ه) উদ্বুদ্ধ করে; الْعِزَّةُ –(ال+عزت) আত্ম অহঙ্কার ; بِالْإِثْمِ –পাপ কাজে ; فَحَسْبُهُ –(ف+حسب+ه) অতএব তার যথাযোগ্য স্থান ; جَهَنَّمُ –জাহান্নাম ; وَ –আর ; لَبِئْسَ –(ل+بئس) অবশ্যই তা নিকৃষ্ট; الْمِهَادُ –(ال+مهاد) বাসস্থান। (২০৭) وَ –আর ; مِنَ –মধ্যে; النَّاسِ –(ال+ناس) মানুষের ; مَنْ –যে; يَشْرِي –বিক্রি করে দেয় ; نَفْسَهُ –(نفس+ه) তার নিজেকে ; ابْتِغَاءَ –সন্ধানে ; مَرْضَاتِ –সন্তুষ্টির; اللَّهِ –আল্লাহ্‌র; وَ –আর ; اللَّهُ –আল্লাহ ; رَءُوفٌ –অত্যন্ত মেহেরবান; بِالْعِبَادِ –বান্দাহদের প্রতি। (২০৮) يَا أَيُّهَا –হে ; الَّذِينَ –যারা ; آمَنُوا –ঈমান এনেছো; ادْخُلُوا –তোমরা প্রবেশ করো ; فِي السِّلْمِ –(فى+ال+سلم) ইসলামে ; كَافَّةً –পরিপূর্ণভাবে ;

এসব কথা বলে সে যখন প্রত্যাবর্তন করে তখন সে বাস্তবে এসব অপকর্ম করতে থাকে।

২৭৪. অর্থাৎ ইসলামের কোনো অংশকে বাদ না দিয়ে আর কোনো অংশকে সংরক্ষণ না করে নিজের জীবনের পূর্ণ অংশকে ইসলামের আওতাধীন করে নাও। তোমাদের চিন্তা-চেতনা, আদর্শ, মতবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তোমাদের ব্যবহারিক জীবন, মুয়ামালাত তথা লেনদেন এবং তোমাদের সকল কর্ম প্রচেষ্টা ও পরিসর পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অধীনে নিয়ে এসো। এমন যেন না হয় যে, তোমরা নিজেদের জীবনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তার কতক অংশে ইসলামের আনুগত্য করবে আর কতক অংশকে ইসলামের আনুগত্য থেকে বাদ রাখবে।

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾ فَاِنْ زَلَلْتُمْ

এবং তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না ; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ২০৯. অতপর যদি তোমরা পদস্খলিত হও

مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٠٩﴾

তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও, তাহলে জেনে রেখো ! আল্লাহ অবশ্যই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[২৭৫]

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ ﴿٢١٠﴾

২১০. তারা কি শুধু এ অপেক্ষায় আছে যে, আল্লাহ মেঘের আড়ালে তাদের নিকট আসবেন

وَالْمَلٰۗىِٕكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٢١٠﴾

তৎসঙ্গে ফেরেশতাও ; আর সমাধান হয়ে যাবে সব বিষয় ;[২৭৬] আর আল্লাহ্‌র নিকটই সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَ –আর; لَاتَتَّبِعُوْا –অনুসরণ করো না; خُطُوٰتِ –পদাংক; الشَّيْطٰنِ –শয়তানের; اِنَّهٗ –(ان+ه) অবশ্যই সে; لَكُمْ –(ل+كم) তোমাদের জন্য; عَدُوٌّ –শত্রু; مُّبِيْنٌ –প্রকাশ্য। ﴿٢٠٩﴾ فَاِنْ –(ف+ان) অতপর যদি ; زَلَلْتُمْ –তোমরা পদস্খলিত হও ; مِنْ بَعْدِ –এরপরও; مَا جَاۗءَتْكُمُ –(ما+جاءت+كم) যা তোমাদের কাছে এসেছে; الْبَيِّنٰتُ –(ال+بينت) সুস্পষ্ট নিদর্শন; فَاعْلَمُوْٓا –(ف+اعلموا) তাহলে জেনে রাখো; اَنَّ –অবশ্যই; اللّٰهَ –আল্লাহ ; عَزِيْزٌ –পরাক্রমশালী ; حَكِيْمٌ –প্রজ্ঞাময়। ﴿٢١٠﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ –তারা কি অপেক্ষায় আছে যে ; اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ –(الا+ان+ياتى+هم) তাদের নিকট আসবেন; اللّٰهُ –আল্লাহ ; فِيْ ظُلَلٍ –আড়ালে বা ছায়ায় ; مِّنَ الْغَمَامِ –(من+ال+غمام) মেঘের ; وَ –এবং ; الْمَلٰۗىِٕكَةُ –(ال+ملئكة) ফেরেশতারাও ; وَ –আর ; قُضِيَ –সমাধান হয়ে যাবে ; الْاَمْرُ –(ال+امر) সব বিষয়; وَ –আর ; اِلَى –নিকটই; اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র; تُرْجَعُ –প্রত্যাবর্তিত হবে; الْاُمُوْرُ –(ال+امور) সকল বিষয়।

২৭৫. অর্থাৎ তিনি জবরদস্ত শক্তি রাখেন। আর তিনি এটাও জানেন যে, কিভাবে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হয়।

২৭৬. এখানে উল্লেখিত শব্দাবলীতে গভীর চিন্তা-ভাবনার বিষয় রয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য এতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। পৃথিবীতে মানুষের সকল পরীক্ষা শুধু একথার উপর ভিত্তি করেই হচ্ছে যে, সে মূল বিষয় না দেখেই বিশ্বাস করে কিনা। আর যদি

বিশ্বাস করে, তাহলে তার নৈতিক শক্তি এতোটুকু জোরালো কিনা যে, নাফরমানী করার শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর আনুগত্য গ্রহণ করে। এর ভিত্তিতেই এখানে ইরশাদ হচ্ছে, তোমরা সেই সময়ের প্রতীক্ষা করো না, যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাজত্বের কর্মী ফেরেশতাগণ সামনে এসে পড়বেন ; কেননা তখন তো সিদ্ধান্ত চূড়ান্তই হয়ে যাবে। ঈমান আনা এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যে মাথা নত করে দেয়ার মূল্য ও মর্যাদা সেই সময় পর্যন্তই আছে, যখন পর্যন্ত প্রকৃত সত্য তোমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে থাকবে। আর তোমরা শুধুমাত্র দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে তাকে মেনে নিয়ে নিজের বুদ্ধিমত্তা ও মেধার পরিচয় দিবে এবং নিছক সত্য উর্পলব্ধির মাধ্যমে তার আনুগত্যে মস্তক অবনত করে নিজের নৈতিক শক্তির পরিচয় দিবে। নচেৎ সত্য যখন সকল প্রকার যবনিকামুক্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে এবং তোমরা স্বচক্ষে আল্লাহ্‌কে দেখে বুঝতে পারবে যে, এতো মহান আল্লাহ, আর এইতো তাঁর সিংহাসন, অসীম বিশ্বচরাচরের বিশাল রাজত্ব তাঁরই নির্দেশে পরিচালিত। তোমরা আরও দেখবে ফেরেশতা, আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থা যা প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় ; মানুষের সত্তা আল্লাহ্‌র প্রচণ্ড শক্তি বাঁধনে নিতান্ত অসহায়–এতো কিছু প্রত্যক্ষ করে যদি কেউ ঈমান আনে এবং আনুগত্যের পথে চলতে উদ্যত হয়, তখন তার এ ঈমান আনার ও সত্যকে মেনে নেয়ার আকাঙ্ক্ষার কোনোই মূল্য নেই। এমনি সময়ে তো চরম কাফির ও নিকৃষ্টতম নাস্তিক অপরাধীও আল্লাহ্‌কে অস্বীকার ও নাফরমানী করার সাহস পাবে না। প্রকৃত সত্য যতোক্ষণ পর্যন্ত আবরণে ঢাকা আছে ততোক্ষণ পর্যন্ত ঈমান ও আনুগত্যের সুযোগ আছে ; আর যখনই আবরণ উন্মোচিত হয়ে যাবে, তখনই পরীক্ষার সময় শেষ হয়ে যাবে। তখন হবে চূড়ান্ত ফায়সালার সময়।

২৫ রুকূ (আয়াত ১৯৭-২১০)-এর শিক্ষা

১। হজ্জের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় পবিত্র স্থানসমূহে স্ত্রীসহবাস ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী, ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ যাবতীয় মন্দ কাজসমূহ এবং সকল প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

২। ইহরাম অবস্থায় শুধুমাত্র উপরোক্ত কার্যাবলী থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয় ; বরং একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

৩। নিঃসম্বল অবস্থায় হজ্জের সফর করা অনুচিত। হজ্জের সফরে বের হওয়ার পূর্বে প্রয়োজনীয় পথ খরচ সংগ্রহ করে নিতে হবে। এটা তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্‌র উপর ভরসার অন্তরায় নয়।

৪। আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করার সময় দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কল্যাণ কামনা করতে হবে এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করার জন্যও আল্লাহ্‌র দরবারে আবেদন জানাতে হবে।

৫। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইসলামে পালনযোগ্য নয় এমন কোনো বিষয়কে পালনযোগ্য মনে করে অনুসরণ করা যাবে না। কারণ এতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হবে।

৬। মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগেই ইসলামের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর তখনই 'ইসলামে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রবেশ' করা হবে। মুখে ইসলাম, অন্তরে তার বিপরীত অথবা অন্তরে ইসলাম বাহ্যিক তার বিপরীত করা, অথবা জীবনের কোনো অংশে ইসলাম মেনে চলা আর কিছু কিছু দিক ও বিভাগকে ইসলামের বাইরে রাখাও ইসলামে পূর্ণাঙ্গ প্রবেশের সাথে সাংঘর্ষিক।

৭। ইসলামে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রবেশ না করাই হলো শয়তানের পদাংক অনুসরণ করা ; আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ থেকে বাঁচতে হলে জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿٢١١﴾ سَلْ بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ

২১১. বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করো যে, আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শনাবলী দান করেছি ; আর যে পরিবর্তন করে আল্লাহর নিয়ামত

مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟

তার কাছে আসার পর, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ আযাব দানে অত্যন্ত কঠোর।[২৭৭]
২১২. যারা কুফরী করে তাদের জন্য সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে

ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟

পার্থিব জীবনকে, তারা মুমিনদেরকে উপহাস করে ; অথচ যারা তাকওয়া অবলম্বন করে

(২১১) سَلْ -জিজ্ঞেস করো; بَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ -বনী ইসরাঈলকে; كَمْ -কত; اٰتَيْنٰهُمْ (اتينا+هم) তাদেরকে দান করেছি ; مِنْ اٰيَةٍ -নিদর্শনাবলী ; بَيِّنَةٍ -সুস্পষ্ট ; وَ -আর; مَنْ -যে ; يُبَدِّلْ -পরিবর্তন করে ; نِعْمَةَ -নিয়ামত ; اللّٰهِ -আল্লাহর ; مِنْۢ بَعْدِ -(এর) পরেও ; مَا جَآءَتْهُ (ما+جاء ت+ه) যা তার কাছে এসেছে ; فَاِنَّ -তাহলে অবশ্যই; اللّٰهَ -আল্লাহ ; شَدِيْدُ -অত্যন্ত কঠোর ; الْعِقَابِ (ال+عقاب) আযাব দানে। (২১২) زُيِّنَ -সুশোভিত করা হয়েছে ; لِلَّذِيْنَ (ل+الذين) তাদের জন্য যারা; كَفَرُوْا -কুফরী করে; الْحَيٰوةُ (ال+حيوة) জীবনকে; الدُّنْيَا (ال+دنيا) পার্থিব; وَ -আর; يَسْخَرُوْنَ -তারা উপহাস করে; مِنَ الَّذِيْنَ -তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا -ঈমান এনেছে; وَ -অথচ ; الَّذِيْنَ -যারা ; اتَّقَوْا -তাকওয়া অবলম্বন করে ;

২৭৭. বনী ইসরাঈলকে দুই কারণে এ প্রশ্ন করার জন্য বাছাই করা হয়েছে। প্রথমত, শিক্ষা গ্রহণের উপাদান হিসেবে একটি জীবিত জাতি প্রাচীন নির্বাক ধ্বংসস্তুপের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। দ্বিতীয়ত, বনী ইসরাঈল এমন একটি জাতি যাকে কিতাব ও নবুওয়াতের মশাল প্রদান করে বিশ্বনেতৃত্বের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু তারা দুনিয়া পূজা, মুনাফিকী এবং

فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾ كَانَ النَّاسُ

তারা কিয়ামতের দিন উচ্চ মর্যাদায় আসীন থাকবে ; আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সীমাহীন রিযিক দান করেন। ২১৩. মানুষ তো ছিল

أُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ

একই উম্মত।[২৭৮] অতপর আল্লাহ নবীগণকে পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী রূপে এবং তাদের সঙ্গে নাযিল করলেন

الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ

কিতাব সত্য সহকারে যাতে মীমাংসা করতে পারেন মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল। আর কেউ মতভেদ করেনি

فَوْقَهُمْ-(فوق+هم) তারা উচ্চ মর্যাদায় আসীন থাকবে ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيامة) কিয়ামতের ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يَرْزُقُ-রিযিক দান করেন ; مَنْ-যাকে ; يَّشَآءُ-ইচ্ছা করেন ; بِغَيْرِ حِسَابٍ-(ب+غير+حساب) বেহিসাব, পর্যাপ্ত। ﴿٢١٣﴾ كَانَ-ছিল ; النَّاسُ-(ال+ناس) মানুষ ; أُمَّةً-উম্মত ; وَّاحِدَةً-একই ; فَبَعَثَ-(ف+بعث) অতপর পাঠালেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; النَّبِيّٖنَ-(ال+نبين) নবীগণকে ; مُبَشِّرِيْنَ-সুসংবাদদাতা ; وَ-ও ; مُنْذِرِيْنَ-ভয় প্রদর্শনকারী (রূপে); وَ-এবং ; أَنْزَلَ-নাযিল করলেন; مَعَهُمُ-(مع+هم)-তাদের সঙ্গে; الْكِتٰبَ-(ال+كتاب)-কিতাব; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্য সহকারে; لِيَحْكُمَ-(ل+يحكم)-যাতে মীমাংসা করতে পারেন; بَيْنَ-মধ্যে; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানুষের; فِيْمَا-(فى+ما)-যে বিষয়ে; اخْتَلَفُوْا-তারা মতভেদ করেছিল; فِيْهِ-(فى+ه)-তাতে; وَ-আর; مَا اخْتَلَفَ-কেউ মতভেদ করেনি ;

শিক্ষা ও কর্মের ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে সেই নিয়ামত থেকে নিজেদেরকে মাহরূম করেছিল। অতএব তাদের পরে যে জাতিকে বিশ্বনেতৃত্বের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছে তাদের শিক্ষাগ্রহণ যদি ফলপ্রসূ হয়ে থাকে তাহলে তা বনী ইসরাঈলের পরিণাম থেকেই সর্বোত্তমভাবে হবে।

২৭৮. অতীতের কোনো এক সময় বিশ্বের সকল মানুষই একই মতাদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সকলে একই আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতো। কালক্রমে তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও কাজ-কর্মে পার্থক্য দেখা দেয়, যার ফলে সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ তাআলা সঠিক মতাদর্শ ও জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে

فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ

তাতে, তারা ছাড়া যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও পারস্পরিক বিদ্বেষবশত তারা (এরূপ) করেছিল।[২৭৯]

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ

অতপর যারা ঈমান এনেছিল, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সেই সত্য বিষয় সম্পর্কে হিদায়াত দান করলেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল।

فِيهِ – (فى+ه) – তাতে ; إِلَّا – ছাড়া ; الَّذِينَ – তারা, যাদের ; أُوتُوهُ – দেয়া হয়েছিল কিতাব ; مِنْ بَعْدِ – পরও ; مَا جَاءَتْهُمْ – (ما+جاءت+هم) – তাদের নিকট আসার; الْبَيِّنَتُ – (ال+بينت) – সুস্পষ্ট নিদর্শন; بَغْيًا – বিদ্বেষবশত ; بَيْنَهُمْ – (بين+هم) – পরস্পর; فَهَدَى – (ف+هدى) – অতপর হিদায়াত দান করলেন ; اللَّهُ – আল্লাহ; الَّذِينَ – যারা; آمَنُوا – ঈমান এনেছিল ; لِمَا اخْتَلَفُوا – যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল; فِيهِ – তাতে; مِنَ الْحَقِّ – (من+ال+حق) – সেই সত্য বিষয় সম্পর্কে ; بِإِذْنِهِ – (ب+اذن+ه) – নিজ অনুগ্রহে ;

মানুষকে অবহিত করার জন্য নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেন। তাঁদের প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেন। নবী-রাসূলগণের প্রচার-প্রচেষ্টা ও তাবলীগের ফলে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল নবী-রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলে মু'মিন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং অপর দল তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলতে অস্বীকার করে কাফির হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তবে সকল মানুষ যে মতাদর্শগতভাবে একতাবদ্ধ ছিল সে সময়টি কখন ছিল সে ব্যাপারে মুফাস্‌সিরদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো মতে আত্মার জগতে মানুষ একই মতাদর্শে ছিল ; আবার কারো মতে, আদম (আ)-এর সময়ে মানুষ একই মতাদর্শে ছিল। তখন একমাত্র কাবিল ছাড়া অন্য সকলেই তাওহীদের উপর ছিল।

২৭৯. অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের ধারণা অনুমানের উপর ভিত্তি করে যখন ধর্মের ইতিহাস রচনা করে তখন বলে যে, মানব জীবনের সূচনা শিরকের অন্ধকারের মধ্যেই হয়েছে। তারপর ক্রমবিবর্তন ও ক্রমোন্নতির মাধ্যমে অন্ধকার বিদূরীত হয়ে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠে। এমনিভাবে মানুষ তাওহীদের ছায়াতলে পৌঁছেছে। কুরআন মাজীদ এর বিপরীত মত পোষণ করে। কুরআন মাজীদের ভাষ্য অনুযায়ী মানব জীবনের সূচনালগ্ন আলোকোজ্জ্বল ছিল। আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যে মানুষটি সৃষ্টি করেছেন তাকে একথাটিও বলে দিয়েছেন যে, প্রকৃত সত্য কি ? আর তোমার জন্য সরল পথ কোন্‌টি ? অতপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত আদম বংশ সঠিক পথের

وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا

আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। ২১৪. তোমরা কি মনে করেছো যে,[২৮০] তোমরা প্রবেশ করবে

الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ

জান্নাতে ? অথচ তোমাদের পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের অবস্থা তোমাদের উপর এখনও নেমে আসেনি ; তাদের উপর নেমে এসেছিল অর্থ সংকট

وَ–আর ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; يَهْدِىْ–পরিচালনা করেন ; مَنْ–যাকে ; يَّشَآءُ–ইচ্ছা করেন ; اِلٰى صِرَاطٍ–পথে ; مُّسْتَقِيْمٍ–সঠিক। ⑭ اَمْ حَسِبْتُمْ–তোমরা কি মনে করেছো; اَنْ–যে ; تَدْخُلُوا–তোমরা প্রবেশ করবে ; الْجَنَّةَ–(ال+جنة) জান্নাতে; وَ–অথচ; لَمَّا يَاْتِكُمْ–(لما+يات+كم) এখনও নেমে আসেনি ; مَّثَلُ–অবস্থা; الَّذِيْنَ–তাদের, যারা ; خَلَوْا–অতীত হয়েছে ; مِنْ قَبْلِكُمْ–(من+قبل+كم) তোমাদের পূর্বে; مَسَّتْهُمُ–(مست+هم)–নেমে এসেছিল তাদের উপর; الْبَاْسَآءُ–(ال+باساء) অর্থ সংকট ;

উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তখন তারা একই উম্মত তথা দলভুক্ত ছিল। তারপর মানুষ নতুন নতুন পথ বের করে নিল এবং বিভিন্ন মত ও পথ আবিষ্কার করে নিল। প্রকৃত সত্য সম্পর্কে তাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়নি বলেই তারা সত্যচ্যুত হয়ে গেছে, ব্যাপার এরূপ নয় ; বরং এজন্য যে, তাদের মধ্যকার কিছু লোক প্রকৃত সত্য জানা সত্ত্বেও নিজেদের বৈধ অধিকারের অতিরিক্ত মর্যাদা, স্বার্থ ও মুনাফা অর্জন করতে চাইতো ; আর নিজেদের পরস্পরের উপর যুলম-নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি করার ইচ্ছা পোষণ করতো। এ ক্রটি দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ তাআলা আম্বিয়ায়ে কিরামকে প্রেরণ করলেন। নবীদেরকে এজন্য প্রেরণ করা হয়নি যে, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামে পৃথক পৃথক ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করবেন এবং এক একটি নতুন নতুন জাতি গড়ে তুলবেন ; বরং তাদেরকে পাঠানোর উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, তারা মানুষের সামনে হারিয়ে যাওয়া প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরে তাঁদেরকে পুনরায় একই জাতির অন্তর্ভুক্ত করবেন।

২৮০. উপরোক্ত আয়াত ও অত্র আয়াতের মাঝে একটি কাহিনী উহ্য রয়েছে যে সম্পর্কে এ আয়াতে ইংগিত রয়েছে এবং কুরআন মাজীদের মক্কী সূরাসমূহে (সূরা-আল বাকারার পূর্বে যেসব সূরা নাযিল হয়েছে) সেই কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নবীগণ পৃথিবীতে যখন আগমন করেছেন, তখন তাদের এবং তাদের অনুসারী ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ বিরোধী শক্তির সাথে কঠোর মুকাবিলা করতে হয়েছে।

وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتّٰى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ

ও দুঃখ-কষ্ট এবং তারা ভীত-শিহরিত হয়ে উঠেছিল, এমনকি রাসূল এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল তারা বলে উঠেছিল, কখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ?

اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾ يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ

হাঁ, আল্লাহ্‌র সাহায্য অতি নিকটে। ২১৫. তারা জিজ্ঞেস করে আপনার নিকট, তারা কি ব্যয় করবে ?[২৮১] আপনি বলে দিন, তোমরা যা-ই ব্যয় করবে

وَ –ও; الضَّرَّاءُ –(ال+ضراء) দুঃখ-কষ্ট; وَ –এবং; زُلْزِلُوا –প্রকম্পিত হয়েছিল; حَتّٰى –এমনকি; يَقُولَ –বলে উঠেছিল; الرَّسُولُ –(ال+رسول) রাসূল; وَ –এবং; الَّذِينَ –যারা; اٰمَنُوا –ঈমান এনেছিল; مَعَهٗ –তার সাথে; مَتٰى –কখন (আসবে) ; نَصْرُ –সাহায্য ; اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র ; اَلَآ –হাঁ ; اِنَّ –অবশ্যই; نَصْرَ –সাহায্য ; اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র; قَرِيبٌ –অতি নিকটে। ﴿২১৫﴾ يَسْـَٔلُونَكَ –(يسئلون+ك) –তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে; مَاذَا –কি ; يُنْفِقُونَ –তারা ব্যয় করবে ; قُلْ –আপনি বলে দিন ; مَآ –যা; اَنْفَقْتُمْ –তোমরা ব্যয় করবে ;

তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাতিল মত ও পথের বিরুদ্ধে সত্যের মশাল উর্ধে তুলে ধরার জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এরপরেই তাঁরা জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আল্লাহর 'জান্নাত' এতোই সস্তা নয় যে, তুমি তাঁর দীনের জন্য এতোটুকু কষ্ট করতেও চাইবে না, আর তিনি তাঁর জান্নাত তোমাকে দিয়ে দিবেন।

২৮১. সাহাবায়ে কিরামের প্রশ্নের বিষয়টি এভাবে উল্লেখিত হয়েছে, "তারা কি ব্যয় করবে তা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে।" পরবর্তী দুই আয়াত পরে একই বাক্য পুনরায় উল্লেখিত হয়েছে। উভয় প্রশ্নের উত্তর পর্যালোচনা করলে একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, কি ব্যয় করবে এবং কোথায় ব্যয় করবে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, কি ব্যয় করবে। অথচ প্রশ্ন দুটোর ভাষা একই। এটা এজন্য যে, তাদের প্রশ্নের ভাষা একই হলেও তাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এরূপ উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রথম প্রশ্নে মূলত জিজ্ঞাস্য ছিল, আমরা যা ব্যয় করবো, তা কাকে দিবো। এর উত্তরে দানের 'মাসরাফ' তথা ব্যয়ের খাত উল্লেখ করেই উত্তর প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নে মূলত জিজ্ঞাস্য ছিল, আমরা কি খরচ করবো। এর উত্তরে বলা হয়েছে, "আপনি বলে দিন যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তা-ই খরচ করো।" এতে বুঝা যায় যে, নফল সদাকার ক্ষেত্রে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তা-ই ব্যয় করতে হবে। নিজের সন্তানদেরকে কষ্টে

مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

উত্তম কাজে, তা হবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, নিঃস্ব

وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾ كُتِبَ

ও মুসাফিরের জন্য ; আর তোমরা যে উত্তম কাজই করো, আল্লাহ অবশ্যই সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। ২১৬. তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে

عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

যুদ্ধ,[২৮২] অথচ তা তোমাদের কাছে অপ্রিয় ; হয়তো কোনো একটি বিষয় তোমরা অপসন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর

مِنْ خَيْرٍ – উত্তম কাজে ; فَلِلْوَالِدَيْنِ – (ف+ل+ال+والدين) তা হবে পিতা-মাতার জন্য ; وَالْأَقْرَبِيْنَ – (و+ال+اقربين) – এবং আত্মীয়-স্বজন ; وَالْيَتٰمٰى – (و+ال+يتمى) – ও ইয়াতীম ; وَالْمَسٰكِيْنِ – (و+ال+مساكين) ও নিঃস্ব ; وَابْنِ السَّبِيْلِ – ও মুসাফিরের জন্য ; وَ – আর ; مَا – যা ; تَفْعَلُوْا – তোমরা করো ; مِنْ خَيْرٍ – উত্তম কাজ ; فَإِنَّ – (ف+ان) অবশ্যই ; اللّٰهَ – আল্লাহ ; بِهٖ – সে সম্পর্কে ; عَلِيْمٌ – সবিশেষ অবহিত। ﴿٢١٦﴾ كُتِبَ – ফরয করা হয়েছে ; عَلَيْكُمُ – (على+كم) – তোমাদের উপর ; الْقِتَالُ – (ال+قتال) যুদ্ধ ; وَ – অথচ ; هُوَ – তা ; كُرْهٌ – অপ্রিয় ; لَّكُمْ – তোমাদের কাছে ; وَ – এবং ; عَسٰى أَنْ – হতে পারে যে ; تَكْرَهُوْا – তোমরা অপসন্দ করো ; شَيْئًا – কোনো একটি বিষয় ; وَ – অথচ ; هُوَ – তা ; خَيْرٌ – কল্যাণকর ; لَّكُمْ – তোমাদের জন্য ;

ফেলে তাদের অধিকার বঞ্চিত করে দান-খয়রাত করার কোনো বিধান নেই। এতে সাওয়াব পাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত তার পক্ষে ঋণ পরিশোধ না করে নফল সদাকা করাও আল্লাহর পসন্দ নয়।

২৮২. অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেকের উপর জিহাদ ফরয ; তবে কুরআন মাজীদের কোনো কোনো আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, জিহাদ সার্বক্ষণিকভাবে ফরযে আইন নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা ফরযে কিফায়াও হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে।" এর মর্ম হচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল থাকা আবশ্যক যারা জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে। অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى (النساء : ٩٥)

وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

আর হয়তো তোমরা কোনো একটি বিষয় ভালোবাস অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর ; বস্তুত আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

وَ –আর ; عَسٰى –হয়তো ; اَنْ –যে ; تُحِبُّوْا –তোমরা ভালোবাস ; شَيْئًا –কোনো একটি বিষয় ; وَ –অথচ ; هُوَ –তা ; شَرٌّ –অকল্যাণকর ; لَكُمْ –তোমাদের জন্য ; وَ –আর ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; يَعْلَمُ –জানেন ; وَ –এবং ; اَنْتُمْ –তোমরা ; لَاتَعْلَمُوْنَ –জানো না।

"আল্লাহ জান-মাল দ্বারা জিহাদকারীগণকে জিহাদ বর্জনকারীদের উপর মর্যাদা দান করেছেন এবং উভয়কে পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।"

এ আয়াতে যারা কোনো সংগত কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছেন, তাদেরকেও পুরস্কারদানের ঘোষণা দিয়েছেন। তবে মর্যাদার পার্থক্য তো থাকবেই। আর যদি জিহাদ ফরযে আইন হতো তাহলে তার বর্জনকারীদের জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতির প্রশ্নই অবান্তর হতো। অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ

"তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে কেন একটি ছোট দল দীনের গভীর জ্ঞান অর্জনে বের হয়ে পড়ে না ?"–(সূরা আত তাওবা ঃ ১২২)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কিছু লোক জিহাদের ফরয আদায় করবে, আর কিছু লোক দীনী জ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করে ফিরে এসে লোকদেরকে দীনী ইলমের তালীম দানে নিয়োজিত থাকবে।

এমনিভাবে হাদীসের দ্বারাও স্থান-কাল-পাত্রভেদে জিহাদ যে ফরযে কিফায়া তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমানদের একটি দল যখন জিহাদের ফরয আদায় করবে, তখন অন্যান্য মুসলমান অন্য খেদমতে নিয়োজিত থাকবে। তবে মুসলিম বাহিনীর নেতা যদি সকলকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান তখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়।

২৬ রুকূ' (আয়াত ২১১-২১৬)-এর শিক্ষা

১। আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের শোকরগুযারী না করলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

২। পার্থিব জীবনে দীনদার মু'মিন লোকদেরকে যারা উপহাস করে তাদের চেয়ে মু'মিনরা কিয়ামতের দিন অনেক উচ্চ মর্যাদায় আসীন থাকবে।

৩। দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা কাউকে সচ্ছলতা দান করেন আবার কাউকে অসচ্ছল ও দরিদ্র করে রাখেন। তবে দুনিয়ার সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা দ্বারা আখিরাতের বিচারকার্য প্রভাবান্বিত হবে না।

৪। পৃথিবীর সকল মানুষ সৃষ্টির সূচনালগ্নে একই ঈমান আকীদা তথা প্রাকৃতিক দীন তাওহীদের উপর ছিল। অতপর তাদের একটি অংশের আকীদা-বিশ্বাসে শিরকের সংমিশ্রণ ঘটলে নবী-রাসূলের আগমন ঘটে এবং তাদেরকে তাওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নবী-রাসূলগণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন।

৫। যারা নবী-রাসূলগণের দাওয়াত গ্রহণ করে তারা মু'মিন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আর যারা নবীগণের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে তারা কাফির হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

৬। নবীগণের সংগ্রামী কার্যক্রমে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের উপর সীমাহীন দুঃখ-দুর্ভোগ নেমে এসেছিল। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র পথে দৃঢ় ও অবিচল থেকে ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, পরিণামে তারা জান্নাতের অধিকারী হন।

৭। আল্লাহ্‌র নিকট ঈমানের মৌখিক দাবি গ্রহণযোগ্য নয় ; ভূত-ভবিষ্যত সর্বকালেই ঈমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে এবং তাতে সফলতা লাভ করতে পারলেই জান্নাতের অধিকারী হওয়া যাবে।

৮। ঈমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলে দুঃখ-কষ্ট অবধারিত, তাতে অধৈর্য হয়ে নিরাশ হওয়া যাবে না। কারণ তখন আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হবে ; আর আল্লাহ্‌র সাহায্য আসা অবধারিত।

৯। নফল দান-সদাকার উত্তম খাত পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, নিঃস্ব ও মুসাফির।

১০। সকল সৎকর্মই আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হয় এবং তার প্রতিদান অবশ্যই তিনি দিবেন। কোনো সৎকর্মই আল্লাহ্‌র দৃষ্টি এড়ায় না।

১১। জিহাদ ফরয, তবে স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে তা ফরযে কিফায়া। আর মুসলিম নেতৃবৃন্দ যখন প্রয়োজনে জনগণকে জিহাদে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তখন তা আর ফরযে কিফায়া থাকে না, ফরযে আইন হয়ে যায়।

১২। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত কোনো বিষয় আমাদের নিকট অপ্রিয় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে কল্যাণ নিহিত। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র নিষেধকৃত কোনো বিষয় আমাদের নিকট কল্যাণকর মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা আমাদের জন্য অকল্যাণকর।

﴿٢١٧﴾ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ

২১৭. তারা আপনাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, তাতে যুদ্ধ করা বড়ো গুনাহ ;

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ

আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করা এবং তার সাথে কুফরী করা ও মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয়া আর সেখানকার বাসিন্দাদের সেখান থেকে বের করে দেয়া

أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ

আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়ো গুনাহ ;[২৮৩] আর তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে কখনো বিরত হবে না

﴿٢١٧﴾ يَسْـَٔلُونَكَ – (يسئلون+ك) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে ; عَنِ – সম্পর্কে ; الشَّهْرِ – (ال+شهر) মাস; الْحَرَامِ – (ال+حرام) হারাম ; قِتَالٍ – যুদ্ধ করা ; فِيهِ – তাতে ; قُلْ – আপনি বলে দিন; قِتَالٌ – যুদ্ধ করা ; فِيهِ – তাতে ; كَبِيرٌ – বড়ো গুনাহ ; وَ – আর; صَدٌّ – বাধা সৃষ্টি করা ; عَنْ – থেকে ; سَبِيلِ – রাস্তা ; اللَّهِ – আল্লাহ্‌র ; وَ – এবং; كُفْرٌ – কুফরী করা ; بِهِ – তার সাথে ; وَ – ও ; الْمَسْجِدِ – (ال+مسجد) মসজিদে; الْحَرَامِ – (ال+حرام) – হারামে (প্রবেশে বাধা দেয়া) ; وَ – আর; إِخْرَاجُ – বের করে দেয়া; أَهْلِهِ – (اهل+ه) সেখানকার বাসিন্দাদের ; مِنْهُ – (من+ه) – সেখান থেকে; أَكْبَرُ – সবচেয়ে বড়ো গুনাহ ; عِنْدَ – কাছে ; اللَّهِ – আল্লাহ্‌র ; وَ – আর ; الْفِتْنَةُ – (ال+فتنة) – ফিতনা-ফাসাদ ; أَكْبَرُ – বড় গুনাহ ; مِنَ – চেয়েও ; الْقَتْلِ – (ال+قتل) হত্যার; وَ – আর ; لَا يَزَالُونَ – কখনো বিরত হবে না; يُقَاتِلُونَكُمْ – তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে ;

২৮৩. এখানে বর্ণিত বিষয়টি একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'নাখলা' নামক স্থানে আটজনের একটি বাহিনী পাঠান। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তারা যেন কুরাইশদের

حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ

যতোক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে যদি তারা সক্ষম হয় ; আর তোমাদের মধ্যে যে ফিরে যাবে

عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

তার দীন থেকে এবং সে কাফির অবস্থায় মরবে তাহলে তাদের যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে দুনিয়া

وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ

ও আখিরাতে ; আর তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।[২৮৪] ২১৮. নিশ্চয়ই যারা

حَتَّى –যতোক্ষণ না ; يَرُدُّوكُمْ –(يردو+كم) তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিতে পারে ; عَنْ –থেকে ; دِينِكُمْ –(دين+كم) তোমাদের দীন থেকে ; إِنِ –যদি ; اسْتَطَاعُوا –তারা সক্ষম হয়; وَ –আর; مَنْ –যে; يَرْتَدِدْ –ফিরে যাবে ; مِنْكُمْ –তোমাদের মধ্যে ; عَنْ –থেকে; دِينِهِ –(دين+ه) তার দীন থেকে; فَيَمُتْ –মরবে; وَ –অবস্থায়; هُوَ –সে; كَافِرٌ –কাফির; فَأُولَٰئِكَ –তাহলে তাদের ; حَبِطَتْ –বিনষ্ট হয়ে যাবে ; أَعْمَالُهُمْ –(اعمال+هم) তাদের যাবতীয় কর্ম ; فِي الدُّنْيَا –(فى+ال+دنيا) দুনিয়াতে; وَ –ও; الْآخِرَةِ –(ال+اخرة) আখিরাতে; وَ –আর ; أُولَٰئِكَ –তারাই হবে; أَصْحَابُ –অধিবাসী; النَّارِ –(ال+نار) জাহান্নামের ; هُمْ –তারা ; فِيهَا –(فى+ها) তাতে থাকবে; خَالِدُونَ –চিরকাল। ﴿٢١٨﴾ إِنَّ –নিশ্চয় ; الَّذِينَ –যারা ;

তৎপরতা ও পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। তাদেরকে যুদ্ধ করার কোনো অনুমতি দেয়া হয়নি। কিন্তু পথিমধ্যে তাদের সাথে কুরাইশদের একটি ছোট দলের সাক্ষাত ঘটে। তারা কাফেলাটির উপর হামলা করে তাদের একজনকে হত্যা করে এবং বাকী লোকদেরকে গ্রেফতার করে তাদের মাল-সামানসহ মদীনায় নিয়ে আসে। ঘটনাটি এমন সময় ঘটে যখন রজব মাস শেষ হয়ে শাবান মাসের সূচনা হয়। এতে সন্দেহ রয়েছে এটা রজব (হারাম) মাসের মধ্যেই ঘটেছে, না শাবান মাসের মধ্যে। কিন্তু কুরাইশরা এবং পর্দার অন্তরালে ইয়াহূদী ও মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে ঘটনাটিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করে এবং কঠিন বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। তারা বলতে থাকে যে, এরা নিজেদেরকে বড়ো আল্লাহওয়ালা বলে জাহির করে অথচ দেখো হারাম মাসেও রক্তপাত থেকে বিরত থাকে না। এসব

أٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ أُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ

ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও জিহাদ করেছে আল্লাহ্‌র পথে,[২৮৫] তারাই আশা করে

رَحْمَتَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٩﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ

আল্লাহ্‌র রহমত ; আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ২১৯. তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ;

امنوا–ঈমান এনেছে ; و–এবং ; الذين–যারা ; هاجروا–হিজরত করেছে ; و–ও; جهدوا–জিহাদ করেছে; في سبيل–পথে ; الله–আল্লাহ্‌র ; أولئك–তারাই; يرجون–প্রত্যাশা করে; رحمت–রহমত; الله–আল্লাহ্‌র; و–আর ; الله–আল্লাহ ; غفور–ক্ষমাশীল ; رحيم–পরম দয়ালু। ﴿٢١٩﴾ ; يسئلونك–(يسئلون+ك)-তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে; عن–সম্পর্কে; الخمر–(ال+خمر)-মদ; و–ও; الميسر–(ال+ميسر)-জুয়া;

বাদানুবাদের প্রতিউত্তরই অত্র আয়াতে প্রদান করা হয়েছে। বলা হয় যে, হারাম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিসন্দেহে মন্দ তৎপরতা, কিন্তু এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো ও বাদানুবাদ করা তাদের সাথে শোভা পায় না যারা ক্রমাগত তেরো বছর পর্যন্ত নিজেদের অসংখ্য ভাইয়ের উপর শুধুমাত্র এ কারণে জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে যে, তারা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে।

২৮৪. সততা ও সৎপ্রবণতা সম্পর্কে ভুল ধারণায় মন-মগজ আচ্ছন্ন এমন কতক সরলপ্রাণ মুসলমান ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের অপপ্রচারে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিল। আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে, তোমরা এমন আশা করো না যে, তোমাদের এসব কথায় তোমাদের ও তাদের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বের আপোষ মীমাংসা হয়ে যাবে। তাদের এসব অপপ্রচার ও বাদানুবাদ আপোষ মীমাংসার জন্য নয়, তারা মূলত তোমাদের প্রতি কাদা ছুড়তে চায়। তাদের অন্তরে এটা কাঁটার মতো বিঁধে আছে যে, তোমরা কেন এ দীনের প্রতি ঈমান এনেছো এবং দুনিয়াবাসীকেই বা কেন এর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছো। অতএব যতোদিন তারা তাদের কুফরীর উপর অটল থাকবে এবং তোমরাও তোমাদের দীনের উপর অবিচল থাকবে ততোদিন তোমাদের ও তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার কোনোই সম্ভাবনা নেই। তাদের থেকে সতর্ক থাকো, তারা তোমাদের নিকৃষ্ট শত্রু। কেননা তারা তোমাদেরকে সত্য দীন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আখিরাতের অন্তহীন আযাবে নিপতিত করে দিতে সর্বদা সচেষ্ট।

২৮৫. 'জিহাদ'-এর অর্থ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালানো।

قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ

আপনি বলুন, এ দুটোর মধ্যে রয়েছে মারাত্মক গুনাহ এবং মানুষের জন্য উপকারিতাও ; আর এ দুটোর গুনাহ এ দুটোর উপকারিতার চেয়ে ভয়ংকর।[২৮৬]

وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ

আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে ? আপনি বলুন, প্রয়োজন পূরণের পর যা বাঁচে তা।[২৮৭] এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন,

قُلْ –আপনি বলুন ; فِيهِمَا –(فى+هما) এ দুটোর মধ্যে রয়েছে ; اِثْمٌ –গুনাহ ; كَبِيرٌ –মারাত্মক ; وَ –এবং ; مَنَافِعُ –উপকারিতা; لِلنَّاسِ –(ل+ال+ناس) মানুষের জন্য; وَ –আর ; اِثْمُهُمَا –(اثم+هما) এ দুটোর গুনাহ ; اَكْبَرُ –ভয়ংকর; مِن –চেয়ে ; نَفْعِهِمَا –(نفع+هما) এ দুটোর উপকারিতার ; وَ –আর ; يَسْئَلُوْنَكَ –(يسئلون+ك) –তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে; مَاذَا –কি ; يُنْفِقُوْنَ –তারা ব্যয় করবে; قُلِ –আপনি বলুন ; الْعَفْوَ –(ال+عفو) প্রয়োজন পূরণের পর যা বাঁচে ; كَذٰلِكَ –এভাবেই; يُبَيِّنُ –সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; لَكُمُ –(ل+كم) –তোমাদের জন্য; الْاٰيٰتِ –(ال+ايت) নিদর্শনসমূহ ;

এটা শুধুমাত্র 'যুদ্ধ' শব্দের সমার্থক নয়। 'যুদ্ধ' শব্দ বুঝানোর জন্য তো 'কিতাল' বা 'হারব' শব্দই ব্যবহৃত হয়। 'জিহাদ' শব্দটি 'কিতাল' বা 'হারব'-এর চেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক। এতে সর্বপ্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা শামিল। মুজাহিদ এমন ব্যক্তি, যে সদা-সর্বদা নিজের উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টায় নিমগ্ন থাকে। তার মন-মস্তিষ্ক সদা-সর্বদা সে চিন্তায়ই আচ্ছন্ন থাকে। কথা ও লেখনী দ্বারা তারই তাবলীগ করতে থাকে। তার হস্তপদ সেই উদ্দেশ্যের জন্যই সর্বদা দৌড়-ঝাঁপ ও পরিশ্রম করে। নিজের সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ একই উদ্দেশ্যে নিয়োগ করে। উদ্দেশ্য সাধনের পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে সর্বশক্তি দিয়ে তার মোকাবিলা করে ; এমনকি অবশেষে যদি প্রাণ বিসর্জন দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাতেও কোনোরূপ দ্বিধা-সংকোচ করে না। এর নামই হলো 'জিহাদ'। আর এসব কিছু শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্তেই করা এবং আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দীন কায়েমের লক্ষ্যেই করা ও সকল বাতিল দীনের উপর আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে করাই হলো 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'। মুজাহিদের সামনে এ উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

২৮৬. মদ ও জুয়া সম্পর্কিত এটা প্রথম নির্দেশ যাতে শুধুমাত্র অপসন্দের কথা ব্যক্ত করেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যেন এটার নিষিদ্ধতা গ্রহণ করার মন-মানসিকতা গড়ে উঠে। অতপর মদ পান করে নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষণা নাযিল হয়।

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢٠﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ

সম্ভবত তোমরা চিন্তা-ভাবনা করবে। ২২০. দুনিয়া ও আখিরাতে ; আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে ইয়াতীমদের সম্পর্কে,

قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ

আপনি বলে দিন, তাদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করে দেয়া উত্তম ; ২৮৮ আর যদি তাদেরকে তোমাদের সাথে একত্রে রাখো, তাহলে তারা তো তোমাদের ভাই ; আর আল্লাহ তো

لَعَلَّكُمْ-(لعل+كم)-সম্ভবত তোমরা ; تَتَفَكَّرُونَ-চিন্তা-ভাবনা করবে। (২২০) فِي-(فى+ال+دنيا)-দুনিয়াতে; الدُّنْيَا ; وَ-ও ; الْآخِرَةِ-(ال+اخرة)-আখিরাতে; وَ-আর; يَسْأَلُونَكَ-(يسئلون+ك)-তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে ; عَنِ-সম্পর্কে ; الْيَتَامَىٰ-(ال+يتمى) ইয়াতীমদের ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; إِصْلَاحٌ-সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করে দেয়া ; لَّهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্য ; خَيْرٌ-উত্তম ; وَ-আর ; إِنْ-যদি; تُخَالِطُوهُمْ-(تخالطو+هم)-তাদেরকে মিশিয়ে নাও; فَإِخْوَانُكُمْ-(ف+اخوان+كم)-তাহলে তারা তো তোমাদের ভাই ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ;

সবশেষে মদ ও জুয়া এবং এমনি ধরনের অন্য সকল বস্তুই অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।

২৮৭. এ আয়াতের শব্দাবলী থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মানুষ নিজ সম্পদের মালিক ছিল। এখানে তাদের প্রশ্ন ছিল এতটুকু যে, আল্লাহর রাস্তায় তারা কি ব্যয় করবে। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, নিজের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর যা অতিরিক্ত থাকবে তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করবে। এটা হলো স্বেচ্ছায় দান করা। যা বান্দাহ নিজ প্রতিপালকের রাস্তায় নিজ খুশীতে দান করবে।

২৮৮. এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে কুরআন মাজীদে ইয়াতীমদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে বারবার কঠোর বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, “ইয়াতীমদের মাল-সম্পদের নিকটেও যেও না” এবং এও বলা হয়েছে যে, “যারা ইয়াতীমদের মাল-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা নিজেদের পেট আগুন দ্বারা পূর্ণ করে।” এরূপ কঠোর বিধান নাযিল হওয়ার পর সেসব লোক অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে যাদের তত্ত্বাবধানে কোনো ইয়াতীম ছিল। তখন তারা ইয়াতীমদের পানাহার পর্যন্ত নিজেদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এতোখানি সতর্কতা অবলম্বনের পরও তাদের ভয় ছিল যে, কোথাও ইয়াতীমদের কোনো সম্পদ তাদের সম্পদের সাথে মিলে-মিশে গিয়েছে কিনা ! আর এজন্যই তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জানতে চেয়েছে যে, ইয়াতীমদের সাথে আমাদের আচরণের সঠিক পদ্ধতি কি ?

يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

কল্যাণকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে জানেন ; আর আল্লাহ যদি চান অবশ্যই তোমাদেরকে কঠিন অবস্থায় ফেলতে পারেন ; নিশ্চয় আল্লাহ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢١﴾ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ

প্রবল পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ। ২২১. আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে ;[২৮৯] আর মু'মিন ক্রীতদাসী অবশ্যই

خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ

মুশরিক নারীর চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে। আর তোমরা বিবাহ দিও না মুশরিক পুরুষদের সাথে

حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ

যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে ;[২৯০] আর একজন মু'মিন ক্রীতদাস একজন মুশরিকের চেয়ে অবশ্যই উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে।

يَعْلَمُ –জানেন; الْمُفْسِدَ –(ال+مفسد) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে; مِنَ –থেকে; الْمُصْلِحِ –(ال+مصلح) কল্যাণকারী; وَ –আর; لَوْ –যদি; شَاءَ –চান; اللَّهُ –আল্লাহ; لَأَعْنَتَكُمْ –(ل+اعنت+كم) অবশ্যই তোমাদেরকে কঠিন অবস্থায় ফেলতে পারেন; إِنَّ –নিশ্চয়; اللَّهَ –আল্লাহ; عَزِيزٌ –প্রবল পরাক্রমশালী; حَكِيمٌ –মহাবিজ্ঞ। (২২১) وَ –আর; لَا تَنْكِحُوا –বিবাহ করো না; الْمُشْرِكَاتِ –(ال+مشركت)-মুশরিক নারীদেরকে; حَتَّىٰ –যতোক্ষণ না; يُؤْمِنَّ –তারা ঈমান আনে; وَ –আর; لَأَمَةٌ –(ل+امة)–অবশ্যই ক্রীতদাসী; مُؤْمِنَةٌ –মু'মিন নারী; خَيْرٌ –উত্তম; مِنْ –চেয়ে; مُشْرِكَةٍ –মুশরিক নারীর; وَلَوْ –যদিও; أَعْجَبَتْكُمْ –(اعجبت+كم) সে তোমাদেরকে মোহিত করে; وَ –আর; لَا تُنْكِحُوا –তোমরা বিবাহ দিও না (তোমাদের নারীদের); الْمُشْرِكِينَ –(ال+مشركين)–মুশরিক পুরুষদের সাথে; حَتَّىٰ –যতোক্ষণ না; يُؤْمِنُوا –তারা ঈমান আনে; وَ –আর; لَعَبْدٌ –অবশ্যই ক্রীতদাস; مُؤْمِنٌ –মুমিন; خَيْرٌ –উত্তম; مِنْ –চেয়ে; مُشْرِكٍ –মুশরিকের; وَلَوْ –যদিও; أَعْجَبَكُمْ –(اعجب+كم)–সে তোমাদের মোহিত করে ;

২৮৯. খৃস্টান জাতি 'আহলে কিতাব' হলেও তাদের কোনো কোনো আকীদা বা বিশ্বাস মুশরিকদের অনুরূপ। তাদের অনেকেই আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে না এবং ঈসা

أُولَـٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَى الْجَنَّةِ

তারা ডাকে জাহান্নামের দিকে[২৯১] আর আল্লাহ আহ্বান করেন জান্নাত

وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

ও ক্ষমার দিকে স্বেচ্ছায় এবং তিনি সুস্পষ্টভাবে তাঁর নিদর্শনসমূহ মানুষের জন্য তুলে ধরেন, সম্ভবত তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

أُولَـٰئِكَ-তারা; يَدْعُونَ-ডাকে ; الى-দিকে; النَّارِ (ال+نار) জাহান্নামের ; وَ -আর; اللّٰهُ -আল্লাহ; يَدْعُوٓا-আহ্বান করেন ; الى -দিকে ; الْجَنَّةِ -(ال+جنة)-জান্নাতের; وَ -ও ; الْمَغْفِرَةِ -(ال+مغفرة) ক্ষমার ; بِإِذْنِهِ -(ب+اذن+ه)-তাঁর নিজ ইচ্ছায় ; وَ -এবং ; يُبَيِّنُ-তিনি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন ; ايٰتِهٖ-(ايت+ه)-তাঁর নিদর্শনসমূহ ; لِلنَّاسِ -(ل+ال+ناس)-মানুষের জন্য ; لَعَلَّهُمْ-(لعل+هم)-সম্ভবত তারা ; يَتَذَكَّرُونَ -উপদেশ গ্রহণ করবে।

মসীহ (আ)-কেও নবী ও ইনজীলকে আল্লাহ্‌র কিতাব বলেও মানে না। আবার যারা এগুলো মানে তারাও ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী মুশরিক।

২৯০. যাকে প্রকাশ্যভাবে মুসলিম মনে করা হয় কিন্তু তার আকীদা কুফর পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে, তার সাথে কোনো মুসলিম নারী যার আকীদা-বিশ্বাস যথার্থ মুসলমানের আকীদার অনুরূপ, এমন নারীর বিবাহ বৈধ হতে পারে না। আজকাল অনেক মুসলমানই নিজেদের দীন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এবং সামান্য কিছু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করেই স্বীয় দীনী আকীদা নষ্ট করে দেয়। তাই বিয়ে দেয়ার পূর্বে ছেলের সঠিক দীনী আকীদা আছে কিনা তার খোঁজ-খবর নেয়া পাত্রীর অভিভাবকদের উপর অবশ্যই কর্তব্য।

২৯১. এটাই হলো মুশরিকদের সাথে বিবাহ-শাদীর সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে কারণ ও যুক্তি। নর-নারীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক শুধুমাত্র যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই নয় ; বরং এটা একটা গভীর তামাদ্দুনিক বা সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক ও হৃদ্যতার সম্পর্কও বটে। মু'মিন ও মুশরিকদের মধ্যে যেখানে এরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান সেখানে এরূপ সম্ভাবনা যেমনি রয়েছে যে, মুশরিক স্বামী বা স্ত্রীর উপর বা তার বংশ ও পরবর্তী বংশধরদের উপর ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতির প্রভাব পড়তে পারে, তেমনি এমন আকাংখাও রয়েছে যে, মুশরিক স্বামী বা স্ত্রীর মন-মানসিকতা, ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ মু'মিন স্বামী বা স্ত্রীর আকীদা-বিশ্বাসে

প্রভাব ফেলতে পারে। শুধু এতোটুকুই নয় ; মু'মিন স্বামী বা স্ত্রীর পরিবার-খান্দান, পরবর্তী বংশধরও এতে প্রভাবান্বিত হতে পারে। আর এরূপ সম্ভাবনাই বেশী যে, এরূপ দাম্পত্য জীবনের ফলে সেসব পরিবারে ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত ধরনের জীবনধারা প্রতিপালিত হবে যাকে অমুসলিমগণ যতোই পসন্দনীয় মনে করুক না কেন, ইসলাম এটাকে এক মুহূর্তের জন্যও গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

২৭ রুকূ' (আয়াত ২১৭-২২১)-এর শিক্ষা

১। হিজরী সনের রজব, যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম–এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া মুসলমানদের জন্য বৈধ ছিলো না। তবে ইসলাম বিরোধীরা যদি উল্লেখিত মাসসমূহের মধ্যে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতো তাহলে প্রতি আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্যও বৈধ হতো।

২। 'মুরতাদ' তথা ইসলাম ত্যাগকারীর সকল আমল ইহকাল ও পরকালের জন্য বরবাদ হয়ে যায়। ইহকালে তার স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ; সে কোনো ব্যক্তির উত্তরাধিকার তথা মীরাসের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় ; মুসলমান থাকাকালীন নামায-রোযা যাকিছু করেছে তা সবই বাতিল বলে গণ্য হয়। মৃত্যুর পর তার জানাযা নামায পড়া হয় না এবং তাকে মুসলমানের কবরস্থানেও দাফন করা যায় না।

৩। মুরতাদ যদি পুনরায় মুসলমান হয়, তাহলে সে পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে এবং তার উপর দুনিয়াতে পুনরায় শরয়ী হুকুম-আহকাম জারী হবে।

৪। কোনো ব্যক্তি যদি জীবনের প্রথম থেকেই কাফির হয়ে থাকে এবং সেই অবস্থায় কোনো সৎকাজ করে থাকে, সে ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বে কৃত সকল সৎকর্মের সাওয়াব পাবে। আর যদি সে কাফের অবস্থায় মারা যায় তার সকল সৎকাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

৫। মুরতাদের অবস্থা কাফিরদের অবস্থা থেকেও নিকৃষ্ট। মুরতাদ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মুরতাদ স্ত্রীলোক হলে তাকে যাবজ্জীবন করাদণ্ড দেয়া হয়। কেননা মুরতাদের কার্যকলাপ দ্বারা সরাসরি ইসলামের অবমাননা করা হয় ; কাজেই তারা সরকার অবমাননার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

৬। কুরআন মাজীদে মদকে তিন পর্যায়ে হারাম করা হয়েছে। এ রুকূ'তে বর্ণিত আয়াতটি তার প্রথম পর্যায়। এতে শুধুমাত্র মদের অকল্যাণ সম্পর্কে আভাস দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى ـ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেও না।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ৪৩)

তৃতীয় পর্যায়ে সূরা মায়েদায় মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ ! অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তি ও তীর নিক্ষেপ (করে ভাগ্য নির্ধারণ) এসবই ঘৃণ্য শয়তানী কাজ। সুতরাং এসব থেকে তোমরা সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকো, সম্ভবত তোমরা মুক্তিলাভ ও কল্যাণ পেতে পারো। অবশ্য শয়তান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও তিক্ততা সৃষ্টি করতে তৎপর ; আর সে তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকেও বিরত রাখতে চায় ; তবুও কি তোমরা (এসব থেকে) বিরত থাকবে না ?"-(সূরা মায়েদা ঃ ৯০-৯১)

৭। সকল প্রকার জুয়াই মাইসির-এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। লটারীও মাইসির-এর অন্তর্ভুক্ত।

৮। নফল সদাকার ক্ষেত্রে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তা থেকেই ব্যয় করতে হবে।

৯। ইয়াতীমদের ব্যাপারে যত্নশীল হতে হবে। তাদের সম্পদ কারো তত্ত্বাবধানে থাকলে তার যথাযথ হিফাযত করতে হবে। কোনোক্রমেই ইয়াতীমের সম্পদের যেন খিয়ানত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

১০। মু'মিন নারী-পুরুষের সাথে মুশরিক নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক হতে পারে না ; তাদের বাহ্যিক আচার-আচরণ ও বেশভূষা যতোই মনোমুগ্ধকর ও চমৎকার হোক না কেন। কারণ মুশরিকদের পরিণাম জাহান্নাম, আর মুমিনদের পরিণাম হলো জান্নাত।

১১। অত্র রুকূ'তে যেসব বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এসব বিধি-বিধানে পরিবর্তন-পরিবর্ধন অথবা কোনো অজুহাতে এসব বিধান অমান্য বা এর বিপরীত কিছু করার কোনোই অবকাশ নেই।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২৮
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-৭

(২২২) وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

২২২. তারা আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ; আপনি বলুন ; এটা অশুচি;[২৯২] অতএব তোমরা ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রী থেকে দূরে থেকো

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

এবং যতক্ষণ না তারা পবিত্র হবে তাদের নিকটবর্তী হয়ো না।[২৯৩] অতএব যখন তারা ভালভাবে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন হবে, তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে

(২২২) وَ-আর; يَسْئَلُونَكَ-(يسئلون+ك)-তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে; عن -সম্পর্কে; الْمَحِيضِ-(ال+محيض)-ঋতুস্রাব; قُلْ-আপনি বলুন; هُوَ-তা; اَذًى-অশুচি; فَاعْتَزِلُوا-(ف+اعتزلوا)-অতএব তোমরা দূরে থাকো; النِّسَاءَ-(ال+نساء)-নারীদের থেকে; فِى الْمَحِيْضِ-(فى+ال+محيض)-ঋতুস্রাব অবস্থায় ; وَ-আর; لَاتَقْرَبُوْهُنَّ -তাদের নিকটবর্তী হয়ো না; حَتّٰى-যাবত না ; يَطْهُرْنَ-তারা পবিত্র হয়; فَاِذَا-অতএব যখন; تَطَهَّرْنَ-তারা পবিত্র হবে; فَاْتُوْهُنَّ- (ف+اتو+هن)-তখন তোমরা তাদের নিকট গমন করো; مِنْ حَيْثُ -ঠিক সেভাবে ;

২৯২. কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত 'আযা' শব্দটি অশুচিতা, অপরিচ্ছন্নতা ও রোগ-ব্যধি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হায়েয বা ঋতুস্রাব শুধুমাত্র অশুচিতাই নয় ; বরং চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মহিলাদের জন্য এটা এমন এক অবস্থা যা সুস্থতার চেয়ে অসুস্থতারই নিকটবর্তী।

২৯৩. 'দূরে থেকো' এবং 'নিকটবর্তী হয়ো না' শব্দাবলী দ্বারা একথা বুঝানো হয়নি যে, মহিলাদের ঋতুস্রাব অবস্থায় তাদের সাথে এক বিছানায় বসা এবং এক জায়গায় পানাহার করা যাবে না ; আর তাকে একেবারেই অচ্ছুত-অস্পৃশ্য বানিয়ে রাখা হবে। যেমন ইয়াহুদী, হিন্দু ও অন্যান্য কিছু কিছু জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। রাসূলুল্লাহ (স) এ নির্দেশের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মহিলাদের এ অবস্থায় শুধুমাত্র সহবাস ছাড়া অন্য সব সম্পর্কই তাদের সাথে বজায় থাকবে।

أَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ;[২৯৪] নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের ভালবাসেন।

(২২৩) نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۠ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ ؕ

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্য ক্ষেত্র ;[২৯৫] অতএব তোমরা যেভাবে চাও তোমাদের শস্য ক্ষেত্রে গমন করো, তবে নিজেদের জন্য অগ্রে কিছু প্রেরণ করো[২৯৬]

أَمَرَكُمْ-(امر+كم)-যেভাবে তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন; اللّٰهُ-আল্লাহ; إِنَّ-নিশ্চয়; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يُحِبُّ-ভালোবাসেন ; التَّوَّابِيْنَ-(ال+توابين) তাওবাকারীদের ; وَ-ও ; يُحِبُّ- ভালোবাসেন; الْمُتَطَهِّرِيْنَ-(ال+متطهرين)-পবিত্রতা অর্জনকারীদের। (২২৩) نِسَآؤُكُمْ-(نساؤ+كم) তোমাদের স্ত্রীরা; حَرْثٌ-শস্যক্ষেত্র; لَّكُمْ-তোমাদের জন্য; فَأْتُوْا-অতএব তোমরা গমন করো; حَرْثَكُمْ-(حرث+كم)-তোমাদের শস্যক্ষেত্রে; أَنّٰى-যেভাবে ; شِئْتُمْ -তোমরা চাও ; وَ-আর ; قَدِّمُوْا- তোমরা অগ্রে কিছু প্রেরণ করো; لِأَنْفُسِكُمْ-(ل+انفس+كم)-তোমাদের নিজেদের জন্য ;

২৯৪. এখানে 'নির্দেশ' দ্বারা শরয়ী নির্দেশ নয় ; বরং প্রকৃতিগত নির্দেশই এর দ্বারা উদ্দেশ্য, যা মানুষ ও জীব-জন্তুর প্রকৃতির মধ্যে অদৃশ্যভাবে ক্রিয়াশীল রাখা হয়েছে এবং যে সম্পর্কে জগতের সকল প্রাণীই স্বভাবগতভাবে সচেতন।

২৯৫. অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃতি নারীকে শুধুমাত্র পুরুষের বিচরণক্ষেত্রই করেনি ; বরং এ দুই প্রজাতির মধ্যে কৃষক ও শস্যক্ষেতের মধ্যকার সম্পর্কের ন্যায়ই সম্পর্ক বিদ্যমান। কৃষক শুধুমাত্র বিনোদনের জন্যই তার কৃষি খামারে গমন করে না ; বরং এজন্য গমন করে যে, সে তাতে ফসল উৎপন্ন করবে। মানব বংশের কৃষককে তার শস্য ক্ষেতে এজন্যই যেতে হবে যে, সে তা থেকে মানব বংশরূপ ফসল উৎপন্ন করবে। আল্লাহ্‌র শরীয়াতে এ ব্যাপারে বক্তব্য নেই যে, মানব বংশধারার এ কৃষক তার জমি কিভাবে চাষ করবে। অবশ্য শরীয়াতের দাবি হলো, তাকে জমিতে যেতে হবে এবং সে তার স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ করবে।

২৯৬. এখানে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর দুটো অর্থ হতে পারে এবং দুটোরই সমান গুরুত্ব রয়েছে ঃ (১) তোমাদের বংশধারাকে প্রবহমান রেখে যাওয়ার চেষ্টা করো, যাতে তোমাদের দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার সময় তোমাদের স্থলে তোমাদের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো লোক তৈরি হয়।

(২) আগত বংশধর, যাদেরকে তোমরা তোমাদের স্থান ছেড়ে দিয়ে দুনিয়া থেকে

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ

আর আল্লাহকে ভয় করো, আর জেনে রেখো, অবশ্যই তোমাদেরকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতেই হবে ; আর মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও। ২২৪. আর তোমরা বানিও না আল্লাহকে

عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ

লক্ষ্যবস্তু তোমাদের কসমের জন্য যে, তোমরা সৎকাজ করবে, তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে ;[২৯৭]

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ

আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। ২২৫. আল্লাহ তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না ;[২৯৮]

وَ -আর ; اتَّقُوا -তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ -আল্লাহ্‌কে; وَ -আর ; اعْلَمُوا -তোমরা জেনে রেখো ; اَنَّكُمْ -(ان+كم)- অবশ্যই তোমাদেরকে ; مُّلٰقُوْهُ -(ملقو+ه) -তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে হবে ; وَ -আর ; بَشِّرِ -সুসংবাদ দাও ; الْمُؤْمِنِيْنَ -(ال+مؤمنين)- মু'মিনদেরকে। ﴿٢٢٤﴾ وَ -আর ; لَاتَجْعَلُوا -তোমরা বানিও না ; اللّٰهَ -আল্লাহ্‌কে ; عُرْضَةً -লক্ষ্যবস্তু ; لِّاَيْمَانِكُمْ -(ل+ايمان+كم)-তোমাদের শপথের জন্য; اَنْ -যে ; تَبَرُّوْا -তোমরা সৎকাজ করবে ; وَ -ও ; تَتَّقُوْا -তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে ; وَ -এবং ; تُصْلِحُوْا -মীমাংসা করে দিবে ; بَيْنَ -মধ্যে ; النَّاسِ -(ال+ناس)-মানুষের ; وَ -আর ; اللّٰهُ -আল্লাহ ; سَمِيْعٌ -সর্বশ্রোতা ; عَلِيْمٌ -সর্বজ্ঞ। ﴿٢٢٥﴾ لَايُؤَاخِذُكُمْ -(لا+يؤاخذ+كم)- তোমাদের পাকড়াও করবেন না; اللّٰهُ -আল্লাহ; بِاللَّغْوِ -(ب+ال+لغو)- নিরর্থক ; فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ -(فى+ايمان+كم)- তোমাদের শপথের জন্য ;

বিদায় নিবে, তাদেরকে দীন, ঈমান, চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা ও অন্যান্য মানবিক গুণাবলীতে ভূষিত করে যাওয়ার চেষ্টা করো। পরবর্তী বাক্যে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা এ দুটো দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে গড়িমসি বা ভুল করো তাহলে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

২৯৭. সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিষয়ে শপথ করে এবং পরে সে জানতে পারে যে, এ শপথ ভেঙ্গে দেয়ার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে, তবে সে শপথ ভেঙ্গে ফেলা এবং তার জন্য কাফ্‌ফারা দেয়া তার কর্তব্য। শপথের কাফ্‌ফারা হলো দশজন মিসকীন তথা নিঃস্বকে খাদ্য দ্রব্য দেয়া অথবা তাদেরকে

وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

কিন্তু তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে তার জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন ; আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম ধৈর্যশীল।

۝٢٢٦ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللّٰهَ

২২৬. যারা শপথ করে তাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে (মেলামেশা করবে না বলে) তারা অপেক্ষা করবে চার মাস ;[২৯৯] অতপর তারা যদি আপোষ করে নেয়, তবে অবশ্যই আল্লাহ

وَلٰكِنْ–কিন্তু; يُؤَاخِذُكُمْ–(يؤاخذ+كم)–তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন; بِمَا كَسَبَتْ–(ب+ما+كسبت)–তার জন্য যা প্রতিজ্ঞা করেছে; قُلُوبُكُمْ–(قلوب+كم) তোমাদের মন ; وَ–আর; اللّٰهُ–আল্লাহ ; غَفُورٌ–অতীব ক্ষমাশীল ; حَلِيمٌ–পরম ধৈর্যশীল। ২২৬ لِلَّذِينَ–(ل+الذين)–তাদের জন্য যারা; يُؤْلُونَ–শপথ করে (মেলামেশা করবে না বলে) ; مِنْ–হতে; نِسَائِهِمْ–(نساء+هم)–তাদের স্ত্রীদের; تَرَبُّصُ–তারা অপেক্ষা করবে ; أَرْبَعَةِ–চার; أَشْهُرٍ–মাস ; فَإِنْ–(ف+ان)–অতপর যদি; فَاءُوا–আপোষ করে নেয় ; فَإِنَّ–(ف+ان) তবে অবশ্যই ; اللّٰهَ–আল্লাহ ;

পরিচ্ছদ প্রদান করা অথবা একজন দাসকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা অথবা তিন দিন রোযা রাখা।

২৯৮. অর্থাৎ কথাবার্তায় অসাবধানতাবশত মুখ ফস্‌কে কোনো শপথ বাক্য বের হয়ে গেলে তার কোনো কাফ্‌ফারাও নেই আর না তার জন্য কোনো পাকড়াও হবে।

২৯৯. কোনো লোক তার স্ত্রীর সাথে মেলামেশা (সহবাস) করবে না বলে শপথ করলে এটাকে শরীয়াতের পরিভাষায় 'ঈলা' বলে। এটাও তালাক দেয়ার একটি পদ্ধতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক সবসময়ই মধুর থাকবে—এটা বাস্তব নয়। বিভিন্ন সময় এ সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার মতো অনেক কারণই সৃষ্টি হয়ে যায়। শরীয়াত এটা চায় না যে, উভয়ে আইনগতভাবে দাম্পত্য বাঁধনে আটকে থাকুক কিন্তু বাস্তবে তারা এমনভাবে আলাদা থাকুক যেন তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর কোনো সম্পর্কই নেই। এ ধরনের ভঙ্গুর পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা চার মাসের একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ স্থির করে দিয়েছেন যে, এ সময়ের মধ্যে হয়ত তারা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন করে নিবে নচেৎ এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দিবে। অতপর উভয়ে স্বাধীনভাবে নিজ পসন্দ অনুসারে বিয়ে করবে।

আলোচ্য আয়াতে যেহেতু 'শপথ করা' শব্দ উল্লেখিত হয়েছে, সেজন্য হানাফী ও শাফিয়ী ফিক্‌হবিদগণ এ আয়াতের অর্থ গ্রহণ করেছেন 'যেখানে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক না রাখার লক্ষ্যে সহবাস না করার শপথ করে শুধুমাত্র সেখানেই এ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[৩০০] ২২৭. আর যদি তারা তালাকের সিদ্ধান্ত নেয়[৩০১] তবে নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৩০২]

﴿٢٢٨﴾ وَالْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ

২২৮. আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা নিজেদেরকে তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখবে ; আর তাদের জন্য বৈধ নয়

أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ

গোপন রাখা যা আল্লাহ তাদের জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন যদি তারা ঈমান এনে থাকে আল্লাহ্

غَفُورٌ–অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيمٌ–পরম দয়ালু। (২২৭) و–আর ; إِنْ–যদি ; عَزَمُوا–তারা সিদ্ধান্ত নেয় ; الطَّلَاقَ–(ال+طلاق) তালাকের ; فَإِنَّ–তবে নিশ্চয় ; اللَّهَ–আল্লাহ ; سَمِيعٌ–সর্বশ্রোতা ; عَلِيمٌ–সর্বজ্ঞ। (২২৮) وَ–আর ; الْمُطَلَّقَٰتُ–(ال+مطلقت) তালাকপ্রাপ্তা নারীরা ; يَتَرَبَّصْنَ–অপেক্ষা করবে ; بِأَنفُسِهِنَّ–নিজেদেরকে; ثَلَٰثَةَ–তিন; قُرُوٓءٍ–হায়েয; وَ–আর ; لَا يَحِلُّ–বৈধ নয়; لَهُنَّ–তাদের জন্য; أَن يَكْتُمْنَ–(ان+يكتمن) গোপন রাখা ; مَا–যা ; خَلَقَ–সৃষ্টি করেছেন; اللَّهُ–আল্লাহ; فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ–(فى+ارحام+هن) তাদের জরায়ুতে ; إِنْ–যদি ; كُنَّ يُؤْمِنَّ–তারা ঈমান এনে থাকে ; بِاللَّهِ–(ب+الله) আল্লাহ্‌র উপর ;

বিধান কার্যকর হবে।" মালিকী ফিক্‌হবিদগণের মতানুসারে শপথ করুক বা না করুক উভয় অবস্থায়ই দাম্পত্য সম্পর্ক পরিত্যাগ করলে এ চার মাস সময় নির্ধারিত করা হয়েছে। ইমাম আহমদ (র)-এর একটি মতও এর সমর্থনে রয়েছে।

৩০০. কোনো কোনো ফিক্‌হবিদ এর এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, যদি সে এ চার মাস সময়ের মধ্যে নিজের শপথ ভেঙ্গে ফেলে এবং পুনরায় দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে তাকে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হবে না, আল্লাহ্ তাকে এমনিতেই ক্ষমা করে দিবেন। তবে অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের মত এই যে, তাকে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা অবশ্যই দিতে হবে। 'গাফূরুর রহীম'-এর অর্থ এ নয় যে, তার উপর ধার্য কাফ্‌ফারা মাফ করে দেয়া হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ তোমার কাফ্‌ফারা গ্রহণ করে নিবেন এবং সম্পর্ক পরিত্যাগ করাকালীন তোমরা একে অপরের উপর যে বাড়াবাড়ি করেছো তা ক্ষমা করে দিবেন।

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا

এবং আখিরাত দিবসের উপর। আর তাদের স্বামীরা এ ব্যাপারে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিক হকদার যদি তারা ইচ্ছা করে

اِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪

আপোষ-মীমাংসার ;[৩০৩] আর স্ত্রীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন রয়েছে স্ত্রীদের উপর পুরুষের ;

و –এবং; اَلْيَوْمِ –(ال+يوم) দিবসের; اَلْاٰخِرِ –(ال+اخر) আখিরাত; وَ-আর; بُعُوْلَتُهُنَّ –(بعولة+هن) তাদের স্বামীরা ; اَحَقُّ –অগ্রগণ্য ; بِرَدِّهِنَّ –(ب+رد+هن)-তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার ; فِىْ ذٰلِكَ –এ ব্যাপারে ; اِنْ–যদি; اَرَادُوْٓا –তারা ইচ্ছা করে; اِصْلَاحًا –আপোষ-মীমাংসার ; وَ –আর ; لَهُنَّ–তাদের (নারীদের) জন্য রয়েছে; مِثْلُ –তেমনি (অধিকার); الَّذِىْ–যেমন রয়েছে পুরুষের; عَلَيْهِنَّ –(على+هن)-তাদের (নারীদের) উপর ; بِالْمَعْرُوْفِ –ন্যায়সংগতভাবে ;

৩০১. হযরত উসমান (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর মতে শপথ ভঙ্গ করা ও সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করার সুযোগ উল্লেখিত চার মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া একথারই প্রমাণ বহন করে যে, স্বামী তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অতএব মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তালাক পতিত হয়ে যাবে এবং এতে এক তালাক বায়েন পতিত হবে। অর্থাৎ ইদ্দত চলাকালে স্বামীর স্ত্রীকে গ্রহণ করার অধিকার থাকবে না। অবশ্য তারা উভয়ে যদি চায় তাহলে বিবাহ নবায়ন করে নিতে পারবে। হানাফী ফিক্‌হবিদগণ অবশ্য এ মত গ্রহণ করে নিয়েছেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, মাকহুল ও যুহরী প্রমুখ ফিক্‌হবিদগণের মতেও চার মাস অতীত হওয়ার পর আপনা আপনিই তালাক পতিত হয়ে যাবে। তবে এটা রিজয়ী তথা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হবে, তালাকে বায়েন হবে না।

হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবু দারদা (রা) এবং অধিকাংশ মদীনাবাসী ফিক্‌হবিদের মতে চার মাস অতীত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি আদালতে পেশ করা হবে, আর বিচারক স্বামীকে নির্দেশ দেবেন যে, স্ত্রীকে গ্রহণ করে নাও নচেৎ তালাক দাও। ইমাম মালেক (র) ও ইমাম শাফিয়ী (র) এ মত গ্রহণ করেছেন।

৩০২. অর্থাৎ তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে তালাক দিয়ে থাকো তাহলে আল্লাহ থেকে নির্ভয় হয়ো না, তিনি তোমার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে বেখবর নন।

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ⭘

আর পুরুষদের রয়েছে তাদের (নারীদের) উপর এ বিশেষ মর্যাদা। আল্লাহ পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ।

وَ–আর ; لِلرِّجَالِ –(ل+ال+رجال)- পুরুষদের জন্য রয়েছে ; عَلَيْهِنَّ –(على+هن) তাদের (নারীদের) উপর ; دَرَجَةٌ –এক বিশেষ মর্যাদা ; وَ–আর ; اللّٰهُ–আল্লাহ; عَزِيزٌ –পরাক্রমশালী ; حَكِيمٌ –সুবিজ্ঞ।

৩০৩. এ হুকুম শুধুমাত্র সেই অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত যখন স্বামী তার স্ত্রীকে এক অথবা দুই তালাক দিয়ে থাকে। এ অবস্থায় ইদ্দতকালের মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে নির্বিঘ্নে দাম্পত্য বন্ধনে ফিরিয়ে নিতে পারে। তিন তালাক প্রদত্ত হলে স্বামীর জন্য তালাক প্রত্যাহার করে নেয়ার কোনো সুযোগ থাকে না।

২৮ রুকূ' (আয়াত ২২২-২২৮)-এর শিক্ষা

১। তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতকাল তিন হায়েয।

২। রিজয়ী অথবা এক বা দুই বায়েন তালাকের ইদ্দতকালীন সময়ের মধ্যে স্বামী ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।

৩। স্ত্রীর উপর স্বামীর যেরূপ অধিকার রয়েছে স্বামীর উপরও স্ত্রীর অনুরূপ অধিকার রয়েছে।

৪। নারী ও পুরুষের একের উপর অন্যের অধিকার ও কর্তব্য সমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা পুরুষকে নারীর উপর এক স্তর মর্যাদা বেশী প্রদান করেছেন। তাই পুরুষকে সতর্কতা ও ধৈর্যের সাথে কাজ করতে হবে।

৫। স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনে যদি কিছুটা ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েও যায়, তাহলে পুরুষকে তা সহ্য করে নিতে হবে এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কর্তব্য পালনে মোটেই অবহেলা করবে না।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২৯
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-৩

(২২৯) اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌ ۢبِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ ۢبِاِحْسَانٍ ؕ

২২৯. তালাক দুবার ; অতপর (থাকে) বিধি অনুসারে রেখে দেয়া অথবা সদয়ভাবে বিদায় করে দেয়া ;[৩০৪]

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ

আর তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছো তা থেকে কিছু ফেরত নেয়া তোমাদের পক্ষে হালাল নয়[৩০৫] তবে তারা উভয়ে যদি আশংকা করে যে, তারা

(২২৯) اَلطَّلَاقُ-(ال+طلاق) তালাক ; مَرَّتٰنِ-দুবার ; فَاِمْسَاكٌ-(ف+امساك) অতপর রেখে দেয়া ; بِمَعْرُوْفٍ-(ب+معروف) বিধি অনুসারে ; اَوْ-অথবা ; تَسْرِيْحٌ-বিদায় করে দেয়া ; بِاِحْسَانٍ-(ب+احسان) সদয়ভাবে ; وَ-আর ; لَايَحِلُّ-বৈধ নয় ; لَكُمْ-(ل+كم) তোমাদের পক্ষে; اَنْ تَاْخُذُوْا-ফেরত নেয়া ; مِمَّا-(من+ما) তা থেকে যা ; اٰتَيْتُمُوْهُنَّ-(اتيتمو+هن) তোমরা তাদের দিয়েছো ; شَيْـًٔا-কোনো কিছু ; اِلَّاۤ-তবে ; اَنْ-যদি ; يَّخَافَاۤ-তারা উভয়ে আশংকা করে ;

৩০৪. জাহিলী আরবে কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অসংখ্যবার তালাক দিতো। যে স্ত্রীর প্রতি তার স্বামী বিগড়ে যেতো তাকে সে বারবার তালাক দিতো আবার ফিরিয়ে নিতো। এভাবে বেচারী না তার স্বামীর সাথে ঘরসংসার করতে পারতো, আর না তার থেকে মুক্ত হয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারতো। কুরআন মাজীদের আলোচ্য আয়াতটি এ ধরনের অত্যাচার-অবিচারের মূলোৎপাটন করেছে। এ আয়াত অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সর্বোচ্চ দুই তালাক দিতে পারে। যে ব্যক্তি নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে দুই তালাক দেয়ার পর পুনরায় তাকে ফেরত নিয়েছে, সে তার স্ত্রীকে তৃতীয়বার তালাক প্রদান করলে তার স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে যাবে। কুরআন ও হাদীস অনুসারে তালাকের সঠিক পদ্ধতি হলো, স্ত্রীকে তার "তুহুর" তথা পবিত্র অবস্থায় এক তালাক প্রদান করতে হবে। অতপর স্বামী যদি চায় তাহলে স্ত্রীর পরবর্তী 'তুহুর' তথা পবিত্র অবস্থায় দ্বিতীয়বার এক তালাক প্রদান করবে। তবে উত্তম হলো প্রথমবার এক তালাক প্রদান করার পর থেমে যাওয়া। এমতাবস্থায় স্বামীর এ অধিকার থাকে যে, ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বে যখনই চাইবে বিনা ঝামেলায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলেও উভয়ের জন্য এ সুযোগ থাকে যে,

أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ

আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না ; অতপর তোমরা যদি আশংকা করো যে, তারা উভয়ে আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না তাহলে কোনো গুনাহ নেই

عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ

তাদের যে স্ত্রী বিনিময় দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিবে ;[৩০৬] এগুলো হলো আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা, সুতরাং এটা অতিক্রম করো না।

أَلَّا يُقِيمَا (الا+يقيما)–যে, তারা রক্ষা করতে পারবে না ; حُدُودَ–সীমারেখা ; اللّٰه–আল্লাহ্র; فَإِنْ (ف+ان)–অতপর যদি ; خِفْتُمْ–তোমরা আশংকা করো ; أَلَّا يُقِيمَا–(الا+يقيما)–যে, তারা উভয়ে রক্ষা করতে পারবে না; حُدُودَ–সীমারেখা; اللّٰه–আল্লাহ্র; فَلَا جُنَاحَ–(ف+لا+جناح)–তাহলে কোনো গুনাহ নেই; عَلَيْهِمَا–(على+هما)–তাদের উভয়ের; فِيمَا–(فى+ما) এতে যে; افْتَدَتْ بِهِ–বিনিময় দিয়ে মুক্ত করে নিবে; تِلْكَ–এগুলো হলো; حُدُودُ–নির্ধারিত সীমারেখা; اللّٰه–আল্লাহ্র; فَلَا تَعْتَدُوهَا–(ف+لا+تعتدوا+ها) সুতরাং এটা তোমরা অতিক্রম করো না;

উভয়ে পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ নবায়ন করে নিবে। কিন্তু স্ত্রীর তৃতীয় 'তুহুর' অবস্থায় তাকে তৃতীয় তালাক প্রদান করা হয়ে গেলে না স্বামীর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে, আর না তার কোনো সুযোগ থাকে যে, উভয়ে সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ নবায়ন করে নিবে। তবে আজকালকার মূর্খ লোকেরা যেভাবে একই সাথে তিন তালাক দিয়ে বসে, এটা শরীয়াতের দৃষ্টিতে কঠিন গুনাহ। রাসূলুল্লাহ (স) কঠোরভাবে এর নিন্দা করেছেন এবং হযরত উমর (রা) থেকে এতটুকু পর্যন্ত প্রমাণিত আছে যে, যে ব্যক্তি একই সাথে স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিতো তিনি তাকে বেত্রাঘাত করতেন।

৩০৫. অর্থাৎ মোহরানা, অলঙ্কার ও কাপড়-চোপড় ইত্যাদি যা স্বামী তার স্ত্রীকে দিয়েছে, এসব জিনিসের কোনোটাই স্ত্রীর নিকট থেকে ফেরত নেয়ার কোনো অধিকার স্বামীর নেই। কাউকে কিছু দান, উপহার, উপঢৌকন ইত্যাদি প্রদান করার পর তা ফেরত চাওয়া এমনিতেই ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ। এ ধরনের ঘৃণ্য তৎপরতাকে হাদীসে এমন কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে নিজে বমি করে তা আবার ভক্ষণ করে। বিশেষ করে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় ইতিপূর্বে তাকে প্রদত্ত জিনিসপত্র কেড়ে রেখে দেয়া একজন স্বামীর জন্য নিতান্ত লজ্জাজনক। অপরপক্ষে দীন ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় কিছু না কিছু দিয়ে তাকে বিদায় দাও। যেমন সামনে গিয়ে ২৪১নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৩০৬. স্বামীকে কিছু দিয়ে স্ত্রীর নিজেকে মুক্ত করে নেয়াকে শরীয়াতের পরিভাষায় 'খোলা' বলে। এ সম্পর্কে কথা হলো, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘরোয়াভাবে যাকিছু নির্ধারিত

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا

আর যারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা অতিক্রম করবে তারাই যালেম। ২৩০. আর সে (স্বামী) যদি তাকে (স্ত্রীকে) তালাক দেয় (তৃতীয়বার)

فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا

তাহলে তার জন্য (সেই স্ত্রী) বৈধ হবে না যতক্ষণ না তাকে ছাড়া সে (স্ত্রী) অন্য স্বামীকে বিবাহ করবে ; অতপর সে (দ্বিতীয় স্বামী) যদি তাকে তালাক দেয়[৩০৭]

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنْ يَتَرَاجَعَآ إِنْ ظَنَّآ أَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ ۗ

তাহলে পুনরায় বিয়ে করাতে তাদের উভয়ের কোনো গুনাহ্ নেই, যদি তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা যথাযথভাবে মেনে চলতে পারবে

و –আর; مَنْ –যারা; يَتَعَدَّ –অতিক্রম করবে; حُدُوْدَ –সীমারেখা; اللهِ –আল্লাহ্‌র; فَأُولَئِكَ –তারা ; هُمُ –তারাই ; الظّٰلِمُوْنَ –(ال+ظالمون) যালেম। ﴿٢٣٠﴾ فَإِنْ (ف+ان) অতপর যদি ; طَلَّقَهَا –(طلق+ها) সে তাকে তালাক দেয় ; فَلَا تَحِلُّ –(ف+لا+تحل) তাহলে হালাল হবে না ; لَهُ –তার জন্য ; مِنْ بَعْدُ –পরে; حَتّٰى –যতোক্ষণ না; تَنْكِحَ –সে বিবাহ করবে ; زَوْجًا –অন্য স্বামীকে ; غَيْرَهُ –(غير+ه) তাকে ছাড়া; فَإِنْ –অতপর যদি ; طَلَّقَهَا –(طلق+ها)–সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক দেয়; فَلَا جُنَاحَ –(ف+لا+جناح) –তাহলে কোনো গুনাহ নেই ; عَلَيْهِمَآ –(على+هما)–তাদের উপর ; أَنْ يَتَرَاجَعَآ –পুনরায় বিয়ে করাতে; إِنْ –যদি ; ظَنَّآ –উভয়ে মনে করে; أَنْ يُقِيْمَا –তারা মেনে চলতে পারবে ; حُدُوْدَ –সীমারেখা ; اللهِ –আল্লাহ্‌র ;

হবে, তা-ই কার্যকরী হবে। তবে ব্যাপার যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায় তাহলে আদালত শুধু দেখবে যে, স্ত্রী সত্যিই স্বামীর প্রতি এতোই বিরূপ কিনা যে, তাদের একত্রে ঘরসংসার করা সম্ভব নয়। এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোনো বিনিময় নির্ধারণ করে দেয়ার এখতিয়ার আদালতের থাকবে। আর আদালতের নির্ধারিত বিনিময় গ্রহণ করে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করতে স্বামী বাধ্য। সাধারণভাবে ফিক্‌হবিদগণ এটা পসন্দ করেননি যে, স্বামী যে পরিমাণ মাল-সম্পদ ইতিপূর্বে স্ত্রীকে দিয়েছিল তার বেশী পরিমাণ বিনিময় হিসেবে ধার্য করা হবে। 'খোলা'র মাধ্যমে যে তালাক প্রদান করা হয় তা 'রাজয়ী' তথা প্রত্যাহারযোগ্য নয় ; বরং তা 'বায়েনা'।

৩০৭. অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী যদি কখনো স্বেচ্ছায় তালাক দেয় তাহলেই ইদ্দত পূর্ণ

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

আর এটাই হলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা, তিনি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন–যারা জানে তাদের জন্য। ২৩১. আর যখন তোমরা নারীদের তালাক দাও

فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

অতপর তাদের মেয়াদকাল (ইদ্দত) পূর্তির নিকটে পৌঁছে যায় তখন ন্যায়সংগতভাবে তাদের রেখে দাও অথবা ন্যায়সংগতভাবে তাদেরকে বিদায় করে দাও ;[৩০৮]

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ

আর কষ্ট দিয়ে বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। আর যে এরূপ করে অবশ্যই সে যুলম করে

وَ–আর; تِلْكَ–এটাই হলো; حُدُوْدُ–নির্ধারিত সীমারেখা; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র; يُبَيِّنُهَا (يبين+ها)–তিনি তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন ; لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ–যারা জানে তাদের জন্য। ﴿٢٣١﴾ وَ–আর ; اِذَا–যখন ; طَلَّقْتُمُ–তোমরা তালাক দাও ; النِّسَاءَ (ال+ نساء)–নারীদের ; فَبَلَغْنَ (ف+بلغن)–অতপর পৌঁছে যায় পূর্তির নিকট; اَجَلَهُنَّ (اجل+هن)–তাদের মেয়াদকাল ; فَاَمْسِكُوْهُنَّ (ف+امسكو+هن)–তখন তাদেরকে রেখে দাও; بِمَعْرُوْفٍ (ب+معروف)–ন্যায়সংগতভাবে; اَوْ–অথবা; سَرِّحُوْهُنَّ (سرحوا+هن)–তাদের বিদায় করে দাও ; بِمَعْرُوْفٍ (ب+معروف)–ন্যায়সংগতভাবে; وَ–আর ; لَاتُمْسِكُوْهُنَّ (لا+تمسكوا+هن)–তোমরা তাদেরকে আটকে রেখো না; ضِرَارًا–কষ্ট দিয়ে; لِتَعْتَدُوْا (ل+تعتدوا)–বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে ; وَ–আর ; مَنْ–যে ; يَّفْعَلْ–করে ; ذٰلِكَ–এরূপ; فَقَدْ ظَلَمَ–সে নিশ্চয় যুলুম করে ;

হওয়ার পর প্রথম স্বামী ইচ্ছা করলে আর স্ত্রীও রাজী হলে তারা পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে—এতে কোনো গুনাহ হবে না।

৩০৮. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার ইদ্দত অতিক্রমের কাছাকাছি সময়ে পৌঁছলে স্বামীর তখন দুটো অধিকার বজায় থাকে ঃ (১) ন্যায়সংগতভাবে তাকে ফিরিয়ে নেয়া, (২) ন্যায়সংগতভাবে তাকে বিদায় করা। স্ত্রীকে রাখা বা বিদায় করা উভয় ক্ষেত্রে কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন রয়েছে। শুধু সাময়িক খেয়াল-খুশী বা আবেগ তাড়িত হয়ে কিছু করা চলবে না। তাকে রাখতে হলে অন্তর থেকে তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা যাবে না এবং পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে উভয়ে সচেতন থেকে সুন্দর ও

نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ز وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ

তার নিজের প্রতি।[৩০৯] আর তোমরা বানিয়ো না আল্লাহ্‌র আয়াতকে খেল-তামাশার বিষয় এবং স্মরণ করো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ

عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ

(যা বর্ষিত) তোমাদের উপর এবং (স্মরণ করো) যা তিনি নাযিল করেছেন তোমাদের উপর কিতাব ও হিকমত থেকে, তিনি শিক্ষা দেন তোমাদেরকে[৩১০]

نَفْسَهٗ-(نفس+ه)-তার নিজের প্রতি; وَ-আর ; لَاتَتَّخِذُوْٓا-তোমরা বানিয়ো না; اٰيٰتِ-আয়াতকে; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র ; هُزُوًا-খেল-তামাশার বিষয়; وَّ-এবং; اذْكُرُوْا-তোমরা স্মরণ করো ; نِعْمَتَ-অনুগ্রহকে; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র ; عَلَيْكُمْ-(على+كم) (যা বর্ষিত) তোমাদের উপর; وَ-এবং; مَآ-যা ; اَنْزَلَ-তিনি নাযিল করেছেন; عَلَيْكُمْ-(على+كم) তোমাদের উপর; مِّنَ-থেকে ; الْكِتٰبِ-(ال+كتاب)-কিতাব; وَ-ও; الْحِكْمَةِ-(ال+حكمة) হিকমত ; يَعِظُكُمْ-(يعظ+كم) তিনি শিক্ষা দেন তোমাদেরকে ;

সুখী জীবনযাপন করার মনোভাব নিয়ে তাকে রাখতে হবে। তাকে যন্ত্রণা দেয়ার মানসে রাখা চলবে না। আর যদি তাকে বিদায় করার সিদ্ধান্ত হয়, তাহলেও তার শরীয়াত নির্ধারিত হক আদায় করে বিদায় করতে হবে। ইতিপূর্বে তাকে প্রদত্ত মাল-সম্পদ তার নিকট থেকে রেখে দেয়া চলবে না।

৩০৯. অর্থাৎ এরূপ করা বৈধ নয় যে, কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দিলো, তারপর ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার পূর্বে রুজু করে নিলো যাতে, তাকে নির্যাতন-নিপীড়ন করার সুযোগ হাতে এসে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন যে, স্ত্রীকে গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকলে শুধু এজন্য গ্রহণ করো যে, এখন থেকে তার সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে জীবনযাপন করবে। নচেৎ ভদ্রভাবে তাকে বিদায় করে দেয়াই উত্তম।

৩১০. অর্থাৎ তোমরা এ সত্যকে ভুলে যেও না যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষাদান করে সারা পৃথিবীর পথপ্রদর্শনের মহান দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দান করেছেন। তোমাদেরকে 'উম্মতে ওয়াসাত' তথা মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে গঠন করা হয়েছে। তোমাদেরকে সারা পৃথিবীর সামনে ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। তোমাদের কাজ তো এটা নয় যে, কূট-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতকে খেল-তামাশার বিষয়ে পরিণত করবে। আইনের আক্ষরিক মারপ্যাচের মাধ্যমে আইনের প্রাণসত্তার বিরুদ্ধে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লাভ করা তো তোমাদের সাজে না। পৃথিবীর তাবৎ মানুষকে পথপ্রদর্শনের

بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

তার দ্বারা ; আর ভয় করো আল্লাহ্‌কে ; আর জেনে রেখো, অবশ্যই আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

بِهٖ–তার দ্বারা; وَ–আর ; اتَّقُوا–তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ–আল্লাহ্‌কে ; وَ –আর; اعْلَمُوْٓا –জেনে রেখো ; اَنَّ–অবশ্যই; اللّٰهَ–আল্লাহ ; بِكُلِّ شَىْءٍ –(ب+كل+شئ)-সর্ব বিষয়ে ; عَلِيْمٌ –সর্বজ্ঞ।

পরিবর্তে তোমরা নিজেদের পরিমণ্ডলেই যালিম ও পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে থাকার জন্য তো তোমাদের সৃষ্টি নয়।

২৯ রুকূ' (আয়াত ২২৯-২৩১)-এর শিক্ষা

১। তালাক দেয়া ছাড়া গত্যন্তর না থাকলে তখন তালাক দেয়ার উত্তম পদ্ধতি হলো ঃ

যে 'তুহুর' তথা পবিত্রাবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়নি সেই 'তুহুরে' স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করবে। এভাবে ইদ্দত (তিন হায়েয কাল) শেষ হয়ে গেলে এমনিতেই বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। ফিক্‌হবিদগণ একে সর্বোত্তম তালাক বলেছেন। সাহাবায়ে কিরামও এটাকে তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে উল্লেখ করেছেন। এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী পুনর্বার একত্র হতে চাইলে দু'জনে ইজাব-কবুল করে নিলেই সহজে বিবাহ বন্ধন পুনস্থাপিত হয়।

২। প্রতি তুহুরে এক তালাক প্রদান করা। ফিক্‌হবিদগণ এটাকে হাসান (উত্তম) পদ্ধতি বলে অভিহিত করেছেন। এর নিয়ম হলো—স্ত্রীকে প্রথম পবিত্র অবস্থায় এক তালাক প্রদান করবে এবং দ্বিতীয় পবিত্র অবস্থায় দ্বিতীয় তালাক প্রদান করবে। এখানে এটাও বুঝা যায় যে, কুরআনের দৃষ্টিতে তৃতীয় তালাক উত্তম নয়। আর হাদীসে রাসূলের মাধ্যমেও তৃতীয় তালাক নিন্দনীয় ও অপসন্দনীয় হওয়ার কথা জানা যায়।

৩। বিবাহ ও তালাককে হালকা বিষয়ে পরিণত করা যাবে না। 'আল্লাহ্‌র আয়াতকে খেল-তামাশার বিষয়ে পরিণত করা যাবে না' দ্বারা এ দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

৪। স্ত্রীকে নির্যাতন-নিপীড়ন করার জন্য নিজ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখা বৈধ নয়।

৫। বিবাহ, তালাক ও দাসমুক্তি এ তিনটি বিষয় স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে বলা ও হাস্য-তামাশাচ্ছলে বলার ফলাফল একই।

৬। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ বসতে বাধা প্রদান করা অবৈধ।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩০
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা—৪

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴿٢٣٢﴾

২৩২. আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও, অতপর তারা সমাপ্ত করে তাদের নির্ধারিত ইদ্দত, তখন তাদের পূর্ব স্বামীদের বিবাহ করতে তোমরা বাধা প্রদান করো না

إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ

যদি তারা নিয়মানুযায়ী পরস্পর সম্মত হয়।[৩১১] এটা তাকেই উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে যে

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ

ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি। এতে তোমরা হবে অধিকতর পরিশুদ্ধ ও অধিকতর পবিত্র।

(২৩২) وَ–আর; إِذَا–যখন; طَلَّقْتُمُ–তোমরা তালাক দাও; النِّسَاءَ–(ال+نساء)–স্ত্রীদের; فَبَلَغْنَ–(ف+بلغن)–অতপর তারা সমাপ্ত করে ; أَجَلَهُنَّ–(اجل+هن)–তাদের নির্ধারিত ইদ্দত ; فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ–(ف+لا+تعضلو+هن)–তখন তোমরা তাদের বাধা দিও না ; أَنْ يَنْكِحْنَ–বিবাহ করতে; أَزْوَاجَهُنَّ–(ازواج+هن)–তাদের পূর্ব স্বামীদেরকে; إِذَا–যদি; تَرَاضَوْا–তারা সম্মত হয়; بَيْنَهُمْ–(بين+هم)–পরস্পর; بِالْمَعْرُوفِ–(ب+ال+معروف) নিয়মানুযায়ী ; ذَٰلِكَ–এটা ; يُوعَظُ–উপদেশ দেয়া হচ্ছে ; بِهِ–তাকেই; مَنْ–যে ; كَانَ–হয়; مِنْكُمْ–(من+كم)–তোমাদের মধ্যে ; يُؤْمِنُ–ঈমান রাখে ; بِاللَّهِ–(ب+الله)–আল্লাহ্‌র প্রতি; وَ–এবং; الْيَوْمِ–(ال+يوم)–দিবসের প্রতি; الْآخِرِ–(ال+اخر)–শেষ; ذَٰلِكُمْ–এতে তোমরা হবে; أَزْكَىٰ–অধিকতর পরিশুদ্ধ; لَكُمْ–তোমাদের জন্য ; وَ–ও ; أَطْهَرُ–অধিকতর পবিত্র ;

৩১১. অর্থাৎ যদি কোনো স্ত্রীলোককে তার স্বামী তালাক দেয় এবং ইদ্দতের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে না নেয় এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর উভয়ে বিবাহ নবায়ন করতে পরস্পর সম্মত হয়, তখন তার আত্মীয়দের তার প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নয়। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং স্ত্রী ইদ্দত অন্তে মুক্ত

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ

আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না। ২৩৩. আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ

পূর্ণ দুই বছর যে পূর্ণ করতে চায় দুধপান করানোর মেয়াদ।[৩১২] আর পিতার উপর

لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ

কর্তব্য হলো বিধিসম্মতভাবে তার আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করা। কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থের অধিক দায়িত্বভার দেয়া হয় না ;

لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ

কোনো মাতাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না তার সন্তানের কারণে, আর না কোনো পিতাকে তার সন্তানের কারণে, আর উত্তরাধিকারীদের উপরও

وَ-আর; اللّٰهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন ; وَ-এবং ; اَنْتُمْ-তোমরা; لَا تَعْلَمُوْنَ -জানো না। (২৩৩) وَ-আর; الْوَالِدٰتُ-(ال+والدات) মায়েরা ; يُرْضِعْنَ-দুধ পান করাবে; اَوْلَادَهُنَّ-(اولاد+هن) তাদের সন্তানদেরকে; حَوْلَيْنِ-দুই বছর; كَامِلَيْنِ-পূর্ণ; لِمَنْ-(ل+من)-তার জন্য, যে; اَرَادَ-চায়; اَنْ يُّتِمَّ-পূর্ণ করতে; الرَّضَاعَةَ-দুধপান করানোর মেয়াদ; وَ-আর; عَلَى-উপর; الْمَوْلُوْدِ-(ال+مولود)-পিতার; لَهٗ -তার কর্তব্য; رِزْقُهُنَّ-(رزق+هن)-তার আহার্য প্রদান করা; وَ-ও; كِسْوَتُهُنَّ-(كسوة+هن) তার পোশাক-পরিচ্ছদ; بِالْمَعْرُوْفِ-(ب+ال+معروف) বিধি সম্মতভাবে; لَا تُكَلَّفُ-দায়িত্বভার দেয়া হয় না; نَفْسٌ-কোনো ব্যক্তিকে ; اِلَّا-ছাড়া; وُسْعَهَا-(وسع+ها) তার সামর্থ ; لَا تُضَآرَّ -ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় না ; وَالِدَةٌ-কোনো মাতাকে ; بِوَلَدِهَا-(ب+ولد+ها) তার সন্তানের কারণে; وَ-আর ; لَا مَوْلُوْدٌ -না কোনো পিতাকে ; لَهٗ-তার জন্য; بِوَلَدِهٖ-(ب+ ولد+ه)-তার সন্তানের কারণে; وَ-আর; عَلَى-উপরও; الْوَارِثِ-(ال+وارث) -উত্তরাধিকারীদের ;

হয়ে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে চায় তাহলে তার পূর্ব স্বামীর এ বিবাহে বাধা সৃষ্টি করার মতো নোংরা তৎপরতা চালানো উচিত নয় এবং এরূপ প্রচেষ্টাও করা উচিত নয় যে, যে স্ত্রীকে সে ছেড়ে দিয়েছে তাকে যেন অন্য কেউ বিবাহ না করে।

مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

অনুরূপ কর্তব্য।[৩১৩] আর তারা উভয়ে যদি দুধ পান বন্ধ করাতে পরস্পর পরামর্শ ও সম্মতির ভিত্তিতে রাজী হয়

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ

তাহলে তাদের উপর কোনো গুনাহ নেই ; আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের দুধ পান করাতে চাও

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

তাহলে তোমাদের উপর কোনো গুনাহ নেই যদি তোমরা আদায় করে দাও তা, যা তোমরা প্রচলিত নিয়মে নির্ধারণ কর ; আর আল্লাহকে ভয় করো

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ

আর জেনে রেখো, তোমরা যা করো অবশ্যই আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। ২৩৪. আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে

مِثْلُ ذٰلِكَ –অনুরূপ কর্তব্য ; فَاِنْ –(ف+ان) আর যদি ; اَرَادَا –উভয়ে ইচ্ছা করে ; فِصَالًا –দুধপান বন্ধ করাতে ; عَنْ تَرَاضٍ –পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে ; مِّنْهُمَا –উভয়ের ; وَ –ও ; تَشَاوُرٍ –পরস্পর পরামর্শ ; فَلَا جُنَاحَ –(ف+لا+جناح) তাহলে কোনো গুনাহ নেই; عَلَيْهِمَا –(على+هم) তাদের উপর; وَ –আর ; اِنْ –যদি; اَرَدْتُّمْ –তোমরা চাও ; اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا –দুধ পান করাতে; اَوْلَادَكُمْ –(اولاد+كم) তোমাদের সন্তানদের ; فَلَا جُنَاحَ –(ف+لا+جناح) তাহলে কোনো গুনাহ নেই ; عَلَيْكُمْ –তোমাদের উপর ; اِذَا –যদি ; سَلَّمْتُمْ –তোমরা আদায় করে দাও তা ; مَّآ اٰتَيْتُمْ –যা তোমরা নির্ধারণ করো ; بِالْمَعْرُوْفِ –(ب+ال+معروف) প্রচলিত নিয়মে ; وَ –আর ; اتَّقُوا –ভয় করো ; اللّٰهَ –আল্লাহ্‌কে ; وَ –আর ; اعْلَمُوْٓا –জেনে রেখো; اَنَّ –অবশ্যই; اللّٰهَ –আল্লাহ ; بِمَا –সে সম্পর্কে ; تَعْمَلُوْنَ –তোমরা যা করো ; بَصِيْرٌ –সম্যক দ্রষ্টা। (২৩৪) وَ –আর: الَّذِيْنَ –যারা; يُتَوَفَّوْنَ –মৃত্যুবরণ করে; مِنْكُمْ –(من+كم) তোমাদের মধ্যে ;

৩১২. এ নির্দেশ সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে যখন স্বামী-স্ত্রী একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং এ বিচ্ছিন্নতা তালাকের মাধ্যমে হোক অথবা 'খোলা' তালাকের

وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ

এবং রেখে যায় স্ত্রীদের, তারা প্রতীক্ষায় রাখবে নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন।[৩১৪]

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

অতপর যখন তারা পৌঁছে যাবে তাদের নির্ধারিত মেয়াদে, তখন তোমাদের উপর গুনাহ নেই তাতে যা তারা নিজেদের সম্পর্কে করবে

وَ–এবং ; يَذَرُوْنَ–রেখে যায় ; اَزْوَاجًا–স্ত্রীদের ; يَتَرَبَّصْنَ–তারা প্রতীক্ষায় রাখবে ; بِاَنْفُسِهِنَّ–(ب+انفس+هن) নিজেদেরকে ; اَرْبَعَةَ–চার ; اَشْهُرٍ–মাস ; وَّ–ও ; عَشْرًا–দশ (দিন) ; فَاِذَا–(ف+اذا) অতপর যখন ; بَلَغْنَ–তারা পৌঁছে যায় ; اَجَلَهُنَّ–(اجل+هن) তাদের নির্ধারিত মেয়াদে ; فَلَا جُنَاحَ–(ف+لا+جناح)–তখন কোনো গুনাহ নেই; عَلَيْكُمْ–(على+كم)–তোমাদের উপর; فِيْمَا–(فى+ما)–তাতে যা; فَعَلْنَ–তারা করবে ; فِىْ–সম্পর্কে ; اَنْفُسِهِنَّ–(انفس+هن) তাদের নিজেদের ;

মাধ্যমে অথবা আদালত কর্তৃক বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার মাধ্যমে হোক এবং স্ত্রীর কোলে দুগ্ধপোষ্য সন্তান থাকে।

৩১৩. অর্থাৎ যদি পিতার মৃত্যু হয়, তাহলে তার স্থলে অন্য যে কেউ পিতার পরিবর্তে শিশুর অভিভাবক হবে তাকেও অনুরূপ কর্তব্য পালন করতে হবে।

৩১৪. স্বামীর মৃত্যুজনিত এ ইদ্দত সেসব নারীদের জন্যও প্রযোজ্য যাদের সাথে স্বামীর নিভৃতবাস হয়নি ; অবশ্য গর্ভবতী নারীরা এর ব্যতিক্রম। তাদের ইদ্দতকাল গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত ; হোক তা স্বামীর মৃত্যুর পরপরই অথবা কয়েক মাস।

"নিজেকে প্রতীক্ষায় রাখা" অর্থ শুধু এ নয় যে, সে এ সময়ের মধ্যে বিবাহ করবে না ; বরং তার অর্থ এটাও যে, সে নিজেকে রূপচর্চা থেকেও বিরত রাখবে। যেহেতু হাদীস শরীফে সুস্পষ্টভাবে এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, ইদ্দত পালনরত অবস্থায় নারীরা নিজেদেরকে রঙ্গীন কাপড় পরিধান করা, অলঙ্কারে ভূষিত করা, মেহেদী রঞ্জিত করা, সুরমা লাগানো, সুগন্ধী ও খেযাব লাগানো এবং কেশ বিন্যাস করা থেকে বিরত রাখবে। অবশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, তারা এ সময় বহির্গমন করতে পারবে কিনা। হযরত উসমান (রা), ইবনে উমর (রা), যায়েদ ইবনে সাবিত (রা), ইবনে মাসউদ (রা), উম্মে সালমা (রা), সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রা), ইবরাহীম নাখয়ী, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন এবং ইমাম চতুষ্টয় একথার প্রবক্তা যে, ইদ্দতপালনকালে স্ত্রী

بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

নীতিগতভাবে। আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।
২৩৫. আর তোমাদের কোনো গুনাহ নেই

فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ

এতে যে, তোমরা আকার-ইংগিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম পাঠাও অথবা গোপন করে রাখো নিজেদের অন্তরে

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অবশ্যই তাদের কথা উল্লেখ করবে ; কিন্তু কোনো প্রতিশ্রুতি তাদের দিও না গোপনে

إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ

যথারীতি কথাবার্তা ছাড়া। আর তোমরা দৃঢ় সংকল্প করো না বিবাহ বন্ধনের

بِالْمَعْرُوفِ-(ب+ال+معروف)-ন্যায়সংগতভাবে; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُونَ-তোমরা করো ; خَبِيرٌ-বিশেষভাবে অবহিত। (২৩৫) وَ-আর; لَاجُنَاحَ-কোনো গুনাহ নেই ; عَلَيْكُمْ-(على+كم) তোমাদের উপর ; فِيمَا-এতে যে; عَرَّضْتُمْ-আকার-ইংগিত পাঠাও ; بِهِ-তা ; مِنْ خِطْبَةِ-বিবাহের পয়গাম; النِّسَاءِ-(ال+نساء) সে নারীর ; أَوْ-অথবা ; أَكْنَنْتُمْ-গোপন রাখো; فِي أَنْفُسِكُمْ-(فى+انفس+كم) নিজেদের অন্তরে ; عَلِمَ-জানেন ; اللَّهُ-আল্লাহ; أَنَّكُمْ-(أن+كم)-অবশ্যই তোমরা ; سَتَذْكُرُونَهُنَّ-(س+تذكرون+هن) উল্লেখ করবে তাদের কথা ; وَلَٰكِنْ-কিন্তু ; لَاتُوَاعِدُوهُنَّ-(لا+تواعدوا+هن)-কোনো প্রতিশ্রুতি তাদের দিও না ; سِرًّا-গোপনে ; إِلَّا-ব্যতীত, ছাড়া ; أَنْ تَقُولُوا-বলা; قَوْلًا-কথাবার্তা ; مَعْرُوفًا-যথারীতি ; وَ-আর ; لَاتَعْزِمُوا-তোমরা দৃঢ় সংকল্প করো না ; عُقْدَةَ-বন্ধনের ; النِّكَاحِ-(ال+نكاح) বিবাহ ;

সেই ঘরেই বসবাস করবে যে ঘরে তার স্বামী ইন্তিকাল করেছে। দিনের বেলায় কোনো প্রয়োজনবশত ঘরের বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু তার অবস্থান সেই ঘরেই হতে হবে। অপরদিকে হযরত আয়েশা (রা), ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আলী (রা), জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা), আতা, তাউস, হাসান বসরী, উমর ইবনে আবদুল আযীয এবং সকল আহলে যাহেরের মতে স্ত্রী তার ইদ্দতপালনকালে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে এবং সে সময়ে সে সফরও করতে পারবে।

حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا

যতোক্ষণ না তার নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণত্বে পৌছে। আর জেনে রেখো অবশ্যই আল্লাহ তা জানেন যা

فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

তোমাদের অন্তরে আছে। অতএব তাঁকে ভয় করো ; আর জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও পরম ধৈর্যশীল।

حَتّٰى –যতোক্ষণ না ; يَبْلُغَ –পূর্ণত্বে পৌছে ; الْكِتٰبُ–(ال+كتب)– নির্ধারিত ; اَجَلَهٗ – (اجل+ه) তার ইদ্দত; وَ –আর ; اعْلَمُوْٓا –জেনে রেখো ; اَنَّ –নিশ্চয় ; اللّٰهَ–আল্লাহ; يَعْلَمُ –জানেন ; مَا –তা, যা ; فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ –(فى+انفس+كم)–তোমাদের অন্তরে আছে ; فَاحْذَرُوْهُ –(ف+احذرو+ه)–অতএব তোমরা তাঁকে ভয় করো; وَ–আর; اعْلَمُوْٓا –তোমরা জেনে রেখো ; اَنَّ–নিশ্চয়; اللّٰهَ–আল্লাহ ; غَفُوْرٌ–পরম ক্ষমাশীল ; حَلِيْمٌ –পরম ধৈর্যশীল।

৩০ রুকূ' (আয়াত ২৩২-২৩৫)-এর শিক্ষা

১। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার পসন্দ অনুসারে কোনো লোকের সাথে অথবা তার পূর্ব স্বামীর সাথে শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা প্রদান করা বৈধ নয়।

২। যতোক্ষণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন অটুট থাকবে ততোক্ষণ স্ত্রীর উপর তার সন্তানকে দুধপান করানো ওয়াজিব। কেননা এটা তাঁরই দায়িত্ব।

৩। কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই দুই বছর পর্যন্ত দুধ পান করার শিশুর অধিকার রয়েছে।

৪। শিশুর দুধপান করানোর এ সময়কালে মাতার খোরপোষ প্রদান করার দায়িত্ব শিশুর পিতার।

৫। স্ত্রীর খোরপোষ প্রভৃতি স্বামীর আর্থিক সামর্থ অনুসারে নির্ধারিত হবে, স্ত্রীর মর্যাদা অনুসারে হবে না।

৬। কোনো কারণে শিশুর মাতা যদি দুধ পান করাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাহলে শিশুর পিতা তাকে দুধ পান করানোর জন্য জোরপূর্বক বাধ্য করতে পারবে না। তবে শিশু যদি অন্য কোনো নারীর দুধ পান করতে না চায় তাহলে মাতাকে বাধ্য করা যাবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩১
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা—৭

﴿٢٣٦﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ

২৩৬. তোমাদের কোনো গুনাহ নেই যদি তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও যতোক্ষণ তাদের স্পর্শ না করো অথবা তাদের মোহরানা ধার্য না করো ;

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ

এবং তাদেরকে তোমরা দিও কিছু খরচপত্র[৩১৫] –সম্পদশালীর উপর তার সাধ্যমত ও সম্পদহীনের উপর তার সাধ্যমত প্রচলিত বিধি অনুসারে খরচ দেয়া

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٧﴾ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ

সৎকর্মশীলদের কর্তব্য। ২৩৭. আর যদি তোমরা তাদের তালাক দাও স্পর্শ করার পূর্বে,

(২৩৬) لَا جُنَاحَ–কোনো গুনাহ নেই ; عَلَيْكُمْ–(على+كم) তোমাদের উপর ; اِنْ –যদি; طَلَّقْتُمُ –তোমরা তালাক দাও; النِّسَاءَ–(ال+نساء) স্ত্রীদের ; مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ–(ما+لم+تمسو+هن) যতোক্ষণ তাদের স্পর্শ না করো; اَوْ–অথবা; تَفْرِضُوا –ধার্য না করো; لَهُنَّ–তাদের জন্য; فَرِيضَةً–মোহরানা; وَ–এবং; مَتِّعُوهُنَّ–(متعو+هن)–তাদেরকে দিও কিছু খরচপত্র; عَلَى–উপর; الْمُوسِعِ–(ال+موسع)–সম্পদশালীর; قَدَرُهُ–(قدر+ه) –তার সাধ্যমত; وَ –ও; عَلَى–উপর; الْمُقْتِرِ (ال+مقتر) সম্পদহীনের ; قَدَرُهُ–(قدر+ه)–তার সাধ্যমত ; مَتَاعًا–খরচ দেয়া; بِالْمَعْرُوفِ–(ب+ال+معروف)–প্রচলিত বিধি অনুসারে; حَقًّا –কর্তব্য; عَلَى –উপর; الْمُحْسِنِينَ–(ال+محسنين)–সৎকর্মশীলদের। (২৩৭) وَ –আর ; اِنْ –যদি; طَلَّقْتُمُوهُنَّ–(طلقتمو+هن)–তোমরা তাদের তালাক দাও; مِنْ قَبْلِ –পূর্বে ; اَنْ تَمَسُّوهُنَّ–(ان+تمسو+هن) তাদের স্পর্শ করার ;

৩১৫. এভাবে কোনো নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার পর ভেঙ্গে দিলে স্ত্রীলোকের অবশ্যি কিছু না কিছু ক্ষতি তো হয়-ই। এজন্য আল্লাহ তাদের ক্ষতি পূরণার্থে এ নির্দেশ দিয়েছেন।

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ

অথচ তোমরা ধার্য করে নিয়েছো তাদের জন্য মোহরানা তাহলে তোমরা যা ধার্য করেছো তার অর্ধেক দিতে হবে, অবশ্য তা ছাড়া যা ক্ষমা করে দেয় তারা (স্ত্রীরা)

أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ

অথবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে সে যদি ক্ষমা করে দেয় ; আর যদি তোমরা ক্ষমা করে দাও তা হবে তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ حَافِظُوا

আর তোমরা পরস্পর সহানুভূতির কথা ভুলে যেও না ;[৩১৬] নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা করো তার সম্যক দ্রষ্টা। ২৩৮. তোমরা সংরক্ষণ করো

عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ

নামাযসমূহের,[৩১৭] বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাযের[৩১৮] এবং দাঁড়াও আল্লাহর সামনে একান্ত বিনীতভাবে। ২৩৯. অতপর তোমরা যদি আশংকা করো (গোলযোগের)

وَ–অথচ; قَدْ فَرَضْتُمْ–তোমরা ধার্য করেছো ; لَهُنَّ–(ل+هن)–তাদের জন্য; فَرِيضَةً–মোহরানা; فَنِصْفُ–(ف+نصف)–তাহলে অর্ধেক দিতে হবে; مَا–যা; فَرَضْتُمْ–তোমরা ধার্য করেছো ; إِلَّا–ব্যতীত, ছাড়া ; أَنْ يَعْفُونَ–ক্ষমা করে দেয় তারা (স্ত্রীরা); أَوْ–অথবা; يَعْفُوَا–ক্ষমা করে দেয় সে; الَّذِي–যার; بِيَدِهِ–(ب+يد+ه)–হাতে; عُقْدَةُ–বন্ধন ; النِّكَاحِ–(ال+نكاح) বিবাহের ; وَ–আর ; أَنْ–যদি; تَعْفُوا–তোমরা ক্ষমা করো; أَقْرَبُ–অধিকতর নিকটবর্তী; لِلتَّقْوَىٰ–(ل+ال+تقوى)–তাকওয়ার ; وَ–আর; لَا تَنْسَوُا–তোমরা ভুলে যেও না; الْفَضْلَ–(ال+فضل)–সহানুভূতির কথা; بَيْنَكُمْ–(بين+كم) পরস্পর ; إِنَّ–নিশ্চয় ; اللَّهَ–আল্লাহ; بِمَا–সে সম্পর্কে যা; تَعْمَلُونَ–তোমরা করো; بَصِيرٌ–সম্যক দ্রষ্টা। (২৩৮) حَافِظُوا–তোমরা সংরক্ষণ করো; عَلَى–প্রতি; الصَّلَوَاتِ–(ال + صلوت)–নামাযসমূহের ; وَ–এবং ; الصَّلَاةِ–(ال+صلوة) নামাযের ; الْوُسْطَىٰ–(ال+وسطى)–মধ্যবর্তী ; وَ–এবং ; قُومُوا–তোমরা দাঁড়াও ; لِلَّهِ–(ل+الله)–আল্লাহর সামনে; قَانِتِينَ–একান্ত বিনীতভাবে। (২৩৯) فَإِنْ–(ف+ان) অতপর যদি ; خِفْتُمْ–তোমরা আশংকা করো (গোলযোগের) ;

فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ

তাহলে হেঁটে চলা অবস্থায় অথবা আরোহী অবস্থায় (নামায পড়ো) ; অতপর যদি তোমরা নিরাপদ হয়ে যাও তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন

فَرِجَالًا-(ف+رجالا)-তাহলে হেঁটে চলা অবস্থায়; اَوْ-অথবা; رُكْبَانًا-আরোহী অবস্থায় (নামায পড়ো) ; فَاِذَاۤ-(ف+اذا) অতপর যদি ; اَمِنْتُمْ-তোমরা নিরাপদ হয়ে যাও ; فَاذْكُرُوا-(ف+اذكروا)-তখন স্মরণ করো ; اللّٰهَ-আল্লাহ্‌কে; كَمَا -যেভাবে ; عَلَّمَكُمْ-(علم+كم)-তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন ;

৩১৬. মানবিক সম্পর্ককে সুমধুর ও কল্যাণকর করে গড়ে তোলার জন্য মানুষকে পরস্পরের মধ্যে উদার ও সহৃদয় আচরণের প্রচলন করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র নিজের আইনগত অধিকারের উপর জোর দিতে থাকে তাহলে কখনও সুখী ও সুন্দর সমাজ জীবন গড়ে উঠতে পারে না।

৩১৭. সমাজ ও সংস্কৃতির বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা নামাযের তাকীদের মধ্য দিয়ে এ বক্তব্যের পরিসমাপ্তি টানছেন। কেননা নামাযই হলো সেই জিনিস যা মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয়, সৎকর্ম ও পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার স্পৃহা এবং আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি আনুগত্যের মূল উপাদান সৃষ্টি করে এবং মানুষকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। এটা না হলে মানুষ কখনও আল্লাহ্‌র আইনের উপর দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না এবং অবশেষে তারা আল্লাহ্‌র নাফরমানীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে থাকে, যেমন ইহুদীরা নাফরমানীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল।

৩১৮. এখানে صلوة الوسطى ব্যবহৃত হয়েছে। কতক মুফাসসির এর দ্বারা ফজরের নামায অর্থ নিয়েছেন ; কেউ কেউ যোহর, কেউ আসর, কেউ মাগরিব, কেউ ইশা অর্থ গ্রহণ করেছেন ; কিন্তু এসব অর্থের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোনো ইরশাদ পাওয়া যায়নি। এগুলো শুধুমাত্র ব্যাখ্যাকারদের নিজস্ব মত। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বক্তব্য আসর নামাযের পক্ষে পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) আসর নামাযকেই সালাতুল উস্‌তা তথা 'মধ্যবর্তী নামায' বলে অভিহিত করেছেন। 'আহযাব যুদ্ধে মুশরিকদের আক্রমণ মুসলমানদেরকে এতোই ব্যস্ত রেখেছে যে, সূর্য প্রায় ডুবে যাচ্ছিল অথচ তাদের পক্ষে তখনও আসর নামায আদায় করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ এসব লোকের ঘর ও কবরকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করে দিক, এরা আমাদের মধ্যবর্তী নামাযকে আদায় করতে দেয়নি।"

-(বুখারী, কিতাবুত তাফসীর)

'উস্‌তা' অর্থ 'মধ্যবর্তী' হতে পারে, হতে পারে এমন জিনিস যা উন্নত ও উৎকৃষ্ট। 'সালাতুল উসতা' দ্বারা 'মধ্যবর্তী নামায' হতে পারে, হতে পারে এমন নামায যা সঠিক সময়ে পূর্ণ বিনয়, নিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌র প্রতি একাগ্রতার সাথে আদায় করা হয়ে

مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ

যা তোমরা জানতে না। ২৪০. আর তোমাদের মধ্যে যারা[৩১৯] মৃত্যুবরণ করে এবং রেখে যায়

أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ

স্ত্রীদেরকে, ওসিয়াত (করবে) তাদের স্ত্রীদের জন্য এক বছরের খোরপোষের— বহিষ্কার ব্যতীত।

فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ

তবে যদি তারা বের হয়ে যায়, তাহলে তারা বিধিসম্মতভাবে নিজেদের ব্যাপারে যা করবে তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই,

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا

আর আল্লাহ পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ। ২৪১. আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খোরপোষ প্রদান কর্তব্য

مَا –যা ; لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ –তোমরা জানতে না। (২৪০) وَ –আর ; الَّذِينَ –যারা ; يُتَوَفَّوْنَ –মৃত্যুবরণ করে ; مِنكُمْ –(من+كم) তোমাদের মধ্যে ; وَ –এবং ; يَذَرُونَ –তারা রেখে যায় ; أَزْوَاجًا –স্ত্রীদের ; وَصِيَّةً –ওসিয়ত (করবে) ; لِأَزْوَاجِهِمْ –(ل+ازواج+هم) তাদের স্ত্রীদের জন্য ; مَتَاعًا –খোরপোষ ; إِلَى الْحَوْلِ –(الى+ال+حول) এক বছরের ; غَيْرَ –ব্যতীত ; إِخْرَاجٍ –বহিষ্কার ; فَإِنْ –তবে যদি ; خَرَجْنَ –তারা বের হয়ে যায় ; فَلَا جُنَاحَ –(ف+لا+جناح) –তাহলে কোনো গুনাহ নেই ; عَلَيْكُمْ –(على+كم) তোমাদের উপর ; فِي –তাতে ; مَا –যা ; فَعَلْنَ –তারা করবে ; فِي –ব্যাপারে ; أَنفُسِهِنَّ –(انفس+هن) নিজেদের ; مِن مَّعْرُوفٍ –(من+معروف) বিধিসম্মতভাবে ; وَ –আর ; اللَّهُ –আল্লাহ ; عَزِيزٌ –পরাক্রমশালী ; حَكِيمٌ –মহাবিজ্ঞ। (২৪১) وَ –আর ; لِلْمُطَلَّقَاتِ –(ل+ال+مطلقت) তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য ; مَتَاعٌ –খোরপোষ প্রদান ; بِالْمَعْرُوفِ –(ب+ال+معروف) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ; حَقًّا –কর্তব্য।

থাকে এবং যাতে নামাযের যাবতীয় সৌন্দর্য বর্তমান থাকে। পরবর্তী বাক্য "আল্লাহর সামনে অনুগত বান্দাহদের ন্যায় দণ্ডায়মান হও" বাক্যটি একথারই সাক্ষ্য বহন করে।

৩১৯. বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ইতিপূর্বেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখানে তার পরিশিষ্ট ও উপসংহার হিসেবে বক্তব্যটি উল্লেখিত হয়েছে।

عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

মুত্তাকীদের উপর। ২৪২. এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন ; সম্ভবত তোমরা বুঝতে পারবে।

عَلَى-উপর; الْمُتَّقِينَ-(ال+متقين)-মুত্তাকীদের। (২৪২) كَذَٰلِكَ-এভাবেই; يُبَيِّنُ-বর্ণনা করেন; اللَّهُ-আল্লাহ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য; آيَاتِهِ-(ايت+ه)-তাঁর নিদর্শনসমূহ; لَعَلَّكُمْ-(لعل+كم) সম্ভবত তোমরা ; تَعْقِلُونَ-তোমরা বুঝতে পারবে।

৩১ রুকূ' (আয়াত ২৩৬-২৪২)-এর শিক্ষা

১। মোহরানা, স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের পরিপ্রেক্ষিতে তালাকের মাসয়ালা এখানে বর্ণিত হয়েছে-স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাস না হয়ে থাকলে এবং ইতিপূর্বে মোহরানা নির্ধারিত না হয়ে থাকলে স্বামীর উপর মোহরানা দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে সামর্থ অনুসারে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু দেয়া স্বামীর কর্তব্য।

২। আর যদি বিয়ের সময় মোহরানা ধার্য হয়ে থাকে তবে নির্জনবাস ও সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে স্বামীর উপর অর্ধেক মোহরানা প্রদান করা ওয়াজিব। তবে স্ত্রী যদি ক্ষমা করে দেয় বা স্বামী পূর্ণ মোহরানা দিয়ে দেয় তা ঐচ্ছিক ব্যাপার।

৩। বিবাহ বন্ধনের মালিক স্বামী। বিবাহ সমাধা হয়ে যাওয়ার পর তা বহাল রাখা বা ভঙ্গ করা স্বামীর এখতিয়ারে। সে-ই তালাক দিতে পারে। স্ত্রীর জন্য তালাক দেয়ার সুযোগ সীমিত।

৪। কতিপয় হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত যে, صلوة الوسطى দ্বারা অর্থ হচ্ছে আসরের নামায। কেননা এর একদিকে দিনের দুটি নামায-ফজর ও যোহর এবং অপরদিকে রাতের দুটি নামায মাগরিব ও ইশা। এ নামাযের প্রতি এজন্য তাকীদ দেয়া হয়েছে যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ এ সময় কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে।

৫। নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ। ইতিপূর্বে নামাযের মধ্যে কথা বলা বৈধ ছিল।

৬। জাহিলিয়াতের যুগে স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে স্ত্রীর ইদ্দত ছিল এক বছর, ইসলামে তার চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা—৬

۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۲۴۳

২৪৩. তুমি[৩২০] কি দেখোনি তাদেরকে যারা বের হয়ে গিয়েছিল তাদের আবাস ভূমি থেকে মৃত্যুর ভয়ে, অথচ তারা সংখ্যায় ছিল হাজার হাজার ?

فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

অতপর আল্লাহ তাদের বললেন, তোমরা মরে যাও। তারপর আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করলেন ;[৩২১] নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল ;

(২৪৩) الم تر -(ا+لم+تر) তুমি কি দেখোনি ; الى -(তাদের) প্রতি ; الذين -যারা; خرجوا -বের হয়ে গিয়েছিল ; من -থেকে ; ديارهم -(ديار+هم) তাদের আবাসভূমি; و -অথচ ; هم -তারা ছিল ; الوف -হাজার হাজার ; حذر -ভয়ে ; الموت -(ال+موت) মৃত্যুর ; فقال -(ف+قال) অতপর বললেন ; لهم -তাদেরকে ; الله -আল্লাহ ; موتوا -তোমরা মরে যাও ; ثم -তারপর ; احياهم -(احيا+هم)-তাদেরকে জীবিত করলেন; ان-নিশ্চয়; الله-আল্লাহ; لذو فضل-(ل+ذو+فضل)-অবশ্যই অনুগ্রহশীল; على-প্রতি; الناس-(ال+ناس)-মানুষের;

৩২০. এখান থেকে এক ভিন্ন বক্তব্য আরম্ভ হয়েছে। এ বক্তব্যে মুসলমানদেরকে আল্লাহর রাহে জিহাদ করা এবং আর্থিক কুরবানী দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তাদেরকে সেসব দুর্বলতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য হিদায়াত দান করা হয়েছে যেসব দুর্বলতার কারণে বনী ইসরাঈল অধঃপতিত হয়েছে। এটা বুঝার জন্য একথাটি সামনে থাকা প্রয়োজন যে, এ সময় মুসলমানরা মক্কা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। এক থেকে দেড় বছর পর্যন্ত তারা মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করে আছে এবং কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কাফিরদের সাথে লড়াই করার জন্য তারা উপর্যুপরি অনুমতি চাচ্ছে। কিন্তু যখন তাদেরকে লড়াই করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হলো তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক ইতস্তত করতে থাকে ; যেমন ২৬ রুকূ'র শেষ অংশে বর্ণিত হয়েছে। সেজন্য এখানে বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের দুটো ঘটনা উল্লেখ করে তা থেকে মুসলমানদেরকে শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

৩২১. এখানে বনী ইসরাঈলের মিসর থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। সূরা মায়িদার চতুর্থ রুকূ'তে আল্লাহ তাআলা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা পেশ করে না।
২৪৪. আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করো

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

এবং জেনে রেখো! অবশ্যই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২৪৫. এমন কে আছে যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দিবে,[৩২২]

وَلٰكِنَّ-কিন্তু; اَكْثَرَ-অধিকাংশ; النَّاسِ-(ال+ناس) মানুষ; لَا يَشْكُرُوْنَ-কৃতজ্ঞতা পেশ করে না। (২৪৪) وَ-আর ; قَاتِلُوْا-তোমরা লড়াই করো; فِيْ سَبِيْلِ-(فى+سبيل) পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র ; وَ-এবং; اعْلَمُوْٓا-জেনে রেখো; اَنَّ-অবশ্যই; اللّٰهَ-আল্লাহ; سَمِيْعٌ-সর্বশ্রোতা ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ। (২৪৫) مَنْ ذَا-(من+ذا) কে আছে এমন; الَّذِيْ-যে ; يُقْرِضُ-ঋণ দিবে ; اللّٰهَ-আল্লাহ্‌কে ; قَرْضًا-ঋণ; حَسَنًا-উত্তম ;

প্রদান করেছেন। বনী ইসরাঈলের এক বিরাট দল মিসর থেকে বের হয়ে সহায়-সম্বল ও বাসস্থানহীন অবস্থায় মরুভূমির বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ঘুরে ফিরছিল। তারা একটি স্থায়ী আবাসস্থলের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইংগিতে মূসা (আ) তাদেরকে নির্দেশ দান করলেন যে, অত্যাচারী কেনানীয়দেরকে ফিলিস্তীন থেকে বের করে দাও এবং সে এলাকাটি তোমরা জয় করে নাও। তখন তারা কাপুরুষতা প্রদর্শন করলো এবং সামনে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে বসলো। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে চল্লিশ বছর ধরে হয়রান-পেরেশান হয়ে পৃথিবীতে ঘুরে ফিরে কাটাবার জন্য ছেড়ে দিলেন। এভাবে তাদের এক পুরুষই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের পরবর্তী বংশধররা মরুচারী হিসেবে লালিত-পালিত হয়ে বড়ো হলো। অতপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কেনানীয়দের উপর বিজয় দান করলেন। সম্ভবত এ ব্যাপারটিকেই 'মৃত্যুবরণ করা' 'পুনর্জীবন দান করা' দ্বারা বিবৃত করা হয়েছে।

৩২২. 'করযে হাসানা' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'উত্তম ঋণ'। এর দ্বারা খাঁটি নিয়তে শুধুমাত্র নেকী অর্জনের আশা নিয়ে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে স্বার্থহীনভাবে বিনা লাভে ঋণ দেয়া বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এটাকে নিজের জন্য ঋণ গণ্য করেছেন এবং এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি শুধু এর আসলই পরিশোধ করবেন না ; বরং আসলের কয়েক গুণ বেশীই পরিশোধ করবেন।

'কর্য ও 'দায়ন' দুটি শব্দের অর্থই 'ঋণ'। দায়ন-এর সাথে লাভ জড়িত থাকতে পারে। কিন্তু কর্যের সাথে এরূপ কোনো লাভ যোগ হতে পারে না। তাছাড়া দায়ন তোলার জন্য তাগাদা দেয়া যায়। কিন্তু কর্যে হাসানার ক্ষেত্রে তাগাদা দেয়া যায় না।

فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

অতপর তিনি তা বহু গুণ বৃদ্ধি করে দিবেন ? আর আল্লাহ্‌ই সংকুচিত করেন এবং প্রশস্ত করেন। আর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

(২৪৬) اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰی ۘ اِذْ قَالُوْا

২৪৬. তুমি কি দেখোনি মূসার পরে বনী ইসরাঈলের দলপতিদেরকে ; যখন তারা বলেছিল,

لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ

তাদের নবীকে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ ঠিক করে দিন, যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করতে পারি?[৩২৩] তিনি বললেন, এমন সম্ভাবনা তো নেই যে,

فيضعفه-(ف+يضعف+ه)-অতপর তিনি তা বৃদ্ধি করে দিবেন; له-তার জন্য; اَضْعَافًا-গুণে; كَثِيْرَةً-বহু; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يَقْبِضُ-সংকুচিত করেন; وَ-এবং; يَبْصُطُ-প্রশস্ত করেন; وَ-আর; اِلَيْهِ-তাঁরই প্রতি; تُرْجَعُوْنَ-তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (২৪৬) اَلَمْ تَرَ-(ا+لم+تر)-তুমি কি দেখোনি; اِلَى-প্রতি; الْمَلَاِ-(ال+ملا) দলপতিদের; مِنْ بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ-বনী ইসরাঈলের; مِنْ بَعْدِ-পরে; مُوْسٰی-মূসার; اِذْ-যখন; قَالُوْا-তারা বলেছিল; لِنَبِیٍّ-(ل+نبى) নবীকে; لَهُمُ-(ل+هم) তাদের; ابْعَثْ-ঠিক করে দিন, পাঠান; لَنَا-আমাদের জন্য; مَلِكًا-একজন বাদশাহ; نُقَاتِلْ-আমরা লড়াই করবো ; فِیْ سَبِیْلِ-পথে; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র ; قَالَ-তিনি বললেন; هَلْ عَسَيْتُمْ-এমন সম্ভাবনা নেই তো ?

৩২৩. এ ঘটনা আনুমানিক খৃস্টপূর্ব এক হাজার বছর পূর্বের। সে সময় আমালিকাগণ বনী ইসরাঈলের উপর চরম যুলম-নির্যাতন চালাচ্ছিল। তারা বনী ইসরাঈল থেকে ফিলিস্তীনের অধিকাংশ এলাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল। বনী ইসরাঈলের তৎকালীন শাসক ছিলেন সামুয়েল নবী। কিন্তু তিনি তখন খুব বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, এজন্য বনী ইসরাঈলের দলপতিরা তাঁর স্থলে অন্য কোনো ব্যক্তিকে শাসক হিসেবে কামনা করছিল, যার নেতৃত্বে তারা লড়াই করতে পারে। সে সময় বনী ইসরাঈলের মধ্যে অজ্ঞতা-মূর্খতা এতোবেশী প্রসার লাভ করেছিল যে, তারা অমুসলিম জাতি-গোষ্ঠীর চাল-চলন, আচার-অনুষ্ঠানে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। এতে তারা খিলাফত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য বুঝতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। আর এজন্যই তারা একজন খলীফা

إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ

তোমাদের প্রতি লড়াইয়ের বিধান যদি দেয়া হয় তখন আর তোমরা লড়াই করবে না? তারা বললো, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা লড়াই করবো না

ان -যদি ; كُتِبَ -বিধান দেয়া হয় ; عَلَيْكُمُ -(على+كم)-তোমাদের প্রতি ; الْقِتَالُ -(ال+قتال)-যুদ্ধের ; اَلاَّ تُقَاتِلُوْا -(ان+لا+تقاتلوا)-তখন আর তোমরা লড়াই করবে না ; قَالُوْا -তারা বললো; وَمَا لَنَآ -আমাদের কি হয়েছে ? اَلاَّ نُقَاتِلَ -(ان+لا+نقاتل) -যে, আমরা লড়াই করবো না ;

নির্বাচনের আবেদন না করে একজন বাদশাহ নিযুক্তির আবেদন করেছিল। এ প্রসংগে বাইবেলের শমূয়েল প্রথম পুস্তকে নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা রয়েছে ঃ

"শমূয়েল যাবজ্জীবন ইস্রায়েলের বিচার করিলেন। .... অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ একত্র হইয়া রামাতে শমূয়েলের নিকটে আসিলেন ; আর তাঁহাকে কহিলেন, দেখুন, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এবং আপনার পুত্রেরা আপনার পথে চলে না; এখন অন্য সকল জাতির ন্যায় আমাদের বিচার করিতে আপনি আমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করুন। কিন্তু, 'আমাদের বিচার করিতে আমাদিগকে একজন রাজা দিউন ;' তাঁহাদের এই কথা শমূয়েলের মন্দ বোধ হইল ; তাহাতে শমূয়েল সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলেন। তখন সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, এই লোকেরা তোমার কাছে যাহা যাহা বলিতেছে, সেই সমস্ত বিষয়ে তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত কর ; কেননা তাহারা তোমাকে অগ্রাহ্য করিল, এমন নয়, আমাকেই অগ্রাহ্য করিল, যেন আমি তাহাদের উপরে রাজত্ব না করি। .... পরে যে লোকেরা শমূয়েলের কাছে রাজা যাচ্ঞা করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি সদাপ্রভুর ঐ সমস্ত কথা কহিলেন। আরও কহিলেন, তোমাদের উপর রাজত্বকারী রাজার এইরূপ নিয়ম হইবে ; তিনি তোমাদের পুত্রগণকে লইয়া আপনার রথের ও অশ্বের উপরে নিযুক্ত করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার রথের অগ্রে অগ্রে দৌড়িবে। আর তিনি তাহাদিগকে আপনার সহস্রপতি ও পঞ্চাশাৎপতি নিযুক্ত করিবেন এবং কাহাকে কাহাকে তাঁহার ভূমি চাষ ও শস্য ছেদন করিতে এবং যুদ্ধে অস্ত্র ও রথের সজ্জা নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত করিবেন। আর তিনি তোমাদের কন্যাগণকে লইয়া সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতকারী পাচিকা ও রুটিওয়ালী করিবেন। আর তিনি তোমাদের উৎকৃষ্ট শস্যক্ষেত্র, দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতবৃক্ষ সকল লইয়া আপন দাসদিগকে দিবেন। আর তোমাদের শস্যেরও দ্রাক্ষার দশমাংশ লইয়া আপন কর্ম্মচারীদিগকে ও দাসদিগকে দিবেন। আর তিনি তোমাদের দাস দাসী ও সর্ব্বোত্তম যুবা পুরুষদিগকে ও তোমাদের গর্দ্দভ সকল লইয়া আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। তিনি তোমাদের মেষগণের দশমাংশ লইবেন ও তোমরা তাঁহার দাস হইবে। সেই দিন তোমরা আপনাদের মনোনীত রাজা হেতু ক্রন্দন করিবে ; কিন্তু সদাপ্রভু সেই দিন তোমাদিগকে উত্তর দিবেন না। তথাপি লোকেরা শমূয়েলের বাক্যে কর্ণপাত করিতে

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ

আল্লাহর পথে, অথচ আমরা বহিষ্কৃত হয়েছি আমাদের আবাসভূমি থেকে ও আমাদের সন্তান-সন্ততি থেকে ? অতপর যখন বিধান দেয়া হলো তাদের প্রতি

الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ○

যুদ্ধের, তখন তাদের মধ্যে সামান্য কিছু লোক ছাড়া সকলেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলো ; আর আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

(২৪৭) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا

২৪৭. আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য তালূতকে[৩২৪] বাদশাহ করে পাঠিয়েছেন। তারা বললো,

فِي سَبِيلِ–পথে; اللَّهِ–আল্লাহ্‌র; وَ–অথচ; قَدْ–অবশ্যই; أُخْرِجْنَا–আমরা বহিষ্কৃত হয়েছি; مِنْ–থেকে; دِيَارِنَا–(ديار+نا)–আমাদের আবাস ভূমি ; وَ–এবং; أَبْنَائِنَا–(ابناء+نا) আমাদের সন্তান-সন্ততি ; فَلَمَّا–(ف+لما) অতপর যখন; كُتِبَ–বিধান দেয়া হলো; عَلَيْهِمُ–(على+هم) তাদের প্রতি; الْقِتَالُ–(ال+قتال) যুদ্ধের; تَوَلَّوْا–তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো; إِلَّا–ছাড়া ; قَلِيلًا–সামান্য কিছু লোক; مِنْهُمْ–(من+هم) তাদের মধ্যে; وَ–আর ; اللَّهُ–আল্লাহ ; عَلِيمٌ–সবিশেষ অবহিত; بِالظَّالِمِينَ–(ب+ال+ظلمين)–যালিমদের সম্পর্কে। (২৪৭) وَ–আর; قَالَ–বললেন; لَهُمْ–(ل+هم)–তাদেরকে; نَبِيُّهُمْ–(نبى+هم)–তাদের নবী ; إِنَّ–নিশ্চয়; اللَّهَ–আল্লাহ; قَدْ بَعَثَ–পাঠিয়েছেন; لَكُمْ–(ل+كم)–তোমাদের জন্য; طَالُوتَ–তালূতকে ; مَلِكًا–বাদশাহ করে ; قَالُوا–তারা বললো ;

অসম্মত হইয়া কহিল, না, আমাদের উপরে একজন রাজা চাই ; তাহাতে আমরাও আর সকল জাতির সমান হইব, এবং আমাদের রাজা আমাদের বিচার করিবেন ও আমাদের অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করিবেন। ...... সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, তুমি তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত কর, তাহাদের নিমিত্ত এক জনকে রাজা কর।"–(অধ্যায়–৭ শ্লোক–১৫) থেকে (অধ্যায়–৮, শ্লোক–২২) পর্যন্ত।

৩২৪. বাইবেলে তার নাম 'শৌল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন বনী ইয়ামীন গোত্রের ত্রিশ বছরের এক যুবক। বনী ইসরাঈলের মধ্যে তাঁর চেয়ে সুদর্শন কোনো ব্যক্তি ছিলো না। তিনি এতোই সুঠাম ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী ছিলেন যে, লোকেরা দৈর্ঘ্যে তাঁর কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছতো–(১–শমূয়েল ৯ ও ১০ অধ্যায়)।

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ

তার রাজত্ব আমাদের উপর কিরূপে হবে, অথচ আমরাই তার চেয়ে রাজত্বের অধিক হকদার ; আর তাকে দেয়াও হয়নি

سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً

সম্পদের প্রাচুর্য ! নবী বললো, অবশ্যই আল্লাহ তাকে তোমাদের উপর মর্যাদা দান করেছেন এবং তাঁকে প্রসারতা দান করেছেন

فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

দৈহিক শক্তি ও জ্ঞানে। আর আল্লাহ নিজ রাজত্ব যাকে চান তাকেই দান করেন ; এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।

(২৪৮) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ

২৪৮. আর তাদের নবী তাদেরকে বললো, তার রাজত্বের নিদর্শন হলো, তোমাদের নিকট আসবে একটি সিন্দুক যাতে থাকবে প্রশান্তি

انی-কিরূপে; يَكُونُ-হবে ; له-তার; الْمُلْكُ-রাজত্ব ; علينا -(على+نا)-আমাদের উপর ; وَ -অথচ ; نَحْنُ-আমরা ; أَحَقُّ -অধিক হকদার ; بِالْمُلْكِ -(ب+ال+ملك) রাজত্বের; مِنْهُ -(من+ه) তার চেয়ে; وَ -আর; لَمْ يُؤْتَ-দেয়াও হয়নি; سَعَةً-প্রাচুর্য; مِّنَ الْمَالِ -(من+ال+مال) সম্পদের ; قَالَ -তিনি (নবী) বললেন ; إِنَّ -অবশ্যই; اللَّهَ -আল্লাহ; اصْطَفَاهُ -(اصطف+ه) তাকে মর্যাদাদান করেছেন ; عَلَيْكُمْ -(على+كم)-তোমাদের উপর; وَ-এবং; زَادَهُ-(زاد+ه)-তাকে দান করেছেন; بَسْطَةً -প্রসারতা; فِي الْعِلْمِ -(فى+ال+علم) জ্ঞানে ; وَ -এবং; الْجِسْمِ-দৈহিক শক্তিতে; وَ -আর; اللَّهُ -আল্লাহ ; يُؤْتِي -দান করেন ; مُلْكَهُ -(ملك+ه) তাঁর রাজত্ব ; مَن -যাকে; يَشَاءُ -চান; وَ-আর; اللَّهُ-আল্লাহ; وَاسِعٌ-প্রাচুর্যময়, প্রশস্ত; عَلِيمٌ -সর্বজ্ঞ। (২৪৮) وَ -আর ; قَالَ -বললো ; لَهُمْ-(ل+هم) -তাদেরকে; نَبِيُّهُمْ -(نبى+هم) তাদের নবী; إِنَّ -অবশ্যই; آيَةَ -নিদর্শন হলো ; مُلْكِهِ -(ملك+ه) -তার রাজত্বের; أَن -যে; يَأْتِيَكُمُ -(ياتى+كم)-তোমাদের নিকট আসবে; التَّابُوتُ-(ال+تابوت)-একটি সিন্দুক ; فِيهِ -যাতে থাকবে ; سَكِينَةٌ -প্রশান্তি;

مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এবং মূসার বংশধর ও হারূনের বংশধরদের কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী, তা বহন করে আনবে

الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝

ফেরেশতাগণ ;[৩২৫] অবশ্যই তাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন বিদ্যমান, যদি তোমরা প্রকৃতই মু'মিন হয়ে থাকো।

مِنْ-নিকট থেকে ; رَبِّكُمْ-(رب+كم) তোমাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; بَقِيَّةٌ-কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী ; مِمَّا-(من+ما) যা ; تَرَكَ-রেখে গেছে ; اٰلُ مُوسٰى-মূসার বংশধর ; وَ-এবং ; اٰلُ هٰرُونَ-হারূনের বংশধর ; تَحْمِلُهُ-(تحمل+ه) তা বহন করে আনবে ; الْمَلٰئِكَةُ-(ال+ملئكة) ফেরেশতাগণ ; اِنَّ-অবশ্যই ; فِى ذٰلِكَ-তাতে বিদ্যমান ; لَاٰيَةً-(ل+اية) নিদর্শন; لَكُمْ-(ل+كم) তোমাদের জন্য ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাকো ; مُؤْمِنِيْنَ-প্রকৃতই মুমিন।

৩২৫. এ ব্যাপারে বাইবেলের বর্ণনা কুরআন থেকে কিছুটা ভিন্নতর। তবুও তা থেকে মূল ঘটনা সম্পর্কে অনেকটা ধারণা লাভ করা যায়। বাইবেলের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ সিন্দুকটি যাকে বনী ইসরাঈল 'প্রতিশ্রুতির সিন্দুক' বলে থাকে, এক লড়াইয়ে ফিলিস্তীনী মুশরিকরা বনী ইসরাঈল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু মুশরিকরা এটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যে শহর ও যে লোকালয়ে রেখেছিল, সেখানে মহামারী দেখা দেয়। ফলে তারা ভীত হয়ে সিন্দুকটিকে একটি গরুর গাড়িতে রেখে গাড়িটি হাঁকিয়ে দেয়। সম্ভবত এ ঘটনার দিকেই কুরআন মাজীদ নিম্নোক্ত ভাষায় ইংগিত করেছে যে, সে সময় সিন্দুকটি ফেরেশতাদের সংরক্ষণাধীনে ছিল ; কেননা গাড়িটিকে চালকবিহীনভাবেই হাঁকিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফেরেশতাদেরই এ কাজ ছিল যে, তারা গাড়িটিকে হাঁকিয়ে বনী ইসরাঈলের জনপদে নিয়ে এসেছিল। কুরআনের বর্ণনা "এ সিন্দুকে তোমাদের অন্তরের প্রশান্তির সামগ্রী রয়েছে"–বাইবেলের বর্ণনায় এর মূলতত্ত্ব এটাই বোধগম্য হয় যে, বনী ইসরাঈল এটাকে নিজেদের জন্য অত্যন্ত বরকতময় এবং নিজেদের বিজয় ও সাফল্যের প্রতীক মনে করতো। যখন সিন্দুকটি তাদের হাতছাড়া হয়ে গেলো তখন পুরো জাতিটাই হীনবল হয়ে পড়লো এবং প্রত্যেক ইসরাঈলী মনে করতে থাকলো যে, আল্লাহ্‌র রহমত তাদের নিকট থেকে ফিরে গেছে ; এখন থেকে তাদের দুর্দিন এসে গেছে। সুতরাং সিন্দুকটি ফিরে পাওয়া ছিল তাদের অন্তরের প্রশান্তির কারণ, যার বদৌলতে তারা হারানো সাহস ফিরে পায়।

"মূসা ও হারূন পরিবারের পরিত্যক্ত বরকতময় সামগ্রী" যা সিন্দুকে রক্ষিত ছিল–এর অর্থ সেই ফলকসমূহ যেগুলো আল্লাহ তাআলা তূর-ই সাইনা তথা সিনাই পর্বতে মূসা (আ)-কে দিয়েছিলেন। এছাড়া তাওরাতের সেই মূল কপিটিও ছিল যা মূসা (আ) নিজে লিখিয়ে নিয়ে বনী লাভীকে সমর্পণ করেছিলেন। একটি বোতলে কিছু 'মান্না'-ও রক্ষিত ছিল যাতে পরবর্তী বংশধররা আল্লাহ তাআলার সেই মহান রহমতকে স্মরণ করতে পারে, যা সেই ঊষর মরুতে তাদের পিতা-পিতামহের উপর বর্ষিত হয়েছিল। সম্ভবত মূসা (আ)-এর সেই লাঠিটিও সেই সিন্দুকে রক্ষিত ছিল যার মাধ্যমে তাঁর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুজিযা তথা অলৌকিকতার প্রকাশ ঘটেছিল।

৩২ রুকূ' (আয়াত ২৪৩-২৪৮)-এর শিক্ষা

১। পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কোনো প্রাণীর পক্ষেই মৃত্যুকে এড়ানো সম্ভব নয়। মৃত্যু নির্ধারিত সময়েই সংঘটিত হবে। তাই মৃত্যু থেকে পলায়ন করার প্রচেষ্টা অর্থহীন, আর তা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিরও কারণ।

২। প্লেগ-মহামারী কোথাও দেখা দিলে সে এলকায় যাওয়া থেকে বিরত থাকতে আল্লাহ্র রাসূল নির্দেশ দিয়েছেন। আবার মহামারী কবলিত এলাকা থেকে পলায়ন করাও বৈধ নয়।

৩। জিহাদ থেকে যারা পলায়ন করবে তারা আল্লাহ্র ঘোষণা অনুসারে যালিম।

৪। আল্লাহ্র পথে জীবনপণ লড়াই করে যাওয়ার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা।

৫। আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে আল্লাহ তা বহু গুণে বৃদ্ধি করে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে প্রতিদান দেবেন।

৬। মানুষকে অবশ্যই আল্লাহ্র নিকট ফিরে যেতে হবে। আর এ প্রতিদান হবে জান্নাত।

৭। নেতৃত্বের যোগ্য সেই ব্যক্তি যার নিকট অহীর যথাযোগ্য জ্ঞান রয়েছে এবং তৎসঙ্গে রয়েছে শারীরিক সামর্থ্যতা। এ ক্ষেত্রে সম্পদের প্রাচুর্যতা শর্ত নয়।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-৫

(২৪৯) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ

২৪৯. অতপর যখন সেনাদল সহ অগ্রসর হলো তালূত তখন বললো, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি নদীর মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন।

فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ

সুতরাং যে কেউ তা থেকে পান করবে সে আমার নয়, আর যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে না, সে অবশ্যই আমার ; তবে যে কেউ

اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ

তার হাতের সাহায্যে এক আঁজলা পান করবে (তার কোনো দোষ হবে না)। অতপর তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া সকলেই তা থেকে পান করলো।[৩২৬] পরে যখন তিনি তা অতিক্রম করলেন

(২৪৯) فَلَمَّا - (ف+لما) অতপর যখন ; فَصَلَ - অগ্রসর হলো ; طَالُوتُ - তালূত; بِالْجُنُودِ - (ب+ال+جنود) সেনাদলসহ ; قَالَ - তিনি বললেন ; إِنَّ - অবশ্যই ; اللَّهَ - আল্লাহ ; مُبْتَلِيكُمْ - (مبتلى+كم) তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন ; بِنَهَرٍ - (ب+نهر) একটি নদীর মাধ্যমে ; فَمَنْ - (ف+من) সুতরাং যে ব্যক্তি ; شَرِبَ - পান করবে ; مِنْهُ - (من+ه) - তা থেকে; فَلَيْسَ - (ف+ليس) - সে নয়; مِنِّي - (من+ى) - আমার; وَ - আর; مَنْ - যে ; لَمْ يَطْعَمْهُ - (لم+يطعم+ه) - তার স্বাদ গ্রহণ করবে না; فَإِنَّهُ - (ف+ان+ه) - সে অবশ্যই; مِنِّي - আমার; إِلَّا - ছাড়া; مَنِ - যে কেউ; اغْتَرَفَ - পান করবে ; غُرْفَةً - এক আঁজলা ; بِيَدِهِ - (ب+يد+ه) তার হাতের সাহায্যে (তার কোনো দোষ হবে না); فَشَرِبُوا - (ف+شربوا) - অতপর তারা সকলেই পান করলো; مِنْهُ - (من+ه) তা থেকে; إِلَّا - ব্যতীত, ছাড়া; قَلِيلًا - অল্প কয়েকজন; مِنْهُمْ - (من+هم) - তাদের মধ্যে; فَلَمَّا - (ف+لما) - পরে যখন; جَاوَزَهُ - (جاوز+ه) - তিনি তা অতিক্রম করলেন; هُوَ - তিনি ;

৩২৬. সম্ভবত এটা জর্ডান নদী অথবা অন্য কোনো নদী, উপনদী বা শাখা নদী হতে পারে। তালূত বনী ইসরাঈল বাহিনী নিয়ে এ নদীর পারে উপনীত হতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি জানতেন যে, তাঁর জাতির লোকদের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তা হ্রাস

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ؕ

এবং যারা ঈমান এনেছিল তার সাথে তারাও, তারা বললো, আজ জালূত ও তার সৈন্য-সামন্তের সাথে যুদ্ধ করার আর কোনো শক্তি আমাদের নেই।[৩২৭]

قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ

যারা দৃঢ় ধারণা পোষণ করতো যে, অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে, তারা বললো, কতো ক্ষুদ্র দল

غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

বিজয়ী হয়েছে কতো বৃহৎ দলের উপর আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর আল্লাহ্‌ তো ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।

﴿٢٥٠﴾ وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

২৫০. অতপর যখন তারা জালূত ও তার সৈন্যদলের মুখোমুখি হলো, তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি ধৈর্যদান করুন

قَالُوْا :তার সাথে–(مع+ه)– مَعَهٗ : ঈমান এনেছে– اٰمَنُوْا : যারা– الَّذِيْنَ : এবং– وَ
–তারা বললো; لَا طَاقَةَ –নেই কোনো শক্তি; لَنَا–আমাদের; اَلْيَوْمَ–(ال+يوم)–আজ
(جنود+ه)– جُنُوْدِهٖ ;ও– وَ ;–জালূতের সাথে (যুদ্ধ করার)– (ب+جالوت)– بِجَالُوْتَ
তার সৈন্যদের ; قَالَ –বললো; الَّذِيْنَ –যারা; يَظُنُّوْنَ –দৃঢ় ধারণা পোষণ করতো যে;
اَنَّهُمْ–(ان+هم)–অবশ্যই তারা; مُّلٰقُوا–সাক্ষাত করবে; اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র; كَمْ –কতো;
كَثِيْرَةً –দল; قَلِيْلَةٍ –ক্ষুদ্র; غَلَبَتْ –বিজয়ী হয়েছে ; فِئَةً –দলের উপর; مِّنْ فِئَةٍ
–বৃহৎ; بِاِذْنِ –(ب+اذن)– হুকুমে; اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র; وَ –আর; اللّٰهُ–আল্লাহ্‌ তো; مَعَ
–সাথেই রয়েছেন; الصّٰبِرِيْنَ –(ال+صبرين) ধৈর্যশীলদের। (২৫০) وَ –অতপর; لَمَّا
–যখন; بَرَزُوْا –তারা মুখোমুখি হলো; لِجَالُوْتَ –(ل+جالوت) জালূতের; وَ –ও;
جُنُوْدِهٖ –(جنود+ه) তার সেনাদলের; قَالُوْا –তারা বললো; رَبَّنَآ –(رب+نا) হে আমাদের
প্রতিপালক; اَفْرِغْ–দান করুন; عَلَيْنَا –(على+نا) আমাদের প্রতি; صَبْرًا –ধৈর্য;

পেয়েছে, সেজন্য তিনি কর্মঠ ও অকর্মণ্য লোকদের বাছাই করার জন্য এ পন্থার আশ্রয় নেন। এতে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, যারা সামান্য পানির পিপাসায় সংযম প্রদর্শন করতে পারলো না, তাদের উপর কিভাবে এ ভরসা করা যায় যে, তারা শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়তা প্রদর্শন করবে, যে শত্রুর নিকট তারা ইতিপূর্বেও পরাজিত হয়েছে।

وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

এবং আমাদের পদসমূহ দৃঢ় রাখুন, এবং কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।

(২৫১) فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ

২৫১. অতপর তারা (তালূত বাহিনী) তাদেরকে (জালূত বাহিনীকে) আল্লাহর হুকুমে পরাজিত করলো এবং দাউদ[৩২৮] জালূতকে হত্যা করলো আর আল্লাহ দান করলেন তাকে (দাউদকে)

الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ

রাজ্য ও হিকমত এবং তিনি যা ইচ্ছা করলেন তাকে শিক্ষা দিলেন। আর আল্লাহ যদি মানুষকে প্রতিহত না করতেন

وَ–এবং; ثَبِّتْ–দৃঢ় রাখুন; أَقْدَامَنَا–(اقدام+نا)–আমাদের পদসমূহ; وَ–এবং; انْصُرْنَا–(انصر+نا) আমাদের সাহায্য করুন; عَلَى–উপর; الْقَوْمِ–(ال+قوم) সম্প্রদায়ের; الْكٰفِرِيْنَ–(ال+كفرين) কাফির। (২৫১) فَهَزَمُوْهُمْ–(ف+هزمو+هم)–অতপর তারা তাদেরকে পরাজিত করলো; بِإِذْنِ–(ب+اذن) হুকুমে; اللّٰهِ–আল্লাহর; وَ–এবং; قَتَلَ–হত্যা করলো; دَاوٗدُ–দাউদ; جَالُوْتَ–জালূতকে; وَ–আর; اٰتٰىهُ–(اتى+ه) দান করলেন তাকে; اللّٰهُ–আল্লাহ; الْمُلْكَ–(ال+ملك) রাজ্য; وَ–ও; الْحِكْمَةَ–(ال+حكمة) হিকমত; وَ–এবং; عَلَّمَهٗ–(علم+ه) তিনি শিক্ষা দিলেন; مِمَّا–(من+ما) যা; يَشَاءُ–ইচ্ছা করলেন; وَ–আর; لَوْلَا–যদি না; دَفْعُ–প্রতিহত করতেন; اللّٰهِ–আল্লাহ; النَّاسَ–(ال+ناس) মানুষকে;

৩২৭. সম্ভবত এ বক্তব্য তাদের যারা ইতিপূর্বেই নদীর তীরে নিজেদের অধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে।

৩২৮. দাউদ আলাইহিস সালাম সে সময় অল্প বয়সী যুবক ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি এমন এক সময়ে তালূতের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হলেন যখন ফিলিস্তীনী বাহিনীর জবরদস্ত পাহলোয়ান জুলিয়েট (জালূত) বনী ইসরাঈল বাহিনীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছিল কিন্তু তাদের একজনও তার সাথে মুকাবিলায় অগ্রসর হচ্ছিল না। এ অবস্থা দর্শনে হযরত দাউদ (আ) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং জালূতকে হত্যা করলেন। এ ঘটনা তাঁকে সকল ইসরাঈলদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বানিয়ে দিল। তালূত তাঁর সাথে নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন।

بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَٰلَمِينَ ○

তাদের কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা, তাহলে অবশ্যই বিপর্যস্ত হয়ে যেতো পৃথিবী ;[৩২৯] কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর উপর অতীব অনুগ্রহশীল।

(২৫২) تِلْكَ ءَايَٰتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

২৫২. এগুলো হলো আল্লাহ্র নিদর্শন যা আমি তোমার নিকট আবৃত্তি করছি যথাযথভাবে ; আর তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্গত।

(২৫৩) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ

২৫৩. এই রাসূলগণ, আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তাদের কাউকে কারো উপর, তাদের মধ্যে রয়েছে এমন যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং উর্ধে উঠিয়েছেন

بَعْضَهُمْ–(بعض+هم) তাদের কিছু লোককে ; بِبَعْضٍ–(ب+بعض) কিছু লোক দ্বারা; لَفَسَدَتِ–(ل+فسدت) অবশ্যই বিপর্যস্ত হয়ে যেতো ; الْأَرْضُ–(ال+ارض) পৃথিবী; وَلَٰكِنَّ – কিন্তু ; اللَّهَ –আল্লাহ ; ذُو فَضْلٍ –অতীব অনুগ্রহশীল; عَلَى–উপর; الْعَٰلَمِينَ–(ال+عالمين) বিশ্ববাসীর। (২৫২) تِلْكَ –এগুলো হলো; ءَايَٰتُ –নিদর্শন ; اللَّهِ –আল্লাহ্র ; نَتْلُوهَا–(نتلو+ها) আমি তা আবৃত্তি করছি ; عَلَيْكَ–তোমার নিকট; بِالْحَقِّ–(ب+ال+حق) যথাযথভাবে ; وَ –আর ; اِنَّكَ–(ان+ك) অবশ্যই তুমি ; لَمِنَ –অন্তর্গত; الْمُرْسَلِينَ–(ال+مرسلين) রাসূলগণের। (২৫৩) تِلْكَ –এ; الرُّسُلُ–(ال+رسل) রাসূলগণ ; فَضَّلْنَا –আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি; بَعْضَهُمْ–(بعض+هم) তাদের কাউকে; عَلَى–উপর; بَعْضٍ–কারো; مِنْهُمْ–(من+هم)-তাদের মধ্যে রয়েছে এমন; مَّنْ –যার সাথে; كَلَّمَ –কথা বলেছেন ; اللَّهُ –আল্লাহ ; وَ –এবং ; رَفَعَ –উর্ধে উঠিয়েছেন ;

অবশেষে তিনিই ইসরাঈলীদের শাসক হয়ে গেলেন। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত "সীরাত বিশ্বকোষ" দ্বিতীয় খণ্ডে শামূইল (আ) এবং তৃতীয় খণ্ডে দাউদ (আ)।

৩২৯. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এ স্থায়ী নিয়ম করে রেখেছেন যে, মানবজাতির বিভিন্ন দল উপদলকে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত পৃথিবীতে বিজয় ও কর্তৃত্ব দান করেন। কিন্তু সে দল বা উপদলটি যখন সীমা অতিক্রম করে তখন অন্য দলের দ্বারা সেই দলের কর্তৃত্বকে মিটিয়ে দেন। আর যদি একটি দল বা জাতির মধ্যেই কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ থাকতো,

بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ

তাদের কাউকে মর্যাদার দিক দিয়ে। আর দান করেছি আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং তাকে শক্তিদান করেছি পবিত্র আত্মার (জিবরাঈল) মাধ্যমে,

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ

আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে তাদের পরবর্তীগণ যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না, তাদের কাছে আসার পর

الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ

সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, কিন্তু তারা মতপার্থক্যে লিপ্ত হলো। অতপর তাদের কতক ঈমান আনলো আর তাদের কতক কুফরী করলো।

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۫ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

আর যদি আল্লাহ চাইতেন তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না ; কিন্তু আল্লাহ তো তা-ই করেন, যা তিনি চান।[৩৩৩]

بَعْضَهُمْ (بعض+هم)- তাদের কতককে; دَرَجٰتٍ –মর্যাদার দিক দিয়ে; وَ –এবং; اٰتَيْنَا –আমি দান করেছি ; عِيْسَى –ঈসা ; ابْنَ –ইবনে ; مَرْيَمَ –মারইয়ামকে ; الْبَيِّنٰتِ –(ال+بينت)–সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ; وَ –এবং; اَيَّدْنٰهُ –(ايدنا+ه)–তাকে শক্তি দান করেছি; بِرُوْحِ –(ب+روح)–আত্মার মাধ্যমে; الْقُدُسِ –(ال+قدس)–পবিত্র; وَ –আর; لَوْ –যদি; شَاءَ –চাইতেন; اللّٰهُ –আল্লাহ; مَا اقْتَتَلَ –যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না; الَّذِيْنَ –যারা; مِنْ بَعْدِهِمْ (من + بعد+ هم) তাদের পরবর্তী; مِنْ بَعْدِ –পরে; مَا جَاءَتْهُمُ –(ما+جاءت+هم)–তাদের কাছে আসার ; الْبَيِّنٰتُ –(ال+بينت)–সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ; وَلٰكِنِ –কিন্তু; اخْتَلَفُوْا –তারা মতপার্থক্যে লিপ্ত হলো; فَمِنْهُمْ –(ف+من+هم)–অতপর তাদের মধ্যে; مَّنْ –কতক ; اٰمَنَ –ঈমান আনলো; وَ –এবং ; مِنْهُمْ –(من+هم)–তাদের মধ্যে; مَّنْ –কতক; كَفَرَ –কুফরী করলো; وَ –আর; لَوْ –যদি; شَاءَ –চাইতেন; اللّٰهُ –আল্লাহ; مَا اقْتَتَلُوْا –তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না; وَلٰكِنَّ –কিন্তু; اللّٰهَ –আল্লাহ তো ; يَفْعَلُ –তাই করেন ; مَا –যা; يُرِيْدُ –তিনি চান।

তাহলে তাদের ক্ষমতার দাপট ও যুলম-নির্যাতন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতো, তখন নিসন্দেহে আল্লাহর এ যমীন বিধ্বস্ত হয়ে যেতো।

৩৩০. এর অর্থ হলো, নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সঠিক জ্ঞান অর্জিত হবার পরও মানুষের যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তার চেয়েও বেড়ে গিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার কারণ এই ছিলো না যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলা অক্ষম ছিলেন এবং এসব মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করার তাঁর কোনো শক্তি ছিল না। বরং তিনি যদি চাইতেন তাহলে কারও এমন শক্তি ছিলো না যে, নবীদের দাওয়াতের বিপরীত চলে এবং কুফর ও নাফরমানীর পথে অগ্রসর হয়। তিনি যদি চাইতেন তাহলে তাঁর এ যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা কারও পক্ষেই সম্ভব হতো না। কিন্তু তাঁর এ ধরনের ইচ্ছাই ছিলো না যে, তিনি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা কেড়ে নিবেন এবং তাদের সকলকে একই পথে চলতে বাধ্য করবেন। তিনি তো মানুষকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। সেজন্য তিনি মানুষকে বিশ্বাস ও কর্মের পথ ও পন্থা বাছাই করে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। তিনি নবীদেরকে মানুষের উপর দারোগা করে পাঠাননি যে, তাঁরা বলপূর্বক মানুষকে ঈমান ও আনুগত্যের পথে টেনে নিয়ে আসবেন, বরং দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাদির মাধ্যমে তাঁরা মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান জানানোর চেষ্টা করবেন। সুতরাং যতো মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে তার পিছনে এ একটি মাত্র কারণ কাজ করেছে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন, মানুষ তা ব্যবহার করে বিভিন্ন মত ও পথ বেছে নিয়েছে—এজন্য নয় যে, আল্লাহ তাদেরকে সত্যের পথে চালাতে চেয়েছেন, কিন্তু (নাউযুবিল্লাহ) তিনি সফলকাম হননি।

৩৩ রুকূ' (আয়াত ২৪৯-২৫৩)-এর শিক্ষা

১। ধৈর্যশীল, দৃঢ়চেতা ও পরিপূর্ণ মু'মিন বান্দাহগণ আল্লাহদ্রোহী বাতিল শক্তির সাথে মুকাবিলায় বিরোধী শক্তির সংখ্যাধিক্য ও বৈষয়িক শক্তি-সামর্থের কথা চিন্তা করে মুকাবিলায় পিছপা হয় না ; বরং আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা করে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে তাঁরাই আল্লাহ্‌র হুকুমে বিজয় লাভ করে।

২। মানব সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে আল্লাহ তাআলার স্থায়ী নিয়ম হলো, পৃথিবীতে সীমালংঘনকারী ব্যক্তি, দল, জাতি নির্বিশেষে এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির দ্বারা, একদলকে অপর দল দ্বারা, এক জাতিকে অপর জাতি দ্বারা প্রতিহত করে পৃথিবীতে ভারসাম্য বজায় রাখেন। নচেৎ পৃথিবী মানুষ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়তো।

৩। পৃথিবীতে যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে, তাঁরা মর্যাদার দিক থেকে একেবারে এক সমান ছিলেন না, যদিও নবী ও রাসূল হিসাবে সমানভাবে তাদের উপর ঈমান আনতে হবে। তাঁদের কারো সকল উম্মত ঈমানদার হয়নি। এতে যে তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তা আমাদের বুঝে না আসলেও এতোটুকু বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, এতে মহান আল্লাহ কোনো হিকমত নিহিত রেখেছেন।

৪। পৃথিবী পরীক্ষার স্থান। ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা ছাড়া পরীক্ষার অর্থই হয় না। আল্লাহ তাআলা চাইলে সবাইকে মু'মিন বানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে পরীক্ষা নিচ্ছেন।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩৪
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-৪

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ ﴿٢٥٤﴾

২৫৪. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা ব্যয় করো তা থেকে যে রিযিক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি,[৩৩১] সেদিন আসার পূর্বে

لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

যেদিন থাকবে না কোনো ক্রয়-বিক্রয়, না কোনো বন্ধুত্ব, আর না কোনো সুপারিশ ; আর কাফিররাই প্রকৃত যালিম।[৩৩২]

﴿٢٥٥﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ

২৫৫. আল্লাহ, নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া,[৩৩৩] তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ; তাঁকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা,[৩৩৪] আর না নিদ্রা ;

(২৫৪) يَٰٓأَيُّهَا-হে ; ٱلَّذِينَ-যারা ; ءَامَنُوٓا۟-ঈমান এনেছো ; أَنفِقُوا۟-তোমরা ব্যয় করো; مِمَّا-(من+ما) তা থেকে যা ; رَزَقْنَٰكُم-(رزقنا+كم) আমি তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছি ; مِّن قَبْلِ-পূর্বে ; أَن يَأْتِىَ-আসার ; يَوْمٌ-সেদিন ; لَّا بَيْعٌ-যেদিন থাকবে না কোনো ক্রয়-বিক্রয়; فِيهِ-(فى+ه) -তাতে; وَ-আর ; لَا خُلَّةٌ-না কোনো বন্ধুত্ব; وَ-আর; لَا شَفَٰعَةٌ-না কোনো সুপারিশ; وَ-আর; ٱلْكَٰفِرُونَ-(ال+كفرون) কাফিররা; هُمُ-তারাই ; ٱلظَّٰلِمُونَ-(ال+ظلمون) প্রকৃত যালিম। (২৫৫) ٱللَّهُ-আল্লাহ; لَآ إِلَٰهَ-নেই কোনো ইলাহ ; إِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; ٱلْحَىُّ-(ال+حى)-চিরঞ্জীব; ٱلْقَيُّومُ-(ال+قيوم) চিরস্থায়ী ; لَا تَأْخُذُهُۥ-(لا+تاخذ+ه) তাঁকে স্পর্শ করে না; سِنَةٌ-তন্দ্রা; وَ-আর; لَا نَوْمٌ-না কোনো নিদ্রা ;

৩৩১. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা। যারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে, তারা যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈমান এনেছে, তার জন্য আর্থিক কুরবানী স্বীকার করতে হবে।

৩৩২. এখানে কাফির দ্বারা তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলতে অস্বীকার করে এবং নিজের মাল-সম্পদকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির চেয়ে অধিক প্রিয় মনে করে। অথবা যারা কিয়ামত বা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে না এখানে তাদেরকে

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ

যা কিছু আসমানে আছে এবং যা কিছু আছে যমীনে সবই তাঁর,[৩৩৫] এমন কে আছে যে সুপারিশ করবে তার নিকট

لَهٗ –সবই তাঁর; مَا فِى –যাকিছু আছে ; السَّمٰوٰتِ –(ال+سموت) আসমানে ; وَ –এবং; مَا فِى –যাকিছু আছে ; الْاَرْضِ –যমীনে ; مَنْ ذَا –কে আছে এমন ; الَّذِىْ –যে ; يَشْفَعُ –সুপারিশ করবে ; عِنْدَهٗۤ –(عند+ه) তাঁর নিকট ;

বুঝানো হয়েছে তারা এমন ভিত্তিহীন ধারণা পোষণ করে আছে যে, আখিরাতে তারা কোনো না কোনোভাবে মুক্তি ও সফলতা ক্রয় করে নিতে সক্ষম হবে এবং বন্ধুত্ব ও সুপারিশের সাহায্যে নিজের কর্মোদ্ধার করে নিতে সক্ষম হবে।

৩৩৩. অর্থাৎ অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা যতো অসংখ্য ইলাহ, উপাস্য বা মাবুদই তৈরি করে নিক, মূল ঘটনা তো এই যে, সার্বভৌম ক্ষমতা কোনো প্রকার অংশীদারিত্ব ছাড়াই সেই অবিনশ্বর সত্তার করায়ত্বে যাঁর জীবন কারো দানের ফল নয় ; বরং যিনি নিজস্ব সত্তায় চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং এ বিশ্বজাহানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা তাঁর দয়ার উপর নির্ভরশীল। নিজের এ বিশাল রাজত্বের যাবতীয় স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের একচ্ছত্র মালিক তিনিই। অন্য কেউ তাঁর কোনো গুণ-বৈশিষ্ট্যে না অংশীদার আর না অংশীদার তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা ও অধিকারে। সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়ে বা তাঁর সাথে অংশীদার ধারণা করে আসমান-যমীনে যেখানেই কোনো 'ইলাহ' বানিয়ে নেয়া হচ্ছে তা নিছক অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩৩৪. এ হচ্ছে সেসব লোকের ধারণা-অনুমানের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র সত্তাকে নিজেদের দুর্বল অস্তিত্বের সদৃশ মনে করে এবং যেসব দুর্বলতা মানুষের সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোকে সেই মহান সত্তার সাথেও সম্পর্কিত মনে করে। যেমন বাইবেলে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা ছয় দিনে আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে সপ্তম দিনে আরাম করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ ক্লান্তি-শ্রান্তি তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারে না।

৩৩৫. অর্থাৎ এ আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাকিছু আছে, সবকিছুর মালিক তিনিই। তাঁর রাজত্বে, তাঁর যাবতীয় কার্যক্রমে এবং তাঁর কর্তৃত্ব ও শাসন পরিচালনায় কারো এক বিন্দু-বিসর্গও অংশীদারিত্ব নেই। অতপর এ বিশ্বজাহানের যেখানেই দ্বিতীয় কোনো সত্তার কথাই তোমরা চিন্তা করো তা অবশ্যই এ বিশ্বজগতের সৃষ্টির একটি অংশ বৈ কিছুই নয়। আর যা এ বিশ্বজগতের সৃষ্টির অংশ তা আল্লাহ্রই মালিকানাধীন ও তাঁর দাস তা তাঁর অংশীদার বা সমকক্ষ কোনোভাবেই হতে পারে না।

إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ

তাঁর অনুমতি ছাড়া ;[৩৩৬] তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা আয়ত্ব করতে পারে না

بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ

তাঁর জ্ঞান থেকে কোনো কিছুই তাছাড়া, যা তিনি চান ;[৩৩৭] তাঁর সিংহাসন[৩৩৮] প্রসারিত আছে আসমানসমূহ ও যমীনে

اِلَّا-ছাড়া, ব্যতীত ; بِاِذْنِهِ -(ب+اذن+ه) তাঁর অনুমতি ; يَعْلَمُ-তিনি জানেন ; مَا -যা ; بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ -(بين+ايدى+هم) তাদের সামনে আছে ; وَ -এবং ; مَا-যা ; خَلْفَهُمْ -(خلف+هم) তাদের পেছনে আছে ; وَ-এবং ; لَا يُحِيْطُوْنَ-তারা আয়ত্ব করতে পারে না ; بِشَيْءٍ -কোনো কিছুই ; مِنْ- থেকে ; عِلْمِهِ-(علم+ه) তাঁর জ্ঞান; اِلَّا-তাছাড়া ; بِمَا شَاءَ -(ب+ما شاء) যা তিনি চান ; وَسِعَ -প্রসারিত, পরিব্যাপ্ত; كُرْسِيُّهُ -(كرسى+ه) তাঁর সিংহাসন ; السَّمٰوٰتِ-(ال+سموت) আসমানসমূহ ; وَ -ও; الْاَرْضَ-(ال+ارض) যমীনে ;

৩৩৬. এখানে সেসব মুশরিকের ধারণা-অনুমানের প্রতিবাদ করা হচ্ছে যারা বুযর্গ ব্যক্তি, ফেরেশতা অথবা অন্য কোনো সত্তা সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহর দরবারে তাদের বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে। তারা যে কথার উপর অটল থাকে তা তারা আল্লাহ্র নিকট থেকে আদায় করে ছাড়ে এবং তারা ইচ্ছা করলে যে কোনো কাজই আল্লাহ্র নিকট থেকে উদ্ধার করে ছাড়ে। এসব লোককে এখানে বলে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ্র দরবারে প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখানো তো দূরের কথা, বড়ো বড়ো পয়গাম্বরগণ এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ পর্যন্ত আসমান-যমীনের মহামহিম বাদশাহ আল্লাহ জাল্লা শা-নুহুর দরবারে বিনা অনুমতিতে একটি শব্দও উচ্চারণ করার সাহস রাখে না।

৩৩৭. এখানে প্রকাশিত সত্যের দ্বারা শিরকের মূল ভিত্তির উপর আর একটি আঘাত পড়ে। ইতিপূর্বেকার বক্তব্যে আল্লাহ্র অসীম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্বে স্বতন্ত্রভাবে কেউ শরীক তো নেইই, আর না তাঁর দরবারে কারো আধিপত্য চলে যে, সে নিজ সুপারিশ দ্বারা তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে। অতপর এখানে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হচ্ছে যে, অন্য কেউ তাঁর কাজে কিভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে, যখন অন্য কারো কাছে এ জ্ঞানই নেই যাদ্বারা সে বিশ্ব পরিচালন ব্যবস্থা এবং তার কার্যকরণ ও ফলাফলসমূহ বুঝতে সক্ষম হবে ? মানুষ হোক বা জ্বিন, ফেরেশতা হোক বা অন্য কোনো সৃষ্টি, সকলের জ্ঞানই অসম্পূর্ণ

وَلَا يَـُٔودُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِىُّ الۡعَظِيۡمُ ﴿٢٥٥﴾ لَاۤ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ ۟

আর এতদুভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না এবং তিনি সর্বোচ্চ সর্বাপেক্ষা মহান[৩৩৯] ২৫৬. দ্বীন গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই ;[৩৪০]

وَ –আর ; لَا يَـُٔودُهٗ –(لايئود+ه) তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না ; حِفۡظُهُمَا –(حفظ+هما) এতদুভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ; وَ –এবং ; هُوَ –তিনি ; الۡعَلِىُّ –(ال+على) সর্বোচ্চ; الۡعَظِيۡمُ –(ال+عظيم) সর্বাপেক্ষা মহান। (২৫৬) لَا –নেই ; اِكۡرَاهَ –কোনো জবরদস্তী; فِى –ব্যাপারে ; الدِّيۡنِ –(ال+دين) দ্বীনের ;

ও একান্তই সীমিত। বিশ্বজাহানের মূল সত্য ও মূল রহস্য কারো দৃষ্টিসীমার আওতাভুক্ত নয়। অতপর কোনো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশেও যদি মানুষের স্বাধীন হস্তক্ষেপ বা অটল সুপারিশ কার্যকর হয় তাহলে সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাপনাই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। ব্যবস্থাপনা তো দূরের কথা মানুষ তার স্বীয় কল্যাণ-অকল্যাণ বুঝতেও সক্ষম নয়। তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কেও একমাত্র আল্লাহ তাআলারই পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে।

৩৩৮. মূলত এখানে 'কুরসী' শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব বুঝানোর জন্য রূপকভাবে 'কুরসী' শব্দ ব্যবহৃত হয়। উর্দু ভাষায়ও 'কুরসী' শব্দটি দ্বারা ক্ষমতা ও রাষ্ট্রশক্তি বুঝানো হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় এ মর্মে 'গদি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

৩৩৯. এ আয়াতটি 'আয়াতুল কুরসী' নামে মশহুর। আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলার যে পরিপূর্ণ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে যার নযীর অন্য কোনো আয়াতে পাওয়া যায় না। তাই হাদীস শরীফে আয়াতটিকে কুরআন মাজীদের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এ আয়াতটি কুরআন এর সর্ববৃহত আয়াত। হাদীসেও এ আয়াতের অনেক ফযিলত ও বরকত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (স) উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কুরআনের মধ্যে কোন্ আয়াতটি সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ? উবাই ইবনে কা'ব আরয করলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। রাসূল (স) তা সমর্থন করে বললেন—হে আবুল মান্‌যার ! তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।

হযরত আবু যর (রা) রাসূল (স)-এর কাছে জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) কুরআনের বৃহত্তম আয়াত কোন্‌টি ? রাসূল (স) বললেন, 'আয়াতুল কুরসী।'
–(ইবনে কাসির)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূল করীম (স) এরশাদ করেছেন, সূরা বাকারায় এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা কুরআনের অন্য সব আয়াতের সরদার বা নেতা, সে আয়াতটি যে ঘরে পড়া হয়, সে ঘর থেকে শয়তান বেরিয়ে যায়।

নাসায়ী শরীফে এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূল (স) এরশাদ করেছেন যে লোক প্রত্যহ ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথ একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো অন্তরায় থাকে না, অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে জান্নাতের ফলাফল আরাম-আয়েশ ভোগ করতে শুরু করবে।

এ আয়াতে মহান পরওয়াদেগার আল্লাহ জাল্লা-শা-নুহুর একক অস্তিত্ব, তাওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে। যাতে আল্লাহর অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া, আল্লাহর সত্তার অপরিহার্যতা, তার অসীম-অনন্তকাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী হওয়া, যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো কথা বলতে না পারা, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তাঁর যাবতীয় বস্তুকে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোনো ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া কোনো প্রকাশ্য কিংবা গোপন বস্তু কিংবা কোনো অণু-পরমাণু বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে পারে না, এটাই সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু।–(মা'আরেফুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৬৭৬)

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এখানে কোন্ প্রসংগে আল্লাহ তাআলার মূল সত্তা ও গুণাবলীর আলোচনা এসেছে ? বিষয়টি বুঝার জন্য ৩২ রুকূ' থেকে বক্তব্যের যে ধারা চলে আসছে, তার উপর দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন। প্রথমে মুসলমানদেরকে সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং সেসব দুর্বলতা থেকে বেঁচে থাকতে তাকীদ করা হয়েছে, যেসব দুর্বলতার শিকার হয়েছিল বনী ইসরাঈল। অতপর এ মূল সত্যটি বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, বিজয় ও সাফল্য জনশক্তি ও সাজ-সরঞ্জামের আধিক্যের উপর নির্ভরশীল নয় ; বরং ঈমান, ধৈর্য, সংযম ও দৃঢ় সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। অতপর জিহাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার যে হিকমত নিহিত রয়েছে তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষের একটি দলকে অপর দলের সাহায্যে প্রতিহত করতে থাকেন। আর যদি একটি দলই স্থায়ীভাবে কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকতো তাহলে অন্যান্য মানুষের জীবন ধারণ কঠিন হয়ে পড়তো।

অতপর সেই সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে, যা সর্বদা অজ্ঞ লোকদের অন্তরে দানা বেঁধে থাকে। তাহলো—আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যকার মতভেদ, মতপার্থক্য ও ঝগড়া-বিবাদ মেটানোর জন্যই যদি নবী-রাসূল পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে দেখা যায় নবী-রাসূলদের আগমনের পরও মতভেদ ও বিবাদ-বিসম্বাদ মেটে না। তাহলে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ কি এতই দুর্বল যে, তিনি এগুলো দূর করতে চেয়েও দূর করতে পারেননি ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, বলপূর্বক মতভেদ-মতপার্থক্য দূর করা

قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ

অবশ্যই হিদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে গোমরাহী থেকে। সুতরাং যে কেউ তাগূতকে অস্বীকার করবে[৩৪১] এবং ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র উপর

قَدْ تَّبَيَّنَ –অবশ্যই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে ; الرُّشْدُ–(ال+رشد) হিদায়াত, সুপথ ; مِنَ –থেকে; الْغَيِّ–(ال+غى) গোমরাহী, পথভ্রষ্টতা, ভ্রান্তি ; فَمَنْ–(ف+من) সুতরাং যে কেউ; يَّكْفُرْ –অস্বীকার করবে ; بِالطَّاغُوْتِ–(ب+ال+طاغوت)–তাগূতকে; وَ –এবং; يُؤْمِنْ –ঈমান আনবে ; بِاللّٰهِ–(ب+الله) আল্লাহ্‌র প্রতি ;

এবং মানুষকে বলপ্রয়োগে একটি বিশেষ পথে পরিচালনা করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয় ; যদি আল্লাহ্‌র এরূপ ইচ্ছা হতো তাহলে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার কারো কোনো ক্ষমতাই থাকতো না। অতপর একটি বাক্যের মাধ্যমে সেদিকেও ইংগীত করা হয়েছে, যে মূল বিষয়বস্তুর মাধ্যমে আলোচনা শুরু করা হয়েছিল।

তারপর এখানে ইরশাদ হচ্ছে যে, মানুষের আকীদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যতোই পার্থক্য থাক না কেন, আসল ও প্রকৃত সত্য যার উপর আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত আছে, যা অত্র আয়াতেই বিবৃত হয়েছে, মানুষের মতপার্থক্য সেই প্রকৃত সত্যে এক বিন্দু পরিমাণও পরিবর্তন হবে না। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এটা নয় যে, তা মেনে নেয়ার জন্য মানুষের উপর বলপ্রয়োগ করা হবে এবং তাদেরকে এজন্য বাধ্য করা হবে। যে সেই প্রকৃত সত্যকে মেনে নেবে সে নিজেই উপকৃত হবে, আর যে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩৪০. অর্থাৎ কাউকে ঈমান আনার জন্য বাধ্য করা যাবে না। এখানে 'দ্বীন' শব্দ দ্বারা আল্লাহ সম্পর্কিত সেই আকীদাকে বুঝানো হয়েছে যা ইতিপূর্বে 'আয়াতুল কুরসী'তে বর্ণিত হয়েছে এবং উল্লেখিত আকীদার উপর যে পূর্ণাংগ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত তাও বুঝানো হয়েছে। অত্র আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের বিশ্বাসগত, নৈতিক ও কর্মগত যে ব্যবস্থা রয়েছে তা কোনো অমুসলিম ব্যক্তির উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া যাবে না। এটা এমন কোনো বিষয়ই নয় যেমন কারো মাথায় বোঝা চাপিয়ে দেয়া যায়।

৩৪১. 'তাগূত' শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজ বৈধতার সীমালংঘন করেছে। কুরআন মাজীদের পরিভাষায় 'তাগূত' বলা হয় সেই বান্দাহকে যে স্বীয় দাসত্বের সীমালংঘন করে নিজেই প্রভু বা মনিব হওয়ার দাবি করে এবং প্রভুর অন্যান্য দাসকে নিজের দাসত্বে নিয়োজিত করে। আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় তাঁর একজন দাসের নাফরমানী ও বিদ্রোহের তিনটি পর্যায় রয়েছে, প্রথম পর্যায় হলো, বান্দাহ নীতিগতভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য করাকে সত্য বলে স্বীকার করে ;

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

সে এমন মজবুত রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করলো যা ছিন্ন হওয়ার নয় ; আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।

(২৫৭) اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

২৫৭. আল্লাহ-ই তাদের অভিভাবক যারা ঈমান এনেছে, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন,[৩৪২]

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ

আর যারা কুফরী করে 'তাগূত' তাদের অভিভাবক।[৩৪৩] এরা তাদেরকে বের করে নেয় আলো থেকে

فقد–অবশ্যই: استمسك–সে দৃঢ়ভাবে ধারণ করলো ; بالعروة–(ب+ال+عروة)-রশি; الوثقى–(ال+وثقى) মজবুত ; لَا انْفِصَامَ–ছিন্ন হওয়ার নয় ; لَهَا–যা ; وَاللّٰهُ–আর আল্লাহ ; سَمِيْعٌ–সর্বশ্রোতা; عَلِيْمٌ–সর্বজ্ঞানী। (২৫৭) اَللّٰهُ–আল্লাহ ; وَلِيُّ–অভিভাবক; الَّذِيْنَ–তাদের যারা; اٰمَنُوْا–ঈমান এনেছে; يُخْرِجُهُمْ–(يخرج+هم) তিনি তাদের বের করে আনেন ; مِنَ–থেকে ; الظُّلُمٰتِ–(ال+ظلمت) অন্ধকার; اِلَى النُّوْرِ–(الى+ال+نور) আলোতে ; وَ–আর ; الَّذِيْنَ–যারা ; كَفَرُوْا–কুফরী করে ; اَوْلِيٰٓـئُهُمْ–(اوليا ء+هم) তাদের অভিভাবক ; الطَّاغُوْتُ–(ال+طاغوت) তাগূত ; يُخْرِجُوْنَهُمْ–(يخرجون+هم) তারা বের করে নেয় তাদেরকে ; مِنَ–থেকে ; النُّوْرِ–(ال+نور) আলো ;

কিন্তু কার্যত তার বিপরীত করে, এটাকে বলা হয় ফিস্ক। দ্বিতীয় পর্যায় হলো, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে নীতিগতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেই স্বেচ্ছাচারী হয়ে বসে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করা শুরু করে, এটা হলো কুফরী। তৃতীয় পর্যায় হলো, সে প্রকৃত মালিক ও প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অথবা তাঁর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে (নাস্তিক হয়ে) তাঁর রাজ্যে ও প্রজাদের উপর নিজের নির্দেশ কার্যকরী করতে থাকে। এ তৃতীয় পর্যায়ে যে বান্দাহ পৌঁছে যায়, তাকেই তাগূত বলা হয়। কোনো ব্যক্তি সঠিক অর্থে মু'মিন হওয়ার দাবি করতে পারে না, যতোক্ষণ না সে এ 'তাগূতের' অস্বীকারকারী হবে।

৩৪২. 'যুলুমাত' তথা অন্ধকার দ্বারা অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকার উদ্দেশ্য যার কারণে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে স্বীয় কল্যাণ ও সাফল্যের পথ থেকে দূরে চলে যায় এবং মূল

إِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ○

অন্ধকারের দিকে ; তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তাতেই তারা চিরদিন থাকবে।

إِلَى–দিকে; الظُّلُمٰتِ–(ال+ظلمت)–অন্ধকারের; أُولٰٓئِكَ–তারাই ; أَصْحٰبُ –অধিবাসী; النَّارِ –(ال+نار)–জাহান্নামের ; هُمْ–তারা ; فِيهَا –তাতে ; خٰلِدُونَ–চিরদিন থাকবে, স্থায়ী হবে।

সত্যের বিপরীত চলে নিজের সমস্ত শক্তি-প্রচেষ্টাকে ভুল পথে ব্যয় করতে থাকে। আর 'নূর' তথা আলো দ্বারা সেই সত্যের জ্ঞানকেই বুঝানো হয়েছে, যে আলোতে মানুষ নিজের স্রষ্টা, নিজের ও বিশ্বজাহানের মূল সত্য এবং নিজ জীবনের মূল উদ্দেশ্যকে পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করে সে অনুযায়ী স্বীয় জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

৩৪৩. 'তাগূত' শব্দটিকে এখানে তার বহুবচন 'তাওয়াগীত' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র একটি তাগূতের জিঞ্জীরেই আবদ্ধ হয় না ; বরং অনেক 'তাগূত'-ই তার উপর চেপে বসে। এক তাগূত হলো শয়তান। সে মিথ্যা ও নিত্য নতুন প্রলোভনকে মনোরম মোড়কে তার সামনে পেশ করে। দ্বিতীয় 'তাগূত' হলো মানুষের স্বীয় নফস, যা মানুষকে আবেগ ও লালসার গোলাম বানিয়ে নিয়ে তাকে জীবনের বক্র পথসমূহে টেনে নিয়ে ফেরে। এভাবে অসংখ্য 'তাগূত' জগতে ছড়িয়ে আছে—আল্লাহর বিধানের অবাধ্য স্ত্রী ও সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বেরাদার ও বংশ, বন্ধু-বান্ধব সমাজ-জাতি, নেতা-দেশ, শাসক ইত্যাকার সবই মানুষের জন্য এক একটি 'তাগূত'। এ তাগূতসমূহের প্রত্যেকটিই মানুষকে নিজ উদ্দেশ্যর দাসত্ব করাতে থাকে। মানুষ এ অসংখ্য মালিকের দাস হয়ে কোন্ প্রভুকে সন্তুষ্ট করবে এবং কোন্ প্রভুর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করবে এ ধান্ধায় ব্যস্ত থাকে।

৩৪ রুকূ' (আয়াত ২৫৪-২৫৭)-এর শিক্ষা

১। আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার উপর অনেক ইবাদাত ও মুয়ামালাত নির্ভরশীল। তাই গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার এখনই সময়, পরকালে কোনো ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, তাই তখন সম্পদও কোনো কাজে আসবে না।

২। আখিরাতের সেই কঠিন দিনে বন্ধুত্বও কোনো কাজে আসবে না। কারো সুপারিশও কোনো কাজে লাগবে না ; তবে আল্লাহ যদি কাউকে সুপারিশ করার জন্য অনুমতি দেন, সেই একমাত্র সুপারিশ করতে পারবে।

৩। 'আয়াতুল কুরসী' থেকে নিম্নোক্ত শিক্ষা পাওয়া যায়।

(ক) আল্লাহ্ই একমাত্র ইলাহ হওয়ার যোগ্য সত্তা।

(খ) তিনি সদা-সর্বদা জীবিত চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব।

(গ) তিনি নিজে নিজেই বিদ্যমান।

(ঘ) আল্লাহ তাআলা শ্রান্তি-ক্লান্তি, তন্দ্রা, নিদ্রা ইত্যাদি সৃষ্টিগত দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

(ঙ) আকাশ ও যমীনের মধ্যকার সবকিছুর তিনিই একমাত্র অধিকারী।

(চ) আখিরাতের বিচার দিনে তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউই কোনো ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারবে না।

(ছ) অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সম্পর্কে একমাত্র তিনিই অবগত।

(জ) আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের কোনো অংশবিশেষ কেউ আয়ত্ত করতে পারে না, তবে তিনি কাউকে যদি কিছু জ্ঞান দান করেন কেবল সে-ই ততটুকু জ্ঞান পেতে পারে।

(ঝ) আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে।

(ঞ) আল্লাহ তাআলার পক্ষে আসমান-যমীনের হিফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণ কোনো প্রকার কঠিন ও আয়াসসাধ্য কাজ নয়।

(ট) তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও অতিশয় মহান।

৪। (ক) দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কারো উপর কোনোরূপ জোর-জবরদস্তি করা যাবে না ; তবে যারা দ্বীনকে গ্রহণ করে নিয়েছে তাদেরকে তা পালন করার জন্য অবশ্যই তাকীদ দিতে হবে।

(খ) দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করার পর কেউ তার বিধি-নিষেধ মান্য করতে অনীহা প্রকাশ করলে সরকারী কর্তৃপক্ষ অবশ্যই তা মান্য করতে তাকে বাধ্য করবে।

৫। নবী-রাসূলদের মাধ্যমে হিদায়াত ও গোমরাহীর পথকে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তা গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে মানুষের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

৬। যারা তাগূতকে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র পথে দৃঢ়ভাবে চলবে, তাদের কোনো প্রকার সত্য বিচ্যুতির ভয় নেই।

৭। মু'মিনদের অভিভাবক একমাত্র আল্লাহ। তিনি তাদেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন।

৮। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হলো 'তাগূত'। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়।

﴿٢٥٨﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ م

২৫৮. তুমি কি দেখোনি[৩৪৪] তাকে, যে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিল ইবরাহীমের সাথে[৩৪৫] তার প্রতিপালকের ব্যাপারে ? এজন্য যে, তাকে আল্লাহ রাজত্ব দিয়েছিলেন।[৩৪৬]

(২৫৮) الم تر-(ا+لم+تر) তুমি কি দেখোনি; الى الذى -তাকে, যে ; حاج -বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিল; ابرهم -ইবরাহীমের সাথে ; فى -ব্যাপারে ; ربه -(رب+ه) -তার প্রতিপালক; ان -এজন্য যে ; اته -(اتى+ه) তিনি তাকে দিয়েছিলেন; الله -আল্লাহ; الملك -(ال+ملك) রাজত্ব ;

৩৪৪. উপরে দাবি করা হয়েছিল যে, মুমিনের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ তাআলা। তিনি তাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। আর কাফিরদের সাহায্যকারী হলো তাগূত। তারা তাকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়। এখানে তা সুস্পষ্ট করার জন্য উপমাস্বরূপ তিনটি ঘটনা পেশ করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম উপমা এমন এক ব্যক্তির যার সামনে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে মূল সত্য পেশ করা হয়েছে এবং সে এ যুক্তি-প্রমাণের মুকাবিলায় নির্বাক (নিরুত্তর) হয়ে গেছে। কিন্তু সে যেহেতু "তাগূত"-এর হাতে তার লাগাম দিয়ে রেখেছে সেহেতু সত্য তার সামনে প্রতিভাত হয়ে যাওয়ার পরও আলোতে না এসে বরং অন্ধকারেই ঘুরে মরতে থাকলো।

পরবর্তী দুটো উপমা এমন দুই ব্যক্তির যারা আল্লাহ্র সাহায্যের দিকে হাত বাড়িয়েছে, তাই আল্লাহও তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে এনেছেন এবং পর্দার অন্তরালে গোপন সত্যকেও তাদেরকে চাক্ষুষভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন।

৩৪৫. বাদানুবাদে লিপ্ত ব্যক্তিটি 'নমরূদ', যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মাতৃভূমি ইরাকের বাদশাহ ছিল। এখানে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, বাইবেলে তার প্রতি কোনো ইংগীত নেই, তবে তালমূদে এর পূর্ণ বিবরণ উল্লেখিত আছে এবং তার সাথে কুরআন মাজীদের যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা নমরূদের রাজ-দরবারের প্রধান কর্মকর্তা (Chief Officer of the State) ছিলো। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন প্রকাশ্যে শিরকের বিরোধিতা ও তাওহীদের প্রচার আরম্ভ করলেন এবং মন্দিরে ঢুকে মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন। তখন তাঁর পিতা স্বয়ং বাদশাহর দরবারে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলো, তারপরই নমরূদের সাথে এখানে উল্লেখিত কথোপকথন হয়েছিল।

৩৪৬. অর্থাৎ এ বিবাদের কারণ ছিল—ইবরাহীম (আ) কাকে নিজের প্রতিপালক হিসেবে মানেন। আর এ বিবাদের সূত্রপাত এজন্য হয়েছে যে, নমরূদকে আল্লাহ তাআলা শাসন কর্তৃত্বদান করেছিলেন। এখানে উল্লেখিত বাক্য দুটোতে ঝগড়ার যে ধরন-প্রকৃতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, তা বুঝার জন্য নিম্নোক্ত মূল বিষয়গুলো দৃষ্টির সামনে থাকা প্রয়োজন ঃ

এক ঃ অতি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুশরিক সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে 'রব্বুল আরবাব' তথা সকল প্রতিপালকের প্রতিপালক ও সকল খোদার খোদা, পরমেশ্বর হিসেবে মানতো ; কিন্তু তাঁকেই একমাত্র প্রতিপালক, একমাত্র খোদা বা একমাত্র উপাস্য মানতো না।

দুই ঃ আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্বকে মুশরিকরা দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে। এর একটি হলো আল্লাহ্‌র অতিপ্রাকৃতিক তথা Super natural ক্ষমতা-কর্তৃত্ব, যার কর্তৃত্ব কার্যকারণ পরম্পরার উপর প্রতিষ্ঠিত। মুশরিকরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ ও সংকট উত্তরণের জন্য এই পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ তাআলার সাথে পুন্যাত্মা, ফেরেশতা, জ্বিন, নক্ষত্র এবং অন্যান্য অগণিত সত্তাকে শরীক করে। তাদের নিকট প্রার্থনা করে। তাদের সামনেই আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ সম্পাদন করে। তাদের আস্তানায় নজর-নেয়াজ পেশ করে।

আর তার অপরটি হলো, তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের ক্ষমতা কর্তৃত্ব। জীবন বিধান নির্ধারণ ও নির্দেশের আনুগত্য লাভের অধিকার এ ধরনের ক্ষমতা কর্তৃত্বের অধীনে থাকে পার্থিব যাবতীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে নির্দেশ জারী করার পূর্ণ এখতিয়ার। এ দ্বিতীয় প্রকারের খোদায়ী কর্তৃত্বকে দুনিয়ার সকল মুশরিক আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অথবা তার সাথে রাজ-পরিবার, ধর্মীয় পুরোহিত এবং সমাজের পূর্বাপর নেতাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। অধিকাংশ রাজ-পরিবার এ দৃষ্টিকোণ থেকে খোদায়ীর দাবিদার হয়েছে। তাদের এ দাবিকে শক্তিশালী করার জন্য এরা নিজেদেরকে প্রথম অর্থে খোদায়ীর দাবিদারদের সন্তান বলে দাবি করেছে। এ ব্যাপারে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো চক্রান্তে অংশগ্রহণ করেছে।

তিন ঃ নমরূদের খোদায়ী দাবিও উপরোল্লিখিত দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকারকারী ছিলো না। সে তো এমন দাবি করেনি যে, আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্ব ব্যবস্থাপক সে। তার বক্তব্য এও ছিলো না যে, বিশ্বের যাবতীয় কার্যকারণ পরম্পরার উপর তার কর্তৃত্ব রয়েছে। বরং তার দাবি ছিল—ইরাক রাজ্য ও তার অধিবাসীদের একমাত্র অধিপতি ও শাসক আমি, আমার মুখের কথাই আইন, আমার উপর এমন কারো ক্ষমতা কর্তৃত্ব নেই, যার সামনে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। ইরাকের এমন প্রত্যেক বাসিন্দাই দেশদ্রোহী ও গাদ্দার বলে বিবেচিত হবে, যে এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাকে 'রব' মেনে না নিবে অথবা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে রব মানবে।

إِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ أَنَا أُحْيِ وَأُمِيْتُ ۗ

যখন ইবরাহীম বলেছিল, আমার প্রতিপালক তো তিনি যিনি জীবনদান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বললো, আমিও জীবনদান করি ও মৃত্যু ঘটাই।

قَالَ إِبْرٰهِمُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا

ইবরাহীম বললো, আল্লাহ তো নিশ্চিতভাবে সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদিত করেন, সুতরাং তুমি তা উদিত করো

مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

পশ্চিম দিক থেকে ! তখন সে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো যে কুফরী করেছিল।[৩৪৭] আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।

إِذْ–যখন ; قَالَ –বলেছিল ; إِبْرٰهِمُ –ইবরাহীম ; رَبِّيَ –(رب+ى) আমার প্রতিপালক; الَّذِيْ–তিনি যিনি; يُحْيِ–জীবনদান করেন ; وَ–এবং ; يُمِيْتُ–মৃত্যু ঘটান ; قَالَ –সে বললো; أَنَا–আমি; أُحْيِ–জীবন দান করি; وَ–এবং; أُمِيْتُ–মৃত্যু ঘটাই; قَالَ–বললো; إِبْرٰهِمُ–ইবরাহীম; فَإِنَّ–নিশ্চিতভাবে; اللّٰهَ–আল্লাহ; يَأْتِيْ–উদিত করেন, আনেন; بِالشَّمْسِ–(ب+ال+شمس) সূর্যকে; مِنَ–থেকে; الْمَشْرِقِ–(ال+مشرق)-পূর্বদিক; فَأْتِ–(ف+ات) সুতরাং তুমি উদিত করো, আনো; بِهَا–তা; مِنَ–থেকে; الْمَغْرِبِ–(ال+مغرب) পশ্চিম দিক ; فَبُهِتَ–(ف+بهت) তখন সে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো; الَّذِيْ –যে; كَفَرَ–কুফরী করেছিল ; وَ–আর ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; لَا يَهْدِي–হিদায়াত দান করেন না; الْقَوْمَ–(ال+قوم) সম্প্রদায়কে ; الظّٰلِمِيْنَ–(ال+ظلمين) যালিম।

চার ঃ ইবরাহীম (আ) যখন বললেন, আমি একমাত্র বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তাআলাকেই মাবুদ ও রব মানি, আর তাঁকে ছাড়া অন্য সকল প্রভু ও উপাস্যের অস্বীকারকারী, তখন শুধু এ প্রশ্নই দেখা দেয়নি যে, জাতীয় ধর্ম ও ধর্মীয় উপাস্যদের ব্যাপারে ইবরাহীম (আ)-এর নতুন আকীদা-বিশ্বাস কতোটুকু সহ্য করার মতো ; বরং এ প্রশ্নও দেখা দিয়েছে যে, নমরূদের রাষ্ট্র ও তার কেন্দ্রীয় ক্ষমতা-কর্তৃত্বের উপর ইবরাহীম (আ)-এর নতুন আকীদার দ্বারা যে আঘাত আসবে তাকে কি করে পাশ কাটানো যায়। আর এজন্যই ইবরাহীম (আ)-কে দেশদ্রোহিতার অপরাধে নমরূদের সামনে আনয়ন করা হয়।

৩৪৭. নমরূদের সাথে বাদানুবাদে ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম বাক্যে একথা যদিও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো রব নেই, তারপরও নমরূদের

(২৫৯) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي

২৫৯. অথবা (তুমি কি দেখোনি) এমন ব্যক্তিকে, যে এমন এক জনপদ অতিক্রম করছিল এমন অবস্থায় যে, তার বাড়ি-ঘরগুলো ধ্বংস হয়ে ছাদের উপর উপুড় হয়ে পড়েছিল ?[৩৪৮] সে বললো, কিভাবে জীবিত করবেন

هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ

আল্লাহ একে এর মৃত্যুর পর ![৩৪৯] অতপর আল্লাহ তাকে এক শত বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন ; তারপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন ; বললেন–

(২৫৯) أَوْ–অথবা ; كَالَّذِي–(ك+الذى) এমন ব্যক্তিকে যে ; مَرَّ–অতিক্রম করছিল; عَلَىٰ قَرْيَةٍ–(على+قرية) এক জনপদ ; وَ–এবং ; هِيَ–সেগুলো ; خَاوِيَةٌ–ধ্বংস হয়ে উপুড় হয়ে পড়েছিল ; عَلَىٰ–উপর ; عُرُوشِهَا–এগুলোর ছাদের উপর ; قَالَ–সে বললো; أَنَّىٰ–কিভাবে; يُحْيِي–জীবিত করবেন; هَٰذِهِ–একে ; اللَّهُ–আল্লাহ; بَعْدَ–পর; مَوْتِهَا–(موت+ها) তার মৃত্যুর ; فَأَمَاتَهُ–(ف+امات+ه)–অতপর তিনি তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন ; اللَّهُ–আল্লাহ ; مِائَةَ–এক শত ; عَامٍ–বছর ; ثُمَّ–তারপর ; بَعَثَهُ–(بعث+ه) তিনি তাকে পুনর্জীবিত করলেন ; قَالَ–তিনি বললেন ;

হঠকারী ও নির্লজ্জ জবাবের কারণে ইবরাহীম (আ) যখন দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ করলেন তখন আর তার হঠকারিতার কোনো সুযোগই রইলো না। নমরূদ নিজেও জানতো যে, চন্দ্র-সূর্য সেই মহান আল্লাহ্‌রই নির্দেশের অধীন যাকে ইবরাহীম (আ) রব বলে মেনে নিয়েছেন ; এরপর তার বলার আর কি থাকতে পারে ? কিন্তু এভাবে যে অমোঘ সত্য তার সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠছিল তাকে গ্রহণ করে নেয়ার অর্থ তার স্বাধীন-স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা-কর্তৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানো, যার জন্য তার সীমালংঘনকারী মানসিকতা মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। কাজেই তার পক্ষে নির্বাক-নিরুত্তর হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। আত্মপূজার অন্ধকার ডিঙিয়ে সত্য পূজার আলোতে আসা তার পক্ষে সম্ভবপর হলো না। সে যদি তাগূতের পরিবর্তে আল্লাহকে নিজের অভিভাবক ও সাহায্যকারী বানিয়ে নিতো, তাহলে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ তাবলীগের পর তার জন্য সঠিক পথটি উন্মুক্ত হয়ে যেতো।

তালমূদে বর্ণিত আছে যে, তারপর নমরূদের নির্দেশে ইবরাহীম (আ)-কে কারারুদ্ধ করা হলো। দশ দিন তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। অতপর বাদশাহর পরামর্শ পরিষদ তাঁকে জীবিত অগ্নিদগ্ধ করার সিদ্ধান্ত পেশ করলো। এরপরই তাঁকে জ্বলন্ত অগ্নি গহ্বরে নিক্ষেপ করার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনা কুরআন মাজীদের সূরা আল আম্বিয়ার ৫ম রুকূ'; সূরা আল আনকাবূতের ২-৩ রুকূ' এবং সূরা আস সাফফাতের ৪র্থ রুকূ'তে বর্ণিত হয়েছে।

৩৪৮. ধ্বংসপ্রাপ্ত বসতি এলাকা কোন্‌টি ছিলো এবং লোকটিই বা কে ছিলো—তা জানার প্রয়োজন নেই। এখানে জানার বিষয় হলো ঘটনা উল্লেখের উদ্দেশ্য। তাহলো,

كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ

তুমি কতোকাল অবস্থান করলে ? সে বললো, একদিন বা এক দিনের অংশবিশেষ তিনি বললেন, তুমি বরং অবস্থান করেছো

مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ

এক শত বছর। অতএব তুমি দৃষ্টিপাত করো তোমার খাদ্যের প্রতি এবং তোমার পানীয়ের প্রতি, যা পঁচে যায়নি ; আর দেখো তোমার গাধার প্রতি

وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا

আর (এটা এজন্য করেছি) যাতে তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন বানাতে পারি ;[৩৫০] তারপর দেখো হাড়গুলোর প্রতি, কিভাবে আমি এগুলোকে সংযোজিত করি অতপর আবরণ পরাই

كم –কতোকাল ; لبثت –তুমি অবস্থান করেছিলে; قال –সে বললো ; لَبِثْتُ –আমি অবস্থান করেছিলাম ; يَوْمًا –একদিন ; أَوْ –অথবা; بَعْضَ يَوْمٍ –দিনের অংশবিশেষ; قَالَ –তিনি বললেন; بَلْ –বরং ; لَبِثْتَ –তুমি অবস্থান করেছো ; مِائَةَ –এক শত; عَامٍ –বছর; فَانْظُرْ –অতএব তুমি দৃষ্টিপাত করো ; اِلٰى –প্রতি ; طَعَامِكَ –(طعام+ك) তোমার খাদ্যের ; وَ –এবং ; شَرَابِكَ –(شراب+ك) তোমার পানীয়ের ; لَمْ يَتَسَنَّهْ –তা পঁচে যায়নি; وَ –আর; اُنْظُرْ –দেখো; اِلٰى –প্রতি ; حِمَارِكَ –(حمار+ك) –তোমার গাধার ; وَ –আর ; لِنَجْعَلَكَ –(ل+نجعل+ك) যাতে আমি বানাতে পারি তোমাকে; اٰيَةً –নিদর্শন; لِلنَّاسِ –(ل+ال+ناس) –মানুষের জন্য; وَ –আর; اُنْظُرْ –দেখো; اِلٰى –প্রতি ; الْعِظَامِ –(ال+عظام) –হাড়গুলোর ; كَيْفَ –কিভাবে ; نُنْشِزُهَا –(ننشز+ها) –তা সংযোজিত করি ; ثُمَّ –অতপর ; نَكْسُوْهَا –(نكسو+ها) –আবরণ পরাই ;

যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে স্বীয় অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, তাকে আল্লাহ কিভাবে আলো দান করেছেন। ব্যক্তি ও স্থান নির্ণয় করার না আমাদের নিকট কোনো মাধ্যম রয়েছে আর না এতে আছে কোনো উপকারিতা। অবশ্য পরবর্তী বর্ণনায় এটা প্রকাশ পেয়েছে যে, যার কথা উল্লেখিত হয়েছে তিনি নিশ্চয় কোনো নবী ছিলেন।

৩৪৯. এ প্রশ্নের দ্বারা এটা বুঝায় না যে, সে বুযর্গ ব্যক্তি মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করেন বা তাঁর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল। বরং তিনি মূল সত্যকে চাক্ষুষভাবে উপলব্ধি করতে চাচ্ছিলেন, যেমনি আম্বিয়া (আ)-কে প্রত্যক্ষ করানো হয়ে থাকে।

لَحْمًا ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۙ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

গোশতের ; অতপর তার নিকট যখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো (সত্য) সে বললো, "আমি জানি, আল্লাহ অবশ্যই প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।"

(২৬০) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ

২৬০. আর (স্মরণ করো) যখন ইবরাহীম বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখান কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি বললেন,

أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ

তুমি কি বিশ্বাস করো না ? সে বললো, হাঁ, তবে যাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে ;[৩৫১] তিনি বললেন, তাহলে ধরে আনো

أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ

চারটি পাখি ; তারপর তোমার বশীভূত করে নাও সেগুলোকে, এরপর রেখে দাও বিভিন্ন পাহাড়ের উপর

لحما–গোশতের ; فلمّا–(ف+لما) অতপর যখন ; تبيّن–সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো ; له–তার নিকট ; قَالَ–সে বললো ; أَعْلَمُ–আমি জানি ; أَنَّ–অবশ্যই ; اللّٰهَ–আল্লাহ; عَلٰى–উপর ; كُلِّ–প্রত্যেক ; شَيْءٍ–বস্তুর ; قَدِيرٌ–সর্বশক্তিমান। (২৬০) وَ–আর; إِذْ–যখন; قَالَ–বললো ; إِبْرٰهِمُ–ইবরাহীম ; رَبِّ–হে আমার প্রতিপালক; أَرِنِي–(أر+نى) আমাকে দেখান; كَيْفَ–কিভাবে; تُحْيِ–আপনি জীবিত করেন; الْمَوْتٰى–(ال+موتى) মৃতকে ; قَالَ–তিনি বললেন ; أَوَلَمْ تُؤْمِنْ–(ا+و+لم+تؤمن) তুমি কি বিশ্বাস করো না ? قَالَ–সে (ইবরাহীম) বললো ; بَلٰى–হাঁ; وَلٰكِنْ–তবে ; لِيَطْمَئِنَّ–যাতে প্রশান্তি লাভ করে ; قَلْبِي–(قلب+ى) আমার অন্তর; قَالَ–তিনি বললেন; فَخُذْ–(ف+خذ) তাহলে ধরে আনো, ধরো লও ; أَرْبَعَةً–চারটি ; مِنَ–থেকে; الطَّيْرِ–(ال+طير) পাখি ; فَصُرْهُنَّ–(ف+صر+هن) তারপর বশীভূত করো সেগুলোকে; إِلَيْكَ–তোমার প্রতি ; ثُمَّ–এরপর ; اجْعَلْ–রেখে দাও; عَلٰى–উপর; كُلِّ–বিভিন্ন; جَبَلٍ–পাহাড়ের ;

৩৫০. শত বছর পূর্বে যার মৃত্যু ঘটেছিল তার জীবিত ফিরে আসাটা তার সমকালীন লোকদের নিকট একটি নিদর্শনই বটে।

৩৫১. অর্থাৎ সেই প্রশান্তি যা প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা লাভ হয়।

مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

সেগুলোকে খণ্ড খণ্ড করে ; তারপর তাদের ডাকো সেগুলো তোমার নিকট দৌঁড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, অবশ্যই আল্লাহ পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ।[৩৫২]

مِنْهُنَّ–সেগুলোকে ; جُزْءًا–খণ্ড খণ্ড করে ; ثُمَّ–তারপর ; ادْعُهُنَّ–তাদের ডাকো; يَأْتِينَكَ–তোমার নিকট চলে আসবে; سَعْيًا–দৌঁড়ে ; وَ–আর ; اعْلَمْ–জেনে রাখো; أَنَّ–অবশ্যই ; اللَّهَ–আল্লাহ ; عَزِيزٌ–পরাক্রমশালী ; حَكِيمٌ–মহাবিজ্ঞ।

৩৫২. কেউ কেউ এ ঘটনা এবং পূর্বোক্ত ঘটনাটির অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু আম্বিয়া (আ)-এর সাথে আল্লাহ তাআলার সম্পর্কের যে ধরন তা ভালোভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল করে নিতে পারলে এ সম্পর্কে কোনো গোঁজামিলপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ মু'মিনদের দুনিয়ার জীবনে ঈমানের যে দাবি পূরণ করতে হয়, সেজন্য দুনিয়ার জীবনে তথা অদৃশ্যে ঈমান আনাই যথেষ্ট। কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে যে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য সেসব মূল সত্যসমূহ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন যে সত্যের প্রতি ঈমান আনার জন্য তাঁরা দুনিয়াবাসীকে দাওয়াত দিতে আদিষ্ট হয়েছেন। তাঁদেরকে তো দুনিয়াবাসীকে সর্বশক্তি দিয়ে একথা বলতে হয় যে, তোমরা তো আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে বলছো ; কিন্তু আমরা তো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেই বলছি। তোমাদের নিকট রয়েছে অনুমান আর আমাদের নিকট রয়েছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ; তোমরা অন্ধ, আর আমরা চক্ষুষ্মান। এজন্যই আম্বিয়ায়ে কিরামের সামনে ফেরেশতারা প্রকাশ্যে আসতেন। নবীদেরকে আসমান-যমীনে পরিচালন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে। তাঁদেরকে জান্নাত ও জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখানো হয়েছে এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনও প্রদর্শনী করে দেখানো হয়েছে। নবীগণ নবুওয়াতের দায়িত্ব আসার পূর্বেই ঈমান বিল গায়েবের পর্যায় অতিক্রম করে থাকেন ; নবুওয়াতের দায়িত্ব আসার পর তাঁরা ঈমান বিশ শাহাদাত তথা চাক্ষুষ জ্ঞানের মাধ্যমে ঈমানের নিয়ামত প্রাপ্ত হন। আর এ নিয়ামত শুধুমাত্র তাঁদের জন্য নির্ধারিত। (বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা হূদের টীকা ১৭, ১৮, ১৯ ও ৩৪ দ্রষ্টব্য।)

৩৫ রুকূ' (আয়াত ২৫৮-২৬০)-এর শিক্ষা

১। ইসলাম মানব জাতির জন্য সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত ; আর কুফর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য।

২। কাফির-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করার সবচেয়ে বড় বিপদ হলো তারা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।

৩। ইসলামের সত্যতা প্রকাশের স্বার্থে প্রয়োজনবোধে বিরুদ্ধ শক্তির সাথে বিতর্ক করা বৈধ।

৪। মৃতকে জীবিত করার প্রক্রিয়া দেখতে চাওয়ার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা ছিল তাঁর অন্তরের প্রশান্তির জন্য–অবিশ্বাসের জন্য নয়।

৫। ঈমান ও এতমীনান-এ পার্থক্য রয়েছে। ঈমান সেই ইচ্ছাধীন দৃঢ় বিশ্বাসকে বলে যা মানুষ রাসূল (স)-এর কথায় কোনো অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অর্জন করে। আর 'এতমীনান' অন্তরের সেই দৃঢ় বিশ্বাসকে বলে যা প্রত্যক্ষ কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

৬। আল্লাহ তাআলা 'পরাক্রমশালী' বলে আল্লাহ যে সর্বশক্তিমান তা বুঝানো হয়েছে।

৭। 'হাকীম' তথা প্রজ্ঞাময় বলে বুঝানো হয়েছে যে, কোনো বিশেষ হিকমতের কারণে মানুষকে এ পৃথিবীতে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করে তা প্রত্যক্ষ করানো হয় না ; নচেৎ তা মানুষকে প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন কিছু নয়।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩৬
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-৬

۝٢٦١ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

২৬১. যারা[৩৫৩] নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে[৩৫৪] তার দৃষ্টান্ত একটি শস্যদানার মতো

(٢٦١) مَثَلُ-দৃষ্টান্ত ; الَّذِيْنَ-তাদের ; يُنْفِقُوْنَ-যারা ব্যয় করে; اَمْوَالَهُمْ-(اموال+هم) তাদের সম্পদ ; فِيْ سَبِيْلِ-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র ; كَمَثَلِ-মতো; حَبَّةٍ-একটি শস্যদানার ;

৩৫৩. এখানে আলোচনার ধারাবাহিকতা সেদিকেই অব্যাহত রয়েছে যা ৩২ রুকূ'তে আলোচনা চলছিল। উক্ত আলোচনার প্রারম্ভেই ঈমানদারদের আহ্বান জানানো হয়েছিল যে, যে মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তোমরা ঈমান এনেছো, সেই উদ্দেশ্যের জন্যই তোমাদের জীবন ও সম্পদের কুরবানী স্বীকার করো। তবে যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো দলের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত তাকে নিজ দলীয় বা জাতীয় স্বার্থের উর্ধে উঠে নিছক উন্নত পর্যায়ের একটি নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দ্বিধায় অর্থ ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে না। অর্থ পূজারী লোকেরা অর্থোপার্জনের জন্যই বেঁচে থাকে এবং অর্থ অর্থ করেই জীবনপাত করে এবং যাদের দৃষ্টি সদা-সর্বদা লাভ-লোকসানের দাড়ীপাল্লার উপর নিবদ্ধ থাকে তারা কখনো কোনো মহান উদ্দেশ্যের জন্য কিছু করতে পারে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকে কোনো নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে কিছু ব্যয় করতে দেখা গেলেও প্রথমে তারা নিজের পরিবারের, বংশের বা জাতীয় স্বার্থের হিসাব করে নেয়। এরূপ মানসিকতা সম্পন্ন লোক সেই দীনের পথে এক কদমও অগ্রসর হতে পারে না, যে দীনের চাহিদা হলো—পার্থিব লাভ-ক্ষতি উপেক্ষা করে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কালেমা বুলন্দ করার জন্য নিজের সময়, শক্তি-সামর্থ্য ও অর্জিত অর্থ ব্যয় করা। এ ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক ভিন্নতর নৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন। এজন্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা, বিরাট মনোবল, উদার মন-মানস, সর্বোপরি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা থাকা প্রয়োজন। আর সামষ্টিক জীবনের বিধি-বিধানেও এমন পরিবর্তন আনা প্রয়োজন যাতে ব্যক্তির চরিত্রে অর্থ পূজার পরিবর্তে উল্লেখিত নৈতিক বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করে। এজন্যই এখান থেকে ক্রমাগত তিন রুকূ' পর্যন্ত এ মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে হিদায়াত দান করা হয়েছে।

৩৫৪. সম্পদ ব্যয় নিজ প্রয়োজন পূরণে হোক বা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণে হোক অথবা তা আত্মীয়-স্বজনের দেখা শুনায় ব্যয় হোক, হোক তা অভাবী-দরিদ্রদের

أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ

যা অঙ্কুরিত করে সাতটি শীষ, প্রতি শীষে এক শত শস্যদানা ;
আর আল্লাহ বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন

لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

যাকে ইচ্ছা করেন এবং আল্লাহ অত্যন্ত মুক্তহস্ত[৩৫৫] সর্বজ্ঞ। ২৬২. যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে

ثُمَّ لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى لَّهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ

অতপর তারা যা ব্যয় করেছে তার পেছনে থাকে না কোনো খোঁটা আর না কোনো যন্ত্রনা ; তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রতিদান।

اَنۡۢبَتَتۡ –অঙ্কুরিত করে ; سَبۡعَ –সাতটি ; سَنَابِلَ –শীষ ; فِىۡ –মধ্যে ; كُلِّ –প্রত্যেক; سُنۢبُلَةٍ –শীষে ; مِّائَةُ –এক শত ; حَبَّةٍ –শস্যদানা ; وَ –আর ; اللّٰهُ –আল্লাহ; يُضٰعِفُ –বহু গুণে বৃদ্ধি করেন ; لِمَنۡ –যাকে ; يَّشَآءُ –ইচ্ছা করেন ; وَ –এবং ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; وَاسِعٌ –মুক্তহস্ত, প্রশস্ত; عَلِيۡمٌ –সর্বজ্ঞ। (২৬২) اَلَّذِيۡنَ –যারা ; يُنۡفِقُوۡنَ –ব্যয় করে ; اَمۡوَالَهُمۡ –(اموال+هم) নিজেদের সম্পদ ; فِىۡ سَبِيۡلِ –পথে ; اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র; ثُمَّ –অতপর ; لَا يُتۡبِعُوۡنَ –পেছনে থাকে না ; مَآ اَنۡفَقُوۡا –যা তারা ব্যয় করেছে ; مَنًّا –খোঁটা; وَّ –আর; لَآ اَذًى –না কোনো যন্ত্রনা ; لَهُمۡ –(ل+هم) তাদের জন্য রয়েছে; اَجۡرُهُمۡ –(اجر+هم)–তাদের প্রতিদান ; عِنۡدَ –নিকটে ; رَبِّهِمۡ –(رب+هم)–তাদের প্রতিপালকের ;

সাহায্যার্থে বা জনকল্যাণমূলক কাজে অথবা দীনের প্রচারে ও জিহাদে, যে কোনোভাবেই তা ব্যয় করা হোক না কেন তা যদি আল্লাহ্‌র কানুন মোতাবেক হয় এবং নিছক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৩৫৫. অর্থাৎ যতোটুকু নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মানুষ আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করবে, ঠিক ততোটুকু অধিক প্রতিদান সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পাবে। যে আল্লাহ একটি শস্যদানাতে এতো বরকত দান করেন যে, তা থেকে সাত শত দানার উদগম হতে পারে, তাঁর জন্য এটা মোটেই কঠিন নয় যে, তোমাদের দান-খয়রাতকে একইভাবে বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদের দানের একটি টাকাকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে তোমাদেরকে ফেরত দেবেন। এ মূল সত্যকে বর্ণনা করার পর আল্লাহ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ

আর তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা দুঃখিতও হবে না।[৩৫৬]

২৬৩. বিনম্র কথা বলা এবং ক্ষমা করা উত্তম

مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

সেই দানের চেয়ে, যার পেছনে থাকে যন্ত্রনা ; আর আল্লাহ সম্পদশালী পরম সহিষ্ণু।[৩৫৭] ২৬৪. হে যারা ঈমান এনেছো

وَ–আর; لَا خَوْفٌ–নেই কোনো ভয় ; عَلَيْهِمْ–(على+هم) তাদের ; وَ–আর ; لَا هُمْ–না তারা ; يَحْزَنُونَ–হবে দুঃখিত। (২৬৩) قَوْلٌ–কথা, বক্তব্য ; مَعْرُوفٌ–বিনম্র ; وَ–এবং ; مَغْفِرَةٌ–ক্ষমা ; خَيْرٌ–উত্তম ; مِنْ–চেয়ে ; صَدَقَةٍ–সেই দানের ; يَتْبَعُهَا–(يتبع+ها) যার পেছনে থাকে ; أَذًى–যন্ত্রনা ; وَ–আর ; اللَّهُ–আল্লাহ ; غَنِيٌّ–সম্পদশালী ; حَلِيمٌ–পরম সহিষ্ণু। (২৬৪) يَاأَيُّهَا–(يا+اى+ها) হে ; الَّذِينَ–যারা; آمَنُوا–ঈমান এনেছো ;

তাআলার দুটি গুণবাচক নামের উল্লেখ করা হয়েছে। তার একটি হলো, তিনি 'ওয়াসিউন' তথা মুক্তহস্ত ; তাঁর হাত সংকীর্ণ নয় যে, তোমাদের বাস্তব কাজ যতোটুকু বৃদ্ধি ও প্রতিদান পাবার যোগ্য, তা তিনি দিতে সক্ষম হবেন না। উল্লেখিত দ্বিতীয় গুণ হলো, 'আলীম' তথা সর্বজ্ঞ অর্থাৎ তিনি এমন উদাসীন নন যে, যাকিছু তোমরা ব্যয় করছো এবং যে ধরনের আন্তরিকতার সাথে করছো সে সম্পর্কে তিনি অনবহিত থেকে যাবেন আর তোমরা প্রতিদান থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

৩৫৬. অর্থাৎ তাদের জন্য না কোনো বিপদ রয়েছে, আর না তাদের প্রতিদান বরবাদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর কখনও এমন কোনো অবস্থাও সৃষ্টি হবে না যে, তাদের এ দান-খয়রাতের জন্য লজ্জিত হতে হবে।

৩৫৭. এই একটি বাক্যে দুটো বিষয় বর্ণিত হয়েছে। একটি হলো, আল্লাহ তোমাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী নন। দ্বিতীয় এই যে, আল্লাহ তাআলা যেহেতু অতীব সহনশীল, তাই তিনি এমন লোকদেরকেই পসন্দ করেন যারা নীচ ও সংকীর্ণমনা নয় ; বরং প্রশস্ত হৃদয় ও সহনশীল। যে আল্লাহ তোমাদেরকে অফুরন্ত জীবনোপকরণ দান করেন এবং বারবার অপরাধ করা সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তিনি এমন লোককে কিভাবে পসন্দ করতে পারেন যে কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে খেতে দিলো আর খোঁটা দিতে দিতে তার সম্মানকে ধুলোয় লুটিয়ে দিলো। এ প্রসংগেই হাদীস শরীফে এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির সাথে কথা

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ

তোমরা বরবাদ করো না তোমাদের দান-খয়রাত খোঁটা ও যন্ত্রনা দিয়ে, সেই লোকের মত, যে তার সম্পদ মানুষকে দেখানোর জন্য ব্যয় করে

وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ

এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না ;[৩৫৮] সুতরাং তার উদাহরণ একটি মসৃণ পাথরের মতো তার উপর কিছু মাটি,

فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ

তারপর তার উপর বর্ষিত হলো প্রবল বৃষ্টি, অতপর তাকে রেখে দিলো পরিষ্কার করে;[৩৫৯] তারা যা উপার্জন করেছিল তার কিছুরই তারা অধিকারী হলো না

لَا تُبْطِلُوْا–তোমরা বরবাদ করো না ; صَدَقٰتِكُمْ–(صدقت+كم) তোমাদের দান-খয়রাত; بِالْمَنِّ–(ب+ال+من) খোঁটা দিয়ে ; وَ–ও; الْاَذٰى–(ال+اذى) যন্ত্রনা দিয়ে; كَالَّذِىْ–(ك+الذى) তার মতো ; يُنْفِقُ–ব্যয় করে; مَالَهٗ–(مال+ه) তার সম্পদ; رِئَآءَ–দেখানোর জন্য; النَّاسِ–(ال+ناس) মানুষকে ; وَ–এবং ; لَا يُؤْمِنُ–ঈমান রাখে না ; بِاللّٰهِ–(ب+الله) আল্লাহ্‌র উপর; وَ–ও ; الْيَوْمِ–(ال+يوم) দিবসের উপর; الْاٰخِرِ–(ال+اخر) শেষ ; فَمَثَلُهٗ–(ف+مثل+ه) সুতরাং তার উদাহরণ; كَمَثَلِ–(ك+مثل) মতো ; صَفْوَانٍ–মসৃণ পাথরের; عَلَيْهِ–তার উপর ; تُرَابٌ–কিছু মাটি; فَاَصَابَهٗ–(ف+اصاب+ه) তারপর এর উপর বর্ষিত হলো ; وَابِلٌ–প্রবল বৃষ্টি ; فَتَرَكَهٗ–(ف+ترك+ه) অতপর তাকে রেখে দিলো; صَلْدًا–পরিষ্কার করে ; لَا يَقْدِرُوْنَ–তারা অধিকারী হলো না ; عَلٰى شَىْءٍ–কিছুরই; مِمَّا–(من+ما) তার যা; كَسَبُوْا–তারা উপার্জন করেছিল ;

বলা ও অনুগ্রহের দৃষ্টি তার উপর প্রদান করা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখবেন যে নিজের দানের পরে খোঁটা দিয়ে থাকে।

৩৫৮. তার রিয়াকারী তথা লোক দেখানো কর্মই একথার প্রমাণ যে, সে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না। তার লোক দেখানো কাজ সুস্পষ্টভাবে এ অর্থই প্রকাশ করে যে, সৃষ্টিই তার উপাস্য যার কাছে সে প্রতিদান চায়। আল্লাহ্‌র নিকট সে প্রতিদান পাওয়ার আশাও করে না, আর না তার কোনো বিশ্বাস আছে যে, বিচার দিবসে তার কাজের হিসাব-নিকাশ হবে এবং তাকে প্রতিদান দেয়া হবে।

৩৫৯. উল্লেখিত উদাহরণে বৃষ্টি দ্বারা দান-খয়রাত বুঝানো হয়েছে ; মসৃণ পাথর দ্বারা সেই মন্দ নিয়ত ও প্রেরণাকে বুঝানো হয়েছে যা-সহ দান-খয়রাত করা হয়েছে।

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٢٦٤ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ

আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।[৩৬০] ২৬৫. আর তাদের উদাহরণ যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে–

ابْتِغَاۗءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ

আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সন্ধানে এবং নিজেদের অন্তর সুদৃঢ় করার জন্য উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত বাগানের মতো

اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ

যার উপর বর্ষিত হলো প্রবল বৃষ্টি ; ফলে সেখানে জন্মে দ্বিগুণ ফলমূল। আর যদি প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ নাও হয় তাহলে হালকা বৃষ্টিই যথেষ্ট।[৩৬১]

وَ–আর; اللّٰهُ–আল্লাহ ; لَا يَهْدِى–হিদায়াত দান করেন না ; الْقَوْمَ–(ال+قوم) সম্প্রদায়কে; الْكٰفِرِيْنَ–(ال+كفرين) কাফির। ۝২৬৫ وَ–আর; مَثَلُ–উদাহরণ; الَّذِيْنَ–তাদের; يُنْفِقُوْنَ–যারা ব্যয় করে ; اَمْوَالَهُمْ–(اموال+هم) নিজেদের সম্পদ ; ابْتِغَاۗءَ–সন্ধানে; مَرْضَاتِ–সন্তুষ্টির; اللّٰهِ–আল্লাহ্র; وَ–এবং ; تَثْبِيْتًا–সুদৃঢ় করার জন্য; مِّنْ اَنْفُسِهِمْ–(من+انفس+هم) নিজেদের অন্তর ; كَمَثَلِ–মতো ; جَنَّةٍ–বাগানের; بِرَبْوَةٍ–(ب+ربوة) উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত ; اَصَابَهَا–(اصاب+ها) তার উপর বর্ষিত হলো ; وَابِلٌ–প্রবল বৃষ্টি; فَاٰتَتْ–(ف+اتت) ফলে জন্মে, আসে ; اُكُلَهَا–(اكل+ها) সেখানে ফলমূল; ضِعْفَيْنِ–দ্বিগুণ; فَاِنْ–আর যদি; لَّمْ يُصِبْهَا–(لم+يصب+ها) বর্ষণ নাও হয় ; وَابِلٌ–প্রবল বৃষ্টি ; فَطَلٌّ–(ف+طل) তাহলে হালকা বৃষ্টিও যথেষ্ট ;

আর মাটির হালকা আস্তরণ দ্বারা দান-খয়রাতের বাহ্যিক অবয়বকে বুঝানো হয়েছে যার নিচে নিয়তের খারাবী ঢাকা পড়ে আছে। এ ব্যাখ্যার পর উপমাটি সহজ ও বোধগম্য হয়ে উঠেছে। বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি হলো তার দ্বারা ভূমি সতেজ ও সরস হয় এবং ফসল জন্মায়। কিন্তু সেই সরস মাটির আস্তরণ যদি অত্যন্ত হালকা হয় এবং তার নিচেই কঠিন পাথর থাকে তাহলে বৃষ্টিপাত উপকারী হওয়ার পরিবর্তে অপকারী প্রমাণিত হয়। একইভাবে দান-খয়রাত যদিও সৎকর্ম বিকাশের উপকরণ, তা উপকারী হওয়ার জন্য নিয়তের সততা ও নিষ্ঠা শর্ত। নিয়ত যদি মহৎ না হয় তাহলে করুণার বারি সিঞ্চন শুধুমাত্র ধন-সম্পদের অপচয় ছাড়া কিছুই নয়।

৩৬০. 'কাফির' শব্দ দ্বারা এখানে অকৃতজ্ঞ ও আল্লাহ্র নিয়ামতের অস্বীকারকারীকে বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দেয়া নিয়ামতকে তাঁর পথে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ

আর তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক প্রত্যক্ষকারী। ২৬৬. তোমাদের মধ্যে কেউ কি চায় যে, তার থাকবে একটি খেজুর বাগান

وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ

ও একটি আঙ্গুর বাগান যার নিচ থেকে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে থাকবে তার জন্য প্রত্যেক প্রকার ফল-ফলাদি ;

وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاۤءُ ۖ فَاَصَابَهَاۤ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ

এবং তার উপর আপতিত হবে বার্ধক্য, আর থাকবে তার দুর্বল সন্তান-সন্ততি ; অতপর বয়ে যাবে তাতে প্রবল ঘূর্ণিঝড় যাতে থাকবে আগুন,

وَ-আর; اللّٰهُ-আল্লাহ; بِمَا-যা; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করছো; بَصِيْرٌ-সম্যক প্রত্যক্ষকারী। (২৬৬) اَيَوَدُّ-(ا+يود) কেউ কি চায় ? اَحَدُكُمْ-(احد+كم) তোমাদের মধ্যে কেউ ; اَنْ-যে ; تَكُوْنَ-থাকবে ; لَهٗ-তার জন্য; جَنَّةٌ-একটি বাগান; مِنْ نَخِيْلٍ-খেজুরের; وَ-ও ; اَعْنَابٍ-আঙ্গুরের; تَجْرِىْ-প্রবাহিত হবে; مِنْ تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-তার নিচ দিয়ে ; الْاَنْهٰرُ-(ال+انهار)-নহরসমূহ ; لَهٗ-তার জন্য ; فِيْهَا-(فى+ها)-তাতে থাকবে; مِنْ كُلِّ-প্রত্যেক প্রকার; الثَّمَرٰتِ-(ال+ثمرت)-ফল-ফলাদি ; وَ-এবং; اَصَابَهُ-(اصاب+ه)-তার উপর আপতিত হবে ; الْكِبَرُ-(ال+كبر) বার্ধক্য; وَ-আর; لَهٗ-তার (থাকবে) ; ذُرِّيَّةٌ-সন্তান-সন্ততি; ضُعَفَاۤءُ-দুর্বল, অসহায়; فَاَصَابَهَاۤ-(ف+اصاب+ها)-অতপর বয়ে যাবে তাতে; اِعْصَارٌ-প্রবল ঘূর্ণিঝড় ; فِيْهِ-যাতে থাকবে; نَارٌ-আগুন ;

ব্যয় না করে তাঁর সৃষ্টির মনোবাঞ্ছনার জন্য ব্যয় করে অথবা আল্লাহ্র রাস্তায় যদি কিছু ব্যয় করেও তার সাথে থাকে খোঁটা ও যন্ত্রনা। এমন ব্যক্তি মূলত অকৃতজ্ঞ ও আল্লাহ্র নিয়ামতের অস্বীকারকারী। আর সে নিজেই যখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রত্যাশী নয় তখন আল্লাহ তাকে স্বীয় সন্তুষ্টির পথ দেখিয়ে দিতে বাধ্য নন।

৩৬১. 'প্রবল বৃষ্টিপাত' দ্বারা এমন দান-খয়রাতকে বুঝানো হয়েছে, যার অন্তরালে থাকে পূর্ণ কল্যাণাকাঙ্ক্ষা ও পূর্ণ সদিচ্ছা। আর 'হালকা বৃষ্টি' দ্বারা এমন দান-খয়রাতকে বুঝানো হয়েছে যার অন্তরালে কল্যাণাকাঙ্ক্ষার তীব্রতা নেই।

فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

ফলে তা ভস্মীভূত হয়ে যাবে?[৩৬২] আল্লাহ এরূপেই তাঁর নিদর্শনাবলী তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, সম্ভবত তোমরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারবে।

فَاحْتَرَقَتْ-(ف+احترقت)-ফলে তা ভস্মীভূত হয়ে যাবে; كَذٰلِكَ-(ك+ذلك)-এরূপেই; يُبَيِّنُ-সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন; اللّٰهُ-আল্লাহ; لَكُمُ-(ل+كم) তোমাদের জন্য; الْاٰيٰتِ-(ال+ايت) নিদর্শনাবলী; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমরা; تَتَفَكَّرُوْنَ -গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারবে।

৩৬২. অর্থাৎ তোমরা যখন এটা পসন্দ করো না যে, তোমাদের সারা জীবনের উপার্জন এমন এক সময় ধ্বংস হয়ে যাক, যখন তোমরা তা থেকে উপকার পাওয়ার সবচেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী এবং নতুন করে উপার্জনের কোনো সুযোগও আর না থাকে তাহলে তোমরা এটা কিভাবে পসন্দ করছো যে, পার্থিব কর্মজীবন সমাপ্তির পর তোমরা যখন পরজীবনে প্রবেশ করবে তখন হঠাৎ তোমরা জানতে পারবে যে, তোমাদের পার্থিব জীবনের পূর্ণ কর্মকাণ্ডের এখানে কোনো মূল্যই নেই। তুমি যাকিছু দুনিয়ার জন্য উপার্জন করেছিলে তা দুনিয়াতেই রয়ে গেছে। আখিরাতের জন্য তুমি এমন কিছু উপার্জনই করোনি যার ফল তুমি এখানে ভোগ করতে পারো। সেখানে তোমাদের এমন কোনো সুযোগ আসবে না যে, নূতন করে তোমরা আখিরাতের জন্য উপার্জন করবে। আখিরাতের জন্য উপার্জনের সুযোগ যাকিছু আছে তা শুধু এখানেই আছে। এখানে তোমরা যদি আখিরাত সম্পর্কে কোনো চিন্তা-ভাবনা না করে পূর্ণ জীবনটা পৃথিবীর ধ্যানেই ব্যয় করে ফেলো এবং নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ দুনিয়ার স্বার্থ লাভের জন্য নিয়োজিত রাখো, তাহলে যখন তোমার জীবন-সূর্য অস্তমিত হবে, তখন তোমার অবস্থা হবে ঠিক সেই বৃদ্ধের মতো করুণ, যার সারা জীবনের উপার্জন ও সারা জীবনের সম্বল ছিল একটিমাত্র বাগান যা তার বৃদ্ধ বয়সে এমন এক সময় জ্বলে ছাই হয়ে গেলো যখন তার নতুন করে বাগান তৈরি করার সামর্থ ছিলো না; আর তার সন্তান-সন্ততিও এমন যোগ্য হয়ে উঠেনি।

৩৬ রুকূ' (আয়াত ২৬১-২৬৬)-এর শিক্ষা

১। প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে দান করতে হবে। এটা যাকাতের অর্থের অতিরিক্ত।

২। এ দানকৃত অর্থ-সম্পদের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা বহু গুণে বৃদ্ধি করে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে দাতার সামনে উপস্থিত করবেন।

৩। উল্লেখিত প্রতিদান পাওয়ার জন্য শর্ত তিনটি ঃ (১) দানকৃত অর্থ-সম্পদ পবিত্র ও হালাল হতে হবে। (২) দাতার উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। কোনো প্রকার নাম-যশ বা

খ্যাতি লাভের লক্ষ্য থাকলে উল্লেখিত প্রতিদান পাওয়া যাবে না। (৩) যাকে দান করা হবে সেও দান-সাদকা লাভের যোগ্য হতে হবে।

৪। দান-সাদকা আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হওয়ার জন্য দুটো শর্ত আরোপিত হয়েছে ঃ (১) দান করে খোঁটা বা কষ্ট দেয়া যাবে না। (২) দান গ্রহীতাকে ঘৃণা করা যাবে না।

৫। দান করে গ্রহীতাকে খোঁটা দিলে অথবা আচার-আচরণের মাধ্যমে তাকে কষ্ট দিলে আখিরাতে তার প্রতিদান পাওয়ার সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে।

৬। দান-খয়রাত করার সময় এদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোনো হকদারের হক যাতে এর দ্বারা বিনষ্ট না হয়।

৭। নিজ খেয়াল-খুশীমতো কোনো কাজকে সৎকাজ মনে করে দান করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে না, শরীয়াতের দৃষ্টিতে তা সৎকাজ হিসেবে স্বীকৃত হতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩৭
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٢٦٧﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم

২৬৭. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা ব্যয় করো সেসব পবিত্র বস্তু থেকে যা তোমরা উপার্জন করেছো এবং আমি তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি

مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن

যমীন থেকে ; আর তোমরা তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে চেয়ো না ; কেননা তোমরা তা গ্রহণ করার নও, তবে যদি

تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٨﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাকো। আর জেনে রেখো ! অবশ্যই আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসিত।[৩৬৩] ২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রতার ভয় দেখায়,

(২৬৭) يَأَيُّهَا-হে ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছো; أَنفِقُوا-তোমরা ব্যয় করো; مِنْ-থেকে; طَيِّبَاتِ-পবিত্র বস্তু; مَا-যা; كَسَبْتُمْ-তোমরা উপার্জন করেছো; وَ-এবং; مِمَّا-(من+ما) তা থেকে; أَخْرَجْنَا-আমি উৎপন্ন করেছি; لَكُمْ-তোমাদের জন্য; مِنَ-থেকে ; الْأَرْضِ-(ال+ارض) যমীন; وَ-আর; لَا تَيَمَّمُوا-তোমরা চেয়ো না; الْخَبِيثَ-(ال+خبيث)-নিকৃষ্ট জিনিস ; مِنْهُ-(من+ه)-তা থেকে ; تُنفِقُونَ-ব্যয় করতে ; وَ-কেননা; لَسْتُمْ-তোমরা নও ; بِآخِذِيهِ-(ب+اخذى+ه) তা গ্রহণকারী; إِلَّا-তবে; أَنْ-যদি ; تُغْمِضُوا-তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাকো; فِيهِ-তাতে; وَ-আর; اعْلَمُوا-তোমরা জেনে রেখো; أَنَّ-অবশ্যই; اللَّهَ-আল্লাহ; غَنِيٌّ-অভাবমুক্ত, স্বয়ং সম্পূর্ণ; حَمِيدٌ-প্রশংসিত। (২৬৮) الشَّيْطَانُ-(ال+شيطن)-শয়তান; يَعِدُكُمُ-(يعد+كم) -তোমাদের ভয় দেখায় ; الْفَقْرَ-(ال+فقر) দারিদ্রতার ;

৩৬৩. প্রকাশ থাকে যে, যিনি উচ্চতর গুণাবলীতে বিভূষিত তিনি কখনও নিকৃষ্ট গুণাবলীর অধিকারীদের পসন্দ করতে পারেন না। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং পরম দাতা এবং তিনি সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর বান্দাহদের প্রতি দান-অনুগ্রহের ধারা প্রবাহিত রেখেছেন। কাজেই এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, তিনি সংকীর্ণ দৃষ্টি, কাপুরুষ ও নীচ প্রকৃতির লোকদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করবেন ?

وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

এবং নির্দেশ দেয় তোমাদেরকে অশ্লীলতার, আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেন ক্ষমা ও অনুগ্রহের ; আর আল্লাহ অতীব উদারহস্ত সর্বজ্ঞ।

(২৬৯) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

২৬৯. তিনি যাকে ইচ্ছা করেন হিকমত দান করেন ; আর যাকে হিকমত দান করা হয়েছে, নিসন্দেহে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।[৩৬৪]

وَ–এবং ; يَأْمُرُكُمْ–(يامر+كم)–তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় ; بِالْفَحْشَاءِ–(ب+ال+فحشاء) অশ্লীলতার; وَ–আর; اللَّهُ–আল্লাহ; يَعِدُكُمْ–(يعد+كم)–তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন ; مَغْفِرَةً-ক্ষমা ; مِنْهُ–(من+ه)–তাঁর পক্ষ থেকে ; وَ-ও- فَضْلًا ; –অনুগ্রহের; وَ–আর; اللَّهُ–আল্লাহ ; وَاسِعٌ–অতীব উদারহস্ত, প্রশস্ত ; عَلِيمٌ–সর্বজ্ঞ। (২৬৯) يُؤْتِي–তিনি দান করেন; الْحِكْمَةَ–(ال+حكمة)–হিকমত (গভীর জ্ঞান); مَنْ –যাকে; يَشَاءُ-তিনি ইচ্ছা করেন; وَ–আর; مَنْ–যাকে; يُؤْتَ–দেয়া হয়েছে; الْحِكْمَةَ–(ال+حكمة) হিকমত; فَقَدْ–(ف+قد) নিসন্দেহে ; أُوتِيَ–তাকে দেয়া হয়েছে; خَيْرًا –কল্যাণ ; كَثِيرًا-প্রভূত ;

৩৬৪. 'হিকমত'-এর অর্থ হলো যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্যতা। এখানে এটা বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তির নিকট হিকমতের মতো সম্পদ রয়েছে সে কখনও শয়তানের প্রদর্শিত পথে তো চলতেই পারে না ; বরং সে সেই প্রশস্ত পথেই চলবে যে পথ আল্লাহ তাআলা দেখিয়েছেন। শয়তানের সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন অনুসারীদের নিকট এটা যদিও সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক যে, মানুষ নিজেদের ধন-সম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখবে এবং অধিক সম্পদ উপার্জনের নিত্য নতুন ফন্দি-ফিকিরে মগ্ন থাকবে। কিন্তু যারা আল্লাহ প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টির আলো পেয়েছেন তাদের দৃষ্টিতে এটা নেহাত নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়। তাদের মতে হিকমত ও বুদ্ধিমত্তা তো এই যে, মানুষ যা কিছুই উপার্জন করবে তা থেকে মধ্যম মানে নিজের প্রয়োজন পূরণ করার পর বাকীটা প্রাণ খুলে সৎকাজে ব্যয় করবে। হতে পারে প্রথমোক্ত ব্যক্তি দুনিয়াতে সীমিত দিন কয়টিতে তুলনামূলক অন্যদের চেয়ে প্রাচুর্যময় জীবনযাপন করবে। কিন্তু মানুষের এ জীবনটাই তো পূর্ণাঙ্গ জীবন নয় ; বরং এটা তো তার মূল জীবনের নেহাত ক্ষুদ্র অংশমাত্র। পূর্ণ জীবনের এ ক্ষুদ্র অংশের স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে ব্যক্তি বৃহত্তর ও অসীম জীবনের দারিদ্য ও দৈন্যতা কিনে নেয় সে মূলতই নিরেট বোকা ছাড়া কিছুই নয়। মূলত বুদ্ধিমান তো সেই ব্যক্তি, যে এ সংক্ষিপ্ত জীবনের অবকাশ থেকে উপকার লাভ করে সামান্য পুঁজি বিনিয়োগে আখিরাতের চিরন্তন জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে।

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ

আর জ্ঞানের অধিকারীরাই উপদেশ গ্রহণ করে। ২৭০. আর তোমরা অত্যাবশ্যকীয় খরচ যা করেছো অথবা মানত করার বস্তু থেকে যা মানত করেছো

فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ

অবশ্যই আল্লাহ তা জানেন। আর যালিমদের জন্য নেই কোনো সাহায্যকারী।[৩৬৫] ২৭১. যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করো তবে তা কতোই না উত্তম !

وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ

আর যদি তোমরা তা গোপনে করো এবং তা অভাবীদেরকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর।[৩৬৬] আর তিনি মিটিয়ে দিবেন তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহের কিছু কিছু।[৩৬৭]

وَ-আর; مَا يَذَّكَّرُ-কেউই উপদেশ গ্রহণ করে না; إِلَّا-ছাড়া; أُولُوا -অধিকারী; الْأَلْبَابِ-(ال+الباب) জ্ঞানের। (২৭০) وَ-আর ; مَا-যা; أَنفَقْتُمْ-তোমরা ব্যয় করেছো; مِّنْ ; থেকে ; نَّفَقَةٍ -অত্যাবশ্যকীয় খরচ ; أَوْ -অথবা ; نَذَرْتُمْ-মানত করেছো ; مِّنْ-থেকে ; نَّذْرٍ-মানত করার বস্তু ; فَإِنَّ-অবশ্যই; اللَّهَ-আল্লাহ; يَعْلَمُهُ-(يعلم+ه)-তা-জানেন; وَ-আর ; مَا-নেই ; لِلظَّالِمِينَ-(ل+ال+ظلمين)-যালিমদের জন্য ; مِنْ أَنصَارٍ-কোনো সাহায্যকারী। (২৭১) إِنْ-যদি; تُبْدُوا-প্রকাশ্যে করো; الصَّدَقَاتِ-(ال+صدقت)-সদাকা, দান-খয়রাত ; فَنِعِمَّا-(ف+نعم+ما) তবে কতোই না উত্তম; هِيَ-তা ; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; تُخْفُوهَا-(تخفو+ها) তা গোপনে করো; وَ-এবং ; تُؤْتُوهَا-(تؤتو+ها)-দাও তা; الْفُقَرَاءَ-(ال+فقراء)অভাবীদেরকে; فَهُوَ-(ف+هو)-তবে তা; خَيْرٌ-অধিক কল্যাণকর; لَّكُمْ-তোমাদের জন্য ; وَ-আর; يُكَفِّرُ-তিনি মিটিয়ে দিবেন; عَنكُمْ-(عن+كم)-তোমাদের থেকে ; مِّن سَيِّئَاتِكُمْ-(من+سيات+كم)-তোমাদের (থেকে) পাপসমূহের কিছু কিছু ;

৩৬৫. তোমাদের ব্যয় আল্লাহ্‌র পথে হোক বা শয়তানের পথে এবং মানতও আল্লাহ্‌র জন্য হোক বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য হোক, উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ মানুষের নিয়ত ও কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছে এবং তাঁর জন্যই মানত করেছে তারা তার প্রতিদান পাবে। আর যে যালিমরা শয়তানের পথে ব্যয় করেছে এবং আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যদের জন্য মানত করেছে তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। মনের কোনো

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧٢﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

আর তোমরা যা করছো আল্লাহ তা সম্যক অবহিত। ২৭২. তাদেরকে সৎপথে নিয়ে আসা তোমার দায়িত্ব নয়; বরং আল্লাহ্ যাকে চান সৎপথে পরিচালিত করেন।

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۚ

আর তোমরা উৎকৃষ্ট জিনিস থেকে যা ব্যয় করো তা তোমাদের নিজের জন্যই এবং তোমরা তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসন্ধানেই ব্যয় করো

وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ; بِمَا-(ب+ما) যা কিছু ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করছো তা; خَبِيْرٌ-সম্যক অবহিত। ২৭২ لَيْسَ-নয়; عَلَيْكَ-তোমার উপর (দায়িত্ব); هُدٰىهُمْ-(هدى+هم) তাদেরকে সৎপথে নিয়ে আসা ; وَلٰكِنَّ-বরং ; اللّٰهَ-আল্লাহ্ই ; يَهْدِىْ-সৎপথে পরিচালিত করেন ; مَنْ-যাকে ; يَّشَآءُ-চান ; وَ-আর ; مَا-যা ; تُنْفِقُوْا-তোমরা ব্যয় করো ; مِنْ-থেকে ; خَيْرٍ-উৎকৃষ্ট মাল ; فَلِاَنْفُسِكُمْ-(ف+ل+انفس+كم)-তা তোমাদের জন্যই ; وَ-এবং ; مَا تُنْفِقُوْنَ-তোমরা তো ব্যয়ই করো না ; اِلَّا-ছাড়া; ابْتِغَآءَ-অনুসন্ধান করা ; وَجْهِ-সন্তুষ্টির ; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র ;

আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলে মানুষ নিজের উপর কোনো নেক কাজ করা বা অর্থ ব্যয় করার যে ওয়াদা করে যা তার উপর ফরয নয় তাকে 'নযর' বা মানত বলে। মানুষের এ আকাঙ্ক্ষা যদি হালাল ও জায়েয বিষয়ে হয় এবং কামনা আল্লাহ্‌র নিকটেই হয় তাহলে এ ধরনের নযর আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত এবং এ ধরনের নযর বা মানত পূর্ণ করা সওয়াব বা প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য। আর যদি নযর এ প্রক্রিয়ায় না হয় তাহলে তা পূর্ণ করা গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য।

৩৬৬. যেসব সদাকা (দান-খয়রাত) ফরয সেগুলো প্রকাশ্যে দেয়া উত্তম। আর যেসব সদাকা ফরয নয়, সেগুলো গোপনে দান করা উত্তম। সকল নেক কাজেই এ বিধি প্রযোজ্য যে, ফরযসমূহ প্রকাশ্যে আদায় করা অধিক ফলপ্রসূ এবং নফলসমূহ গোপনে করাই উত্তম।

৩৬৭. অর্থাৎ সৎকাজসমূহ গোপনে করলে মানুষের আত্মা ও নৈতিক বৃত্তি ক্রমাগত সংশোধিত হতে থাকে এবং বিকাশ লাভ করতে থাকে তার সদগুণাবলী। পর্যায়ক্রমে তার অসৎ বৃত্তিগুলো দূর হয়ে যেতে থাকে। আর এটাই তাকে আল্লাহর দরবারে এতোই গ্রহণীয় করে তোলে যে, তার আমলনামায় কমবেশী কোনো গুনাহ যদি থেকেও থাকে, আল্লাহ তাআলা তার সদগুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে সেই গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন।

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾ لِلْفُقَرَاءِ

আর তোমরা উৎকৃষ্ট বস্তু থেকে যা ব্যয় করবে তা তোমাদেরকে পুরোপুরিই দেয়া হবে এবং তোমার প্রতি যুলুম করা হবে না।[৩৬৮] ২৭৩. (এ ব্যয়) এমন অভাবগ্রস্তদের জন্য

الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ ز

যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে (এমনভাবে) আবদ্ধ করা হয়েছে যে, তারা যমীনে ঘোরাফিরা করতে পারে না (জীবিকার সন্ধানে)।

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ج

না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে তাদের লক্ষণেই তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে।

وَ–আর; مَا–যা; تُنْفِقُوا–তোমরা ব্যয় করবে; مِنْ–থেকে; خَيْرٍ–উৎকৃষ্ট মাল; يُوَفَّ–পুরোপুরিই দেয়া হবে; (الى+كم)–اِلَيْكُمْ–তোমাদেরকে; وَ–এবং; أَنْتُمْ–তোমাদেরকে; لَا تُظْلَمُونَ–তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। ﴿٢٧٣﴾ (ل+ال+فقراء)–لِلْفُقَرَاءِ–এমন অভাবগ্রস্তদের জন্য (এ ব্যয়) ; الَّذِينَ–যাদেরকে; أُحْصِرُوا–আবদ্ধ করা হয়েছে যে; (فى+سبيل)– فِي سَبِيلِ পথে; اللَّهِ–আল্লাহ্‌র; لَا يَسْتَطِيعُونَ–তারা করতে পারে না (শক্তি রাখে না); ضَرْبًا– ঘোরাফিরা করার; (فى+ال+ارض)–فِي الْأَرْضِ যমীনে; (يحسب+هم)– يَحْسَبُهُمُ তাদেরকে মনে করে; (ال+جاهل)–الْجَاهِلُ অজ্ঞ লোকেরা ; أَغْنِيَاءَ –অভাবমুক্ত, ধনী ; مِنَ–কারণে; (ال+تعفف)–التَّعَفُّفِ না চাওয়ার ; (تعرف+هم)– تَعْرِفُهُمْ তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে ; (ب+سيما+هم)–بِسِيمَاهُمْ তাদের লক্ষণেই ;

৩৬৮. মুসলমানরা প্রথমদিকে নিজেদের অমুসলিম আত্মীয়-স্বজন এবং সাধারণ অমুসলিম অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করতে কুণ্ঠাবোধ করতো। তারা মনে করতো যে, শুধুমাত্র মুসলমান অভাবগ্রস্তদের সাহায্য দান করাই 'আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়' হবে। অত্র আয়াতে সেই ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণীর উদ্দেশ্য এই যে, এসব লোকের অন্তরে হিদায়াতের আলো প্রবেশ করিয়ে দেয়া তোমার দায়িত্ব নয়। তুমি সত্যের বাণী পৌঁছে দিয়েই দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছো। এখন এটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন, তিনি তাকে হিদায়াত দান করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। বাকী রইলো পার্থিব ধন-সম্পদ দান করে তাদের প্রয়োজন পূরণ করার ব্যাপার। এ ব্যাপারে তোমরা এতোটুকু চিন্তা করো না যে, এসব লোক হিদায়াত গ্রহণ করেনি, আল্লাহ্‌র সন্তোষ

لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۟

তারা মানুষের নিকট মিনতি সহকারে চায় না ; আর তোমরা (এদের জন্য) যে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো, অবশ্যই আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।[৩৬৯]

لَا يَسْئَلُوْنَ–তারা চায় না; النَّاسَ–(ال+ناس)– মানুষের নিকট; اِلْحَافًا –মিনতি সহকারে; وَ–আর; مَا–যা; تُنْفِقُوْا–যা তোমরা ব্যয় করো; مِنْ–থেকে; خَيْرٍ–উৎকৃষ্ট বস্তু ; فَاِنَّ–অবশ্যই ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; بِهٖ–সে সম্পর্কে ; عَلِيْمٌ–সবিশেষ অবহিত।

অর্জনের লক্ষ্যে যে কোনো অভাবগ্রস্ত লোককেই তোমরা সাহায্য করবে। তার প্রতিদান অবশ্যই তোমরা পাবে।

৩৬৯. এখানে যেসব লোকের কথা বলা হয়েছে তারা হলেন এমন লোক যারা আল্লাহ্র দীনের খেদমতে নিজেদেরকে সার্বক্ষণিকভাবে ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন এবং নিজেদের সময়কে পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহ্র দীনের কাজে ব্যয় করে দেয়ার কারণে নিজেদের জীবিকার্জনের জন্য চেষ্টা-সাধনা করার সুযোগই তাদের নেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এ ধরনের স্বেচ্ছাসেবকদের একটি পূর্ণাঙ্গ দলই ছিল যারা ইতিহাসে 'আসহাবুস সুফ্ফা' নামে খ্যাত। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন তিন/চার শত। তাঁরা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও পরিবার-পরিজন ছেড়ে মদীনায় এসে পড়েছিলেন। তাঁরা সর্বদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাথে থাকতেন এবং সার্বক্ষণিক খিদমতের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। রাসূলুল্লাহ (স) যখনই কোনো জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেন তাঁদেরকে পাঠাতেন। আর যখন মদীনার বাইরে কোনো কাজ থাকতো না তখন তাঁরা মদীনায় অবস্থান করে দীনের জ্ঞান অর্জন করতেন এবং অন্যদের দীনী শিক্ষাদান করতেন। যেহেতু তাঁরা দীনের সার্বক্ষণিক কর্মী ছিলেন এবং নিজেদের পার্থিব প্রয়োজন পূরণ করার জন্য কোনো উপায় অবলম্বন করার সময় পেতেন না, সেজন্য আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে তাঁদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এবং বলছেন যে, 'আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের' এটাই উত্তম খাত।

৩৭ রুকূ' (আয়াত ২৬৭-২৭৩)-এর শিক্ষা

১। আল্লাহ্র পথে উত্তম সম্পদই দান করতে হবে।

২। উত্তম সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে দরিদ্রতার ভয় দেখানো এবং অশ্লীলতার প্রতি প্রলুব্ধ করা ইত্যাদি শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আর তা হলেই আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভ করা যাবে।

৩। দীনের জ্ঞান অর্জনে যতোবেশী সম্ভব সময় দিতে হবে। মনে রাখতে হবে এতেই রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, যাকে দীনী জ্ঞানে পারদর্শিতা দান করা হয়েছে, তাকেই প্রভূত কল্যাণদান করা হয়েছে।

৪। 'হিকমত' শব্দটি দ্বারা কুরআন, হাদীস ও দীনের বিশুদ্ধ জ্ঞানকেই বুঝানো হয়েছে। এছাড়া সৎকর্ম, সত্য কথা, সুস্থ বুদ্ধি, দীনী অনুভূতি, নির্ভুল মতামত, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতাকেও হিকমত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তবে 'আল্লাহর ভয়'–ই প্রকৃত হিকমত।

৫। ফরয তথা অবশ্য পালনীয় সৎকর্ম ও দান-খয়রাত প্রকাশ্যে করা উত্তম ; আর নফল বা অতিরিক্ত সৎকর্ম ও দান-খয়রাত গোপনে করা কল্যাণকর।

৬। অমুসলিমদেরকে দীনের দাওয়াত পৌঁছানো কর্তব্য। দীন গ্রহণে তাদেরকে বাধ্য করার কোনো অবকাশ নেই।

৭। সকল প্রকার সৎকর্মের একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা।

৮। দান-সদাকা মুসলিম অভাবীদের জন্য করা হোক অথবা অমুসলিম অভাবীদের জন্য, সকল দানের প্রতিদানই সমানভাবে পাওয়া যাবে, এতে কোনো প্রকার কমবেশী হবে না।

৯। যেসব লোক দীনি কাজের সার্বক্ষণিক কর্মী হওয়ার কারণে জীবিকার সন্ধান করার সুযোগ পায় না এবং তারা কারও কাছে চাইতেও পারে না, দানের ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩৮
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-৮

﴿٢٧٤﴾ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ

২৭৪. যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান

عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٥﴾ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا

তাদের প্রতিপালকের নিকট এবং তাদের থাকবে না কোনো ভয় আর না তারা দুঃখিত হবে। ২৭৫. যারা সুদ খায়[৩৭০]

(২৭৪) اَلَّذِيْنَ-যারা ; يُنْفِقُوْنَ-ব্যয় করে; اَمْوَالَهُمْ-(اموال+هم)-নিজেদের সম্পদ; بِالَّيْلِ-(ب+ال+ليل)-রাত্রে ; وَ-ও ; النَّهَارِ-(ال+نهار) দিনে ; سِرًّا-গোপনে; وَّ-ও; عَلَانِيَةً-প্রকাশ্যে; فَلَهُمْ-(ف+ل+هم) তাদের জন্য রয়েছে; اَجْرُهُمْ-(اجر+هم)-তাদের প্রতিদান ; عِنْدَ-নিকট ; رَبِّهِمْ-(رب+هم) তাদের প্রতিপালকের; وَ-এবং ; لَا خَوْفٌ-থাকবে না কোনো ভয় ; عَلَيْهِمْ-(على+هم) তাদের ; وَ-আর ; لَا هُمْ-(لا+هم) না তারা; يَحْزَنُوْنَ-দুঃখিত হবে। (২৭৫) اَلَّذِيْنَ-যারা; يَاْكُلُوْنَ-খায়; الرِّبٰوا-(ال+ربوا) সুদ ;

৩৭০. মূলত 'রিবা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ; আরবী ভাষায় যার অর্থ প্রবৃদ্ধি। পরিভাষাগতভাবে আরবরা শব্দটিকে এমন অতিরিক্ত অংকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যা একজন ঋণদাতা তার ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে একটি পূর্ব নির্ধারিত হার অনুসারে মূল অর্থের অতিরিক্ত আদায় করে। আমাদের ভাষায় একেই বলা হয় সুদ। কুরআন নাযিলের সমকালে সুদী লেন-দেনের যে ধরন প্রচলিত ছিল যেটাকে আরবরা 'রিবা' শব্দ দ্বারা বুঝাতো তা এ রকম ছিল-যেমন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট কোনো দ্রব্য বিক্রয় করতো এবং মূল্য পরিশোধের জন্য সময়সীমা বেঁধে দিতো, যদি নির্ধারিত সময় পার হয়ে যেতো এবং মূল্য অপরিশোধিত থাকতো তখন সময় বাড়িয়ে দিয়ে মূল্যের সাথে অতিরিক্ত অংক যোগ করে দিতো। অথবা এক ব্যক্তি অন্যকে এ শর্তে ঋণ দিতো যে, এ সময়ের মধ্যে এতো পরিমাণ অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হবে। অথবা ঋণদাতা ও ঋণ গ্রহীতার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য একটি বিশেষ হার নির্ধারিত হতো যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত-সহ মূল অর্থ আদায় না

لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ

তারা সেই ব্যক্তির ন্যায়ই দাড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা মোহাবিষ্ট করে দেয়।[৩৭১]

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ

এটা এজন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা তো সুদেরই মতো।[৩৭২] **অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।**[৩৭৩]

لَا يَقُوْمُوْنَ–তারা দাঁড়ায় না; اِلَّا–(সেই ব্যক্তির মতো) ছাড়া; كَمَا–যেমন; يَقُوْمُ–দাঁড়ায়; الَّذِىْ–ঐ ব্যক্তি; يَتَخَبَّطُهُ–(يتخبط+ه) যাকে মোহাবিষ্ট করে দেয়; الشَّيْطٰنُ–(ال+شيطن) শয়তান; مِنَ الْمَسِّ–(من+ال+مس) স্পর্শ দ্বারা ; ذٰلِكَ–এটা; بِاَنَّهُمْ–(ب+ان+هم)–এজন্য যে, তারা ; قَالُوْٓا–বলে ; اِنَّمَا–বৈ তো নয় ; الْبَيْعُ–(ال+بيع)–বেচা-কেনা; مِثْلُ–মতো; الرِّبٰوا–(ال+ربوا)–সুদেরই; وَ–অথচ; اَحَلَّ–হালাল করেছেন; اللّٰهُ–আল্লাহ; الْبَيْعَ–বেচা-কেনাকে; وَ–এবং; حَرَّمَ–হারাম করেছেন; الرِّبٰوا–সুদকে ;

হলে আরও বর্ধিত হারে সময় বাড়িয়ে দেয়া হতো। এখানে এ ধরনের সুদী লেনদেনের বিধানই বর্ণিত হয়েছে।

৩৭১. আরবরা পাগলকে বলতো 'মাজনূন' অর্থাৎ জ্বিনগ্রস্ত। আর যখন কোনো লোক সম্পর্কে বলতে চাইতো যে, 'সে পাগল হয়ে গেছে' তখন বলতো, 'তাকে জ্বিনে ধরেছে'। এ পরিভাষাটিকে ব্যবহার করে কুরআন মাজীদ সুদখোরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করে তাকে 'মোহাবিষ্ট' বা 'মোহাচ্ছন্ন' বলেছে। অর্থাৎ মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি যেমন জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ভারসাম্যহীন কথা বলে বা কাজ করে তেমনি সুদখোরও অর্থের পিছনে মোহাচ্ছন্ন হয়ে দৌঁড়াতে শুরু করে এবং নিজের স্বার্থে অন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কোনো পরওয়াই করে না যে, সুদখোরীর মতো ঘৃণিত কাজের ফলে কিভাবে মানবিক ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহানুভূতি প্রভৃতি সদগুণের শিকড় সে কেটে দিচ্ছে ; সামষ্টিক কল্যাণের উপর তার ভূমিকার কারণে কিভাবে ধ্বংসের প্রভাব পড়ছে ; আর কতো লোকেরই বা দূরবস্থার বিনিময়ে সে নিজের প্রাচুর্যের আয়োজন করছে। এটা হলো পার্থিব জীবনে তার মোহাচ্ছন্ন অবস্থা এবং যেহেতু আখিরাতে মানুষকে সেই অবস্থায়ই উঠানো হবে যেই অবস্থায় সে পৃথিবীতে মারা যায়, তাই কিয়ামতের দিন সুদখোর পাগল ও বুদ্ধিভ্রষ্ট লোকের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করবে।

৩৭২. অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিভঙ্গির গলদ এই যে, ব্যবসায়ে যে মূলধন বিনিয়োগ করা হয় তার ওপর যে লাভ হয় তাতে এবং সুদের মধ্যে তারা কোনো পার্থক্য করতে পারে না। তারা সুদ ও লভ্যাংশকে একই ধরনের মনে করে প্রমাণ করতে চায় যে, ব্যবসায়ে

বিনিয়োগকৃত মূলধনের লভ্যাংশ বৈধ হলে প্রদত্ত ঋণের উপর প্রাপ্ত অর্থ কেন অবৈধ হবে ? আজকালকার সুদখোরেরাও এ ধরনের কথাই বলে। তাদের মতে এক ব্যক্তি যে অর্থ দ্বারা নিজে উপকৃত হতে পারে, সেই অর্থ সে অন্যকে প্রদান করে, সেই ব্যক্তিও এ অর্থ দ্বারা উপকৃতই হয়ে থাকে। অতএব ঋণদাতার অর্থ দ্বারা ঋণগ্রহীতা যে উপকার পেয়ে থাকে তার একটা অংশ ঋণদাতাকে দিলে তা ঋণদাতার জন্য অবৈধ হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ? কিন্তু এ লোকগুলো একথা ভেবে দেখে না যে, পৃথিবীতে যতো ধরনের কারবার রয়েছে, তা ব্যবসা, শিল্প, কারিগরী ও কৃষি যা-ই হোক না কেন এবং মানুষ সেখানে শুধু শ্রম নিয়োজিত করুক বা শ্রম ও অর্থ উভয়ই বিনিয়োগ করুক, সেখানে এমন একটি কারবারও নেই যেখানে মানুষকে ক্ষতির ঝুঁকি (Risk) নিতে না হয়। আর সেখানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লাভ হিসেবে অর্জিত হবারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং পুরো ব্যবসা জগতে একজন ঋণদাতা পুঁজির মালিকই বা কেন কোনো প্রকার ক্ষতির ঝুঁকি বহন না করে একটি নির্দিষ্ট হারে নিশ্চিত লাভ পাওয়ার অধিকারী হবে ? অলাভজনক উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের ব্যাপারটি না হয় কিছুক্ষণের জন্য বাদ-ই দিন এবং সুদের হারের কমবেশীর বিষয়টিও না হয় আপাতত স্থগিত রাখুন ; লাভজনক ও উৎপাদনশীল ঋণের কথাই ধরা যাক এবং এ ঋণের হারও ধরা যাক নিতান্ত কম। প্রশ্ন হলো, এক ব্যক্তি নিজের কারবারে সময়, শ্রম, যোগ্যতা ও পুঁজি খাটিয়ে চলছে এবং যাদের চেষ্টা-সাধনার উপর এ কারবার ফলপ্রসূ হওয়া নির্ভর করছে, তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট লাভের কোনোই নিশ্চয়তা নেই ; বরং ঝুঁকির সম্পূর্ণটাই তাদের মাথার উপর রয়েছে ; কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু নিজের অর্থ তাকে দিয়ে রেখেছে সে নিরাপদে একটি নির্দিষ্ট হারে লাভ গুণতে থাকবে—এটা কোন্ বুদ্ধিসংগত ও কোন্ যুক্তিসংগত কথা ? ন্যায়নীতি, ইনসাফ ও অর্থনীতির কোন্ মানদণ্ডের বিচারে এটাকে সঠিক বলা যেতে পারে যে, এক ব্যক্তি কোনো কারখানার মালিককে বিশ বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকের ঋণ দিলো এবং আজই এটা নির্ধারণ করে নিলো যে, আগামী বিশটি বছর বার্ষিক শতকরা ১২ টাকা হারে লাভ পাওয়ার সে অধিকারী। অথচ সেই কারখানার যে পণ্য তৈরি হবে সে ব্যাপারে কেউই বলতে পারে না যে, বাজারে উক্ত পণ্যের মূল্যে আগামী বিশ বছর কি পরিমাণ উর্ধ ও নিম্নগতি দেখা দিতে পারে। এটাকে কিভাবে সঠিক বলে মেনে নেয়া যেতে পারে যে, একটি জাতির সর্বস্তরের লোক যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিপদ-আপদ, ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষা বরদাস্ত করবে, আর জাতির শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠী ঋণদাতা পুঁজিপতি এমন হবে যারা তাদের জাতিকে প্রদত্ত যুদ্ধ ঋণের সুদ শত শত বছর পর্যন্ত উসূল করতে থাকবে ?

৩৭৩. ব্যবসা ও সুদের মধ্যে এমন নীতিগত পার্থক্য রয়েছে যার জন্য এতদুভয়ের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মর্যাদায় সামঞ্জস্য থাকতে পারে না। এ পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সমতার ভিত্তিতে লাভের বিনিময় হয়। কেননা ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে পণ্যটি ক্রয় করে লাভের মালিক হয়। আর বিক্রেতা ক্রেতার জন্য পণ্যটির যোগান দিয়ে স্বীয় যে শ্রম, বুদ্ধি ও সময় ব্যয় করে তার মূল্য গ্রহণ করে। অপরপক্ষে সুদী লেনদেন লাভের বিনিময় সমতার ভিত্তিতে হয় না। সুদ গ্রহণকারী অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়ে নেয় যা তার জন্য নিশ্চিতভাবে লাভজনক। কিন্তু সুদদাতা শুধুমাত্র 'সময়ের অবকাশ' পায়, যার লাভজনক হওয়া

فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ

অতএব যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে, অতপর সে বিরত থেকেছে, তবে যা অতীতে হয়ে গেছে তা তার এবং তার বিষয় আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ ;[৩৩৪] আর যে পুনরাবৃত্তি করবে

فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا

তারাই জাহান্নামের অধিবাসী ; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

২৭৬. আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করেন সুদকে

فَمَنْ –অতএব যার ; جَآءَهٗ –(جاء+ه)- এসেছে তার নিকট ; مَوْعِظَةٌ –উপদেশ ; مِنْ –পক্ষ থেকে ; رَبِّهٖ –(رب+ه) তার প্রতিপালকের ; فَانْتَهٰى –(ف+انتهى) অতপর সে বিরত থেকেছে; فَلَهٗ –(ف+له)-তবে তা তার; مَا–যা; سَلَفَ–অতীতে হয়ে গেছে; وَ–এবং ; اَمْرُهٗ –(امر+ه)–তার বিষয়; اِلَى–নিকট সোপর্দ ; اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র; وَ–আর; مَنْ–যে ; عَادَ–পুনরাবৃত্তি করবে; فَاُولٰٓئِكَ–(ف+اولئك)-তারাই; اَصْحٰبُ –অধিবাসী ; النَّارِ –(ال+نار) জাহান্নামের ; هُمْ- তারা ; فِيْهَا–(فى+ها) সেখানে থাকবে ; خٰلِدُوْنَ –চিরকাল। ﴿٢٧٦﴾ يَمْحَقُ –নিশ্চিহ্ন করে দেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; الرِّبٰوا –(ال+ربوا) সুদকে ;

নিশ্চিত নয়। আর যদি সে পুঁজি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবার জন্য ব্যয় করে, তাহলে তো এটা সুস্পষ্ট যে, 'সময়ের অবকাশ' নিশ্চিতভাবে অলাভজনক ও অনুৎপাদনশীল। আর যদি সে গৃহীত ঋণ ব্যবসা, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি কাজে বিনিয়োগ করে, তাহলেও 'সময়ের অবকাশ' তার জন্য যেমন লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তদ্রূপ তা ক্ষতিকর হওয়ার আশংকাও থাকে। সুতরাং দেখা যায় এক পক্ষের উপকার, অপর পক্ষের অপকার, এক পক্ষের নিশ্চিত ও নির্ধারিত লাভ, অপর পক্ষের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত লাভের উপর সুদী ব্যবস্থা স্থাপিত।

দুই ঃ ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে যতোবেশী লাভই নিক না কেন, সে তা একবারই নেয়। অপরদিকে সুদী ব্যবস্থায় ঋণদাতা স্বীয় অর্থের উপর ক্রমাগত সুদ আদায় করতেই থাকে এবং সময়ের গতির সাথে সাথে তার সুদের অংক বাড়তেই থাকে। ঋণগ্রহীতা তা থেকে যতোই লাভবান হোক না কেন তার সুদ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ঋণদাতা এ উপকারের বিনিময়ে সে সুদ পেয়ে থাকে তার কোনো সীমা নেই। এমনও হতে পারে যে, সে ঋণগ্রহীতার সমস্ত উপার্জন, তার

وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

এবং দানকে বর্ধিত ও বিকশিত করেন ;[৩৭৫] আর আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে পসন্দ করেন না।[৩৭৬] ২৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ

এবং সৎকাজ করেছে, আর সালাত কায়েম করেছে ও যাকাত দিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান

وَ–এবং ; يُرْبِى–বর্ধিত ও বিকশিত করেন ; الصَّدَقٰت–(ال+ صدقت)–দান-খয়রাতকে; وَ–আর; اللّٰهُ–আল্লাহ ; لَا يُحِبُّ–পসন্দ করেন না ; كُلَّ–কোনো; كَفَّارٍ–অকৃতজ্ঞ; اَثِيْمٍ–পাপীকে।(২৭৭) اِنَّ–নিশ্চয় ; الَّذِيْنَ–যারা; اٰمَنُوْا–ঈমান এনেছে; وَ–এবং ; عَمِلُوْا–করেছে ; الصّٰلِحٰت–(ال+صلحت)–সৎকাজ ; وَ–আর ; اَقَامُوا–কায়েম করেছে; الصَّلٰوةَ–(ال+صلوة)–সালাত, নামায; وَ–ও; اٰتَوُا–দিয়েছে; الزَّكٰوةَ–(ال+زكوة)–যাকাত; لَهُمْ–(ل+هم)–তাদের জন্য রয়েছে; اَجْرُهُمْ–(اجر+هم)–তাদের প্রতিদান ;

পুরো আর্থিক উপকরণ এমনকি তার পরিধানের বস্ত্র ও ঘরের বাসনপত্রও উদরস্ত করে ফেলতে পারে, তারপরও তার দাবি বাকী থেকে যায়।

তিন ঃ ব্যবসায়ে পণ্য ও তার মূল্য বিনিময়ের পরই লেনদেন শেষ হয়ে যায়, তারপর বিক্রেতাকে ক্রেতার কিছু ফেরত দিতে হয় না। গৃহ, ভূমি বা আসবাবপত্রের ভাড়াতে মূল বস্তু যা ব্যবহারের বিনিময় হিসাবে দেয়া হয় তা ব্যয়িত হয় না ; বরং তা অবিকৃত থাকে এবং অবিকৃত অবস্থায় তা মালিককে ফেরত দান করা হয়। কিন্তু সুদের লেনদেনে ঋণগ্রহীতা পুঁজি ব্যয় করে ফেলে, তারপর সেই ব্যয়িত অর্থই পুনরায় উৎপাদন করে প্রবৃদ্ধি সহকারে তাকে ফেরত দিতে হয়।

চার ঃ ব্যবসা, শিল্প, কারিগরী ও কৃষি কাজে মানুষ শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে তার উপকারিতা লাভ করে। কিন্তু সুদী কারবারে পুঁজির মালিক শুধু নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ দিয়েই কোনো প্রকার শ্রম ও কষ্ট ছাড়াই অন্যের উপার্জনের অধিকাংশের মালিক হয়ে যায়। বাণিজ্যিক পরিভাষায় যাকে অংশীদার বলা হয়ে থাকে তাকে সে ধরনের অংশীদার বলা যায় না। কারণ লাভ-লোকসানের উভয় অংশ অথবা

عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

তাদের প্রতিপালকের নিকট। আর তাদের নেই কোনো ভয় এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[৩৭৭] ২৭৮. হে যারা ঈমান এনেছো

اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا

তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সুদের যা কিছু বকেয়া রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো। ২৭৯. এরপরও যদি তোমরা তা না করো

عِنْدَ–নিকট ; رَبِّهِمْ–(رب+هم) তাদের প্রতিপালকের ; وَ–আর ; لَا خَوْفٌ–নেই কোনো ভয় ; عَلَيْهِمْ–তাদের উপর ; وَ–এবং ; لَا هُمْ–না তারা ; يَحْزَنُونَ–দুঃখিত হবে। ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا–(يا+اى+ها) হে ; الَّذِينَ–যারা ; آمَنُوا–ঈমান এনেছো; اتَّقُوا–তোমরা ভয় করো ; اللَّهَ–আল্লাহ্‌কে ; وَ–এবং ; ذَرُوا–তোমরা ছেড়ে দাও; مَا–যা ; بَقِيَ–বকেয়া রয়ে গেছে ; مِنَ الرِّبَا–(من+ال+ربوا) সুদের; إِنْ–যদি; كُنْتُمْ–তোমরা হয়ে থাকো ; مُؤْمِنِينَ–মুমিন। ﴿٢٧٩﴾ فَإِنْ–(ف+ان)–এরপরও যদি; لَمْ تَفْعَلُوا–তোমরা তা না করো ;

লাভের অংশ আনুপাতিক হারে গ্রহণ করে না। সে তো লাভ-লোকসানের বা লাভের আনুপাতিক হারের কোনো পরওয়া না করেই নিজের নির্ধারিত নির্দিষ্ট লাভের দাবিদার হয়ে থাকে। এসব কারণেই ব্যবসার অর্থনৈতিক অবস্থান এবং সুদের অর্থনৈতিক অবস্থানে এমন এক বিরাট পার্থক্য সূচিত হয় যে, ব্যবসা মানবিক সংস্কৃতির পুনর্গঠনকারী শক্তিতে পরিণত হয়। অতপর নৈতিক দিক থেকে সুদের প্রকৃতি হলো, তা ব্যক্তির মধ্যে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, কঠোরতা ইত্যাদি মন্দ গুণ সৃষ্টি করে এবং সহৃদয়তা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতাকে বিনষ্ট করে দেয়। আর তাই সুদ অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক উভয় দিক থেকেই মানবজাতির জন্য ধ্বংসই ডেকে আনে।

৩৭৪. এখানে এটা বলা হয়নি যে, যে সুদ ইতিপূর্বে সে আদায় করেছে তা আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন ; বরং এটা হলো একটা আইনগত সুবিধা। অর্থাৎ যে সুদ সে প্রথমে নিয়েছে আইনগত দিক থেকে তা ফেরত চাওয়া তো আর যাবে না। কেননা সেগুলো যদি ফেরত চাওয়া হয় তাহলে মামলা-মোকদ্দমার একটা ক্রমাগত ধারা শুরু হয়ে যাবে, যা কোনো দিন শেষ হবে না। তবে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পদের অপবিত্রতা বাকীই থেকে যাবে। তবে সে যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তার মধ্যে অর্থনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলাম গ্রহণের ফলে মূলতই পরিবর্তন সূচিত হয়ে থাকে, তাহলে সে নিজেই তার হারাম পথে অর্জিত সম্পদ নিজের জন্য ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে এবং যাদের সম্পদ তার নিকট রয়েছে তাদের মধ্যে যাদেরই খোঁজ-খবর পাওয়া যাবে তাদের সম্পদ তাদেরকে

فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

তাহলে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে।[৩৭৪] আর যদি তোমরা তাওবা করো তাহলে তোমাদের জন্য থাকবে তোমাদের সম্পদের আসল।

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ

তোমরা যুলম করবে না আর মযলুমও হবে না। ২৮০. আর (খাতক) যদি অভাবী হয় তবে অবকাশ দেয়া উচিত সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত।

وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا

আর সদাকা করে দেয়া তোমাদের জন্য অধিক উত্তম, যদি তোমরা জানতে।[৩৭৫] ২৮১. আর ভয় করো সেদিনকে

فَأْذَنُوا-(ف+ا ء ذنوا)-তাহলে ঘোষণা শুনে রাখো; بِحَرْبٍ-(ب+حرب)-যুদ্ধের; مِّنَ-পক্ষ থেকে; اللَّهِ-আল্লাহ; وَ-ও; رَسُولِهِ-(رسول+ه) তাঁর রাসূলের; وَ-আর; إِنْ-যদি; تُبْتُمْ-তোমরা তাওবা করো; فَلَكُمْ-(ف+لكم)-তাহলে তোমাদের জন্য থাকবে; رُءُوسُ-আসল; أَمْوَالِكُمْ-(اموال+كم)-তোমাদের সম্পদের; لَا تَظْلِمُونَ-তোমরা যুলম করবে না; وَ-আর; لَا تُظْلَمُونَ-তোমরা মযলুমও হবে না। ২৮০ وَ-আর; إِنْ-যদি; كَانَ-(খাতক) হয়; ذُو عُسْرَةٍ-অভাবী; فَنَظِرَةٌ-তাহলে অবকাশ দেয়া উচিত; إِلَىٰ-পর্যন্ত; مَيْسَرَةٍ-সচ্ছলতা; وَ-আর; أَن تَصَدَّقُوا-তোমাদের সদাকা করে দেয়া; خَيْرٌ-অধিক উত্তম; لَّكُمْ-তোমাদের জন্য; إِنْ-যদি; كُنتُمْ تَعْلَمُونَ-তোমরা জানতে। ২৮১ وَ-আর; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো; يَوْمًا-সে দিনকে;

ফেরত দেয়ার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা সে চালাবে। আর যাদের খোঁজ-খবর পাওয়া যাবে না তাদের সম্পদ জনসেবা বা সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার ব্যবস্থা করবে। তার এ কাজই তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাবে। আর যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ থেকে যথারীতি ভোগ করতে থাকে তাহলে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, সে তার এ হারাম খাওয়ার শাস্তি ভোগ করেই যাবে।

৩৭৫. অত্র আয়াতে এমন একটি অকাট্য সত্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা নৈতিক ও আত্মিক দিক থেকে যেমন সত্য তেমনি অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক দিক থেকেও সত্য। বাহ্যিকভাবে সুদ দ্বারা যদিও সম্পদের বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয় এবং দান-খয়রাত দ্বারা সম্পদের ঘাটতি হয় বলে মনে হয় কিন্তু মূল ব্যাপার তার বিপরীত। আল্লাহ তাআলার প্রাকৃতিক বিধান এই যে, সুদ নৈতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক উন্নতির শুধু প্রতিবন্ধকই নয় ; বরং তা উল্লেখিত বিষয়ের অবনতিরও সহায়ক। বিপরীত পক্ষে

দান-খয়রাত (যাতে করজে হাসানাও অন্তর্ভুক্ত) দ্বারা নৈতিক, আধ্যাত্মিক অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক উন্নতি সাধন হয়।

৩৭৬. এটা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি অর্থ বণ্টনের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয় অর্থের মালিক হয়েছে কেবল সেই ব্যক্তিই সুদে টাকা খাটাতে পারে। এই যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ, এটাকে কুরআন মাজীদে 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র এ অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক পদ্ধতি এই যে, আল্লাহ যেমনি নিজ বান্দাহর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন, তেমনি বান্দাহও আল্লাহ্‌র অন্য বান্দার উপর অনুগ্রহ করবে। আর যদি সে বান্দাহ্ এ পদ্ধতিতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে ; বরং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে এমনভাবে ব্যবহার করে, যার ফলে অর্থ বণ্টনে যে বান্দাহ্ প্রয়োজনের চেয়ে কম অংশ পেয়েছে তাদের এ কম অংশ থেকেও নিজের অর্থের প্রভাবে এক একটি অংশ ছিনিয়ে নিতে থাকে। মূলত সে অকৃতজ্ঞ, যালিম, শোষক ও দুশ্চরিত্র।

৩৭৭. আলোচ্য রুকূ'তে আল্লাহ তাআলা বারবার দুই ধরনের লোকের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এক ধরনের লোক আত্মকেন্দ্রিক, অর্থপিশাচ ও শাইলক প্রকৃতির, যে আল্লাহ ও বান্দাহর হক উভয়ের প্রতি বেপরোয়া হয়ে টাকা গুণতে থাকে এবং গুণে গুণে সংরক্ষণ করে। সে সপ্তাহ ও মাসে মাসে তা বৃদ্ধি করার ও তার হিসেব রাখার মধ্যেই নিমগ্ন থাকে। দ্বিতীয় ধরনের লোক আল্লাহ্‌র অনুগত, দানশীল এবং অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা আল্লাহ ও বান্দাহ উভয়ের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। তারা নিজ পরিশ্রম লব্ধ অর্থ দ্বারা নিজেরাও চলে এবং অন্যের চাহিদাও পূরণের চেষ্টা করে। আর তা থেকে সৎকাজেও যথার্থভাবে ব্যয় করে। প্রথমোক্ত কর্মতৎপরতা আল্লাহ মোটেই পসন্দ করেন না। এদের দ্বারা পৃথিবীতে কোনো সুশীল সমাজ গড়ে উঠতে পারে না এবং আখিরাতেও তারা দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও বিপদ-মুসীবত ছাড়া কিছুরই অংশীদার হবে না। বিপরীত পক্ষে দ্বিতীয় ধরনের লোকের কর্মতৎপরতা আল্লাহ অত্যন্ত পসন্দ করেন। এদের দ্বারাই পৃথিবীতে সুশীল সমাজ গড়ে ওঠে এবং এদের কর্মতৎপরতাই আখিরাতে মানুষের জন্য কল্যাণ ও সাফল্যের সহায়ক হয়।

৩৭৮. অত্র আয়াত মক্কা বিজয়ের পরে নাযিল হয়েছে। সে সময় আরব দেশ ইসলামী হুকুমতের শাসনাধীনে এসে গিয়েছিল। ইতিপূর্বে সুদকে যদিও একটি অপসন্দনীয় বস্তু মনে করা হতো কিন্তু আইনগতভাবে তখনও নিষিদ্ধ করা হয়নি। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সুদী কারবার একটি ফৌজদারী অপরাধ বলে গণ্য হলো। আরবের যেসব গোত্র সুদের লেনদেনের সাথে জড়িত ছিল তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স) রাষ্ট্রের গভর্নরের মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, তারা যদি সুদী লেনদেন বন্ধ না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। আয়াতের শেষের শব্দাবলীর উপর ভিত্তি করে ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বসরী, ইবনে সীরীন ও রবী ইবনে আনাস প্রমুখ ফিক্হবিদদের মতামত হলো, যে ব্যক্তি দারুল ইসলামে সুদ খাবে তাকে তাওবা করার জন্য বাধ্য করা হবে। এরপরও সে যদি বিরত না হয় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। অন্যান্য ফকীহদের মতে তাকে কারারুদ্ধ করে রাখাই যথেষ্ট। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে সুদ খাওয়া থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার না করবে তাকে মুক্তি দেয়া যাবে না।

تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ফিরে যাবে ; তারপর প্রত্যেককে পুরোপুরিই দেয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে, আর তারা মযলুম হবে না।

تُرْجَعُوْنَ–তোমরা ফিরে যাবে; فِيْهِ–যেদিন; اِلَى–নিকট; اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র; ثُمَّ–তারপর; تُوَفّٰى–পুরোপুরি দেয়া হবে ; كُلُّ–প্রত্যেক ; نَفْسٍ–ব্যক্তিকে ; مَا–যা ; كَسَبَتْ–সে উপার্জন করেছে ; وَ–আর ; هُمْ–তারা ; لَا يُظْلَمُوْنَ–মযলুম হবে না।

৩৭৯. এ আয়াত থেকে একটি শরয়ী বিধান গৃহীত হয়েছে। আর তাহলো—যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে গেছে ইসলামী আদালত ঋণী ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়ার জন্য ঋণদাতাকে বাধ্য করতে পারবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তার সমস্ত ঋণ না ঋণের অংশবিশেষ মাফ করিয়ে দেয়ারও ব্যবস্থা করবে। হাদীস শরীফে এসেছে যে, এক ব্যক্তির ব্যবসায়ে লোকসান হয়ে গেলে তার উপর ঋণের বোঝা চেপে বসে। ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত গড়ায়। তিনি লোকদের নিকট আবেদন জানান, তোমরা তোমাদের এ ভাইকে সাহায্য করো। এতে অনেকে তাকে আর্থিক সাহায্য করে ; কিন্তু এতেও তার ঋণ পরিশোধ হয় না। তখন তিনি ঋণদাতাদেরকে বলেন, তোমরা যা পেয়েছো তা নিয়েই তাকে রেহাই দাও, এর বেশী তোমাদেরকে আদায় করে দেয়া সম্ভব নয়। ফকীহগণ এই হাদীসের ভিত্তিতে মত প্রকাশ করেছেন যে, ঋণী ব্যক্তির থাকার ঘর, খাবার বাসনপত্র, পরিধানের কাপড়-চোপড় এবং সে যন্ত্রপাতি যা দিয়ে সে রোজগার করে কোনো অবস্থাতেই ক্রোক করা যেতে পারে না।

৩৮ রুকূ' (আয়াত ২৭৪-২৮১)-এর শিক্ষা

১। সূদ অকাট্যভাবে হারাম। কিয়ামতের দিন সূদখোর ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত লোকের মতো উঠবে। কারণ পৃথিবীতে সূদখোর ব্যক্তির মধ্যে মানবিক গুণাবলী বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তার আচরণ উন্মাদের আচরণ হয়ে যায়।

২। সূদখোরদের অপরাধ হলো, তারা হারাম খেয়েছে এবং তারা সূদকে হালাল মনে করে চলেছে।

৩। সূদখোর ব্যক্তি তাওবা করে ভবিষ্যতে সূদ থেকে বিরত থাকলে তা গৃহীত হবে ; তবে পূর্বে যা খেয়েছে সে ব্যাপার আল্লাহ্‌র হাতে।

৪। কেউ সূদকে হালাল জানলে সে কাফির হয়ে যাবে এবং চিরকাল সে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে।

৫। সূদকে আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে প্রবৃদ্ধি দান করেন ; কারণ উভয় কর্ম পরস্পর বিরোধী। সুতরাং উভয় কর্মের ফলাফলও পরস্পর বিরোধী হবে।

৬। যারা সূদ খায় তারা এটাকে হালাল জেনেই খায়। তাই আল্লাহ তাআলা এ ধরনের লোককে কাফির ও গুনাহগার বলেছেন। আল্লাহ এসব লোককে পসন্দ করেন না।

৭। ইসলামী রাষ্ট্রে সূদখোরদের শাস্তি কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড।

৮। সূদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর ভয়কে অন্তরে জাগরুক রাখতে হবে।

৯। ইসলামী বিধানমতে সূদখোরেরা তাওবা করলে তাদের মূলধন ফেরত পাবে, অন্যথায় মূলধনও পাবে না।

১০। ঋণ গ্রহীতা যদি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয় তাহলে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে। তবে অক্ষম ব্যক্তিকে ঋণ মাফ করে দিয়ে রেহাই দেয়া অতি উত্তম কাজ।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩৯
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-২

(২৮২) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ

২৮২. হে যারা ঈমান এনেছো, যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের আদান-প্রদান করো,[৩৮০] তখন তোমরা তা লিখে নাও[৩৮১]

وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ

এবং তোমাদের মধ্যকার কোনো লিখক যেন ন্যায়সংগতভাবে লিখে দেয়। আর কোনো লিখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে

كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

যেমন আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লিখে দেয়। আর যার উপর রয়েছে ঋণের দায় (ঋণগ্রহীতা) সে যেন লিখিয়ে নেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে যেন ভয় করে।

(২৮২) يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْٓا-ঈমান এনেছো; اِذَا-যখন ; تَدَايَنْتُمْ -পরস্পর আদান-প্রদান করো ; بِدَيْنٍ-(ب+دين) ঋণের ; اِلٰٓى -পর্যন্ত ; اَجَلٍ-মেয়াদ; مُّسَمًّى -নির্দিষ্ট ; فَاكْتُبُوْهُ-(ف+اكتبو+ه) -তখন তোমরা তা লিখে নাও; وَلْيَكْتُبْ-এবং যেন লিখে দেয় ; بَّيْنَكُمْ-(بين+كم) তোমাদের মধ্যকার ; كَاتِبٌ-কোনো লিখক; بِالْعَدْلِ-(ب+ال+عدل) ন্যায়সংগতভাবে; وَ-আর ; لَا يَاْبَ-অস্বীকার না করে; كَاتِبٌ -কোনো লিখক ; اَنْ يَّكْتُبَ-লিখতে ; كَمَا-যেমন ; عَلَّمَهُ-(علم+ه)-তাকে শিক্ষা দিয়েছেন; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فَلْيَكْتُبْ-(ف+ل+يكتب) সুতরাং সে যেন লিখে দেয়; وَ-আর; لْيُمْلِلِ-সে যেন লিখিয়ে নেয়; الَّذِىْ-সে; عَلَيْهِ-(على+ه)-যার উপর রয়েছে; الْحَقُّ-(ال+حق) ঋণের দায় ; وَ-এবং; لْيَتَّقِ-সে যেন ভয় করে; اللّٰهَ -আল্লাহ্কে; رَبَّهٗ-(رب+ه) তার প্রতিপালক ;

৩৮০. এখান থেকে এ বিধান পাওয়া যায় যে, ঋণের লেনদেন করার সময় মেয়াদ সুনির্দিষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যক।

৩৮১. সাধারণভাবে বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ঋণের আদান-প্রদানকালে দলীল বা প্রমাণপত্র লেখাকে এবং সাক্ষী রাখাকে দূষণীয় মনে করা হয়।

وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا

আর সে যেন তা থেকে কোনো কিছু কম না করে ; কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় অথবা দুর্বল

أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا

অথবা সে লিখিয়ে নেয়ার যোগ্যতা না রাখে তবে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সংগতভাবে লিখিয়ে দেয়। আর তোমরা সাক্ষী রাখবে

شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে[৩৮২] দুজনকে ; তবে যদি দুজন পুরুষ না হয় তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা

وَ–আর; لَا يَبْخَسْ–সে যেন কম না করে ; مِنْهُ–(من+ه) তা থেকে; شَيْئًا–কোনো কিছু ; فَإِنْ–কিন্তু যদি ; كَانَ–হয় ; الَّذِي–যার ; عَلَيْهِ–উপর রয়েছে ; الْحَقُّ–(ال+حق) ঋণের দায় (ঋণগ্রহীতা) ; سَفِيهًا–নির্বোধ ; أَوْ–অথবা; ضَعِيفًا–দুর্বল; أَوْ–অথবা ; لَا يَسْتَطِيعُ–যোগ্যতা না রাখে ; أَنْ يُمِلَّ–লিখিয়ে নেয়ার ; هُوَ–সে; فَلْيُمْلِلْ–(ف+ل+يملل)–তবে যেন লিখিয়ে নেয়; وَلِيُّهُ–(ولى+ه)–তার অভিভাবক; بِالْعَدْلِ–(ب+ال+عدل)–ন্যায়সংগতভাবে ; وَ–এবং; اسْتَشْهِدُوا–তোমরা সাক্ষী রাখবে ; شَهِيدَيْنِ–দুজন সাক্ষী; مِنْ–থেকে ; رِجَالِكُمْ–(رجال+كم)-তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে; فَإِنْ–তবে যদি; لَمْ يَكُونَا–না হয়; رَجُلَيْنِ–দুজন পুরুষ; فَرَجُلٌ–(ف+رجل) তাহলে একজন পুরুষ; وَ–ও; امْرَأَتَانِ–দুজন মহিলা;

কিন্তু আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো, ঋণ ও ব্যবসা সংক্রান্ত চুক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণসহ লিখিতভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত, যাতে মানুষের মধ্যকার লেনদেনের সম্পর্ক পরিচ্ছন্ন থাকে। হাদীস শরীফে আছে, এমন তিন ধরনের লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করে। কিন্তু তাদের ফরিয়াদ শোনা হয় না। এক, যার স্ত্রী দুশ্চরিত্র কিন্তু সে তাকে তালাক দেয় না। দুই, ইয়াতীমের বালেগ হওয়ার পূর্বেই যে ব্যক্তি তার সম্পদ তার হাতে তুলে দেয়। তিন, যে ব্যক্তি কাউকে নিজের সম্পদ প্রদান করার সময় কোনো সাক্ষী রাখে না।

৩৮২. অর্থাৎ মুসলমান পুরুষদের মধ্য থেকে। এ থেকে জানা যায় যে, যে ব্যাপারে সাক্ষী রাখাটা ঐচ্ছিক সেখানে মুসলমানরা মুসলমানকেই সাক্ষী বানাবে ; অবশ্য যিম্মীদের সাক্ষী যিম্মী হতে পারে।

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا الْأُخْرَىٰ

সেই সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পসন্দ কর,[৩৮৩] তাদের একজন ভুল করলে অপরজন তা স্মরণ করিয়ে দিবে।

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا

আর সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে (সাক্ষ্য দিতে) যখন তাদেরকে ডাকা হবে। আর তোমরা অলসতা করো না তা লিখে রাখতে ছোট হোক

أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ

বা বড়ো হোক মেয়াদসহ। তোমাদের এ (লিখে রাখার) কাজ আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর ন্যায়সংগত ও সাক্ষ্যদানের জন্য অধিকতর শক্তিশালী

وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

এবং তোমাদের সন্দেহ সৃষ্টি না হওয়ার অধিকতর কাছাকাছি। তবে ব্যবসা যদি তোমাদের মধ্যে নগদ হয় ও আদান-প্রদান হাতে হাতে হয়

مِمَّنْ (من+من)– তাদের মধ্য থেকে, যাদের ; تَرْضَوْنَ–তোমরা পসন্দ করো ; مِنَ–থেকে ; الشُّهَدَآءِ (ال+شهداء)–সেই সাক্ষীদের ; أَنْ تَضِلَّ–ভুল করলে ; إِحْدَىٰهُمَا (احدى+هما)–তাদের একজন; فَتُذَكِّرَ–তাহলে স্মরণ করিয়ে দেবে; إِحْدَىٰهُمَا–তাদের একজন; الْأُخْرَىٰ (ال+اخرى)–অপরজনকে; وَ–আর ; لَا يَأْبَ–যেন অস্বীকার না করে ; الشُّهَدَآءُ (ال+شهداء)–সাক্ষীরা ; إِذَا مَا-যখন ; دُعُوا–তাদেরকে ডাকা হবে; وَ–আর; لَا تَسْـَٔمُوٓا–তোমরা অলসতা করো না ; أَنْ تَكْتُبُوهُ (ان+تكتبو+ه)-তা লিখে রাখতে ; صَغِيرًا–লেনদেন ছোট হোক ; أَوْ–অথবা ; كَبِيرًا–বড়ো হোক; إِلَىٰٓ أَجَلِهِ (الى+اجل+ه)-মেয়াদসহ ; ذَٰلِكُمْ–তোমাদের এ (লিখে রাখার) কাজ ; أَقْسَطُ–অধিকতর ন্যায়সংগত; عِندَ–নিকট; اللَّهِ–আল্লাহ্‌র; وَ–ও ; أَقْوَمُ–অধিকতর শক্তিশালী ; لِلشَّهَٰدَةِ (ل+ال+شهادة)–সাক্ষ্যদানের ; وَ–এবং ; أَدْنَىٰٓ–অধিকতর কাছাকাছি ; أَلَّا تَرْتَابُوٓا–তোমাদের সন্দেহ সৃষ্টি না হওয়ার; إِلَّآ–তবে; أَنْ–যদি ; تَكُونَ-হয় ; تِجَٰرَةً–ব্যবসা ; حَاضِرَةً–নগদ ; تُدِيرُونَهَا (تديرون+ها)-আদান-প্রদান করো হাতে হাতে ; بَيْنَكُمْ (بين+كم)– তোমাদের মধ্যে ;

৩৮৩. এর অর্থ হলো, যে কোনো লোক সাক্ষী হওয়ার জন্য উপযুক্ত নয় ; বরং এমন লোকদেরকে সাক্ষী বানাতে হবে যারা স্বীয় নৈতিক চরিত্র ও বিশ্বস্ততার জন্য সাধারণভাবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য।

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ

তবে তোমরা তা লিখে না রাখলে তোমাদের কোনো দোষ নেই।[৩৮৪] আর যখন তোমরা বেচা-কেনা করো তখন সাক্ষী রেখো

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

এবং ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না কোনো লিখককে এবং না কোনো সাক্ষীকে।[৩৮৫] আর যদি তোমরা এরূপ করো তবে অবশ্যই তোমাদের জন্য তা পাপ কাজ। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا

এবং আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। ২৮৩. আর যদি তোমরা সফরে থাকো এবং না পাও

فَلَيْسَ-তবে নেই; عَلَيْكُمْ-তোমাদের; جُنَاحٌ-কোনো দোষ; أَلَّا تَكْتُبُوهَا-(ألا+تكتبو+ها) তা লিখে না রাখলে; وَ-আর; أَشْهِدُوا-সাক্ষী রেখো; إِذَا-যখন; تَبَايَعْتُمْ-তোমরা বেচা-কেনা করো; وَ-এবং; لَا يُضَارَّ-ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না; كَاتِبٌ-কোনো লিখককে; وَ-এবং; لَا شَهِيدٌ-না কোনো সাক্ষীকে; وَ-আর; إِنْ-যদি; تَفْعَلُوا-তোমরা এরূপ করো; فَإِنَّهُ-(ف+ان+ه)-তবে অবশ্যই তা; فُسُوقٌ-পাপকাজ; بِكُمْ-তোমাদের জন্য; وَ-আর; اتَّقُوا-ভয় করো; اللَّهَ-আল্লাহ্‌কে; وَ-এবং; يُعَلِّمُكُمُ-(يعلم+كم)-তোমাদের শিক্ষা দেন; اللَّهُ-আল্লাহ্; وَ-আর; اللَّهُ-আল্লাহ; بِكُلِّ شَيْءٍ-সর্ব বিষয়ে; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ।(২৮৩) وَ-আর; إِنْ-যদি; كُنْتُمْ-তোমরা থাকো; عَلَىٰ سَفَرٍ-সফরে; وَ-এবং; لَمْ تَجِدُوا-না পাও;

৩৮৪. এর অর্থ হলো, যদিও দৈনন্দিন বেচাকেনার বিষয় লিখিত হওয়া উত্তম, যেমন আজকাল ক্যাশমেমো দেয়া-নেয়ার পদ্ধতি চালু রয়েছে, তবে এটা একান্তই আবশ্যক নয়। এমনিভাবে সহযোগী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরস্পরের মধ্যে দিবারাত্রি যে লেনদেন হয় তা লিখে না রাখলেও কোনো ক্ষতি নেই।

৩৮৫. এর অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তিকে প্রমাণপত্র লিখে দেয়ার জন্য অথবা সাক্ষী হওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে না এবং কোনো পক্ষই কোনো লিখকও সাক্ষীকে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে সঠিক সাক্ষ্য দেয়ার কারণে কষ্ট দিতে পারবে না।

كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ

কোনো লিখক তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত করা বিধেয়।[৩৮৬] তবে যদি তোমাদের একে অন্যকে বিশ্বাস করে তাহলে সে যেন ফিরিয়ে দেয় যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে

أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا

তার আমানত এবং সে যেন তার প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করে ; আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না।[৩৮৭] আর যে তা গোপন করবে

كَاتِبًا–কোনো লিখক ; فَرِهٰنٌ–(ف+رهن) তবে বন্ধকী বস্তু ; مَّقْبُوضَةٌ–হস্তগত করা বিধেয়; فَإِنْ–(ف+ان) তবে যদি; أَمِنَ–বিশ্বাস করে; بَعْضُكُم–(بعض+كم)–তোমাদের একে ; بَعْضًا–অন্যকে ; فَلْيُؤَدِّ–(ف+ليود)–তাহলে সে যেন ফিরিয়ে দেয়; الَّذِي–যাকে ; اؤْتُمِنَ–বিশ্বাস করা হয়েছে ; أَمَانَتَهُ–(امانت+ه)–তার আমানত; وَ–এবং; لْيَتَّقِ–সে যেন ভয় করে; اللَّهَ–আল্লাহ্‌কে; رَبَّهُ–(رب+ه)–তার প্রতিপালক; وَ–আর; لَا تَكْتُمُوا–তোমরা গোপন করো না ; الشَّهَادَةَ–(ال+شهادة)–সাক্ষ্য ; وَ–আর; مَنْ–যে ; يَكْتُمْهَا–তা গোপন করবে ;

৩৮৬. এর অর্থ এই নয় যে, বন্ধকী বস্তু হস্তগত করার ব্যাপার শুধুমাত্র সফরেই হতে পারে ; বরং এ ধরনের ব্যাপার সাধারণভাবে অহরহ ঘটে থাকে, এজন্য বিশেষভাবে সফরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর বন্ধকী লেনদেনের এটাও শর্ত নয় যে, যখন প্রমাণপত্র সম্ভব না হয় তখন শুধুমাত্র উল্লেখিত পদ্ধতিতেই বন্ধকী লেনদেন করতে পারবে। এছাড়া এর আরেকটি পদ্ধতি এও হতে পারে যে, শুধু প্রমাণপত্রের মাধ্যমে ঋণদাতা যদি ঋণ দিতে না চায় তাহলে ঋণপ্রার্থী নিজের কোনো বস্তু গচ্ছিত রেখে ঋণ নিবে ; কিন্তু কুরআন মাজীদ তার অনুসারীদেরকে দানশীলতা ও মহানুভবতার প্রশিক্ষণ দিতে চায়। আর এটা উন্নত নৈতিক চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় যে, এক ব্যক্তি সম্পদশালী, কিন্তু সে কোনো জিনিস বন্ধক না রেখে কাউকে তার প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে সম্মত নয়। কুরআন মাজীদ তাই ইচ্ছাকৃতভাবেই দ্বিতীয় পদ্ধতির উল্লেখ করেনি।

এ প্রসঙ্গে এও জানা থাকা প্রয়োজন যে, ঋণের সম পরিমাণ বস্তু বন্ধক রাখার উদ্দেশ্য তো এটাই যে, ঋণদাতা তার ঋণ ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারে। কিন্তু সে তার ঋণের অর্থের বিনিময়ে বন্ধকী বস্তু থেকে উপকৃত হবার অধিকার লাভ করবে না। যদি কোনো ব্যক্তি বন্ধকী হিসেবে হস্তগত ঘরে বসবাস করে অথবা তা ভাড়া দিয়ে সেই অর্থ ভোগ করে, তাহলে সে সুদ খায়। ঋণ বাবদ প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে সুদ গ্রহণ করা এবং বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করার নীতিগতভাবে

فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ○

অবশ্যই তার অন্তর হবে পাপপূর্ণ ; আর তোমরা যা করছো
সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

فَإِنَّهُ-(ف+ان+ه) অবশ্যই তার ; آثِمٌ-পাপপূর্ণ ; قَلْبُهُ-(قلب+ه) তার অন্তর ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; بِمَا-সে সম্পর্কে ; تَعْمَلُونَ-তোমরা যা করো; عَلِيمٌ-সবিশেষ অবহিত।

কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্য কোনো পশু যদি বন্ধক রাখা হয়, তাহলে তার দুধ খাওয়া তার উপর সওয়ার হওয়া এবং তার দ্বারা বোঝা বহন করানো, হালচাষ ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা এটা তো আসলে সেই খাদ্যের বিনিময় যা বন্ধক গ্রহণকারী সেই পশুকে খাওয়ায়।'

৩৮৭. 'সাক্ষ্য গোপন করা' দ্বারা সাক্ষ্য দিতে না চাওয়া এবং সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সত্য প্রকাশ না করা উভয়টিই বুঝানো হয়েছে।

৩৯ রুকূ' (আয়াত ২৮২-২৮৩)-এর শিক্ষা

১। ধার-কর্জ আদান-প্রদান লিখিত প্রমাণের ভিত্তিতে করা প্রয়োজন, যাতে কোনো পক্ষ থেকে ভুল-ভ্রান্তি অথবা অস্বীকৃতির কোনো সুযোগ না থাকে।

২। ধার-কর্জ আদান-প্রদানের সূচনায় সুস্পষ্টভাবে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে।

৩। যাকে আল্লাহ তাআলা লিখার যোগ্যতা দান করেছেন তার দ্বারা ন্যায়সংগতভাবে ধার-কর্জের প্রমাণপত্র লিখিয়ে নিতে হবে। আর লিখকও নিরপেক্ষভাবে প্রমাণপত্র লিখে দিবেন। এটা হবে আল্লাহ তাআলা তাকে যে যোগ্যতা দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।

৪। ধার-কর্জ গ্রহীতাই প্রমাণপত্রের বিষয়বস্তু বলে দিবে। কারণ এটা তার পক্ষ থেকে অঙ্গীকারপত্র। আর যদি তার পক্ষে বিষয়বস্তু বলে দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে তার অভিভাবক বিষয়বস্তু বলে দিয়ে ন্যায়সংগতভাবে লিখিয়ে নিবে।

৫। লেনদেনে প্রমাণপত্র লেখাই যথেষ্ট নয় ; বরং এতে দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য থাকতে হবে।

৬। সাক্ষীদের জন্য শর্ত হলো—(ক) মুসলমান হতে হবে, (খ) সাক্ষী নির্ভরযোগ্য হতে হবে, যার কথার উপর আস্থা রাখা যায়—পাপাচারী হলে চলবে না।

৭। শরয়ী ওযর ছাড়া সাক্ষ্যদান করতে অস্বীকার করা গুনাহের কাজ।

৮। প্রমাণপত্রের লিখক বা সাক্ষীদেরকে সত্য সাক্ষ্যদানের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। এরূপ করা অবশ্যই গুনাহের মধ্যে শামিল।

৯। ঋণদাতা ইচ্ছা করলে ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তার জন্য কোনো বস্তু বন্ধক রাখতে পারবে। তবে এমন বস্তু দ্বারা উপকার গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ হবে না।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪০
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-৩

﴿٢٨٤﴾ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ

২৮৪. আসমানে[৩৮৮] যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র।[৩৮৯] আর তোমাদের মনে যা আছে তা যদি তোমরা প্রকাশ করো

أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ

অথবা তা গোপন করে রাখো, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসেব নিবেন।[৩৯০] অতপর তিনি যাকে চান ক্ষমা করবেন এবং যাকে চান সাজা দিবেন

(২৮৪) لِلّٰهِ-(ل+الله)-আল্লাহ্‌র; مَا -যাকিছু ; فِي- আছে ; السَّمٰوٰتِ-(ال+سموت) আসমানে; وَ-এবং ; مَا فِيْ-যাকিছু আছে ; الْأَرْضِ-(ال+ارض) যমীনে; وَ -আর; اِنْ-যদি ; تُبْدُوْا-তোমরা প্রকাশ করো; مَا فِيْ-যাকিছু আছে ; اَنْفُسِكُمْ-(انفس+كم) তোমাদের মনে; اَوْ-অথবা; تُخْفُوْهُ -(تخفوا+ه) গোপন করো; يُحَاسِبْكُمْ-(يحاسب+كم)-হিসেব নিবেন তোমাদের থেকে; بِهِ-তার ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فَيَغْفِرُ -(ف+يغفر) -অতপর তিনি ক্ষমা করবেন ; لِمَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-চান ; وَ-এবং ; يُعَذِّبُ -সাজা দিবেন ; مَنْ -যাকে ; يَشَاءُ -চান ;

৩৮৮. এখানে বক্তব্যের উপসংহার টানা হয়েছে। সূরার সূচনা যেভাবে দীনের বুনিয়াদী শিক্ষা দ্বারা হয়েছে তেমনিভাবে সূরার শেষেও সেসব মৌলিক বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যেগুলোর উপর ইসলামের মূল বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। তুলনামূলক পাঠের জন্য সূরার প্রথম রুকূ'টি সামনে রাখলে বিষয়বস্তু বুঝতে সহজ হবে।

৩৮৯. এটা দীনের প্রথম বুনিয়াদ। আসমান ও যমীনের মালিক হওয়া এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাকিছু আছে সবকিছু এককভাবে আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন হওয়া—এ মৌলিক সত্যের ভিত্তিতে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র সামনে আনুগত্যের শির নত করা ছাড়া অন্য কোনো পথ হতে পারে না।

৩৯০. এ বাক্যটির মধ্যে আরও দুটো কথা বলা হয়েছে। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী হবে এবং এককভাবেই তাকে জবাবদিহি করতে হবে। দুই, আসমান-যমীনের যে বাদশাহর সামনে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছুর জ্ঞান রাখেন, এমনকি বান্দার অন্তরে লুক্কায়িত ইচ্ছা এবং চিন্তাও তাঁর নিকট গোপন নয়।

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ

আর আল্লাহ সর্ববিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।[৩৩১] ২৮৫. রাসূল সেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন, যা তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার প্রতি নাযিল করা হয়েছে

وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟

এবং (ঈমান এনেছে) মু'মিনরাও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি।

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ

(তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। তারা আরও বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম ; তোমার কাছেই ক্ষমা চাই

رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ

হে আমাদের প্রতিপালক ; আর তোমার নিকটই (আমাদের) প্রত্যাবর্তন।[৩৩২] ২৮৬. আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে এমন দায়িত্ব চাপান না তার সামর্থ ছাড়া ;[৩৩৩] যা (নেকী) সে উপার্জন করেছে তা তারই জন্য

وَ–আর; اللّٰهُ–আল্লাহ; عَلٰى–উপর; كُلِّ–সর্ব; شَيْءٍ–বিষয়ের; قَدِيْرٌ–সর্বশক্তিমান। ২৮৫ اٰمَنَ–ঈমান এনেছেন ; الرَّسُوْلُ–(ال+رسول) রাসূল ; بِمَآ–সেসব বিষয়ের প্রতি; اُنْزِلَ–যা নাযিল করা হয়েছে; اِلَيْهِ–তাঁর প্রতি; مِنْ–পক্ষ থেকে; رَبِّهٖ–(رب+ه) তাঁর প্রতিপালকের; وَ–এবং ; الْمُؤْمِنُوْنَ–(ال+مؤمنون) মু'মিনরাও; كُلٌّ–প্রত্যেকে; اٰمَنَ–ঈমান এনেছে; بِاللّٰهِ–(بَ+الله) আল্লাহ্‌র প্রতি; وَمَلٰٓئِكَتِهٖ–(و+ملئكة+ه) ও ফেরেশতাদের প্রতি ; وَكُتُبِهٖ–(و+كتب+ه) ও তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি; وَرُسُلِهٖ–(و+رسل+ه) এবং রাসূলদের প্রতি ; لَا نُفَرِّقُ–আমরা কোনো পার্থক্য করি না; بَيْنَ–মধ্যে; اَحَدٍ–কারো ; مِّنْ رُّسُلِهٖ–(من+رسل+ه) তাঁর রাসূলগণের মধ্যে; وَ–এবং; قَالُوْا–তারা আরও বলে ; سَمِعْنَا–আমরা শুনলাম; وَاَطَعْنَا–ও মেনে নিলাম ; غُفْرَانَكَ–তোমারই ক্ষমা চাই; رَبَّنَا–(رب+نا)–হে আমাদের প্রতিপালক ; وَ–আর; اِلَيْكَ–আপনার নিকট; الْمَصِيْرُ–(ال+مصير) প্রত্যাবর্তন। ২৮৬ لَا يُكَلِّفُ–এমন দায়িত্ব চাপান না; اللّٰهُ–আল্লাহ্ ; نَفْسًا–কোনো ব্যক্তিকে; اِلَّا–ছাড়া ; وُسْعَهَا–(وسع+ها) তার সামর্থ ; لَهَا–তার জন্য ; مَا–যা; كَسَبَتْ–সে (নেকী) উপার্জন করেছে ;

وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ

এবং যার (গুনাহ) সে অর্জন করেছে তা তারই উপর বর্তাবে।[৩৯৪] হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা আমরা ভুল করি আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।

وَ-এবং ; عَلَيْهَا-তার উপর বর্তাবে; مَا -যা; اكْتَسَبَتْ -সে (গুনাহ) অর্জন করেছে; رَبَّنَا-(رب+ نا)-হে আমাদের প্রতিপালক; لَاتُؤَاخِذْنَا-(لا+ تؤاخذ+ نا)-আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না ; إِنْ-যদি ; نَسِينَا -আমরা ভুলে যাই ; أَوْ-কিংবা; أَخْطَأْنَا -আমরা ভুল করি ;

৩৯১. এটা আল্লাহ্‌র অবাধ ইচ্ছা-ক্ষমতার বর্ণনা। তিনি এমন কোনো আইনে আবদ্ধ নন যে, সেই আইন অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য। বরং তিনি সর্বময় ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। কাউকে শাস্তিদান করা এবং ক্ষমা করার পূর্ণ এখতিয়ার তাঁর রয়েছে।

৩৯২. অত্র আয়াতে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হয়েছে। আর তাহলো—আল্লাহ্‌কে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে মেনে নেয়া ; তাঁর রাসূলদেরকে—তাদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য না করে মেনে নেয়া (অর্থাৎ কাউকে মানা আর কাউকে অমান্য করা এরূপ পার্থক্য না করা) এবং একথার স্বীকৃতি দান করা যে, আমাদেরকে অবশেষে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। এ পাঁচটি বিষয় হলো ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা। এ পাঁচটি আকীদা-বিশ্বাসের স্বীকৃতির পর একজন মুসলমানের জন্য সঠিক কর্মপদ্ধতি হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধানই আসবে সেগুলোকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মাথা পেতে মেনে নিবে, সেগুলোর আনুগত্য করবে এবং নিজের ভালো কাজের জন্য গর্ব-অহংকার করবে না ; বরং আল্লাহ্‌র নিকট বিনীত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

৩৯৩. আল্লাহ্‌র নিকট থেকে মানুষের উপর দায়িত্ব তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী প্রদান করা হয়। এমনটি কখনও হবে না যে, বান্দাহর কোনো একটি কাজ করার ক্ষমতা নেই অথচ আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, তুমি অমুক কাজটি কেন করোনি ? অথবা এমনটি কখনও হবে না যে, কোনো বিষয় থেকে বেঁচে থাকা তার সাধ্যের বাইরে অথচ আল্লাহ্ তাকে সেই বিষয় থেকে বেঁচে না থাকার জন্য পাকড়াও করবেন যে, তুমি অমুক বিষয় থেকে কেন পরহেয করোনি ? কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, নিজ সামর্থ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী সে নিজে নয়, এ সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহ্‌ই নিতে পারেন যে, এক ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কিসের সামর্থ্য রাখে আর কিসের সামর্থ্য রাখে না।

৩৯৪. এটা হলো আল্লাহ প্রদত্ত পার্থিব বিধানের অপর একটি মূলনীতি। প্রত্যেক ব্যক্তি সেই কাজেরই পুরস্কার পাবে যা সে করেছে। এটা সম্ভব নয় যে, একজনের

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ

হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি এমন ভারী বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দিবেন না, যেরূপ চাপিয়ে দিয়েছিলেন তাদের উপর যারা আমাদের পূর্বে ছিল।[৩৯৫]

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا

হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি আমাদের উপর এমন বোঝা চাপাবেন না যার বহনশক্তি আমাদের নেই;[৩৯৬] আর আপনি আমাদের গুনাহ মোচন করে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন ;

رَبَّنَا –হে আমাদের প্রতিপালক; وَ–আর; لَا تَحْمِلْ–আপনি চাপিয়ে দিবেন না; عَلَيْنَآ –আমাদের উপর ; إِصْرًا–এমন ভারী বোঝা ; كَمَا –যেরূপ ; (حملت+ه)–حَمَلْتَهُ চাপিয়ে দিয়েছিলেন তা; عَلَى –তাদের উপর; الَّذِينَ–যারা; (من+قبل+نا)–مِنْ قَبْلِنَا আমাদের পূর্বে ছিল; رَبَّنَا–হে আমাদের প্রতিপালক; وَ–আর; (لا+تحمل+نا)–لَا تُحَمِّلْنَا এমন বোঝা চাপাবেন না আমাদের উপর; مَا –যার ; لَا طَاقَةَ–বহনশক্তি নেই; لَنَا–আমাদের ; بِهِ–যে বোঝা ; وَ–আর ; اعْفُ–গুনাহ মোচন করে দিন ; عَنَّا –আমাদের থেকে; وَ –আর; اغْفِرْ –ক্ষমা করুন; لَنَا–আমাদেরকে;

কাজের বিনিময়ে অন্য লোক পুরস্কার পাবে। একইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধে পাকড়াও হবে যে অপরাধের সাথে সে সংশ্লিষ্ট ছিল। এরূপ কখনও হবে না যে, একজনের অপরাধে অন্যজনকে পাকড়াও করা হবে। তবে হ্যাঁ, এটা অবশ্যই সম্ভব যে, এক ব্যক্তি একটি নেক কাজের ভিত্তিস্থাপন করেছে যার ফলে হাজার হাজার বছর পর্যন্ত সেই কাজের প্রভাব স্থায়ী থাকলো, আর এসব কাজের ফল তার আমলনামায় লেখা হতে থাকবে। আর অন্য এক ব্যক্তি কোনো একটি মন্দ কাজের ভিত্তিস্থাপন করেছে এবং শত শত বছর পর্যন্ত সেই কাজের প্রভাব স্থায়ী থাকে, আর সে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রথম যালিমের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু ভালো বা মন্দ যে প্রতিফলই হবে তা মানুষের নিজেরই উপার্জন। মোটকথা, ভালো বা মন্দ যে কাজই হোক তাতে কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা, সংকল্প, চেষ্টা বা সাধনার কোনো অংশ থাকলো না অথচ তার শাস্তি বা পুরস্কার সে পাবে এমনটি কোনোক্রমেই হবে না। কর্মফল কোনো হস্তান্তরযোগ্য জিনিস নয়।

৩৯৫. অর্থাৎ আমাদের পূর্বসূরীদের আপনার পথে যে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যেসব ভয়াবহ বিপদের মুকাবিলা করতে হয়েছে, যে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে সেসব থেকে আমাদেরকে বাঁচান। যদিও আল্লাহ তাআলার স্থায়ী বিধান রয়েছে যে, যে কেউ সত্য-ন্যায়ের অনুসরণ করার সংকল্প করেছে তাকেই কঠিন পরীক্ষা ও

وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

এবং আমাদের প্রতি করুণা করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন।[৩৯৭]

وَ–এবং ; ارْحَمْنَا –(ارحم+نا) আমাদেরকে করুণা করুন ; أَنْتَ –আপনি ; مَوْلٰىنَا –(مولى+نا)–আমাদের অভিভাবক ; فَانْصُرْنَا –(ف+انصر+نا)–অতএব আমাদের সাহায্য করুন ; عَلَى –মুকাবিলায় ; الْقَوْمِ –(ال+قوم) সম্প্রদায়ের; الْكٰفِرِيْنَ –(ال+كفرين) কাফির।

বিপদ-আপদের মুকাবিলা করতে হয়েছে। আর যখনই পরীক্ষার মুখোমুখী হতে হয়েছে তখনই মুমিন ব্যক্তির কাজ হলো পূর্ণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তার মুকাবিলা করা ; কিন্তু একজন মুমিনকে যে কোনো অবস্থায়ই আল্লাহর নিকট এ দোয়াই করা উচিত যে, তিনি যেন সত্য ও ন্যায়ের পথে চলাকে তার জন্য সহজ করে দেন।

৩৯৬. অর্থাৎ দুঃখ-দুর্দশার এমন বোঝা-ই আমাদের উপর চাপাও যে বোঝা বহন করার শক্তি আমাদের আছে। এমন যেন না হয় যে, আমাদের ধৈর্যশক্তির অতিরিক্ত বোঝা আমাদের উপর চাপানো হলো, আর ধৈর্যচ্যুতির কারণে সত্যপথ থেকে আমাদের বিচ্যুতি ঘটলো।

৩৯৭. এ দোয়ার মর্ম অনুধাবন করার জন্য এ বিষয়টি সামনে রাখা প্রয়োজন যে, এ আয়াত হিজরতের প্রায় এক বছর পূর্বে মিরাজের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। আর তখন মক্কাতে কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে গিয়েছিল এবং মুসলমানদের উপর দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-মসীবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছিল। এমতাবস্থায় মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হলো যে, স্বীয় মালিকের নিকট তোমরা এভাবে দোয়া করো। এটা সুস্পষ্ট যে, দাতা যদি চাওয়ার নিয়ম-পদ্ধতি জানিয়ে দেন তখন প্রার্থিত বস্তু পাওয়ার নিশ্চয়তা স্বভাবতই সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এজন্যই দোয়াটি তৎকালীন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের অসাধারণ মানসিক নিশ্চিন্ততার কারণ সাব্যস্ত হয়। তাছাড়া এ দোয়ায় মুসলমানদেরকে পরোক্ষভাবে এ শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের আবেগ-অনুভূতিকে অসংগত ধারায় প্রবাহিত হতে না দেয় ; বরং সেগুলোকে এ দোয়ার ছাঁচেই ঢালাই করে দেয়।

সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াতের ফযিলত

সহীহ হাদীসসমূহে এ আয়াত দুটির বিশেষ ফযিলতের কথা বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কেউ রাতের বেলায় এ আয়াত দুটি পাঠ করলে তা তার জন্য যথেষ্ট।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা-রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা এ দুটি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন, জগত সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এশার নামাযের পর এ দুটি আয়াত পাঠ করলে তা তাহাজ্জুদ নামাযের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।

হাদীস গ্রন্থ মুস্তাদরাক ও বায়হাকীর রাওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা এ দুটি আয়াত দ্বারা সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছেন, আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ ভাণ্ডার থেকে এ দুটি আয়াত আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা বিশেষভাবে এ দুটি আয়াত শিক্ষা করো এবং নিজেদের স্ত্রী সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দাও।

এ কারণেই হযরত ওমর ফারূক ও আলী মর্তুজা (রা) বলেন, আমাদের মতো যার সামান্য বুদ্ধিজ্ঞান আছে, সে যেন এ দুটি আয়াত পাঠ করা ছাড়া নিদ্রা না যায়।

জামে' তিরমিযি শরীফে একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন, যার মধ্যে দুটি আয়াত অবতীর্ণ করে সূরা বাকারা শেষ করেন। যেই বাড়ীতে তিন রাত পর্যন্ত এ আয়াত দুটি পাঠ করা হবে শয়তান সেই বাড়ীর নিকটেও যেতে পারবে না।

৪০ রুকূ' (আয়াত ২৮৪-২৮৬)-এর শিক্ষা

১। সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা, সর্বস্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর আসমান-যমীনের আওতার বাইরে যেহেতু যাওয়ার কোনো উপায় মানুষের নেই, অতএব তাকে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাঁর সামনে আনুগত্যের শির নত করতেই হবে। আর এটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

২। প্রত্যেক মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

৩। যেহেতু বান্দার কোনো কাজই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে হতে পারে না, তাই তাঁর নিকট জবাবদিহি থেকে বাঁচারও কোনো উপায় নেই। অতএব জবাবদিহি করার প্রস্তুতি মৃত্যুর পূর্বেই নিতে হবে।

৪। ঈমানের পাঁচটি মৌলিক বিষয় হলো, (ক) আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনা, (খ) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা, (গ) আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা, (ঘ) সকল নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং (ঙ) মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও বিচার দিবসের প্রতি ঈমান আনা।

৫। উপরোক্ত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য ২৮৬নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক শেখানো ভাষায় প্রার্থনা করতে হবে।

-: সমাপ্ত :-

শব্দে শব্দে
আল কুরআন
প্রথম খণ্ড
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান